পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ২৯ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 29, Issue 1404, Saturday, January 23, 2021 FREE www.parichoy.com

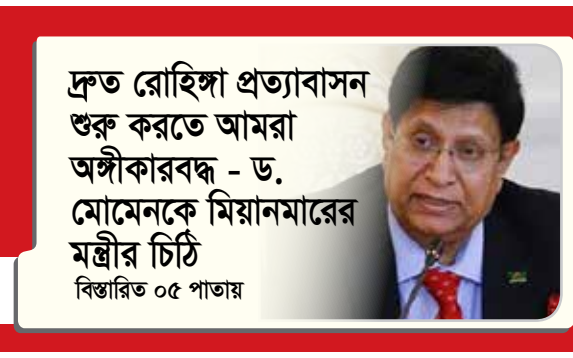

দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ - ড. মোমেনকে মিয়ানমারের মন্ত্রীর চিঠি

বিস্তারিত ০৫ পাতায়

আরো আছে...

- দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ - ড. মোমেনকে মিয়ানমারের মন্ত্রীর চিঠি, বিস্তারিত ৫ম পাতায়
- ভারতের উপহার হিসেবে টিকা পেয়ে ঢাকায় স্বস্তি -বিস্তারিত ৫ম পাতায়
- বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় সবার শীর্ষে ঢাকা -বিস্তারিত ৫ম পাতায়
- যেসব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সামনে বাইডেন-বিস্তারিত ৬ষ্ঠ পাতায়
- প্রথম দিনেই ট্রাম্পের বহু সিদ্ধান্ত বদল বাইডেনের - বিস্তারিত ৬ষ্ঠ পাতায়
- চার বছরে ৩০ হাজার ৫৩৭টি মিথ্যা বলেছেন ট্রাম্প -বিস্তারিত ৬ষ্ঠ পাতায়
- জো বাইডেন ও বাংলাদেশের অর্থনীতি : এক নতুন সম্ভাবনা? - বিস্তারিত ১০ম পাতায়
- বিস্কুট রপ্তানির সাফল্যে বাংলাদেশ-বিস্তারিত ১০ম পাতায়
- বাংলাদেশ এলো ভারতের টিকা, যা বলেছিলেন বিশিষ্টজনেরা -বিস্তারিত ৫ম পাতায়
- ৫৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশী পাসপোর্টে সৌদি আরব গিয়েছে- সৌদি রাষ্ট্রদূত -বিস্তারিত ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে টিকার ট্রায়াল চালাতে চায় ভারত বায়োটেক -বিস্তারিত ৫ম পাতায়
- 'আনসিভিল ওয়ার' বন্ধের শপথ বাইডেনের -বিস্তারিত ৭ম পাতায়

বাইডেনের কণ্ঠে ঐক্যের বার্তা, বিরোধিতায় রিপাবলিকানরা অনড়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

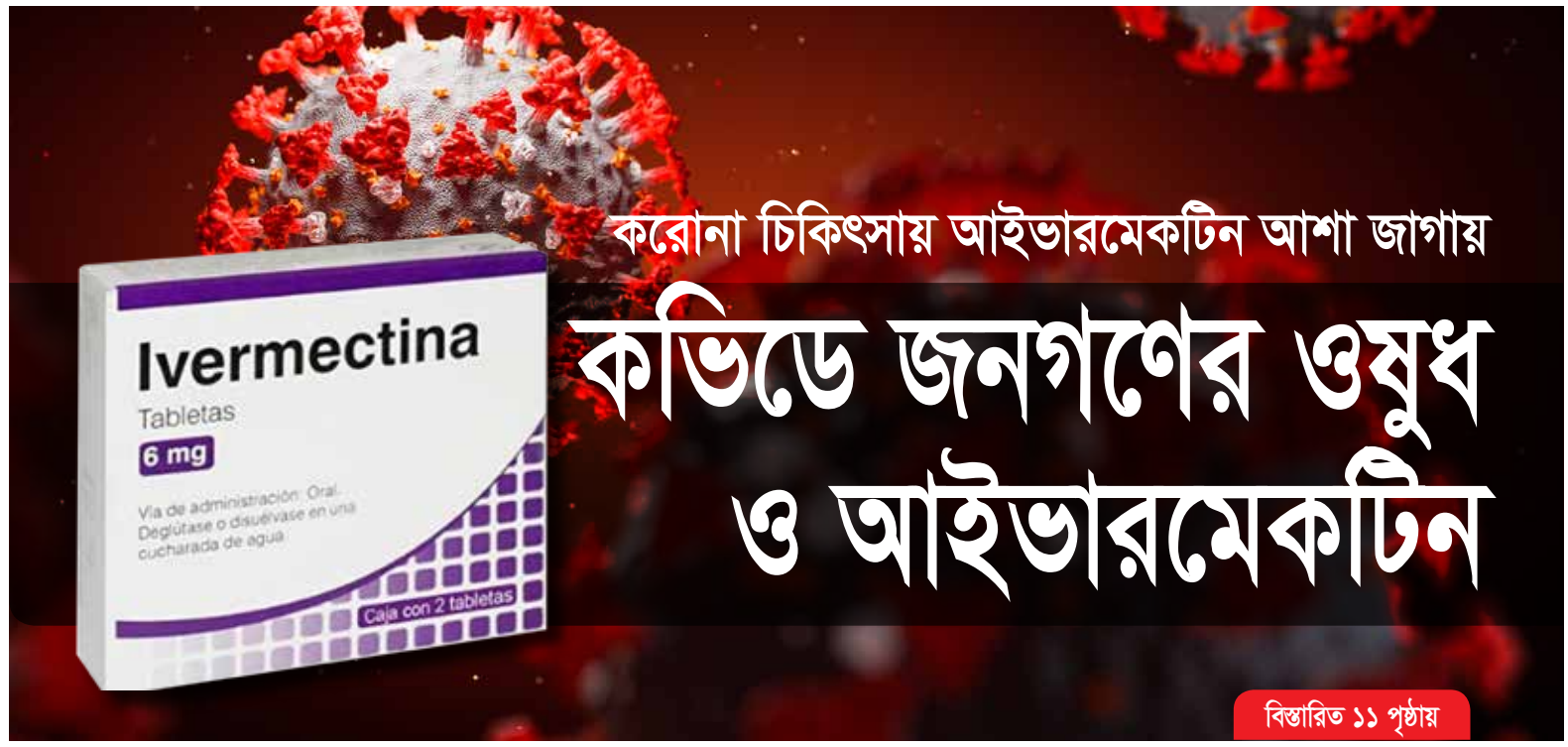

করোনা চিকিৎসায় আইভারমেকটিন আশা জাগায়

কভিডে জনগণের ওষুধ ও আইভারমেকটিন

বিস্তারিত ১১ পৃষ্ঠায়

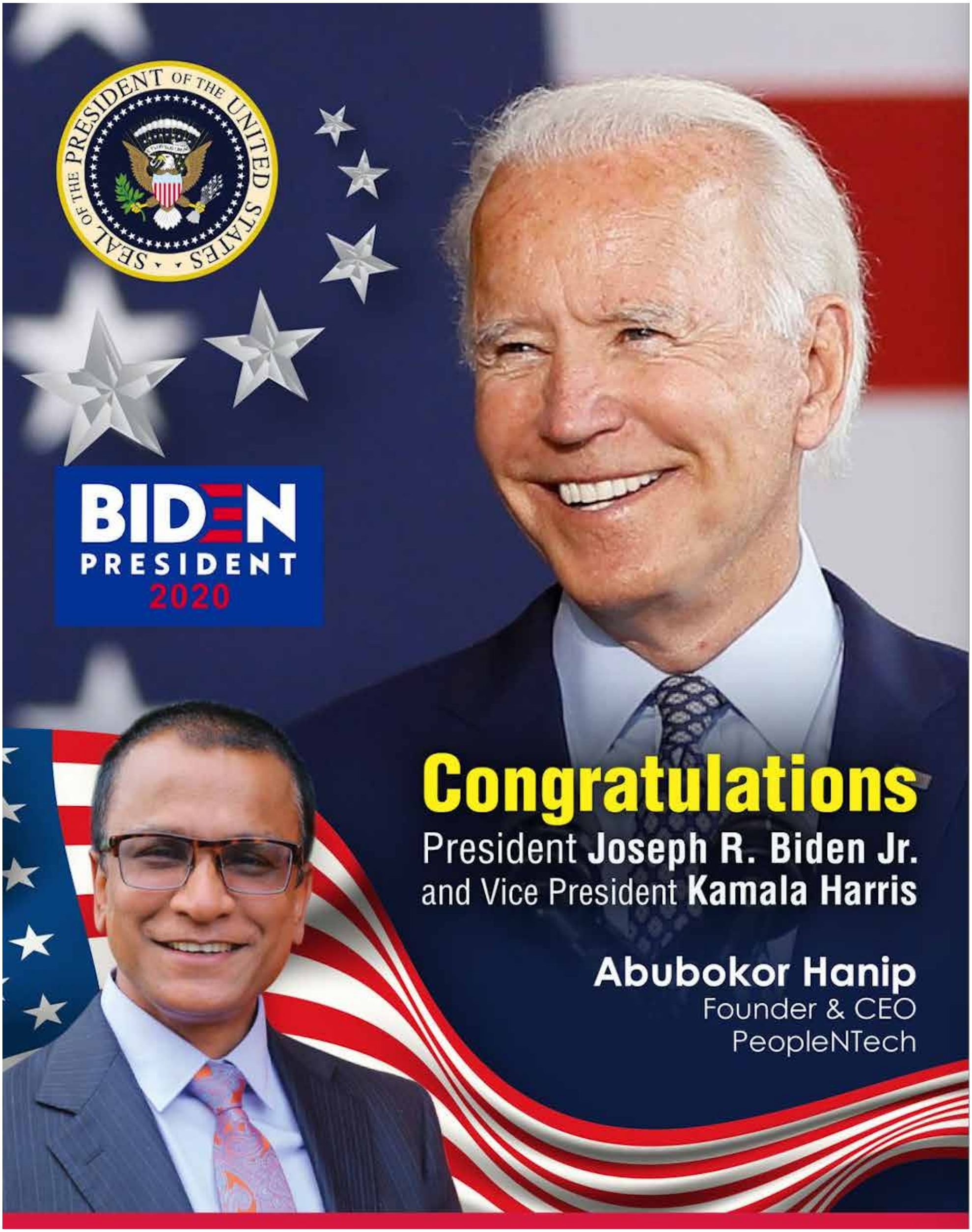
BIDEN
PRESIDENT
2020
Congratulations
President Joseph R. Biden Jr.
and Vice President Kamala Harris
Abubokor Hanip
Founder & CEO
PeopleNTech

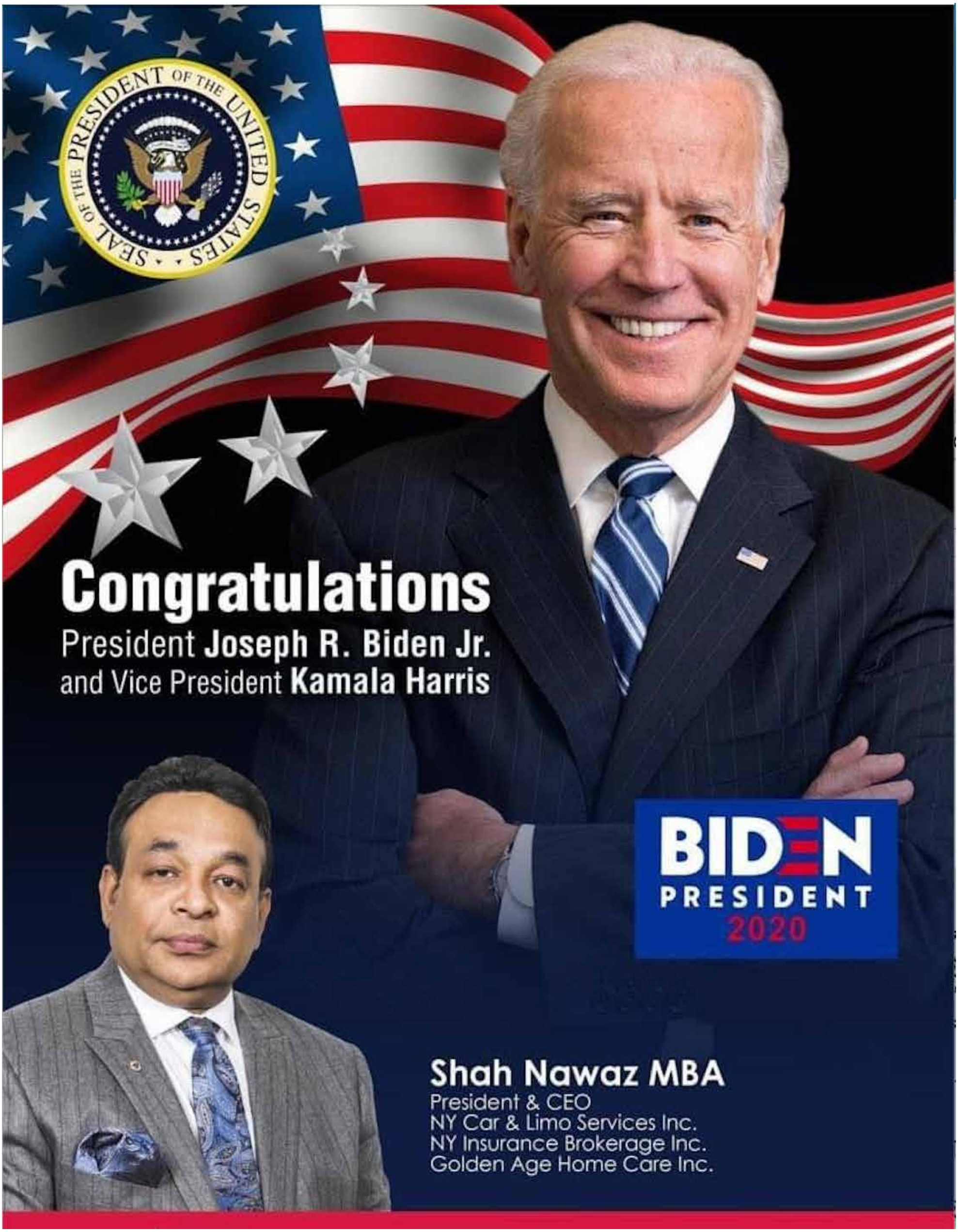
SEAL OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES
Congratulations
President Joseph R. Biden Jr.
and Vice President Kamala Harris
BIDEN
PRESIDENT
2020
Shah Nawaz MBA
President & CEO
NY Car & Limo Services Inc.
NY Insurance Brokerage Inc.
Golden Age Home Care Inc.

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ - ড. মোমেনকে মিয়ানমারের মন্ত্রীর চিঠি

ঢাকা: মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক সহযোগিতাবিষয়ক মন্ত্রী কাইয়া টিন জানিয়েছেন, ২০১৭ সালে দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করতে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। একইসঙ্গে বাংলাদেশসহ সব প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক সমস্যা সমাধানেও তার দেশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে. আব্দুল মোমেনকে লেখা এক চিঠিতে মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী কাইয়া টিন এ কথা বলেন। সম্প্রতি লেখা এ চিঠিতে মিয়ানমারের মন্ত্রী বলেন, মিয়ানমার প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে পারস্পারিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যেকোনো দ্বিপাক্ষিক বিষয়ের সমাধান করতে চায়। গত ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত চীন, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে

ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দ্রুত প্রত্যাবাসন শুরুর আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

কাইয়া টিন বলেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো তিনিও মনে করেন করোনা মহামারির কারণে নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পারিক সংহতি ও সহযোগিতা প্রয়োজন। পারস্পরিক অলোচনার ভিত্তিতে ১৯৭৮ ও ১৯৯২ সালে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত নেওয়ার বিষয়টি মিয়ানমারের মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

কাইয়া টিন ড. মোমেনের সুস্বাস্থ্য এবং বাংলাদেশের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।গত ১ জানয়ারি মিয়ানমারের মন্ত্রী চিঠি দেওয়ার জন্য ড. মোমেনকে ধন্যবাদ জানান।

কাইয়া টিন ও ড. মোমেন একই সময়ে জাতিসংঘে নিজ নিজ দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন্য। সেসময় থেকে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে।

ওবায়দুল কাদেরকে 'রাজাকার পরিবারের সন্তান' বললেন সাংসদ একরামুল, কাদের মির্জার বিক্ষোভ

নোয়াখালী: আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের পরিবারকে 'রাজাকারের পরিবার' বলে আখ্যায়িত করে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন নোয়াখালী-৪ (সদর-সুবর্ণচর) আসনের সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরী। এর প্রতিবাদে ওবায়দুল কাদেরের ভাই কাদের মির্জা বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেছেন।

বৃহস্পতিবার রাতে একরামুল করিম চৌধুরী তার ভেরিফায়েড ফেইসবুক আইডি থেকে লাইভে এসে ওই মন্তব্য করেন। এর প্রতিবাদে শুক্রবার (২২ জানুয়ারী) বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ।

২৬ সেকেন্ডের এই ভিডিও বার্তায় একরামুল করিম চৌধুরী বলেন, 'দেশী মানুষ, আসসালা মুআলাইকুম। আমি কথা বললে তো মির্জা কাদেরের বিরুদ্ধে কথা বলব না, আমি কথা বলব ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধে। একটা রাজাকার ফ্যামিলির লোক এই পর্যায়ে আসছে, তার ভাইকে শাসন করতে পারে না। এগুলো নিয়ে আমি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কথা বলব। আমার যদি জেলা আওয়ামী লীগের কমিটি না আসে তাহলে আমি এটা নিয়ে শুরু করব'। এর প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেল ৩টায় বিক্ষোভ সমাবেশের মঞ্চ থেকে মেয়র আবদুল কাদের মির্জার নেতৃত্বে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ।

এসময় কাদের মির্জা বলেন, 'যদি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, যদি তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা না হয়, যদি নোয়াখালীর অপরাজনীতি বন্ধ করা না হয়, নোয়াখালীর প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় যে খবরদারি বন্ধ করা না হয়, টেন্ডারবাজিসহ নানা অনিয়ম যদি বন্ধ করা না হয় আমরা লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে যাব'।

একরামুল করিম চৌধুরীর ফেইসবুক আইডি ঘুরে দেখা যায়, তিনি তার ফেইসবুক আইডি থেকে লাইভ ভিডিওটি সরিয়ে নিয়েছেন। এর আগেই কয়েক মিনিটের মধ্যে ফেইসবুকে তার ভিডিও *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় সবার শীর্ষে ঢাকা

ঢাকা: বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) শুক্রবার সকালে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। সকাল ১০টা ৩২ মিনিটে ২১৬ একিউআই স্কোর নিয়ে রাজধানীর বাতাস বিবেচিত হয় 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে। শুক্রবার ভিয়েতনামের হ্যানয় এবং আফগানিস্তানের কাবুল যথাক্রমে ২০৯ ও ২০৫ স্কোর নিয়ে দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান।

বাংলাদেশ এলো ভারতের টিকা, যা বলেছিলেন বিশিষ্টজনেরা

ঢাকা: উপহার হিসেবে ভারত সরকার বৃহস্পতিবার করোনার ২০ লাখ ডোজ টিকা পাঠিয়েছে বাংলাদেশকে। অথচ বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যম ও বিশিষ্টজনেরা এই টিকা আসার বিষয়ে ছিলেন দারুণ সন্দিহান।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে (এপি) প্রকাশিত সেরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার প্রধান নির্বাহী আদর পূনাওয়ালার এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু হয় সেই আলোচনা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কয়েক মাসের জন্য টিকা রপ্তানির অনুমতি দেবে না ভারত সরকার। দেশটির জনগণ যাতে যথাযথভাবে টিকা পায় সে জন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়। কিন্তু *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ভারতের উপহার হিসেবে টিকা পেয়ে ঢাকায় স্বস্তি

ঢাকা: বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভারতের উপহার হিসেবে দেওয়া অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনার টিকা 'কভিশিল্ড' বাংলাদেশে এসেছে। গত ২১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ ফ্লাইটে ২০ লাখ টিকা ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌছায়। পরে দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের হাতে টিকার দুটি বক্স তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে টিকা হস্তান্তর করেন ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী।

এর আগে ঢাকার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

৫৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশী পাসপোর্টে সৌদি আরব গিয়েছে-সৌদি রাষ্ট্রদূত

ঢাকা: বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে ৫৫ হাজার রোহিঙ্গা সৌদি আরবে গিয়েছে। পাসপোর্টের মেয়াদ না থাকায় বা হারিয়ে যাওয়ায় তাদের তালিকা বাংলাদেশকে দিয়েছে সৌদি সরকার। গত ১৭ জানুয়ারী রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠান শেষে এ কথা জানান সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসুফ আল-দুহাইলান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে যাওয়ায় সৌদি আরব তাদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশী হিসেবে বিবেচনা করছে। তাদের নতুন পাসপোর্ট কিংবা নবায়ন করা পাসপোর্ট প্রয়োজন। এর মধ্যেই *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে টিকার ট্রায়াল চালাতে চায় ভারত বায়োটেক

ঢাকা: ভারতীয় টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ভারত বায়োটেক তাদের করোনাভাইরাসের টিকা নিয়ে বাংলাদেশে পরীক্ষা চালানোর অনুমতি চেয়েছে।বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।

কাউন্সিলের এথিকস কমিটির প্রধান জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুনও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, ভারতীয় এই কোম্পানির টিকা নিয়ে ট্রায়ালের আবেদন তাদের কমিটিতেই আসবে। সেখানে তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিষয়টি নিয়ে তাদের মতামত জানাবেন। তবে এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই নেবেন।

ভারত বায়োটেকের টিকার ট্রায়াল চালানোর অনুমোদন যদি দেওয়া হয়, সেটি হবে বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের টিকা নিয়ে প্রথম কোনো পরীক্ষা।

বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের পরিচালক মাহমুদ-উজ- *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

'কে কি বললেন'

আমার সমস্ত সত্তাজুড়ে একটাই আকুতি, আমরা ঐক্যবদ্ধ হব। যুক্তরাষ্ট্রের সব নাগরিককে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাই। আমরা আবারও যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে নিয়ে যেতে চাই - প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

অভিশংসনের প্রচেষ্টা 'রাজনীতির ইতিহাসে, ভিন্ন মতাবলম্বীদের হয়রানি করার সবচেয়ে বাজে প্রচেষ্টা, এটি অব্যাহতভাবেই চলে আসছে'- সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

একজন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতার শেষ সময়ে এসে যা ইচ্ছে তা করবেন, এমন উদাহরণ মেনে নেওয়া যায় না -স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়া কোনো প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন করার নিয়ম নেই - ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক : নাজমুল আহসান
Editor & Publisher : M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

চীনকে মোকাবেলায় ট্রাম্পকে অনুসরণ করবেন বাইডেন?

যেসব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সামনে বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হয়তো বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনেক নীতিকেই বদলে দেবেন। কিন্তু চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্ভবত ট্রাম্প পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবেন না বাইডেন। পাশাপাশি বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর শক্তি হ্রাস করার ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকেও হয়তো অব্যাহত রাখতে পারেন বাইডেন। এখানে নিচে এমন কিছু খাতের কথা তুলে ধরা হলো, যেখানে মনোযোগ দেয়ার মাধ্যমে সফল হতে পারেন বাইডেন।

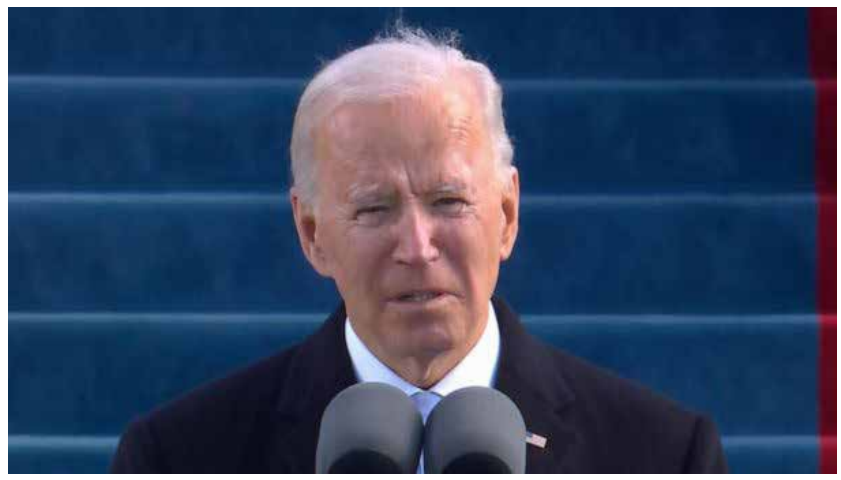

অর্থনীতিকে সঠিক পথে আনা

শুরুতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন থাকছে। গত বসন্তে ধসে পড়ার পর অর্থনীতি এখন কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। মূলত ট্রিলিয়ন ডলারের ফেডারেল সহায়তার কারণে এটি সম্ভব হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অগ্রগতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিশেষত মহামারীর দ্বিতীয় আঘাতের পর কর্মজীবীরা চাকরি হারাতে শুরু করলে এটি উল্টো দিকে মোড় নেয়। এ অবস্থায় বাইডেনের প্রথম কাজ হবে অর্থনীতিকে সঠিক পথে নিয়ে আসা।

চীনকে মোকাবেলা

চীন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক ভালোভাবে মহামারী কাটিয়ে উঠেছে। পাশাপাশি এশিয়ান দেশটি এখন মার্কিন অর্থনীতির জন্য আরো বড় হুমকি হয়ে সামনে এসেছে। ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্ক বোঝার পরও যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি বেড়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে শ্রমিক প্রশিক্ষণ এবং অটোমেশনে বিনিয়োগ করার পর চীনের নির্মাণ খাত এখন দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি চীন এখন সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি করছে এবং বাইডেন প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এখন চীনকে আরো প্রযুক্তি বিক্রয়ের অনুমতি দেবে কিনা এবং কোন কৌশলে দেশটিকে মোকাবেলা করবে সেই কঠিন সিদ্ধান্তও বাইডেনকে নিতে হবে।

ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা

ছোট কোম্পানিগুলো আমেরিকার প্রায় অর্ধেক বেসরকারি কর্মীকে নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক হিসাব বলছে, মহামারী শুরুর পর অন্তত চার লাখ প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। বাইডেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমপক্ষে ১৫ বিলিয়ন ডলার সরকারি অনুমোদনের কথা বলেছেন, যা কিনা প্রতিজন অংশীদারকে ১৫ হাজার ডলার করে প্রদান করবে এবং রাজ্য ও স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রোগ্রামে ৩৫ বিলিয়ন ডলার ফেডারেল বিনিয়োগ করবে।

পরিবহন খাতে সংস্কার

পরিবহন খাত বিলিয়ন ডলার ফেডারেল সহায়তা পেয়েছে কিন্তু তার পরও মহামারীর সঙ্গে লড়াই করছে। এখন বাইডেন প্রশাসনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এ খাতে সাহায্য করার জন্য আরো কী করতে হবে। যেখানে অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি ভ্রমণকারীদের মাস্ক পরার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

বাকি অংশ ৬ পৃষ্ঠায়

চীনকে মোকাবেলায় ট্রাম্পকে অনুসরণ করবেন বাইডেন?

ওয়াশিংটন ডিসি: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে চার বছরের লড়াইয়ের পর যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্ক নতুন এক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যা সম্ভবত ভালো কিছুর দিকেই এগোচ্ছে। যদিও নির্বাচনে জো বাইডেনের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ফলে সামগ্রিক দিক থেকে সম্পর্কের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। খবর ব্লুমবার্গ। বাইডেনকে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানানোর সময় চীনের সর্বোচ্চ নেতা শি জিনপিং বলেন, তিনি আশা করেন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশগুলো পার্থক্য তৈরি করতে পারে এবং সংঘাতকে এড়িয়ে যেতে পারে। তবে হেসে-খেলে চারটি বছর কাটিয়ে দেয়া হয়তো সহজ কাজ হবে না। যেখানে চীনের বিপক্ষে শক্তি দেখানোর জন্য বাইডেন হয়তো নিজের দলের মধ্য থেকেই চাপের সম্মুখীন হতে পারেন। কয়েক দশক ধরে বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের পক্ষে থাকা বাইডেন নিজের নির্বাচনী গণসংযোগগুলোতে ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতিকে 'বেপরোয়া' বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্ক দণ্ড তুলে নেয়া কিংবা চীনা কোম্পানি হুয়াওয়ে টেকনোলজিস ও জনপ্রিয় ভিডিও অ্যাপ টিকটকের নির্মাতা প্রতিষ্ঠাতা বাইটডান্স লিমিটেডের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চুক্তিতে পরিবর্তন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প প্রশাসনের উচ্চপদস্থদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চীনের

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের সদ্যসাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে চীন। এই তালিকায় রয়েছেন বিদায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওসহ ২৮ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাদের বিরুদ্ধে চীনের ব্যাপারে 'আপত্তিকর সংস্কার এবং বিদ্বেষের' অভিযোগ তুলেছে শি জিন পিংয়ের প্রশাসন।

২০ জানুয়ারি সকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শপথ নেয়ার পর আজ বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে দেয়া এক বিবৃতিতে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ট্রাম্প প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তারা 'চীনবিরোধী রাজনীতিক' ছিলেন। এটি বেইজিং ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ককে দুর্বল করে দিয়েছিল।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তারা একাধিক বেপরোয়া পদক্ষেপের পরিকল্পনা করেছে, প্রচার করেছে এবং কার্যকর করেছে যা চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে মারাত্মক হস্তক্ষেপের সামিল। এগুলো চীনের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেছে, চীনা জনগণকে নাখোশ করেছে এবং চীন-মার্কিন সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকি ইসরায়েলের

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। ইরান এবং ছয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ২০১৫ সালে সই হওয়া পরমাণু সমঝোতায় যদি যুক্তরাষ্ট্র আবার ফিরে আসে তাহলে এমন পদক্ষেপ নেয়া হবে জানিয়েছেন ইসরায়েলের শীর্ষ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। ইসরায়েলের ওই শীর্ষ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে চ্যানেল-১২ বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যদি বারাক ওবামা প্রশাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহলে তার সঙ্গে আলোচনার কোনও কিছু থাকবে না। তবে ইসরায়েলের ওই শীর্ষ কর্মকর্তা জো বাইডেনের কোন পরিকল্পনার কথা বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করে জানায়নি চ্যানেল-১২। তবে ইংরেজি দৈনিক টাইমস অব ইসরায়েল ভিন্ন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ওই কর্মকর্তা ইরানের পরমাণু সমতায় ফেরার কথা বলেছেন। ইসরায়েলের গণমাধ্যমে যেদিন এই রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে ওইদিনই ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে জো বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। চ্যানেল টুয়েলভের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, মার্কিন প্রশাসন যদি পরমাণু সমঝোতায় ফিরে আসে তাহলে ইসরায়েল এবং আমেরিকার সম্পর্ক সংকটের মধ্যে পড়বে।

উদারপন্থী বাইডেনের জন্য বলছি

কৌশিক বসু : যেকোনো দেশে কর্তৃত্ববাদী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ বা পদক্ষেপটি হচ্ছে নাগরিকদের ভুল পরিসংখ্যানের দিকে ঠেলে দেয়া। কাজটি করা কিন্তু খুব একটা কঠিন কিছু না। আর বাকিটা হচ্ছে পাল উড়িয়ে শান্তভাবে বসে থাকার মতো সহজ। যুক্তরাষ্ট্রের সৌভাগ্য যে হোয়াইট হাউজ ছেড়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু বিদায় নেয়ার আগে অঘটনঘটনপটীয়সীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যে কাণ্ডগুলো তিনি ঘটিয়েছেন সেসবের রেশ কিন্তু সহজে কাটবে না। ট্রাম্প প্রশাসন যে উপায়ে কভিড-১৯ মহামারী বিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানগুলো সামলিয়েছে তাতে জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। তাই জো বাইডেনকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে যে তিনি ট্রাম্পের বিপরীত পথেই হাঁটবেন এবং অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করবেন। স্বভাবতই ট্রাম্পের মতো বোকামিগুলো তিনি করবেন না। তিনি তার কাজের শুরুটা করতে পারেন কভিডের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষদের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে।

তবে বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সামনে আমি আরো বৃহৎ কর্মযজ্ঞ তুলে ধরতে চাই। উগ্র জাতীয়তাবাদী ও আত্মরতিতে ভরপুর ট্রাম্প তার ক্ষমতায় থাকা দিনগুলোতে শুধু গোটা আমেরিকার মেরুকরণই ঘটাননি, বরং বিশ্বজুড়ে ডানপন্থী কর্তৃত্ববাদ উত্থানের ইন্ধন জুগিয়েছেন। তিনিসহ তার সমর্থকেরা বস্তুগত সম্পদ ও ভোগে ঘোরগ্রস্ত। তারা মৌলিক মানবিক শিষ্টাচার, সহানুভূতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে উপেক্ষাস্বরূপ বহিরাগত বা 'অপর'-এর প্রতি মনে মনে এক ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করেন। বিশ্বায়নের এ দুনিয়ায় তাদের আখ্যায়িত 'অপর'-দের যেন কোথাও জায়গা দিতে নেই।

উগ্র জাতীয়তাবাদী বোধে আক্রান্ত নাগরিকদের বেশির ভাগই উপলব্ধি করে না যে তারা লোভী, অসাধু রাজনীতিবিদ ও বিত্তবান নেতাদের দুর্দান্ত আহার। আগেও আমি বিভিন্ন জায়গায় যুক্তি দিয়ে বলেছি, জীবনে আমরা যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য লড়াই করি সেগুলো কিন্তু আমাদের সহজাত ব্যাকুলতা নয়ড়ুযেমনটা মূলধারা অর্থনীতিতে ধরা হয়। বরং এগুলো অনেকটা খেলোয়াড়সুলভ লক্ষ্য তৈরি করে তা পূরণের মতো। জাতীয়তাবাদও অনেকটা এ তালিকায় পড়ে।

তাই আপনার রাষ্ট্রের ধনী ব্যক্তিদের অন্য রাষ্ট্রের বিত্তবানদের নিয়ে করা চিন্তাগুলোকে পুঁজি করে উত্তেজনা উসকে দেয়ার এক ধরনের ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকতে পারে। বিজ্ঞাপন, বিনয়ী প্রতিবেদন ও উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে দম বন্ধ করে দেখার অপেক্ষা করতে হবে যে বৈশ্বিক তালিকার শীর্ষে আপনার দেশের ধনীদের নাম আছে কিনা।

এরপর উত্তেজনাগুলো একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছার পর নিজ দেশের 'জাতীয় চ্যাম্পিয়নের' সুযোগ বৃদ্ধির জন্য এমন একটি তহবিল গঠনের কাজ শুরু করুন, যেখানে রাষ্ট্রের সব নাগরিক অংশ নিতে পারে। তারা প্রতিযোগিতায় জয়ী হোক বা না হোক, নিজ দেশের জাতীয়তাবাদীদের বোকামির দ্বারা এই ধনী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কয়েকজন ব্যক্তি অবশ্যই আরো ধনী হতে সক্ষম হবেন।

এ-জাতীয় প্রচারণাগুলো এরই মধ্যে সূক্ষ্ম উপায়ে কাজ করছে এবং বৈশ্বিক দুশ্চিন্তা তৈরি করছে। যদি এর উল্টোটা না হয় বা এ প্রক্রিয়াগুলোকে থামানো না যায়, তাহলে তা যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই আমেরিকা ও গোটা পৃথিবীর স্বার্থেই বাইডেন প্রশাসনকে এ-বিষয়ক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হবে। আর এ কাজে অবশ্যই আবারো আমেরিকাকে 'সেরা' বানানো লক্ষ্য নিয়ে তারা অগ্রসর হবেন না (যদিও চার বছর ধরে কাজটি করার অনেক সুযোগ ট্রাম্প তৈরি করে দিয়ে গেছেন)। আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে বৈশ্বিক উচ্চতায় পৌঁছে শোভন কাজ করতে হলে বিশ্বের অসুখগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। আর এজন্য বাইডেনের অবশ্যই আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোভাবাপন্ন হওয়া জরুরি।

প্রাচীন অর্থনীতি ছিল শিকার ও অন্বেষণভিত্তিক। মানুষের জীবন সংজ্ঞায়িত হতো তাদের গোত্রের প্রতি আনুগত্য দিয়ে। পদ্ধতিটি ভালোভাবেই টিকে গিয়েছিল। একসময় আমাদের পূর্বপুরুষরা কৃষিকাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কাজে দক্ষ হয়ে উঠলেন। তারা তাদের সংকীর্ণ আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে প্রবেশ করলেন জাতি-ধর্মের বিস্তৃত গণ্ডিতে। নতুন নতুন উদ্ভাবন ও উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনীতির আকার বাড়তে শুরু করল। গোটা অঞ্চল বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষায়িত হয়ে উঠল। আমাদের আনুগত্য ও বশ্যতার পরিধি আবারো আরো বড় হলো। শেষমেশ আমাদের মূল পরিচয় হয়ে দাঁড়াল জাতীয়তা। একদা আমরা আমাদের গোত্র, জাতি কিংবা পরিচয় আর স্বীকৃতির অন্যান্য যে নিদর্শন নিয়ে অহংকার করতাম, ঠিক একইভাবে আমরা আমাদের নিজ রাষ্ট্র ও জাতীয়তা নিয়ে গর্ব করতে শিখলাম।

আজ আমরা জাতি ও বর্ণের আধিপত্যকে লজ্জাজনক হিসেবে মনে করছি। আমি বিশ্বাস করি, নিকট ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসবে, যখন জাতিগত অহংকারের বিষয়টি নিয়ে আমরা ঠিক এমনটাই বিব্রত হতে শুরু করব। যেমনটা আমরা এখন শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ, জাত কিংবা ধর্মভিত্তিক চক্রগুলো যা অন্যকে বাদ দেয় ও শোষণ করে তাদের ঘিরে বিব্রত হচ্ছি।

বর্তমানে আমরা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছি, যেখানে আমাদের মানব পরিচয়কে অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি। সৌভাগ্যবশত দার্শনিক, কয়েকজন সুশীল রাজনীতিবিদ, এমনকি কিছু ধর্মীয় নেতা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন যে জাত-পাত, ধর্ম ও জাতীয় আধিপত্যের ধারণাগুলো নৈতিকভাবেই অগ্রহণযোগ্য।

এ বৃহত্তর পরিচয় উন্নয়নের নৈতিক জরুরত বাদ দিয়ে আমরা আমাদের ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ের কাছাকাছি পৌঁছেছি, যেখানে সীমিত জাতীয়তাবাদ আর কার্যকর হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বিশ্বায়ন দ্রুতগতিতে এগিয়েছে। গত তিন-চার দশকে ডিজিটাল প্রযুক্তির উত্থান বিশ্বকে আরো বেশি সমান্তরাল করেছে। তাই বর্তমানের অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন আর কোনোভাবেই রাজনৈতিক ভলকানাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে খাপ খায় না।

অবশ্য আমেরিকার বৈদেশিক নীতির ইতিহাস কোনোভাবেই ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে তারা যদি সক্রিয়ভাবে আবারো বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং শুধু নিজ স্বার্থ ও আগ্রহের দিকে দৃষ্টি না দেয়, তবে অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের এ বিষয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার পাশাপাশি অনেক ওপরে দৃষ্টি স্থাপন জরুরি। শুধু নিজেদের স্বার্থে নয়, বরং গোটা বিশ্বকে একটি শোভন জায়গায় পরিণত করার লক্ষ্যে আমেরিকার ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন রয়েছে।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট কৌশিক বসু: বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ও আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক

বাইডেনের কণ্ঠে ঐক্যের বার্তা, বিরোধিতায় রিপাবলিকানরা অনড়

ওয়াশিংটন ডিসি: বাইডেনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিশাল ভিড় ছিল না, তাও কয়েকজন রাস্তায় নেমেছিলেন তাঁর সমর্থনে বা রাগ প্রকাশ করতে । ডনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেনের মধ্যে ফারাক কোথায় তা শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ও তার পরের ঘটনাই বলে দিল। কোনো চিত্রনাট্যকারও সম্ভবত এর থেকে ভালোভাবে তা বোঝাতে পারতেন না।

বাইডেন দিন শুরু করেছিলেন চার্চে গিয়ে। সেখানে তাঁর সঙ্গে শুধু তাঁর পরিবারই ছিল না, ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এবং ন্যান্সি পেলোসির মতো কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ ডেমোক্র্যাট নেতারা। ছিলেন রিপাবলিকান নেতা মিটচ ম্যাকনেলও। বোঝা যাচ্ছিল, ডেমোক্র্যাট তো বটেই, রিপাবলিকানদের সহযোগিতাকে কতটা গুরুত্ব দেন বাইডেন। ট্রাম্প অবশ্য প্রটোকলের তোয়াক্কা করেননি। বাইডেনের শপথে যাননি। সকালেই তিনি ফ্লোরিডা চলে গেছেন। এর আগে ১৮৬৯ সালে অ্যান্ড্রু জনসন তাঁর উত্তরসূরির শপথে যাননি। তিনিই হলেন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট যাঁকে ১৮৬৮-তে ইমপিচ করা হয়েছিল।

শপথের দিন ২০ জানুয়ারী বুধবার ট্রাম্প মেরিন হেলিকপ্টার নিয়ে জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজে যান। তারপর শেষবারের মতো এয়ারফোর্স ওয়ানে চেপে ওয়াশিংটন ছাড়েন। যখন তিনি বিমানে উঠছেন, তখন স্পিকারে বাজছে, ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার 'মাই ওয়ে'।

দর্শক ছাড়াই

অন্যবারের তুলনায় এবারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল একেবারেই আলাদা। ক্যাপিটলে দর্শক নেই, অতিথির সংখ্যা কম। সেই জায়গায় ছিল রাশি রাশি জাতীয় পতাকা ও ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা। একে করোনা, তার উপর গত ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটলে তাণ্ডবের পর আর কোনো ঝুঁকি নেয়

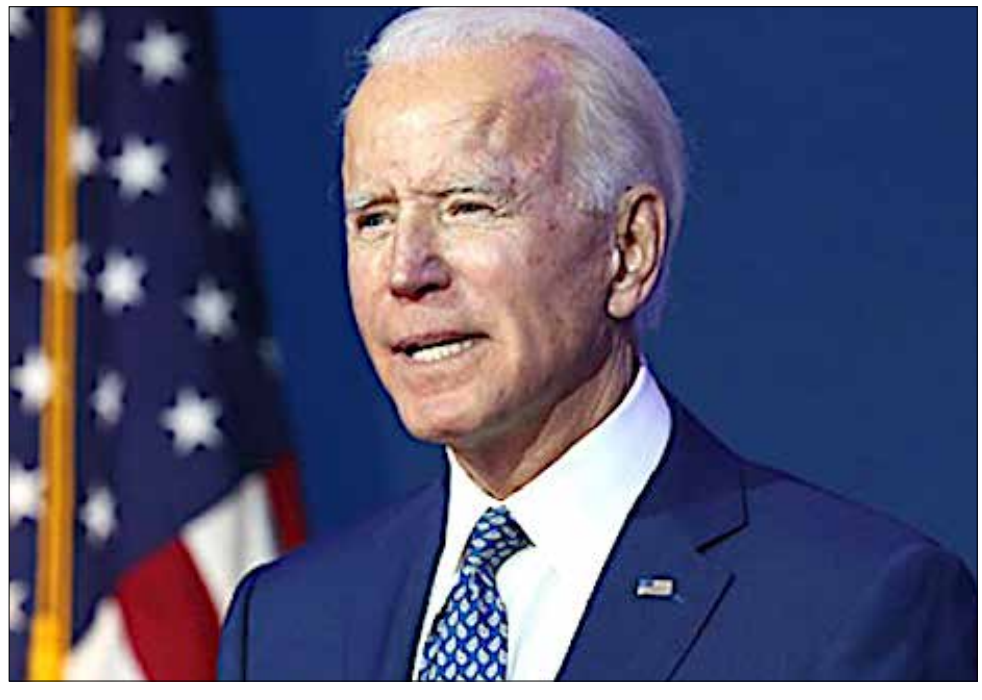

হয়নি। ওয়াশিংটন ডিসি ছিল প্রায় বন্ধ।

খালি একটা জায়গায় অল্প কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সেটা হলো হোয়াইট হাউসের কাছে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার প্লাজা। একসময় যা ছিল প্রতিবাদের জায়গা, এদিন তা বদলে গিয়ে হলো উৎসবের স্থল। ডিডাব্লিউর ওয়াশিংটন স্টুডিওর প্রধান ইনেস পোল জানাচ্ছেন, বাইডেন শপথ নেয়ার সময় সেখানে মানুষ চিৎকার করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন।

অল্প কয়েকজন ক্যাপিটলের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন ড্রিউ রায়ান। তিনি নিউ জার্সি থেকে ওয়াশিংটন এসেছেন। ডিডাব্লিউকে তিনি বললেন, 'বুধবার যা হলো, তা রাজনীতিতে ছোট পদক্ষেপ, কিন্তু আমাদের দেশের জন্য বিশাল ব্যাপার।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নার্স জানিয়েছেন, তিনি হোয়াইট হাউসে এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানাচ্ছেন। ট্রাম্প দেশের প্রচুর ক্ষতি করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তার প্রভাব পড়েছে। তিনি দেশের মানুষের ক্ষতি করে গেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি জানি না, এই অবস্থা থেকে আর ফিরতে পারব কি না, তবে আমি জানি, পারলে বাইডেনই পারবেন। তিনি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন।'

বাইডেনের ভাষণেও

বাইডেনের ভাষণেও দেশকে এক করার প্রসঙ্গ ছিল। বাইডেন বলেছেন, তিনি অ্যামেরিকার সব নাগরিকের প্রেসিডেন্ট। যে সাত কোটি ৪০ লাখ মানুষ ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদেরও প্রেসিডেন্ট তিনি। বাইডেন বলেছেন, অ্যামেরিকার মানুষের মধ্যে যে গভীর বিভাজন তৈরি করা হয়েছে, তিনি তার মোকাবিলা করবেন। নতুন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এক হয়ে আমরা এটা করতে পারি। একে অন্যকে শত্রু হিসাবে নয় বরং প্রতিবেশী হিসাবে দেখুন।' করোনার বিরুদ্ধেও এক হয়ে লড়াই করার উপর জোর দিয়েছেন বাইডেন। তাঁর আবেদন, 'রাজনীতি ভুলে এক হয়ে আমরা যেন করোনার বিরুদ্ধে লড়তে পারি।'

ট্রাম্পের সমর্থকরা অবশ্য বাইডেনের কথায় প্রভাবিত হচ্ছেন না। টেনেসি থেকে ওয়াশিংটন ডিসি এসেছেন রেন্ডল টেরি। তিনি ডিডাব্লিউকে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাইডেন ভয়ঙ্করভাবে ব্যর্থ হবেন। তাঁর মতে, ট্রাম্প এমনিতে রুক্ষ, কিন্তু তাঁর নীতি ছিল ঠিক। তিনি কর *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

'আনসিভিল ওয়ার' বন্ধের শপথ বাইডেনের

ওয়াশিংটন ডিসি: দেশ জুড়ে'আনসিভিল যুদ্ধে'র অবসান ঘটানোর ডাক দিলেন ৪৬তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ৭৮ বছরের জো বাইডেন। দুইবারের ভাইস প্রেসিডেন্ট, তিন দশকের সেনেটর জো বাইডেন ৪৬তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন।

শপথবাক্য পাঠ করলেন প্রথম অ্যাফ্রো-অ্যামেরিকান এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এমন এক সময় তাঁরা অ্যামেরিকার শাসনভার গ্রহণ করলেন, দেশের ভিতরে এবং বাইরে যখন একাধিক সমস্যা। একদিকে করোনার প্রকোপ। অন্য দিকে দেশ জুড়ে বিভেদের সুর। সাদা-কালো, রিপাবলিকান-ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে জায়গায় জায়গায় খণ্ডযুদ্ধ চলছে। মাথা চড়া দিচ্ছে হোয়াইট সুপ্রিমেসি। এমনই এক সময়ে শপথবাক্য পাঠ করে মিস্টার প্রেসিডেন্ট ক্যাপিটলের সিড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন,ওএই আনসিভিল যুদ্ধ শেষ করার শপথ নিতে হবে সকলকে। অ্যামেরিকাকে আবার ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।'

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের আমলে অ্যামেরিকায় বিভেদের সুর ক্রমশ চড়া হয়েছে। ট্রাম্পের একাধিক নীতি মুসলিমদের আহত করেছে। কৃষ্ণাঙ্গরা বিচার পাচ্ছেন না বলে রাস্তায় নেমেছেন। লিবারালদের একের পর এক কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। ট্রাম্পের একাধিক বক্তৃতা সেই আগুনে আরো ঘি ছড়িয়েছে। নভেম্বরে নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেও ট্রাম্প ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে সমর্থকদের তাতিয়েছেন। অ্যামেরিকা দেখেছে ঐতিহাসিক ক্যাপিটল আক্রমণের ঘটনা। কলঙ্কিত হয়েছে মার্কিন অহংকার।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রথম দিনের ভাষণ গত চার বছরে তৈরি হওয়া বিভেদের এই মার্কিন ছবিটি বদলে দেওয়ার শপথ। বাইডেন বলেছেন, 'গণতন্ত্র ভীষণ মূল্যবান। গণতন্ত্র ভঙ্গুর। তাকে রক্ষা করতে হয়। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র রক্ষা করাই আমার দায়িত্ব। দেশ জুড়ে যে আনসিভিল যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা আমাদের শেষ করতে হবে। এরপরেই উদাহরণ দিতে শুরু করেন বাইডেন। বলেন,ওনীলের সঙ্গে লালের যুদ্ধ চলছে। গ্রামের সঙ্গে শহরের। সংরক্ষণবাদীর সঙ্গে লিবারালের। এই যুদ্ধ থামানো সম্ভব। আমাদের মন থেকে রাগ সরিয়ে ফেলতে হবে। দুঃখ সরিয়ে ফেলতে হবে। সামান্য সহনশীল হতে পারলেই আমরা একে অপরের অনেকটা কাছাকাঠি পৌঁছে যেতে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং করোনা

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ, করোনাকে প্রথম দিকে গুরুত্ব দেননি তিনি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বাইডেন জানিয়েছেন, করোনার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য একটি অর্ডারে সই করেছেন তিনি। দেশের সমস্ত মানুষকে আগামী ১০০ দিন মাস্ক পরতে হবে। যে কোনো পাবলিক প্লেসে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। বাইডেনের বক্তব্য, চার লাখ মানুষকে হারিয়েছে অ্যামেরিকা। আর কাউকে দেশ হারাতে চায় না। সাধারণ কিছু নিয়ম তাই পালন করতেই হবে। হোয়াইট হাউসে করোনার জন্য একটি বিশেষ অফিস তৈরি করেছেন তিনি। যে অফিস গোটা দেশে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে খবর রাখবে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে। বাইডেন জানিয়েছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাতেও ফের অংশিদার হবে অ্যামেরিকা। ট্রাম্প ডাব্লিউএইচও-র ফান্ড বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

অভিবাসন আইন

১৩টি মুসলিম দেশের উপর ট্র্যাভেল ব্যান জারি করেছিলেন ডনাল্ড ট্রাম্প। অর্থাৎ, ওই দেশের *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

'নষ্ট করার মতো সময় নেই', প্রথম দিন থেকেই ট্রাম্পের নীতি পাল্টানো শুরু প্রেসিডেন্ট বাইডেনের

ওয়াশিংটন ডিসি: গত ২০ জানুয়ারী শপথ গ্রহণের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বেশ কিছু বড় নীতি পরিবর্তনে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রথম দিনে মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিবাসন নীতিসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি বিষয়ে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন নতুন প্রেসিডেন্ট।

প্রথম দিনে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষরে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বারাক ওবামাকেও পেছনে ফেলেছেন বাইডেন। ট্রাম্প শপথ গ্রহণের পর দুই সপ্তাহে ৮টি এবং বারাক ওবামা ৯টি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এক টুইটে বাইডেন বলেছেন, 'যে সংকটগুলোর মুখে পড়েছি আমরা তা মোকাবেলার ক্ষেত্রে নষ্ট করার সময় নেই।'নির্বাহী আদেশগুলোর মধ্যে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের তৎপরতা বাড়ানোর বিষয়টি প্রথমে রেখেছেন তিনি। নির্বাহী আদেশের পর প্রেসিডেন্টের প্রথম দিনের কার্যক্রম নিয়ে প্রথমবারের মতো সংবাদ সম্মেলনে আসেন হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি। তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

বাইডেনকে বিশ্বনেতাদের বার্তা

ওয়াশিংটন ডিসি: বিশ্বনেতাদের অনেক আশা বাইডেনের উপর। তাঁরা চাইছেন, বাইডেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভালো করবেন, অযথা জারি করা নিষেধাজ্ঞা তুলবেন এবং বিশ্বের সমস্যা নিয়ে সহযোগিতার মনোভাব দেখাবেন।

অ্যামেরিকায় ট্রাম্পের শাসন শেষ, শুরু প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাইডেন সময়। আর বিশ্বনেতাদের আশা, গোবাল ইস্যুর ক্ষেত্রে ট্রাম্পের পথ থেকে সরে আসবেন বাইডেন। তিনি সহযোগিতার নীতি নিয়ে চলবেন। ওভাল অফিসে বসে বাইডেন প্রথম দিনেই একগুচ্ছ প্রশাসনিক নির্দেশে সই করেছেন। ট্রাম্পের আমলের বহু সিদ্ধান্ত বদল করেছেন। তাই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের আশাও বেড়েছে।

ইউরোপের প্রতিক্রিয়া

ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন বলেছেন, ইউরোপ হলো অ্যামেরিকার বন্ধু। আর ক্যাপিটলে ঐতিহ্যবাহী শপথ অনুষ্ঠান অ্যামেরিকায় গণতন্ত্রের শক্তি দেখিয়ে দিল।

জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ভাল্টার স্টাইনমায়ার ভিডিও বিবৃতিতে বলেছেন, "বাইডেনের প্রেসিডেন্ট হওয়া হলো গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ দিন।" বাইডেন কী করে গোবাল ইস্যুর মোকাবিলা করেন, সেদিকেই তিনি তাকিয়ে আছেন। তিনি বলেছেন, "অ্যামেরিকার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

প্রথম দিনেই ট্রাম্পের বহু সিদ্ধান্ত বদল বাইডেনের

ওয়াশিংটন ডিসি: ডনাল্ড ট্রাম্পের একাধিক সিদ্ধান্ত রাতারাতি বদলে দিলেন বাইডেন। বুঝিয়ে দিলেন, তিনি ট্রাম্পের পথে হাঁটবেন না। ২০ জানুয়ারী প্রথম দিনই ৪৬তম প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুঝিয়ে দিলেন, তিনি বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের রাস্তায় হাঁটবেন না। ট্রাম্পের নীতি প্রয়োজনে রাতারাতি বদলে ফেলতেও তাঁর অসুবিধা নেই। এবং সে কারণেই, শপথগ্রহণের দিনে ১৫টি প্রসাসনিক নির্দেশে সই করলেন জো বাইডেন। যার মধ্যে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে নতুন করে যোগ দেওয়ার অর্ডার আছে। করোনার বিরুদ্ধে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের অভিশংসন বিলম্বিত করতে চায় রিপাবলিকানরা

ওয়াশিংটন ডিসি: ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার পর আর কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিশংসন নিয়ে আলোচনা হয়নি । সিনেটের মাইনোরিটি লিডার মিচ ম্যাককনেল সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য কমপক্ষে দুই সপ্তাহ সময় দেয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিশংসন প্রস্তবাটি সিনেটে আলোচনার জন্য ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলছেন সিনেটর মিচ ম্যাককনেল। ২১ জানুয়ারি নিজেদের মধ্যে এক কনফারেন্স কলে সিনেটর ম্যাককনেল অভিশংসন মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইনি দলকে দুই সপ্তাহের সময় দেয়ার কথা বলেছেন।

কংগ্রেসের স্পিকার কত দ্রুততার সঙ্গে অভিশংসন প্রস্তাবটি সিনেটে প্রেরণ করবেন তা এখনো নিশ্চিত নয়। আসছে সপ্তাহে প্রস্তাব সিনেটে প্রেরণ করা হলে পরদিন থেকেই এ নিয়ে কার্যকক্রম শুরু হতে পারে। এ নিয়ে সিনেটে ডেমোক্রেট দলের নেতা চার্লস শুমার নিশ্চিত কিছু জানাননি। সিনেটর মিচ ম্যাককনেল বলেছেন বিষয়টি নিয়ে সিনেটর শুমারের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

ডেলোয়ার থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রেট সিনেটর ক্রিস কুনস সিএনএনকে বলেছেন, তিনি মনে করেন ডেমোক্রেট দলও ট্রাম্পকে এমন সময় দেয়ার বিষয়টি মুক্তভাবে দেখছে। এতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ট্রাম্প শিবিরকে প্রস্তুতি নেয়ার পর্যাপ্ত সময় দেয়া হবে।

স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বৃহস্পতিবারে (২১ জানুয়ারী) এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিশংসনের জন্য প্রস্তুত ছিলো।

এখন সিনেট প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে। সিনেট থেকে প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানান পেলোসি। তিনি বলেন , সিনেটকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কতোটা দ্রুততার সঙ্গে তারা অভিশংসন প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ শুরু করবে।

কংগ্রেসের কমিউনিকেশন ডিরেক্টর কেইট বেডিংফিল্ডও বলেছেন ট্রাম্পের অভিশংসনের সময় নিয়ে সিনেট নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত নেবেন।

এখন পর্যন্ত জানা গেছে , ট্রাম্প অন্ততঃ একজন আইনজীবীকে তার অভিশংসন মোকাবেলার জন্য নিয়োগ দিয়েছেন। ট্রাম্পের ঘনিষ্ট সহযোগি সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম সিনেট রিপাবলিকানদের সঙ্গে করা এক কনফারেন্স কলে সাউথ ক্যারোলাইনার আইনজীবী বাচ বায়ারকে আইনজীবী হিসেবে ট্রাম্প নিয়োগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

সিনেটর গ্রাহাম বলেছেন, ট্রাম্পের অভিশংসন মোকাবেলার জন্য একটাই যুক্তি তুলে ধরা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়া কোনো প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন করার নিয়ম নেই বলে সিনেটর গ্রাহাম তার যুক্তির কথা তুলে ধরেন। রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আর অভিশংসন বিচারে দাঁড় না করানোর অনুরোধ জানানো হচ্ছে। একদিকে সংবিধানে এমন কোন বিধান নেই এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছে তার সঙ্গে বিষয়টি সাংঘর্ষিক বলে যুক্তি দেয়া হচ্ছে।

স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি একবাক্যে রিপাবলিকানদের এমন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। স্পিকার পেলোসি বলেছেন, একজন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতার শেষ সময়ে এসে যা ইচ্ছে তা করবেন এমনটা মেনে নেয়া যায় না। সাবেক প্রেসিডেন্ট সমর্থকদের দিয়ে ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে তা-ব চালিয়েছেন।

ভোটের ফলাফল পাল্টে ফেলার মধ্য দিয়ে দেশের গণতন্ত্রকে হুমকিতে ফেলার জন্য ট্রাম্প চেষ্টা করেছেন বলে স্পিকার পেলোসি উল্লেখ করেন। ডেমোক্রেট দলের পক্ষ থেকে মনে করা হচ্ছে সিনেটের ১৭ জন রিপাবলিকানদের সমর্থন পেয়ে যাবেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিশংসন চূড়ান্ত করার জন্য।

কংগ্রেস ও সিনেটে ডেমোক্রেট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সিনেটে সিনেট রিপাবলিকানদের ১৭ জনের সমর্থন না পেলে অভিশংসন প্রচেষ্টা সফল নাও হতে।

বাইডেনের শপথের সময় নিজেকে রক্ষায় উদ্বিগ্ন ছিলেন ট্রাম্প!

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে জো বাইডেন যখন ওয়াশিংটনে শপথ নিয়ে ব্যাস্ত সময় পার করছিলেন তখন ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোর ক্লাব হাউসে সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অস্থিরতায় ভুগছিলেন। তিনি এসময় সিনেটে অভিশংসন ঠেকাতে ধর্না দিচ্ছিলেন বিভিন্ন জায়গায়। বুধবার দুপুরে ফ্লোরিডায় পৌঁছে অস্থির ট্রাম্প চারদিকে ফোনে যোগাযোগ শুরু করেন। এসব ফোন কলের বেশিরভাগই ছিল রিপাবলিকান দলীয় বলয়ের লোকজন ও একান্ত অনুগামীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সময় ট্রাম্প তাদের কাছে জানতে চান সিনেটের অভিশংসনে কে বা কারা তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন। দিলে কীভাবে এদের আটকানো যায়। এ নিয়ে অন্যতম প্রভাবশালী মার্কিন ডেইলি বিস্টের বরাতে বিজনেস ইনসাইডার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প এই অভিশংসনের খড়্গ নিয়ে এখন খুবই শঙ্কিত। ওয়াশিংটন ছেড়ে যাওয়ার সময়ও তার চেহারায় চিন্তার ছাপ ছিল স্পষ্ট।

জয়েন্ট বেস এ্যান্ড্রোসে তার শখের সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানাননি তারই নিয়োগ দেয়া জেনারেলরা। পেন্টাগন তার অনুরোধ মুখের উপর প্রত্যাখান করে। বিষ খেয়ে বিষ হজম করলেও ট্রাম্প কোনো উচ্চবাচ্য করেননি এ নিয়ে। তিনি বুঝে যান তার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। তাকে সকলেই উপেক্ষা করছে এটি তিনি উপলব্ধি করেন। তার পেছনে আর কেউ নেই এটা বুঝেই তিনি এখন তাঁর ও নিজের পরিবারের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

সিনেটে অভিশংসন প্রস্তাব পাশ করতে হলে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬৭ ভোট প্রয়োজন। বর্তমান সিনেটে আসন সংখ্যা সমান সমান দুপক্ষের। অর্থাৎ ৫০ ডেমোক্রেট ও ৫০ রিপাবলিকান পার্টির।

অভিশংসন প্রস্তাব পাশ করতে হলে রিপাবলিকান শিবিরের ১৭টি ভোট দরকার হবে ডেমোক্র্যাটদের। রিপাবলিকান সিনেটর মিট রামনি, বেন সেসি ও লিসা মোরকায়স্কি ট্রাম্পের সমালোচনায় সরব থাকলে তার বিরুদ্ধে ভোট দেবেন এমনটা বলেননি এখন পর্যন্ত। সিনেটের বর্তমান মাইনোরিটি লিডার রিপাবলিকান মিচ ম্যাককনেল এপিকে বলেছেন, তিনি নিজের ভোটের বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তবে ম্যাককনেল তার সহকর্মীদের বলেছেন তারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো পক্ষে ভোট দিতে পারেন। মিচ ম্যাককনেল বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানে স্বস্ত্রীক যোগদানে আরো অধিক মাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়েন ট্রাম্প । ম্যাককনেলের স্ত্রী ট্রাম্প প্রশাসনের ট্রান্সপোর্টেশন মন্ত্রী ইলাইন চাও ক্যাপিটল হিলে হামলার প্রতিবাদে ট্রাম্পের মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করেন পরের দিন।

তবে ২১ জন রিপাবলিকান সিনেটর ট্রাম্পের বিপক্ষে ভোট দেবেন না বলে জানিয়েছেন। ট্রাম্প চাইছেন যে কোনো প্রকারে যেনো তার বিরোধীদের অভিশংসনের পক্ষে ভোট দানে বিরত রাখা যায়। ট্রাম্পের নিজের নতুন দল করার ঘোষনা পার্টি এবং রিপাবলিকান নেতৃবৃন্দকে চাপে রাখার একট কৌশল বলে মনে করছেন অনেকে। সিনেটে অভিশংসিত হলে ট্রাম্পের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। আসছে দিনে তিনি প্রেসিডেন্টসহ কোন পাবলিক পদ অলংকৃত করতে যেমন অযোগ্য হবেন তেমনি বেড়ে যাবে জেল জরিমানার ঝুঁকি। তাই যে কোনো একটি উপায় খুঁজে বের করতে এই লবিং। দলের অনেক প্রভাবশালী আইন প্রণেতাকে সুপারিশ করছেন তাকে রক্ষার। অনুরোধ জানিয়েছেন এ বিষয়ে একটি কৌশল খুঁজে বের করতে। অন্তত আম গেলেও ছালা যাতে রক্ষা হয়।

ট্রাম্প তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সিনেটের অভিশংসন শুনানিতে আইনজীবী হিসাবে কাকে নিয়োগ দেয়া যায় এবিষয়ে শলা পরামর্শ করেন। এ ব্যাপারে তাদের মতামত জানার চেষ্টা করেন। ট্রাম্পের ব্যাক্তিগত প্রধান আইনজীবী রুডি জুলিয়ানী প্রথমে সিনেটে অভিশংসনে ট্রাম্পকে প্রতিনিধিত্ব করবেন বললেও এখন বলছেন অন্য কথা। জুলিয়ানী এখন ক্যাপিটল ঘটনার সাক্ষী হিসাবে নিজেকে বিবেচনা করছেন।

উল্লেখ্য, সাবেক এই প্রেসিডেন্টকে ইতিমধ্যে হাউসে অভিশংসনের প্রস্তাব পাশ করা হয়ছে। এই প্রস্তাব এখন সিনেটের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শুনানির অপেক্ষায় আছে।

বিদায় ভাষণে ট্রাম্প বললেন যা করার জন্য এসেছিলাম, করেছি

ওয়াশিংটন ডিসি: [ষণ দিলেন ট্রাম্প। বললেন, যা করার জন্য এসেছিলাম, তা করে দেখিয়েছি।ইউ টিউবে ভিডিও পোস্ট করে বিদায় ভাষণ দিলেন ট্রাম্প।

সেখানে বললেন, 'আমায় কঠিন লড়াই করতে হয়েছে. আর সেটা করার জন্যই আপনারা আমাকে পাঠিয়েছিলেন।'

বুধবারই জো বাইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার নেবেন। ট্রাম্প হয়ে যাবেন সাবেক প্রেসিডেন্ট। তবে তিনি এখনো যে তাঁর হার ও বাইডেনের জয় মেনে নিতে পেরেছেন, এমন নয়। গত দুই সপ্তাহ ধরে ট্রাম্পের টিমকে ড্যামেজ কন্ট্রোলে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ভোটের ফলাফল বদল করার দাবি নিয়ে ক্যাপিটলে ট্রাম্প সমর্থকরা যে তাণ্ডব চালিয়েছিলেন, তার ড্যামেজ কন্ট্রোল এখনো হয়নি।

ভিডিওতে ট্রাম্প নিজেও ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'অ্যামেরিকায় আমরা গণতন্ত্র নিয়ে গর্ব করি। রাজনৈতিক সহিংসতা তার উপর আঘাত।' তবে ভাষণে একবারের জন্যও বাইডেনের নাম নেননি তিনি। প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্প ইতিহাসে নাম তুলে ফেলেছেন। তিনিই একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যাঁর বিরুদ্ধে দুই বার ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ওপর যেকোনো সময় হামলা চালাতে পারে ইরান

ওয়াশিংটন ডিসি: ইরান যেকোনো সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলা চালাতে পারে। গত ২১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আল খামেনির অফিস থেকে প্রকাশিত একটি টুইট বার্তায় এমনটিই দাবি করা হয়েছে।

ট্রাম্পের গলফ খেলার একটি ছবি পোস্ট করে টুইটে বলা হয়, প্রতিশোধ অনিবার্য। সোলাইমানির হত্যাকারী এবং যে এই আদেশটি দিয়েছে তাকে অবশ্যই প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে হবে। এর আগে গত ১৬ ডিসেম্বর খামেনি বলেন, 'যারা জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা তা বাস্তবায়ন করেছেন, তাদের সবার শাস্তি পেতে হবে।' তবে এ বক্তব্যে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করেননি। সূত্র : বিবিসি

চার বছরে ৩০ হাজার ৫৩৭টি মিথ্যা বলেছেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ডিসি: উদ্ভট আচরণ ও কথায় কথায় মিথ্যা বলাই ছিল তার স্বভাব। গত চার বছরে মোট ৩০ হাজার ৫৩৭টি মিথ্যা বলেছেন তিনি। বলছি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা।

প্রেসিডেন্ট থেকে এখন তিনি হয়ে গেলেন ফ্লোরিডার একজন সাধারণ নাগরিক। সেইসঙ্গে এই আলোচিত মানুষটি এবার নাম লেখালেন ফ্লোরিডার সিনিয়র সিটিজেন তথা প্রবীণ নাগরিকদের তালিকায়। এ রাজ্যের প্রায় ৪৫ লাখ সিনিয়র সিটিজেনের মতোই ৭৮ বছর বয়সি ট্রাম্পের হাতেও এখন 'অফুরন্ত অবসর'। বুধবার হোয়াইট হাউজ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা পরই নিজের অতিপ্রিয় মার-এ-লাগোর পামবিচে পৌঁছে যান ট্রাম্প। এ সময় তার গাড়িবহরকে স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন সমর্থক। যাদের অধিকাংশ ছিলেন বয়সে প্রবীণ।

ট্রাম্পের মতো একজনকে পেয়ে তারা বেশ খুশিই। তবে ট্রাম্পকে প্রতিবেশী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয় মার-এ-লাগোর অধিকাংশ বাসিন্দাই। তার নিকটতম প্রতিবেশী বলেছেন, আমাদের প্রতিবেশী হিসাবে আপনাকে চাই না। এখানে নয়, অন্য কোথাও অবসর যাপন করুন। ফ্লোরিডা রাজ্যের পামবিচ শহরে মার-এ-লাগোর অবস্থান। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মালিকানাধীন এই প্রাইভেট ক্লাব। বহু পরিবারের বসবাস এখানে। প্রায় ৫০০ সদস্য এই ক্লাবের। অনেকগুলো বিল্ডিং ব্লকে বিন্যস্ত মার-এ-লাগো। অনেকটা প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের মতো।

সমুদ্র লাগোয়া নয়নাভিরাম এবং সুশোভিত স্থান। মঙ্গলবার পাম বিচ শহর কর্তৃপক্ষের কাছে এক লিখিত আর্জিতে এই প্রাইভেট এস্টেটের অধিবাসীরা দাবি জানিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ১৯৯০ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির ফলে মার-এ-লাগোয় তার বসবাসের অধিকার হারিয়েছেন। এই দাবির কপি দেওয়া হয়েছে ইউএস সিক্রেট সার্ভিসকেও। সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

প্রথম মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল অস্টিন

ওয়াশিংটন ডিসি: বাইডেন প্রশাসনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হলেন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল লয়েড অস্টিন। ২১ জানুয়ারীবৃহস্পতিবার কংগ্রেসে ভোটাভুটিতে বিষয়টি অনুমোদিত হয়। ফলে এ পদের জন্য আর কোনো বাধা রইল না অস্টিনের। বাইডেন নিজেই এ পদের জন্য তাকে মনোনীত করেছিলেন।

কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রি রিপ্রেজেন্টেটিভসে ৩২৬-৭৮ ভোটে মার্কিন সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব নিতে অনুমোদন দেওয়া হয় অস্টিনকে। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চকক্ষ সিনেটে ৬৯-২৭ ভোটে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়।

আমেরিকার আইন অনুসারে, বেসামরিক বা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তিত্ব থেকে কাউকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বানানো হয়। সামরিক কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে অন্তত সাত বছরের অবসর জীবন পার করতে হয়, এরপর তিনি এ পদের

জন্য উপযুক্ত হন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নেন অস্টিন। ফলে তার অবসর জীবন পুরোপুরি পাঁচ বছরও হয়নি। এরপরেও বাইডেন তাকেই তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কংগ্রেসের ভোটাভুটির অপেক্ষা ছিল, এখন সেই বাধাও দূর হলো। এর ফলে প্রথমবারের মতো একজন কৃষ্ণাঙ্গকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে পেল যুক্তরাষ্ট্র।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে কংগ্রেসের অনুমোদন পাওয়ায় অস্টিনের প্রশংসা করেছেন হাউস আর্মড সার্ভিস কমিটির চেয়ারম্যান অ্যাডাম স্মিথ। তার মতে, এ পদের জন্য অনন্যভাবে যোগ্য অস্টিন। জটিল হুমকি পরিস্থিতিতে খুব দ্রুত পেন্টাগনের দায়িত্ব নেয়া উচিত তার, মনে করেন স্মিথ।

ট্রাম্প প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্রিস মিলারের স্থলাভিষিক্ত হবেন অস্টিন। ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধে ২০১৮ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জিম ম্যাটিস পদত্যাগ করেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাই দেখভাল করছিলেন।

৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিচ্ছেন জো বাইডেন

শপথ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করছেন লেডী গাগা

প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথম ভাষণ দিচ্ছেন জো বাইডেন

শপথ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন জেনিফার লোপেজ

শপথ নিচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস

শপথ অনুষ্ঠানে কবিতা পড়ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবকনিষ্ঠ পয়েট লরিয়েট আমান্ডা গোরমেন

প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে একটি আনন্দঘন মুহূর্ত

প্রেসিডেন্ট জা বাইডেনের দায়িত্বভার গ্রহণের প্রায় ৩ ঘন্টা পুর্বে ওয়াশিংটন ডিসি ছেড়ে ফ্লোরিডার ওয়েষ্ট পাম বীচে চলে যান সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

জো বাইডেন ও বাংলাদেশের অর্থনীতি : এক নতুন সম্ভাবনা?

মোঃ শামীম মাহফুজ স্নিগ্ধঃ নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। এ নিয়ে রয়েছে অনেক প্রত্যাশা ও হিসাব-নিকাশ। কোনো সন্দেহ নেই, যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ। ব্যক্তিজীবনে বাইডেন বেশ বড় সময় জনসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বিশ্লেষকরা ইতিমধ্যেই বাইডেনের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা করছেন। বাংলাদেশও এই পররাষ্ট্রনীতির ব্যতিক্রম নয়। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বরাবরই উষ্ণ। অতীতের অভিজ্ঞতা বলে যুক্তরাষ্ট্র বড় ধরনের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের পক্ষে নয়। কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ বাইডেন প্রশাসনের জন্য বেশ গুরুত্ব বহন করবে। ট্রাম্প প্রশাসনের জের ধরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে, এমনকি তাঁদের আধিপত্যের জায়গা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন জোট থেকে হুট করে বের হয়ে যাওয়ার যে নজির ট্রাম্প প্রশাসন স্থাপন করেছেন, সেটা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলেনি, বিশ্বে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। দেশকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে বাইডেন প্রশাসনকে এই জায়গাতে বেশ ভালো রকমের পরিশ্রম করতে হবে।

এইবার আসা যাক বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি পোশাকশিল্পের পণ্য রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশ রপ্তানি আয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবদান বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের উষ্ণ সম্পর্কের এক অমূল্য নজির। এদিকে বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে। এসব কৌশলের সফল বাস্তবায়নও লক্ষ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ

ছাড়া অর্থনীতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে জায়গা করে নিচ্ছে। নিয়মিত প্রবৃদ্ধি, দক্ষ জনশক্তি, উন্নত অবকাঠামো, রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা এবং করোনাভাইরাস প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা, এগুলো যুক্তরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে বিবেচনায় রাখবে বাংলাদেশের ব্যাপারে তাঁদের কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে।

বিশ্লেষকদের ধারণা, অভিবাসনের ক্ষেত্রে বাইডেন প্রশাসন যথেষ্ট উদার হবে। ট্রাম্পের রক্ষণশীল নীতি শুধু এশিয়া নয়, পুরো বিশ্বেই প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশও কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম নয়। ট্রাম্প প্যারিস চুক্তি ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাইডেন প্যারিস চুক্তি ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় যুক্ত হতে চান। এটা বেশ ভালো দিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বাইডেন শতদিন মেয়াদি অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি আরো নীতিগত কিছু কৌশলের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এগুলো অনেক দেশের অর্থনীতিতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলেই প্রত্যাশা। এ ছাড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে এই উদ্যোগগুলো ভালো প্রভাব বয়ে আনবে।

বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা নিয়ে আবারও ভাবতে হবে। যদিও এই সুবিধা আবার ফিরে পাওয়া খুব সহজ কাজ হবে না। এ জন্য এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। রানা প্লাজা ধসের পরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা তুলে নিয়েছিল। জিএসপি সুবিধা মূলত এক ধরনের বাজার সুবিধা, যেখানে স্বল্পোন্নত দেশ তাদের পণ্য ধনী দেশে আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় পেয়ে থাকে, যা রপ্তানি আয়ের দিক থেকে অনেক বেশি সুবিধাজনক।

এ সুবিধা বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়ার পাশাপাশি অর্থনীতি চাঙ্গা করে ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ বাণিজ্য সুবিধা দেশগুলোকে বহুমুখী বাণিজ্যে সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নেও সাহায্য করে। এ ছাড়া দক্ষ জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়েও নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

জিএসপির বার্ষিক প্রতিবেদনের বেশ কিছু অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ট্রেড রিপ্রেসেন্টেটিভ জরিপ করে। এতে বেশ কিছু দিক তুলে ধরা হয়। জরিপে দেখা যায়, ২০১৮ সালে জিএসপি সুবিধার আওতায় ২৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের পণ্য আমদানি করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ওই বছর যুক্তরাষ্ট্র সর্বমোট ২৩৮.৪ মার্কিন ডলার মূল্যমানের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বিস্কুট রপ্তানির সাফল্যে বাংলাদেশ

জাগরণ চাকমা: করোনাভাইরাস মহামারিতে বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা যেখানে টিকে থাকার চেষ্টায় ব্যস্ত, সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেশের বিস্কুট প্রস্তুতকারকদের। দেশ ও দেশের বাইরে চাহিদা বেড়েছে বিস্কুটের। গৃহবন্দি থাকাকালীন সময়টাতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে এটি নিরাপদ ও মজাদার খাবার হিসেবেই গৃহীত হচ্ছে।

করোনা মহামারির মধ্যেই ২০১৯-২০ অর্থবছরে আগের অর্থবছরের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি বিস্কুট রপ্তানি হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত এই প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯ সালের একই সময়ের চেয়ে গত বছর জুলাই থেকে ডিসেম্বরে বিস্কুট রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৯ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরে রপ্তানি হয় ১৬ দশমিক ছয় মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২০ সালের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছে ৩১ দশমিক পাঁচ মিলিয়ন ডলারের বিস্কুট।

গত জুলাই থেকে ডিসেম্বরে অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্যের রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে শূন্য দশমিক ৩৬ শতাংশ কমে ১৯ দশমিক ২৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় রপ্তানিতে ৮০ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখে দেশের পোশাক খাত। এই খাতে রপ্তানি দুই দশমিক ৯৯ শতাংশ কমে ১৫ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) মাদাদ আলী ভিরানি বলেন, 'ভোক্তাদের মধ্যে ভাইরাসের উদ্বেগের কারণে রেস্তোরাঁ ও রাস্তার খাবার কেনার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। কম মূল্যে বিকল্প হিসেবে বিস্কুটের চাহিদা বেড়ে গেছে।'

দেশের বিস্কুটের বাজারের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ দখলে রয়েছে এনার্জি প্লাস, টিপ এবং নাটি বিস্কুটের।

বিদেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি স্থানীয়ভাবে তৈরি বিস্কুটগুলোর মূল ক্রেতা। সরকার রপ্তানিতে ২০ শতাংশ ইনসেনটিভ দেওয়ায় তা বিদেশের বাজারে বিক্রি বাড়াতে অবদান রেখেছে জানিয়ে ভিরানি আরও বলেন, 'তারা আমাদের ব্যবসা বাড়াতে সহায়তা করছে।'

দেশের বিস্কুট শিল্প বছরে প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শিল্পের বাজার মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার কোটি টাকায়।

বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রোমানিয়া ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের প্রধান বিক্রয় কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম জানান, এপ্রিলের অল্প কয়েকদিন ছাড়া লকডাউনে কোনো বিস্কুট কারখানা বন্ধ ছিল না।

লকডাউনের প্রস্তুতি হিসেবে মানুষ শুকনো খাবারের মজুত করতে থাকে। ফলে বিস্কুটের চাহিদা বেড়ে যায়। এই অবস্থা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই।

তিনি আরও জানান, দেশের বাজারে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে বিস্কুটের চাহিদা। আর রপ্তানি বেড়েছে ৬০ শতাংশেরও বেশি।

বাংলাদেশের পোশাক খাতে করোনার দ্বিতীয় ধাক্কা

করোনার প্রথম ঢেউ কাটিয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। বিভিন্ন দেশে নতুন লকডাউনে আবারও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন রপ্তানিকারকরা। তবে সেটি আগের মতো বড় আকারে হবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বৈশ্বিক পোশাক আমদানি ২৩ শতাংশ কমে যায়। দেশে দেশে করোনার লকডাউনের কারণে মানুষ পোশাক কেনা কমিয়ে দেয়। ফলে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে জমে পোশাকের স্তূপ। এতে অনেক ব্র্যান্ড কারখানাগুলোর আগের কার্যাদেশ বাতিল করে, অনেকে দামও কমিয়ে দেয়।

সিপিডির সম্মানিত ফেলো অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান শনিবার প্রকাশিত তার এক গবেষণা প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, এই সময়ে পোশাক শ্রমিকদের আয় কমেছে আট শতাংশ। তবে পোশাক খাতে গত এপ্রিলে অনিশ্চয়তা ৩৬ শতাংশ থাকলেও সেপ্টেম্বরে তা কমে চার শতাংশ হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে নতুন করে পোশাক খাতে রপ্তানি আদেশ কমার চিত্র মিলছে। অক্টোবর মাসে রপ্তানি আদেশ ছিলো ৪৩ কোটি ডলারের। নভেম্বর মাসে তা কমে হয়েছে ৪২ কোটি ডলার। এক মাসের ব্যবধানে শতকরা তিন ভাগ রপ্তানি আদেশ কমেছে। রপ্তানির জন্য তৈরি পোশাক খাতের এলসি বা ঋণপত্র খোলার পরিমানও কমেছে।

তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ বলছে, প্রথম ঢেউয়ের অভিঘাত পোশাক খাত কাটিয়ে উঠলেও তা ছিলো সাময়িক। সংগঠনটির সহ-সভাপতি আরশাদ জামাল দিপু বলেন, ''ঠিক আজকের (রবিবার) কথা যদি বলি তাহলে আমাদের অর্ডার হোল্ড (কার্যাদেশ স্থগিত) হওয়ার পরিমান শতকরা ২৪ ভাগ। এই মাস থেকেই দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে। পুরো চিত্রটা এপ্রিল-মে মাসে পাওয়া যাবে। কারণ তিন মাস আগে অর্ডার পাওয়া যায়। তাই এপ্রিল-মে মাসে গিয়ে শতকরা ৩০ ভাগ অর্ডার হারানোর আশঙ্কা আছে।''

তবে করোনার প্রথম ধাক্কার মতো এই প্রভাব ততটা প্রকট হবে না বলে মনে করেন সিপিডির অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি জানান, গত এপ্রিলে পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি ৮২ শতাংশ কমেছিল। জুন মাসে কমেছে প্রায় ৬২ শতাংশ। সেখান থেকে আবার সাম্প্রতিক সময়ে প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় ফিরে এসেছিলো। কিন্তু এখন আবার নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে। তবে এর মাত্রা অনেক কম। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''ইউরোপে লকডাউন প্রথম ঢেউয়ের মত নয়, কিছু কিছু এলাকায় করা হচ্ছে সীমিত আকারে। ফলে কেনাকাটা বন্ধ হয়ে যায়নি। পোশাকের মূল বাজার ইউরোপ এবং অ্যামেরিকায় ভ্যাকসিন দেয়া শুরু হয়েছে। আমরা ধারণা এটা সফল হলে মানুষ সহজে চলাচল করবে, কাজ করবে, কেনাকাটা করবে। ফলে আমাদের দেশের পোশাকের চাহিদা সেরকম কমবে না।''

মোটা দাগে বাংলাদেশে দুই ধরনের পোশাক রপ্তানি করে, ওভেন ও নিট। এর মধ্যে ওভেন অর্থাৎ জামা-কাপড়ের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। তাই পুরো পোশাক শিল্প প্রথম ঢেউ কাটিয়ে উঠলেও ওভেন রপ্তানি নেতিবাচক ধারায় ছিলো। দেশটিতে বিস্তৃত পরিসরে টিকা কার্যক্রম চালু করতে নতুন প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেসব উদ্যোগ নেয়ার কথা বলছেন তাতে সামনের দিনে সেখানে পোশাক রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় ফিরবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

করোনা চিকিৎসায় আইভারমেকটিন আশা জাগায়

কভিডে জনগণের ওষুধ ও আইভারমেকটিন

ডা. জোনাইদ শফিক: ছোটবেলা থেকেই শুনছি, গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত মানুষ বাঁচার জন্য খড়কুটোও ধরতে চায়। ২০২০ সালের প্রথমার্ধে পৃথিবী যখন করোনা মহামারীতে দিশেহারা, তখন বাংলাদেশরই চিকিৎসক এই ভয়াবহতা থেকে মানুষকে রক্ষার্থে সাফল্যজনক প্রেসক্রিপশনের কথা সবাইকে জানান। সেই থেকে আজ অবধি, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এই চিকিৎসকরা তাদের গবেষণা এবং চিকিৎসার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন।

আজ প্রায় নয় মাস পর আইভারমেকটিনের ব্যবহার যে কার্যকর, বিভিন্ন দেশের সমীক্ষায় এখন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। শুধু প্রতিষেধক হিসেবেই নয়, প্রতিরোধক হিসেবেও এর কার্যকারিতা পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া থেকে ইউরোপ হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের সমীক্ষায় এই আশাব্যঞ্জক খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিসরে নানা স্বীকৃতি মিললেও দেশে এখনো কভিড চিকিৎসায় আইভারমেকটিন স্বীকৃত ওষুধ নয়।

বিশ্বে যখন কভিড চিকিৎসায় কোন ওষুধ ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ছিল, তখন আইভারমেকটিন আশার আলো দেখায়। পরজীবীনাশক এই ওষুধ জিকাসহ বিভিন্ন আরএনএ ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। দেশে এই ওষুধের প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু করেন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. তারেক আলম ও তার সহকর্মীরা। তারা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ার মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে এ চিকিৎসা শুরু করেন।

ডা. তারেক আলম ও ডা. রুবাইয়ুল মোরশেদ এবং তাদের সহকর্মীরা সম্প্রতি ইউরোপিয়ান জার্নাল অব মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে আইভারমেকটিনের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহারের কার্যকারিতার কথা বলেছেন।

এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে ১১৮ জন স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর এই সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এদের দুই দলে ভাগ করে সমীক্ষাটি করা হয়েছে। ৫৮ জনের এক দলকে মাসিক ১২ মিলিগ্রাম আইভারমেকটিন টানা চার মাস দেয়া হয়েছে। তবে ৬০ জনের আরেক দলকে ওষুধ দেয়া হয়নি। উভয় দলই কভিড রোগীর সেবা করেছে, অর্থাৎ কভিড রোগীদের সংস্পর্শে এসেছে। চার মাস পরে দেখা গেছে, যাদের ওষুধ দেয়া হয়নি তাদের মধ্যে ৪৪ জন অর্থাৎ ৭৩ দশমিক ৩ শতাংশ আরটিপিসিআর পরীক্ষায় কভিড পজিটিভ হয়েছেন। আর যাদের আইভারমেকটিন দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জন বা ৬ দশমিক ৯ শতাংশ কভিড পজিটিভ হয়েছে।

এছাড়া সম্প্রতি কভিড চিকিৎসায় আইভারমেকটিনের ব্যবহার নিয়ে আইসিডিডিআর,বি যে আরসিটি পরিচালনা করেছিল, সেখানে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে শুধু পাঁচদিনের আইভারমেকটিনের ডোজে ভাইরাসের তীব্রতা হ্রাস পায়।

ভারতের ভুবনেশ্বরের এক হাসপাতালে পরিচালিত সমীক্ষায়ও দেখা গেছে, স্বাস্থ্যকর্মীদের যাদের প্রতিরোধক হিসেবে আইভারমেকটিন দেয়া হয়েছে, তাদের কভিড আক্রান্ত হওয়ার হার ৭৩ শতাংশ কম, যাদের প্লাসিবো দেয়া হয়েছে তাদের তুলনায়।

প্রতিরোধক হিসেবে এরই মধ্যে আইভারমেকটিনের ব্যবহার অনেক জায়গাতেই হচ্ছে। ভারতে এ মাসে অনুষ্ঠেয় মাঘ বা কুম্ভ মেলায় যে ২০ হাজার সন্ন্যাসী ও দর্শনার্থী অংশ নেবে, তাদের কভিড পরীক্ষা করানোর পাশাপাশি প্রতিরোধক হিসেবে আইভারমেকটিন দেয়া হবে। পাশাপাশি মেলার স্বেচ্ছাসেবকদেরও প্রতিরোধক হিসেবে এই আইভারমেকটিন দেয়া হবে। প্রায় দেড় মাসব্যাপী এই মেলার প্রথম, সপ্তম ও ৩০তম দিনে তাদের আইভারমেকটিন দেয়া হবে।

সম্প্রতি বুলগেরিয়া এবং ইসরায়েলের মেধাবী চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা আইভারমেকটিনের কার্যকারিতা ও সফলতা সম্পর্কে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বুলগেরিয়ার এক সমীক্ষায় প্রতিরোধক হিসেবে আইভারমেকটিনের কার্যকারিতা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বুলগেরিয়ার সোফিয়া নিউজ এজেন্সিতে প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, দেশটির চিকিৎসক অধ্যাপক ইভো পেট্রভ একথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন, ৮০০ চিকিৎসকের ওপর পরিচালিত এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা প্রতিরোধক হিসেবে আইভারমেকটিন সেবন করেছে, তাদের কভিড আক্রান্ত হওয়ার হার খুবই কম। আবার যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের উপসর্গও খুব মৃদু।

আইভারমেকটিনের আরেকটি বড় সুবিধা হলো, এটি অত্যন্ত সস্তা। চিকিৎসকদের নির্দেশিত ডোজের দাম ১০০ টাকার বেশি নয়। তবে তার সঙ্গে অন্যান্য ওষুধ লাগলে ভিন্ন কথা। সেজন্য উল্লিখিত প্রবন্ধের সহলেখক সম্মান ফাউন্ডেশনের

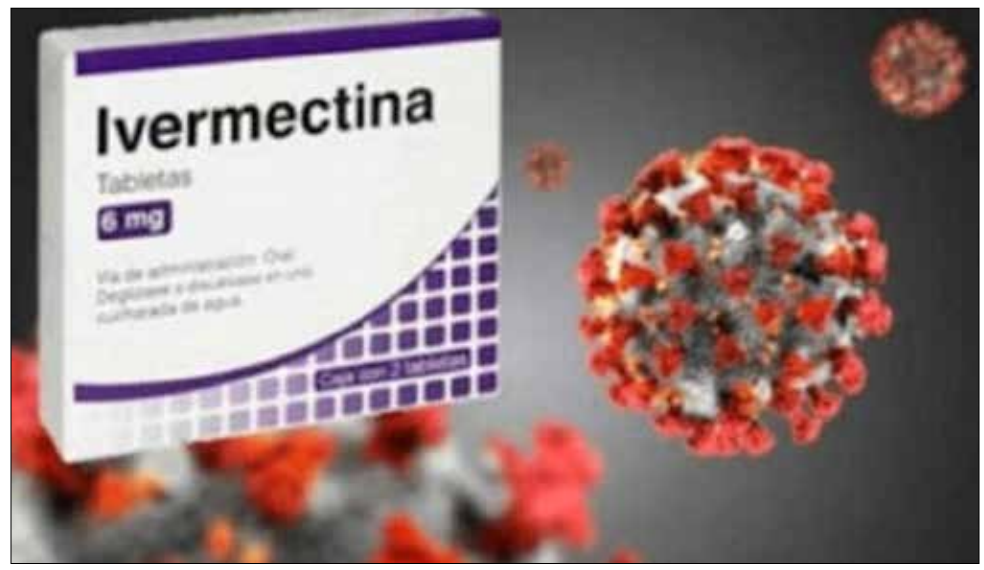

চেয়ারপারসন ডা. রুবাইয়ুল মোরশেদ এটিকে 'জনগণের ওষুধ' হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

আরেকটি ব্যাপার, এতদিন বলা হয়েছে, আইভারমেকটিন মৃদু উপসর্গের ক্ষেত্রে কাজ করে। কিন্তু ডা. তারেক আলমের অভিজ্ঞতা বলে, অনেক জটিল ও কো-মর্বিড রোগীদের ক্ষেত্রেও এর কার্যকারিতা পাওয়া গেছে। এমনকি ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি দীর্ঘদিন অ্যাজমায় ভুগছেন এবং ৩৫ বছর ধরে স্টেরয়েড নিচ্ছেন, তেমন রোগীর চিকিৎসায়ও আইভারমেকটিন কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। আরেকজন ৭৬ বছর বয়সী নারীও আইভারমেকটিন সেবন করে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছেন। ১৬ দিনের মধ্যে নেগেটিভ হয়েছেন তিনি। অর্থাৎ ধরা পড়ার পর পরই আইভারমেকটিন দেয়ার ফলে রোগীর তেমন জটিলতা হয়নি। পাশাপাশি অনেক চিকিৎসকই আক্রান্ত ব্যক্তির স্বজন বা পরিবারের সদস্যদের সতর্কতার অংশ হিসেবে আইভারমেকটিন সেবনের নির্দেশনা দিয়েছেন। রোগীদের অভিজ্ঞতা বলে, এতে ভালো কাজ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, আক্রান্ত ব্যক্তি বয়সে তরুণ, বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিয়েছেন কিন্তু পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা আক্রান্ত হননি। এর আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, যার একটি হচ্ছে প্রতিরোধক হিসেবে আইভারমেকটিন সেবন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনোনীত সমীক্ষায়ও আইভারমেকটিনের কার্যকারিতা মিলেছে। লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক অ্যান্ড্রু হল এরূপ ১১টি সমীক্ষার প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করেছেন। এতে দেখা গেছে, আইভারমেকটিন সেবনে হাসপাতালে অবস্থান করার সময় হ্রাসের পাশাপাশি সুস্থ হওয়া ও বেঁচে থাকার হারও বেড়েছে। বিশ্বের ২১টি দেশে এখন আইভারমেকটিনের র‍্যান্ডমাইজড ট্রায়াল হচ্ছে। তবে সঠিক ডোজ নিশ্চিত করায় জোর দিয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের আরেক সমীক্ষায় দেখা গেছে, আইভারমেকটিন দেয়ার ফলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মৃত্যু ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো গেছে। সমীক্ষায় যে ৫৭৩ জন রোগীকে আইভারমেকটিন দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র আটজন মারা গেছে। আর যে ৫১০ জনকে প্লাসিবো (ওষুধের মতো বস্তু) দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ৪৪ জন মারা গেছে।

কিন্তু কোনো দেশই এই ওষুধ সম্পর্কে স্পষ্ট বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিচ্ছে না। সম্ভবত এর কারণ হলো, মহামারীও হয়তো শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক-অর্থনীতি মুক্ত থাকতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে এই আইভারমেকটিন-সংক্রান্ত এক শুনানিতে যা ঘটল, তাতে এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। দেশটির বেশ কয়েকজন চিকিৎসক এই ওষুধের জাদুকরী কার্যকারিতা সম্পর্কে জানাতে সিনেট শুনানিতে অংশ নেন, যদিও দেশটির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ থেকে শুরু করে সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন কেউই এই ওষুধের কথা বলে না। শুনানিতে অংশ নেয়া সিনেটর গ্যারি পিটার্স উল্টো এই চিকিৎসকদের নির্লজ্জের মতো সমালোচনা করেন। বলেন, এই চিকিৎসকরা রাজনৈতিক কথা বলছেন, বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। তারা টিকার ভূমিকাও খাটো করছেন, যদিও আদতে তারা সে রকম কিছু বলেননি। যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার গণমাধ্যমও এটি এড়িয়ে গেল। গণমাধ্যম ট্রায়ালসাইটনিউজ ডটকম বলছে, সম্ভবত এই ওষুধের দাম কম হওয়ার কারণেই এত অবহেলা।

এই আইভারমেকটিনের ব্যবহার মানুষের ওপর দেশে প্রথম শুরু করেন ডা. তারেক আলম ও ডা. রুবাইয়ুল মোরশেদ জুটি। বর্তমানে তাদের নেতৃত্বে সরকার মনোনীত একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হচ্ছে। যদিও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বাংলাদেশের অনেকেই বুঝে বা না বুঝে এর বিরোধিতা করছেন, তবে ভিন্ন স্বরও আছে। বাংলাদেশের সন্তানেরাই যে এর প্রথম উদ্ভাবক, 'বাংলাদেশ সরকার' তার স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। বর্তমানে সবার দৃষ্টি এখন ভ্যাকসিনের দিকে। চারদিকে এখন ভারতের অ্যাস্ট্রাজেনেকা (অক্সফোর্ড), ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাইজার, মডার্না কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে জনপ্রিয় চীনের সিনোফার্ম ভ্যাকসিন অথবা রাশিয়ার স্পুটনিকের দিকেই সবার দৃষ্টি। যদিও ভ্যাকসিনের পুরোপরি কার্যকারিতার জন্য আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে, তার পরও আইভারমেকটিনের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। আমরা যেন খোলা মন নিয়ে সবকিছু দেখার চেষ্টা করি।

ডা. জোনাইদ শফিক, অধ্যাপক, পেইন মেডিসিন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল

করোনা চিকিৎসায় আইভারমেকটিন আশা জাগায়

আইভারমেকটিন নিয়ে প্রথম গবেষণা হয় অস্ট্রেলিয়াতে। আইভারমেকটিনের ইতিবাচক ফল পাওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ওষুধটি নিয়ে গবেষণা করা হয়। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ইউকেতে ওষুধটি নিয়ে গবেষণা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে ওষুধটি হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের ক্ষেত্রে প্রায় ৮৩ শতাংশ মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে পারে

'উকুনের ওষুধ আইভারমেকটিন। এই পরজীবী নাশক ওষুধ মানুষের মাথার উকুন মারার জন্য ব্যবহার হতো। করোনাকালে দেখা গেল, ওষুধটি করোনাভাইরাস প্রতিরোধেও কাজ করে।' আইভারমেকটিন ওষুধ নিয়ে সারাক্ষণকে এভাবে বলছিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী।

এই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বলেন, 'আইভারমেকটিন নিয়ে প্রথম গবেষণা হয় অস্ট্রেলিয়াতে। আইভারমেকটিনের ইতিবাচক ফল পাওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ওষুধটি নিয়ে গবেষণা করা হয়। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ইউকেতে ওষুধটি নিয়ে গবেষণা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে ওষুধটি হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের ক্ষেত্রে প্রায় ৮৩ শতাংশ মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে পারে।'

ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশেও ওষুধটির ব্যবহার হচ্ছে। করোনার শুরুর থেকেই তা হচ্ছে। দেশে আইভারমেকটিন ব্যবহারে কতটা কার্যকরিতা পাওয়া গেছে এ নিয়ে হয়তো ছোট খাট স্টাডি হয়েছে। তবে বড় কোন গবেষণা এখনো হয়নি।'

সম্প্রতি আইসিডিডিআর'বি স্বল্প পরিসরে আইভারমেকটিন নিয়ে একটি স্টাডি পরিচালনা করেছে। স্টাডিতে হাসপাতালে ভর্তি নিশ্চিতভাবে মৃদু কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় আইভারমেকটিন অথবা আইভারমেকটিনের সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক ডক্সিসাইক্লিন ব্যবহারের নিরাপত্তা ও কার্যকরিতার ফল তুলে ধরা হয়।'

আইসিডিডিআর'বি গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, '১৪ দিনের মাথায় ৫ দিন ধরে শুধুমাত্র আইভারমেকটিন ব্যবহার করা রোগীদের ৭৭ শতাংশ রোগীর সার্স-কোভ-২ এর ক্লিয়ারেন্স হয়েছে। অর্থাৎ আরটি-পিসিআর টেস্টে কোভিড১৯ মুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে আইভারমেকটিন ও ডক্সিসাইক্লিন ব্যবহার করা রোগীদের ৬১ শতাংশ এবং প্লাসিবো ব্যবহার করা ৩৯ শতাংশরোগীর ভাইরাস ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায়। আইসিডিডিআর'বির গবেষণাটি জুন মাসের ১৭ তারিখে শুরু হয়ে শেষ হয় সেপ্টেম্বরের আট তারিখে।

এই গবেষণার ফলের ওপর একটি আর্টিকেল ডিসেম্বরের দুই তারিখে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইনফেকশন ডিজিজেস (আইজেআইডি) এ প্রকাশ করা হয়।

এই গবেষণার প্রধান গবেষক ডা. ওয়াসিফ আলী খান গবেষণার ফল উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'যদিও সুদৃঢ় উপসংহারে পৌঁছানোর বিবেচনায় এই গবেষণায় অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা খুবই কম। প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে এই ওষুধের কার্যকরিতা গবেষণায় ইতিবাচক পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে আইভারমেকটিন নিয়ে বড় ধরনের ট্রায়ালের জন্য এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।'

আইভারমেকটিন নিয়ে কোভিড-১৯ বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির সদস্য ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম সারাক্ষণকে বলেন, 'আইভারমেকটিন করোনা প্রতিরোধে কাজ হচ্ছে বলে অনেকে বলছেন। আমাদের দেশেও অনেক চিকিৎসক ওষুধটি ব্যবহার করছেন। বড় ধরনের ট্রায়াল ছাড়া ওষুধটি নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন।'

করোনা চিকিৎসায় আইভারমেকটিনের ভূমিকা কী?

চিকিৎসা বিজ্ঞানে পেনিসিলিন ও অ্যাসপিরিনের পরে তৃতীয় যে ওষুধটিকে 'বিস্ময়কর ওষুধ' (ড়িহফবৎ ফৎঁম) হিসেবে ধরা হয়, সেটি হলো আইভারমেকটিন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়, বিশেষ করে গরিবের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আইভারমেকটিনের অবদান অপরিসীম।

শুরুতে পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত হলেও পরে মানবদেহের ভেতরের ও বাইরের প্যারাসাইট ধ্বংসে কয়েক যুগ ধরে ওষুধটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কৃমি, ফাইলেরিয়াসিস, উকুন, রিভার ব্লাইন্ডনেস, খোস-পাঁচড়াসহ বহু প্যারাসাইটিক ইনফেকশনে ওষুধটির কার্যকারিতা অনবদ্য। বৈচিত্র্যময় কার্যপরিধি, সহজলভ্যতা, সাশ্রয়ী মূল্য এবং স্বল্প পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াড় সবমিলে আইভারমেকটিন আসলেই বিস্ময়কর ওষুধ।

আইভারমেকটিন আবিষ্কৃত হয় গত শতাব্দীর '৭০-এর দশকে, জাপানের কিতাসাতো ইনস্টিটিউটে। একধরনের জাপানিজ মাইক্রো-অর্গ্যানিজম থেকে এর উৎপত্তি। প্যারাসাইটিক রোগনির্মূল ও নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্যের ওপর বিশাল অবদানের জন্য ওষুধটির আবিষ্কারক ও ডেভেলপার সাতোশি ওমুরা ও উইলিয়াম সি. ক্যাম্পবেল ২০১৫ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। ওই বছরের মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় কোভিড-১৯ চিকিৎসায় আইভারমেকটিন কার্যকর দাবি করলে বিজ্ঞানীরা নড়েচড়ে বসেন।

গবেষণায় বলা হয়, ইন ভিট্রো (in vitro) আইভারমেকটিন কোভিড-১৯ রোগের ভাইরাস সার্স-কোভ-২-কে দমন করতে পারে, এবং সেল কালচারে (in cell culture) ওষুধের একটি সিঙ্গেল ডোজ ভাইরাসের সংখ্যা ৫০০০ ভাগের এক ভাগে নামিয়ে আনতে পারে। এছাড়াও বলা হচ্ছে, আক্রান্ত হবার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োগ করা হলে আইভারমেকটিন করোনা রোগীকে সুস্থ করতে পারে।

বাংলাদেশের একদল চিকিৎসক আইভারমেকটিন ও ডক্সিসাইক্লিন দ্বারা চিকিৎসা দিয়ে ৬০ জন কেভিড-১৯ রোগীকে সুস্থ করেছেন বলে দাবি করেছেন। এখন দেখা যাক, আইভারমেকটিন কীভাবে কাজ করে?

স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভাস সিস্টেমের একটি ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার (inhibitory neurotransmitter) হচ্ছে গাবা (GABA), যার কাজ নার্ভ কন্ডাকশন (স্নায়ুতন্ত্রের সঞ্চালন)-কে দমন করা। আর স্নায়ুতন্ত্র (বিশেষ করে সড়ঃড়ৎ হবৎাব) দমিত হলে মাংসপেশিও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফলে প্যারালাইসিস হয়। আইভারমেকটিনের একটি কাজ হলো এঅইঅ সিস্টেমকে উত্তেজিত করে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

করোনা চিকিৎসায় আইভারমেকটিনের কার্যকারিতা 'আশাব্যঞ্জক'

ঢাকা: নভেল করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্তদের চিকিৎসায় অ্যান্টি-প্যারাসাইটিক ওষুধ আইভারমেকটিনের কার্যকারিতা 'আশাব্যঞ্জক' বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইইসিডিডিআর,বি)। করোনায় মৃদু আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে আইভারমেকটিন ও ডক্সিসাইক্লিন একসঙ্গে প্রয়োগের তুলনায় শুধু আইভারমেকটিনের বড় ডোজ পাঁচ দিনব্যাপী প্রয়োগে অধিক কার্যকর ফল পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে প্রতিষ্ঠানটি বলছে, এটা ছোট আকারে করা একটি গবেষণার ফল। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের চিকিৎসায় এই ওষুধ ব্যবহার করা হবে কি না তার জন্য আরও ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

গত ডিসেম্বরের শুরুতে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সেমিনারে এসব তথ্য জানানো হয়। সেমিনারে হাসপাতালে ভর্তি নিশ্চিতভাবে মৃদু কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় আইভারমেকটিন এবং আইভারমেকটিনের সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক ডক্সিসাইক্লিন ব্যবহারের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা বিষয়ে গবেষণা ফলাফল তুলে ধরা হয়।

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গবেষণা পরিচালনা করে আইসিডিডিআর,বি। রাজধানীর তিনটি হাসপাতাল থেকে ৬৮ জন করোনা আক্রান্ত রোগী নিয়ে এই গবেষণা পরিচালিত হয়।

সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইসিডিডিআরবির জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. ওয়াসিফ আলী খান। এতে জানানো হয়, আইসিডিডিআর,বি গত ১৭ জুন থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং মুগদা জেনারেল হাসপাতালে এই গবেষণা চালায়। গবেষণার আওতায় ৬৮ জন রোগীর মধ্যে ২২ জনকে পাঁচদিন দৈনিক ১২ গ্রাম করে শুধুমাত্র মুখে খাওয়ার আইভারমেকটিন, ২৩ জনকে এক ডোজের আইভারমেকটিনের সঙ্গে ডক্সিসাইক্লিন (২০০ মিলি গ্রাম প্রথ মদিন এবং পরবর্তীতে ১০০ মিলি গ্রাম দিনে দুইবার ৪দিন) এবং ২৩ জনকে প্লাসিবো দেওয়া হয়েছে। এটিই দেশের প্রথম র‍্যানডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল (আরসিটি)।

গবেষণার ফলাফল জানাতে গিয়ে ড. ওয়াসিফ আলী খান জানান, ১৪ দিনের মধ্যে পাঁচ দিনব্যাপী যাদের শুধুমাত্র আইভারমেকটিন দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ কোভিড-১৯ জীবানুমুক্ত হয়েছেন, অর্থাৎ আরটিপিসিআর টেস্টে তারা কোভিড-১৯ মুক্ত প্রমাণিত হয়েছেন। আইভারমেকটিন এবং ডক্সিসাইক্লিন প্রয়োগ করা ৬১ শতাংশ এবং প্লাসিবো পাওয়া ৩০ শতাংশ রোগী করোনাভাইরাসমুক্ত হয়েছেন।

গবেষণা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ওষুধ প্রয়োগের তৃতীয় দিনে শুধুমাত্র আইভারমেকটিন দেওয়া হয়েছে এমন ১৮ শতাংশ, আইভারমেকটিন এবং ডক্সিসাইক্লিন দেওয়া হয়েছে এমন ৩ শতাংশ এবং প্লাসিবো দেওয়া ৩ শতাংশ রোগী ভাইরাসমুক্ত হয়েছেন। সপ্তম দিনে এই ফল ছিল যথ াক্রমে ৫০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ এবং ১৩ শতাংশ।

২ ডিসেম্বর ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইনফেকশাস ডিজিজেস, আইজেআইডিতে গবেষণা ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে বলে জানিয়েছে আইসিডিডিআর,বি।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, মৃদু করোনায় আক্রান্ত এসব রোগীর মধ্যে যারা পাঁচদিন ধরে শুধু আইভারমেকটিন নিয়েছেন তাদের ৭৭ শতাংশ ১৪ দিনের মাথায় করোনামুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে যারা আইভারমেকটিন ও ডক্সিসাইক্লিন নিয়েছেন তাদের ৬১ শতাংশ এবং শুধু প্লাসিডো পাওয়া ৩৯ শতাংশ রোগী করোনামুক্ত হয়েছেন।

ড. ওয়াসিফ আলী খান বলেন, 'এখানে দেখা গেছে, গবেষণার আওতায় যেসব রোগী অ্যান্টি প্যারাসাইটিক ওষুধ আইভারমেকটিনের পাঁচদিনের কোর্স পেয়েছেন তাদের ভাইরাল ক্লিয়ারেন্স ও রক্তের বিভিন্ন বায়োমার্কারের উন্নতি দেখা গেছে।'

সেইসঙ্গে আইভারমেকটিন প্রয়োগের কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বলে গবেষণার ফলাফলে জানানো হয়। এরই মধ্যে এই গবেষণার ফলাফলের ওপর একটি প্রবন্ধ গত ২ ডিসেম্বর জার্নাল অব ইনফেকশাস ডিজিজেস-এ প্রকাশিত হয়েছে বলে গবেষকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

তবে এই গবেষণার ফলাফল এখনই অনুসরণ করা যাবে না বলে সতর্ক করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক এবং ট্রিটমেন্ট প্রটোকল কমিটির সদস্য সচিব ডা. আহমেদুল কবীর।

তিনি বলেন, 'এটা সীমিত পরিসরে করা একটি গবেষণার ফলাফল। এই ফলাফল দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হবে না। এর জন্য বড় আকারে গবেষণা করতে হবে। আমাদের এই গবেষণার অর্থ এই নয় যে, এখনই করোনা আক্রান্তরা এই ওষুধ খাওয়া শুরু করবেন। সব ওষুধ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ও পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। করোনা মোকাবিলায় ন্যাশনাল গাইডলাইন এবং প্রটোকলের সঙ্গে এটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'এটা এই মুহূর্তে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে না। বরং এই গবেষণা করোনা মোকাবিলায় ন্যাশনাল প্রটোকল ও গাইডলাইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।'

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল হাসান এমপি। তিনি বলেন, 'করোনার শুরুর দিকে আমরা যে কী করব সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কারণ এত এত ডাক্তার কেউ জানতো না কী করতে হবে। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ছিল চিকিৎসকদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। তাই শুরু *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

লন্ডনের দ্য টাইমসের খবর

আইভারমেকটিন করোনায় মৃত্যুর ঝুঁকি কমায় শতকরা ৮০ ভাগ

আইভারমেকটিন করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মৃত্যুঝুঁকি শতকরা ৮০ ভাগ কমিয়ে আনতে পারে বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন, এর দামও অনেক কম। প্রতিটি ডোজের দাম মাত্র এক পাউন্ড। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটি হতে পারে একটি শক্তিশালী অস্ত্র। বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্ণাঙ্গ কোর্সে এই ওষুধটির পিছনে খরচ পড়তে পারে এক থেকে ২ ডলার। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এন্টিভাইরাল ওষুধ হিসেবে এটি হতে পারে প্রতিশ্রুতিশীল একটি চিকিৎসা। এ খবর দিয়েছে অনলাইন দ্য টাইমস। এতে আরো বলা হয়েছে, এটি একটি এন্টিপ্যারাসাইট বা পরজীবী বিরোধী ওষুধ। মাথার উকুন এবং চুলকানি/পাচড়ার চিকিৎসায় সাধারণত এটি ব্যবহার করা হয়।

এই ওষুধটি ত্বকের ওপরে ব্যবহার করতে হয়। বিশেষ করে ত্বকের যে স্থানে সংক্রমণ ঘটেছে সেখানে লাগালে এ থেকে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। এই ওষুধটি মূল্যায়ন করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে কমিশন গঠন করা হয়। তাতে লিভারপুল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অ্যানড্রু হিল দায়িত্ব পালন করছেন। এরপর পরীক্ষায় রোগীদের ওপর একের পর এক আইভারমেকটিন প্রয়োগ করা হয়েছে। তারা কমপক্ষে ১০০০ রোগীর ওপর ১১ বার এই পরীক্ষা চালিয়েছেন।

বেশির ভাগ পরীক্ষা করা হয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে। এতে সাধারণ সময়ের অর্ধেক সময়ে আক্রান্ত রোগীরা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ মানুষ সুস্থ হয়েছেন দু'সপ্তাহের মধ্যে। পরীক্ষায় প্রাপ্ত ডাটা থেকে দেখা গেছে, যেসব রোগীকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয় তাদের তুলনায় এই ওষুধটি শতকরা ৮০ ভাগ মৃত্যুঝুঁকি কমায়।

পরীক্ষার বিশ্লেষণ এই মাসের শেষের দিকে প্রকাশ হওয়ার কথা রয়েছে। ড. হিল বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে করোনা ভাইরোসের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় আইভারমেকটিন হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যেহেতু অনেক দেশেই দ্বিতীয় ঢেউ বা সংক্রমণ শুরু হয়েছে তাই এই ওষুধটি হতে পারে আকর্ষণীয়। কারণ, পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা কোর্সে খরচ হবে এক থেকে ২ ডলার।

বিশ্বজুড়ে এটি ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। যদি আরো পরীক্ষায় সফলতা দেখা যায়, তাহলে এটা হতে পারে একটি পরিবর্তনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি। গবেষকরা বলছেন, সস্তায় পাওয়া উকুনের এই ওষুধটি করোনা ভাইরাসের জীবনচক্রে হস্তক্ষেপ করে তার বিস্তার কমিয়ে দেয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি হতে পারে একটি প্রদাহ বিরোধী চিকিৎসা। করোনা ভাইরাস মহামারির শুরুতে এমন প্রদাহ বিরোধী অনেক ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে।

করোনা চিকিৎসার জন্য এখনো পর্যন্ত একমাত্র কার্যকর ঔষধ আইভারমেকটিন

- নিউইয়র্ক প্রবাসী ডাক্তার মাসুদুল হাসান

নিউইয়র্ক: করোনার চিকিৎসার জন্য আইভারমেকটিন ব্যবহার করার প্রথম পরামর্শক বাংলাদেশী ডাক্তার মাসুদুল হাসান বলেন, আইভারমেকটিন পৃথিবীর একমাত্র ঔষধ যা করোনার জন্য প্রযোজ্য। যতদিন পর্যন্ত করোনার ভ্যাকসিন পর্যাপ্ত পরিমাণে মানুষের রাহুতে যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আইভারমেকটিন ব্যবহার করতে হবে। গত মে মাসে নিউইয়র্কে যখন করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রুপ ধারণ করে তখন নিউইয়র্ক ভিত্তিক টাইম টেলিভিশনের 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকবার কোভিড মোকাবিলায় আইভারম্যকটিন এর কার্যকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশে আইভারমেকটিন সব থেকে সস্তা। ১২ মিলি গ্রাম আইভারমেকটিন এর দাম বাংলাদেশে ১০ টাকা কিন্তু আমেরিকায় ১০০ ডলার (ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন প্রয়োজন আমেরিকায় ফার্মেসী থেকে পাওয়ার জন্য)। যেকোন মানুষ ১২ মিলিগ্রাম আইভারমেকটিন ১৫ দিন পর পর খালি পেটে ব্যবহার করলে করোনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারটিও গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, একমাত্র বেশি মাত্রার শ্বাসকষ্ট রোগী ব্যতীত সব ধরনের মানুষ আইভারমেক্টিন ব্যবহার করতে পারবে। আইভারমেকটিন ব্যবহার করলে কোন প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বলেও তিনি জানান।

আইভারমেকটিন এর আবিষ্কারক প্রয়াত ডাক্তার আজিজের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তিনি বলেন, আইভারমেকটিন আবিষ্কারের জন্য ডাক্তার আজিজের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। তিনি বলেন বাংলাদেশের ডাক্তাররা বিশ্বমানের,

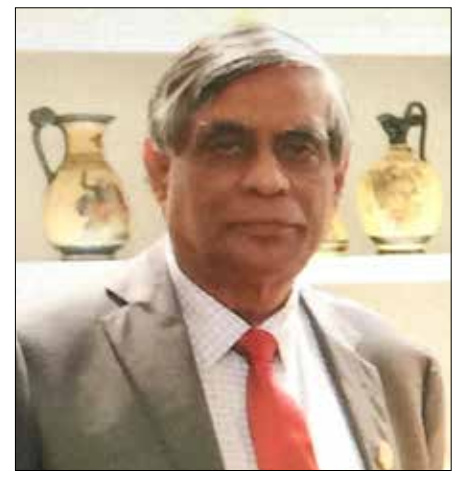

বাংলাদেশের ডাক্তারদের প্রতি অগাধ আস্থা রাখতে হবে, বাংলাদেশের মেডিসিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মেডিসিন সারাবিশ্বেই প্রশংসা লাভ করেছে। বাংলাদেশি চিকিৎসকদের চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো। সাশ্রয়ী। সহজলভ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আইভারমেক্টিন কে করোনা রোগের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বিভিন্ন দেশে তা ব্যবহার হচ্ছে। ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, সেনাবাহিনী সহ বিভিন্ন সংস্থার লোকেরা আইভারমেকটিন এটি ১৫ দিন পর পর নিয়মিত ব্যবহার করছে। তিনি সকলকে আইভারমেকটিন ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

যেভাবে বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ করোনাভাইরাস টিকার আওতায় আসবে

বাংলাদেশে ভ্যাকসিন দেয়া শুরু হচ্ছে

ঢাকা: বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে করোনার টিকা দেয়া শুরুর কথা থাকলেও তার আগেই শুরু হতে পারে। স্বাস্থ্যসেবা সচিব আবদুল মান্নান জানান, ''আমরা উপহারের টিকা দিয়ে এ মাসেই সূচনা করার চিন্তা করছি।''

বুধবার ১৯ জানুয়ারী অথবা বৃহস্পতিবার ২০ জানুয়ারী ভারতের উপহার অক্সফোর্ড-আস্ট্রাজেনেকার ২০ লাখ ডোজ টিকা হাতে পেতে পারে বাংলাদেশ। দূতাবাসের মাধ্যমে এই টিকা হস্তান্তর করা হবে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক মঙ্গলবার দুপুরে জানিয়েছেন।

বিমানবন্দরে হাজির থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেই তা গ্রহণ করবেন। ভারত যে উপহারের টিকা পাঠচ্ছে তার চিঠি এসে গেছে।

স্বাস্থ্যসেবা সচিব আবদুল মান্নান ডয়চে ভেলেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বলেন, ''আমরা বিভিন্ন পেশাজীবীদের ছোট ছোট গ্রুপকে এ মাসেই ভ্যাকসিন দেয়ার চিন্তা করছি। এর মাধ্যমে একটা অবজার্ভেশনও হবে। যেহেতু আমরা আগেই উপহারের ভ্যাকসিন পাচ্ছি, তাই এটা কাজে লাগাতে চাই। শুরুটা করতে চাই।''

তিনি জানান, এই ২০ লাখ ডোজ টিকা তিন কোটি ডোজের চুক্তির বাইরে। এটার সাথে চুক্তির কোনো সম্পর্ক নাই। এটা অতিরিক্ত।

তবে তিনি বলেন, এ মাসেই টিকা দেয়া শুরু হলেও মূল টিকা কর্মসূচির সাথে যেন সময়ের পার্থক্য বেশি না হয়, তাহলে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে, সেটাও বিবেচনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের নাগরিকদের বিনামূল্যে টিকা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা সচিব। তবে বেসরকারি উদ্যোগে টিকা আনার কয়েকটি আবেদন আছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে। তাদের অনুমতি দেয়া হলে সেই টিকা নাগরিকদের কিনতে

হবে বলে জানান তিনি।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এক বৈঠক শেষে দুপুরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ''যে শিডিউল আছে তাতে ১৯ জানুয়ারী (বুধবার) টিকা আসবে। ২০ জানুয়ারীও (বৃহস্পতিবার) হতে পারে।''

তবে ওই ব্রিফিং-এ উপহারের টিকা নির্ধারিত সময়ের আগেই দেয়া হবে কিনা বা দেয়া হলে কারা পাবেন সে বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম।

তিনি বলেন, বুধবার এ নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে বৈঠক আছে। সেখানেই এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বাংলাদেশে টিকা দেয়ার যে খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে যে তিন কোটি ডোজ টিকা কিনছে তার প্রথম চালান আসবে ২১ থেকে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে । ২৬ জানুয়ারি থেকে হবে অ্যাপস-এর মাধ্যমে অনলাইনে নিবন্ধন। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে টিকা দেয়া শুরু হবে। প্রথম চালানের ৫০ লাখ টিকা ৫০ লাখ নাগরিককে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেয়া হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভিআইপিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা দেয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী শুরুতেই টিকা নিচ্ছেন- বাংলাদেশে এমন হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের জানান, ''এ ধরনের চিন্তা আপাতত নেই। যাদের সবচেয়ে আগে প্রয়োজন, ফ্রন্টলাইনার, তাদের আগে দেবো। ডাক্তার, নার্স, পুলিশ প্রথমে পাবেন। সাংবাদিকদেরও দেওয়া হবে। ভিভিআইপিরা আগে পাবেন না।''

কেন্দ্রীয়ভাবে তিনটি জায়গায় ভ্যাকসিন সংরক্ষণ করা হবে। মহাখালীর সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির প্রধান কার্যালয়, তেজগাঁর সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) নিজস্ব সংরক্ষণাগার ও তেজগাঁর কেন্দ্রীয় ওষুধাগার।

স্বাস্থ্য মহাপরিচালক জানান, ভ্যাকসিন 'ওয়াক ইন কুল' নামে ছোট ঘরের মধ্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হবে। দেশের ২৯টি জেলায় ওয়াক ইন কুল আছে। আরো ১৮টি জেলায় ভ্যাকসিন সংরক্ষণের জন্য ওয়াক ইন কুল তৈরি হচ্ছে।

এ ছাড়া প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় 'আইএলআর' নামের হিমায়িত বাক্সের মধ্যে ভ্যাকসিন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ভ্যাকসিন পরিবহন করা হবে আলাদা হিমায়িত বাক্সের।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ লেনিন চৌধুরী মনে করেন, ''ভ্যাকসিন দেয়ার আগে দেশের মানুষকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কারণ, বিশ্বের যেসব দেশে ভ্যাকসিন দেয়া শুরু হয়েছে, সেখানে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ভারতেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তাই এসব ব্যাপারে আমাদের নাগরিকদের আগাম মানসিকভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।''

তিনি বলেন, রেজিস্ট্রেশনের জন্য *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ভারত বায়োটেকের উদ্ভাবিত টিকা নিতে চান না ভারতীয় চিকিৎসকদের একাংশ

দেশীয় প্রতিষ্ঠান ভারত বায়োটেকের উদ্ভাবিত করোনাভাইরাসের টিকা কোভ্যাক্সিন টিকা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন দেশটির চিকিৎসকদের একাংশ। দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের চিকিৎসকেরা বলছেন এই টিকার তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় তারা এটি গ্রহণ করতে অনাগ্রহী। এর পরিবর্তে ভারতে অনুমোদন পাওয়া অপর টিকা কোভিশিল্ড গ্রহণ করতে চান তারা। এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন হাসপাতালটির আবাসিক চিকিৎসকরা। সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে করোনাভাইরাসের টিকাদান কর্মসূচি শুরু করেছে ভারত। শনিবার সকালে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। টিকাদান কর্মসূচিতে দুইটি কোম্পানির টিকা সরবরাহ করছে ভারত। এগুলো হচ্ছে সেরাম ইনস্টিটিউট কর্তৃক উৎপাদিত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিশিল্ড এবং ভারত বায়োটেকের তৈরি কোভ্যাক্সিন।

চূড়ান্ত ধাপের পরীক্ষা অতিক্রম করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও অ্যাস্ট্রোজেনেকার ভ্যাকসিন কোভিশিল্ড ভারতের পাশাপাশি ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিয়ন্ত্রকদের অনুমোদন পেয়েছে। এই টিকাটি গণহারে তৈরি করছে পুনের সেরাম ইন্সটিটিউট। তবে কোভ্যাক্সিনের তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা চলমান থাকলেও এর ফলাফল এখনও প্রকাশ হয়নি। তার আগেই ভারতীয় নিয়ন্ত্রকদের অনুমোদন পেয়েছে টিকাটি। এ নিয়ে ভারতে শুরু হয়েছে বিতর্ক। রাজনৈতিক অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে দেশাত্মবোধের জিগির এবং দেশের স্বার্থরক্ষার কথা এবং সেই সঙ্গে ভ্যাকসিন কতটা নিরাপদ সেই বিতর্ক।

এমন অবস্থায় দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের চিকিৎসকেরা কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া এক চিঠিতে তাদের কোভিশিল্ড টিকা প্রয়োগের অনুরোধ জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, কোভ্যাক্সিনের তৃতীয় ধাপের পরীক্ষার ফলাফল সামনে আসার পরই এটি গ্রহণ করতে চান তারা। তার আগে টিকা প্রদান করতে চাইলে কোভিশিল্ড প্রয়োগের দাবি জানান তারা।

এদিকে ভারতীয় হাসপাতালগুলোর আবাসিক চিকিৎসকদের অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্মলা মহাপাত্র জানিয়েছেন, দেশজুড়ে শুরু হওয়া টিকাদান কর্মসূচিতে টিকা নিতে আগ্রহীদের তালিকায় বহু চিকিৎসক নাম দেননি। তিনি বলেন, 'কোভ্যাক্সিন নিয়ে আমরা সংশয়ী। পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। কোভ্যাক্সিনের চেয়ে আমরা কোভিশিল্ডকে বেশি পছন্দ করছি।'

কোভ্যাক্সিন অনুমোদনের সময় ভারত সরকার জানায় কেবল জরুরি ব্যবহারের জন্যই টিকাটি প্রয়োগ করা হবে। তবে টিকাদান কর্মসূচির শুরুতে এর গ্রহীতা দুটি টিকা থেকে পছন্দ অনুযায়ী বেছে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। কেবল দিল্লিতেই কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত ছয়টি সরকারি কেন্দ্রে কোভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হচ্ছে। অপরদিকে রাজ্য সরকার এবং বেসরকারি স্থাপনাসহ ৭৫টি কেন্দ্রে প্রয়োগ হচ্ছে কোভিশিল্ড। উল্লেখ্য, রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালটি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত।

চিকিৎসকদের আগ্রহের প্রতি ইঙ্গিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন বলেছেন, 'এগুলোর মতো সাধারণ ইস্যুতে আমরা নজর দিচ্ছি না। মানুষের গুজবে বিশ্বাস করা উচিত হবে না। এসব টিকা তৈরি করতে প্রচুর কাজ করতে হয়েছে।' পছন্দ অনুযায়ী টিকা নেওয়ার সুযোগ নেই বলে জানান তিনি।

'ভ্যাকসিন ডিভাইড'

জসিম উদ্দিন: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও অক্সফাম ধনী দেশগুলোর অর্থের জোরে বিপুল ভ্যাকসিন মজুদ করার সমালোচনা করছে। সংস্থা দুটো হিসাব করে দেখেছে, ৭০টি গরিব দেশের প্রতি ১০ জন মানুষের মধ্যে একজনের জন্য তারা চলতি বছর ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খাবে। অন্য দিকে কিছু ধনী দেশ ভ্যাকসিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডোজ মজুদ করার নীতি গ্রহণ করেছে। ওই দুই সংস্থা এক বার্তায় বলেছে, ধনী দেশগুলোর এমন দৌড়ঝাঁপ প্রত্যেকটি মানুষের ভ্যাকসিন পাওয়ার বৈশ্বিক প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করবে।

-ওই বার্তায় তারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, ধনী দেশগুলোর মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রতিটি মানুষের কাছে অবাধে ভ্যাকসিন পৌঁছার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হয়, তারা এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। বরং তাদের এমন প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তারা ভ্যাকসিন পাওয়ার কাজটির জন্য সহযোগিতা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে গরিব দেশগুলোর প্রতি। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, তারা শুধু নিজেদের বাঁচার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টিকা সরবরাহ করতে না পারায় ধনী দেশগুলো ইতোমধ্যে টিকা উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

যুক্তরাজ্যে ডিসেম্বরের শুরুতে সাধারণ মানুষ ভ্যাকসিন পেয়েছে। তারা প্রথমেই বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে তা সরবরাহ করেছে। ৮০ বছরের বৃদ্ধ সামনের সারির স্বাস্থ্যকর্মী ও সামাজিক সেবাদানকারীদের টিকা দিয়ে নিজেদের দেশের মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ করার চেষ্টা করেছে তারা। সব ক'টি ধনী দেশে একই ধরনের টিকাদান প্রক্রিয়া চলছে। অন্য দিকে বিশ্বের গরিব মানুষের প্রতি কোনো দায় তারা বোধ করছে না।

যুক্তরাজ্য ফাইজার থেকে এ বছরের জন্য চার কোটি ডোজ টিকা কিনেছে কোভিডের। চলতি বছরে ওই দেশের দুই কোটি মানুষ এ টিকা পাবে। ভাইরাস সংক্রমণ থামিয়ে দেয়ার জন্য সবার টিকা নেয়ার প্রয়োজন নেই। যাদের এ ভাইরাসে কাবু হওয়ার আশঙ্কা বেশি, তারা এটি গ্রহণ করলে বাকি সবাই নিরাপদ হয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞরা এমনই বলছেন। যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা ২০২০ সালে ছয় কোটি ৮০ লাখ। এই দুই কোটি টিকা তাদের জন্য যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু দেখা গেল, দেশটি অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও মডার্না থেকেও টিকার অগ্রিম অর্ডার দিয়ে রেখেছে।

জানা যাচ্ছে, যুক্তরাজ্য সব মিলিয়ে ৩৫ কোটি ৭০ লাখ ডোজ টিকার ক্রয়াদেশ দিয়েছে। এগুলো দিয়ে প্রায় ১৮ কোটি মানুষ একবার করে টিকা নিতে পারবে; অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার প্রায় তিন গুণ টিকার অগ্রিম আয়োজন তারা করে রেখেছেন। এভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১০৩ কোটি ডোজ করোনার টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। এই টিকা দিয়ে ইইউর দেশগুলোর প্রত্যেককে দু'বার করে টিকা দেয়ার পরও ১৩ কোটি টিকা বেঁচে যাবে। এসব দেশে জনসংখ্যা ৪৫ কোটির কম। এখানেই শেষ নয়। তারা টিকা উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে আরো ৬৬ কোটি ডোজ টিকা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে রেখেছেন।

একজন মানুষের বিপরীতে ধনী দেশগুলো কেন দু- তিনটি করে টিকা সংগ্রহ করছে? এ প্রশ্নটি জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

করোনায় আত্মহত্যা বেড়েছে জাপানে

করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় জাপানে আত্মহত্যার হার ব্যাপক হারে বেড়েছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের মধ্যে আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতা ছিল বেশি। এর কারণ, প্রথম ঢেউয়ের সময় সরকার উদার হাতে জনগণকে অর্থ সহায়তা দিলেও দ্বিতীয় দফায় সেটা কমে যায়।

গত জুলাই থেকে অক্টোবর সময়ে জাপানে আত্মহত্যার হার আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেড়েছে। হংকং ইউনিভার্সিটি ও টোকিও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট অব জেরোন্টোলজির গবেষণায় এই উদ্বেগজনক চিত্র পাওয়া গেছে। গবেষকরা লিখেছেন, এই মহামারি শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারীদের (বিশেষ করে গৃহিণীদের) ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলেছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ে এ সময় অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, যাতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন নারীরা।

এতে কর্মজীবী মায়েদের ওপর চাপ বেড়েছে। পারিবারিক নির্যাতনও বেড়েছে। এর ফলে নারীদের আত্মহত্যার হার বেড়েছে ৩৭ শতাংশ, যা পুরুষের তুলনায় পাঁচ গুণ। শিশুদের আত্মহত্যার হার বেড়েছে ৪৯ শতাংশ। সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান ও এনডিটিভি।

ভ্যাকসিন: পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আলাপ কতটা সত্য?

শোয়েব সাঈদ: করোনাভাইরাস নিয়ে তোলপাড়ের শুরু হচ্ছিল এশিয়ার দেশগুলোতে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। দেশগুলোর স্বাস্থ্য বিভাগের সাধারণ সতর্কতার পাশাপাশি চীন থেকে আগতদের নিয়ে বাড়তি দুশ্চিন্তা ক্রমশ গ্রাস করছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। চীন থেকে বিশেষ করে উহান থেকে আগত যাত্রীদের নিয়ে কৌতূহল, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্যের অবনতি বিষয়ক রিপোর্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল সংবাদপত্র, আর টিভি চ্যানেলগুলো।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ফার ইস্টের জাপান, কোরিয়া তখন আক্রান্ত হতে শুরু করেছে। উহানের এ ভাইরাসটিকে দেখা গেল ভারত বাংলাদেশ হয়ে পশ্চিমে যাওয়ার চাইতে সরাসরি ইরান, মধ্যপ্রাচ্য আর ইউরোপে চলে গেল দ্রুততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, অনুকূল আবহাওয়া আর গোবালাইজেশনের সুযোগে। ইতালির ঘন বসতি, শারিরীক দূরত্ব না মানার প্রবণতা আর সর্বোপরি চীনের সাথে ব্যাপক বাণিজ্যের সুযোগে সহজেই কোভিড-১৯ এর ইউরোপিয়ান হাবে পরিণত হয়। জানুয়ারির ৩১ তারিখ রোমে দুইজন চীনা পর্যটকের করোনাভাইরাস পজিটিভ হওয়ার মধ্য দিয়ে ইতালির যাত্রা শুরু এবং ২২ ফেব্রুয়ারির প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মার্চের দিকে সংক্রমণ ব্যাপক আকার ধারণ করে।

ইরানে বিস্তার ঘটে ফেব্রুয়ারিতে। ইরানি কর্তৃপক্ষের তথ্য গোপন কৌশল মূলত পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলে। কোম নগরীসহ পর্যটনের কেন্দ্রগুলো মূলত কোভিড উৎসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে যায়। ইরান থেকে নিউজিল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে কোভিড ছড়িয়ে পরে মার্চের দিকে।

কানাডার সংক্রমণের মূল উৎস ধরা হয় ইরানকে। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত পর্যন্ত বিশাল কানাডায় প্রথম সংক্রমণের ঘটনা পাওয়া যায় ২৭ জানুয়ারি উহান ফেরত যাত্রীর মাধ্যমে। এরপর ফেব্রুয়ারির শেষ দিক পর্যন্ত দুয়েক জন করে কোভিড রোগী পাওয়া যাচ্ছিল যাদের উৎস ছিল মূলত চীন থেকে। ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখ কুবেক প্রদেশের প্রথম রোগীর উৎস ছিল ইরান। ফেব্রুয়ারির শেষ দিক থেকে সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছিল যার উৎস ইরান। কুবেক, অন্টারিও আর ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় ফেব্রুয়ারির শেষ দিক থেকে মার্চের মাঝামাঝি কমিউনিটি সংক্রমণের আগ পর্যন্ত মত কোভিডের মূল উৎস ছিল ইরান। মার্চের ৫ তারিখ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় কানাডার কমিউনিটি সংক্রমণ অর্থাৎ দেশের ভেতর থেকে সংক্রমণের প্রথম খবরটি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংক্রমণ কিন্তু চীন থেকে ছিলনা, ছিল ইতালি থেকে। মার্চের ৮ তারিখ বাংলাদেশে প্রথম সংক্রমণের খবর মেলে। যুক্তরাষ্ট্রের সংক্রমণও এসেছে ইউরোপ থেকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১১০টি দেশের ১ লাখ ১৮ হাজার সংক্রমণের কঠিন পরিস্থিতিতে ২০২০ সালের মার্চ মাসের ১১ তারিখে নতুন করোনাভাইরাস উদ্ভূত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তারকে গোবাল প্যানডেমিক ঘোষণা করলেন। সংস্থাটির মহাপরিচালক মহাপরিচালক তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস জানান ফেব্রুয়ারি শেষ থেকে দুই সপ্তাহে চীনের বাইরে সংক্রমণ বেড়েছে ১৩ গুণ এবং সংক্রমিত দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছ ৩ গুণ। তিনি সংক্রমণের ভয়াবহতা বিষয়ে সদস্য দেশগুলিকে সতর্ক করে দেন এবং অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেন।

২০২০ সালের মার্চে এ তাণ্ডবের সূচনার পর নানা ঘটনা পেরিয়ে বছর শেষে আমরা ২০২১ সালের এই জানুরায়িতে প্রায় ২০ লাখ মৃত্যু আর ১০ কোটি ছুঁইছুঁই করা সংক্রমণ নিয়ে দ্বিতীয় ওয়েভ পার করছি। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ প্রথম ঢেউের চাইতে সংক্রমণের অধিকতর তীব্রতায় সন্ত্রস্ত করে তুলছে বিশ্বকে, উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপ, জাপান সর্বত্র চাপে আছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। দ্বিতীয় ওয়েভের ভয়াবহতা উত্তর গোলার্ধে যে মাত্রায় দক্ষিণ গোলার্ধে ততটা নয়, পাক ভারত উপমহাদেশ এর অন্যতম উদাহরণ।

২০২০ সালে প্যানডেমিক নিয়ন্ত্রণে আর বিশ্ব অর্থনীতিকে বাঁচানো জন্যে ড্রাগ, ভ্যাকসিন নিয়ে দাপাদাপির মধ্যে ২০২১ সালের শুরু নাগাদ বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির কল্যাণে মাঠে এসেছে পশ্চিমাদের ডাবল ডোজের তিন তিনটি ভ্যাকসিন, ফাইজার, মডার্না আর এসট্রাজেনেকা থেকে। জনসন এন্ড জনসনের সিঙ্গেল ডোজের ভ্যাকসিনটি মাঠে আসার কথা মার্চে। চীন আর রাশিয়াও ভ্যাকসিন নিয়ে মাঠে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা সহ ইউরোপে টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে মাস খানেক হল। এই মুহূর্তে ভ্যাকসিনের নিয়ে সমস্যা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনের ধীর গতি। ভ্যাকসিনেশনের গতি কয়েকগুণ বাড়াতে না পারলে ভ্যাকসিন দিতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। ফাইজারের ইউরোপিয়ান ফ্যাসিলিটির উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে ভ্যাকসিন উৎপাদনে সাময়িক ধীর গতি ২০২১ সালের জানুয়ারির শেষে এসে বিশ্বব্যাপী ভ্যাকসিনেশনের গতি সাময়িকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। তারপরেও কানাডা আশা করছে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সবাইকে ভ্যাকসিনেশনের আওতায় নিয়ে আসতে পারবে। ২০২১ সালের শুরুতে তথাকথিত ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ ভ্যাকসিন উৎপাদক দেশগুলোর স্বার্থপরতা ইতিমধ্যে বৈশ্বিক সরবরাহে সমস্যা তৈরি করতে শুরু করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন বিশেষ করে গাভি বা গোবাল অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে গরীব দেশগুলোকে ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে ধীর গতি আর অনিশ্চয়তা নিয়ে।

সাপ্লাই চেইন আর সংরক্ষণ তাপমাত্রা বান্ধব অ্যাস্ট্রাজেনেকা-অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনটি উৎপাদনের জন্যে চুক্তিবদ্ধ ভারতের বিশ্বখ্যাত ভ্যাকসিন উৎপাদক সেরাম ইন্সটিটিউটের সাথে। সেরামের সাথে তিনকোটি ডোজের চুক্তি এবং এ নিয়ে ভারত সরকারের বারবার আশ্বাস সত্ত্বেও বাংলাদেশের ভ্যাকসিন প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছিল। ভ্যাকসিন নিয়ে বাংলাদেশের একটি ঝুড়িতে সব ডিম রাখার মত পরিস্থিতি অর্থাৎ সেরামের মাধ্যমে অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিনের উপর নির্ভর করার জন্যে বিপদে পড়ার ঝুঁকিও ছিল। ফাইজারের ভ্যাকসিনের অতি নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ আর পরিবহনে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকের অভাবে আর মডার্নার সাথে কোন চুক্তি করতে না পারার কারণে অ্যাস্ট্রাজেনেকা ছাড়া উপায়ও ছিলনা।

ভ্যাকসিন মাঠে আসার একমাস পরেও এরকম একটি অনিশ্চিত অবস্থায় ভারত সরকারের বাংলাদেশেকে ২০ লাখ ভ্যাকসিন উপহার দেবার সাম্প্রতিক ঘোষণা সবাইকে আশাবাদী করে তোলে। ভুটান, নেপালকেও ভারত এ উপহার দিচ্ছে।

একুশে জানুয়ারি ভারতের কোভিডের ভ্যাকসিনের ডোজ বাংলাদেশে প্রবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত নতুন যুগে প্রবেশ করল। সেরামের সাথে চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের প্রতিমাসের ৫০ লাখ করে আগামী ৬ মাসে ৩ কোটি ডোজ পাবার কথা। কোভ্যাক্সের মাধ্যমে আরও প্রায় ৬ কোটি ডোজ ভবিষ্যতে পাবার বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী কোভিডের টিকা দেওয়ার পাশাপাশি টিকার সেইফটি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে। সুপারফিসিয়াল আলোচনার মাধ্যমে ভ্যাকসিন নিয়ে ভীতি সৃষ্টি কোভিড প্যান্ডেমিকের ব্যবস্থাপনার জন্যে খুবই নেতিবাচক হবে বিধায় এই বিষয়ে সতর্কতার সাথে বক্তব্য বাঞ্ছনীয়।

নজিরবিহীন দ্রুততার সাথে কোভিড ভ্যাকসিন উদ্ভাবন হয়েছে বটে, তবে উন্নত দেশগুলোর স্বাধীন আর দক্ষ রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের সেইফটি বিষয়ে বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ আর রিভিউ করার পরেই অনুমোদিত হয়েছে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির বর্তমান অবস্থা দ্রুত ভ্যাকসিন বের করার অনুকূলে। ভ্যাকসিনের সেইফটি নিয়ে কোনও 'স্টেপ' ছাড় দেওয়া হয়নি, দ্রুত হবার মূল কারণ প্রাযুক্তিক উৎকর্ষ আর আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের সময়টুকু উল্ল্যেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার জন্যে।

কোভিড ভ্যাকসিন কোনও অমরত্বের টিকা নয়। ভ্যাকসিন নেবার পর অন্যান্য অসুখ-বিসুখে অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যুর সম্ভাবনা কমারও কারণ নেই। জনগণ যাতে ভুল বার্তা না পায় তার জন্যে ভ্যাকসিনেশন পরবর্তী অসুস্থতার সাথে ভ্যাকসিনকে লিঙ্ক করার বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। এ বিষয়ে কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করতে চাই-

১. নরওয়ে এবং জার্মানিতে টিকা নেবার পর বেশ কয়েকজন সিনিয়র সিটিজেনের মৃত্যুর সাথে কোভিড টিকার কোনও সম্পর্ক এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। নরওয়ে মেডিসিনস এজেন্সির কাছে কোন নিশ্চিত সম্পর্কের তথ্য নেই। এই অবস্থায় নরওয়ে সরকার বয়স্কদের এই টিকা দান অব্যাহত রেখেছে। নরওয়ের সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার হোমগুলোতে সপ্তাহে ৪০০ জনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। কোভিড ভ্যাকসিন নেবার পর স্পর্শকাতরতার কারণে হয়তো স্বাভাবিক মৃত্যুগুলোও প্রশ্নের মুখে পড়ছে।

২. বর্তমান যুগে উন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্যেই নিজ দেশে জনস্বাস্থ্য নিয়ে কোন প্রকার ঝুঁকি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

করোনাভাইরাস: বাংলাদেশের 'উদ্ভাবিত' নাকের স্প্রে এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

নাদিম মাহমুদ: সারা বিশ্বের গবেষকরা করোনাভাইরাসকে ঠেকানোর জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোভিড-১৯ ঠেকানোর গবেষণায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিশেষ বরাদ্দ হচ্ছে। বলতে গেলে, গবেষকদের একটি বড় অংশ এখন কোভিড-১৯ সম্পর্কিত গবেষণায় যুক্ত হচ্ছেন। আর এ ধারা থেকে বাদ পড়েনি আমাদের দেশও। কয়েক মাস পর পর বিভিন্ন গবেষক সংবাদ সম্মেলনে এসে, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কৌশল তুলে ধরছেন। কেউ ভ্যাকসিন, কেউ কাপড় আবার কেউ কেউ বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহারের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন।

২০২০ সালের এপ্রিলে করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরুতেই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক 'ইথানল-মিশ্রিত কুসুম গরম পানির কুলকুচি করে বা বাষ্প টেনে করোনাভাইরাসকে মেরে ফেলা সম্ভব' বলে জাতীয় দৈনিক ও টেলিভিশনগুলোতে বক্তব্য দিয়ে আলোচনার খোরাক জমান (সূত্র-১)। গবেষণাগারে গবেষণা না করেই অন্য গবেষকের দেওয়া তাত্ত্বিক মতবাদ থেকে ধার করে 'ইথানল'-দিয়ে সার্স-কভ-২ ভাইরাসকে ধ্বংস করার এমন কৌশল নিয়ে গণমাধ্যমের অতি উৎসাহী খবরে জাতির কেউ কেউ পুলক অনুভব করেছিল।

তবে দেশের ভেতর এবং বাইরের সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে তা 'টিকে' ওঠেনি। বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি ও গবেষণার ডেটা না থাকার ফলে, ইথানল তত্ত্বে করোনাভাইরাস ধ্বংসের 'মূল্যবান' ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি' এখনো আলোর মুখ দেখেনি। বিষয়টি নিয়ে আমি হতাশ।

এরপর মে মাসে যুক্ত হলো- করোনাপ্রতিরোধী কাপড় উদ্ভাবনের খবর। একটি কোম্পানি দাবি জানিয়েছিল- "ফিনিশিংয়ের শেষ পর্যায়ে ওই কাপড়ে এমন একটি রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছে, যার সংস্পর্শে এলে করোনাভাইরাস ১২০ সেকেন্ডের মধ্যে ধ্বংস হয়!" তবে কী এমন সেই মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ, তা আজও জানা যায়নি। এমনকি এ কাপড় ঠিক কোন কৌশলে করোনাভাইরাসকে মেরে সাফ করে ফেলবে, তার কোন বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তরও আমরা জানতে পারেনি (সূত্র-২)।

যাই হোক 'করোনাভাইরাস নির্মূলকারী' কাপড়টি বাজারে এলে কিন্তু মারণাস্ত্র হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত হতো। আমি কখনোই এসব আইডিয়াকে তিরস্কার বা উপহাস করছি না। 'করোনাভাইরাস প্রতিরোধী কাপড়' যদি বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি

তর্ক দিয়ে তুলে ধরা হতো, তাহলে নেহাত বাংলাদেশের সম্মান এবং শ্রদ্ধার জায়গা গবেষণা পরিমণ্ডলে কয়েকগুণ বেড়ে যেত।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত কোভিড 'র‍্যাপিড টেস্ট কিটে'র কথা তো সবারই জানার কথা। এ নিয়ে আমরাও লেখালেখি করেছি। গবেষণার নৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনাও হয়েছে। দিন শেষে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এ অ্যান্টিজেন কিটটি আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

এসব আলোচনার মধ্যে সম্প্রতি যোগ হয়েছে নাকের স্প্রে, যা দিয়ে নাসারন্ধ্র, মুখ গহ্বর এবং শ্বাস ও খাদ্যনালীর মিলনস্থলের আটকে থাকা সার্স-কভ-২ ভাইরাসকে ধ্বংস করা যাবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস (বিআরআইসিএম)। (সূত্র-৩)

প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মালা খানের নেতৃত্বে এই 'মূল্যবান' রাসায়নিক দ্রবণটি নাকের স্প্রে হিসেবে উদ্ভাবিত হয়েছে বলে গণমাধ্যমের খবরে উঠে এসেছে। বিষয়টি জানার পর খুবই খুশি হয়েছি। গবেষণায় তলানিতে যাওয়া এই দেশের এমন উদ্ভাবন সত্যি আশা জাগায়। আমি মনে প্রাণে চাই, বাংলাদেশ কিছু একটা করুক। এটি যেন অতীতের আইডিয়াগুলোর মত অকালে যেন ঝরে না পড়ে! যেকোনও গবেষণা অত্যন্ত শ্রমের, মেধার আর ধৈর্যের ফসল। আমরা যারা গবেষণা করে যাচ্ছি, তাদের পরিবারের জন্য যতটুকু সময় দিতে হয়, তারচেয়ে বেশি সময় আর নিখাঁদ ভালোবাসা বুঝি গবেষণার পিছনে চলে যায়।

বিআরআইসিএম এর এ গবেষণার কোনও তথ্যই আমরা পাইনি। কেবল জানতে পেরেছি, তাদের দ্রবণ ব্যবহার করে প্রায় দুইশ করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী নাকে ও মুখে প্রয়োগ করে বড় ধরনের সফলতা পেয়েছে।

নাকের এ স্প্রে-টির নাম রাখা হয়েছে 'বঙ্গোসেইফ ওরো নেইজল স্প্রে'।

বিআরআইসিএমের এই উদ্ভাবনের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের গঠিত জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটির সদস্য ভাইরোলজিস্ট অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "এরকম স্প্রে নিয়ে কাজ হচ্ছে বলে শুনেছিলাম। তবে সেটা যে উদ্ভাবন হয়েছে এটা আপনার কাছ থেকে শুনলাম। যারা করেছে তাদের উচিত এর বিস্তারিত নিয়ে একটা রিপোর্ট করা। তাহলে বিশেষজ্ঞরা আরও *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

করোনা-পরবর্তী শারীরিক সমস্যা

অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ: কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে সারা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ লন্ডভন্ড এবং বিপর্যস্ত। চোখের আড়ালে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, অদৃশ্য, অস্পৃশ্য একটা জীবাণুর তাণ্ডবে পৃথিবীব্যাপী মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে, যা কল্পকাহিনিকেও হার মানিয়েছে। হঠাৎ করে ভাইরাসটি বদলে দিয়েছে আমাদের পৃথিবীর গতিময়তা। সমস্ত পৃথিবীকে করে তুলেছে নীরব, নিষ্প্রভ, নিষ্ক্রিয়, স্থবির এবং নির্জীব। মানুষকে করেছে স্তম্ভিত ও শঙ্কিত আর জীবনযাত্রায় এনেছে আমূল পরিবর্তন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও যখন করোনার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনায় মোটামুটি দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের দিকে এগিয়ে চলছে, ঠিক তখনই সারা পৃথিবীব্যাপী প্রথম ঢেউ এরপর শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে আবারও শুরু হয়েছে এই ভাইরাসটির তাণ্ডবলীলা। পাশাপাশি করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার, প্রাপ্তিও প্রয়োগ নিয়ে সারা পৃথিবীতে চলছে নানা উদ্যোগ, তোড়জোড় আর প্রতিযোগিতা। অনেক দেশেই ইতিমধ্যে ভ্যাকসিনের প্রয়োগ শুরু হয়েছে। গবেষণাগার থেকে জনগণের মধ্যে ভ্যাকসিন সহজলভ্য করার প্রয়াসে ব্যস্ত প্রতিটি রাষ্ট্র। এত কিছুর মধ্যেও স্বস্তির জায়গা হচ্ছে, করোনা আক্রান্ত রোগীর প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি সুস্থ হয়ে উঠছে। তবে সুস্থ হয়ে ওঠার পরও কিছু কিছু রোগীদের মধ্যে নতুন করে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কোভিড-পরবর্তী জটিলতা। করোনা যেন পিছু ছাড়ছে না, আক্রান্ত রোগীদের অনেকেরই শরীর থেকে ভাইরাস চলে যাওয়া বা নেগেটিভ হওয়ার পরেও ধ্বংসের রেশ কিন্তু রয়ে যাচ্ছে অথবা নতুন করে কিছু কিছু উপসর্গ বা দীর্ঘ মেয়াদে ধারাবাহিক নানা রকম জটিলতায় ভুগতে হচ্ছে। রোগীর শরীরের এমন কোনো অঙ্গ নেই, যেখানে করোনা ভাইরাস তার ধ্বংস লীলা চালায় না। ভাইরাসটি ফুসফুসসহ রোগীর হার্ট, কিডনি, লিভার, রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই সুস্থ হওয়ার পরও বা করোনা নেগেটিভ হওয়া বা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া মানেই সব ভোগান্তির অবসান নয়। সুতরাং করোনা থেকে মুক্ত হওয়ার পরও চাই বাড়তি সতর্কতা এবং নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধায়নে থাকা। নিম্নে করোনা-পরবর্তী সম্ভাব্য জটিলতাগুলো এখানে তুলে ধরা হলো :

১. পোস্ট ভাইরাল এসথেনিয়া বা পোস্টভাইরালফ্যাটিগ সিনড্রোম : শুধু করোনা নয়, যে কোনো ভাইরাসজনিত রোগের পর শারীরিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল লাগা, অবসাদ বা ক্লান্তি বোধ হওয়া, মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, হাত-পা অবশ অবশভাব, ঝিঁঝিঁ লাগা, মাংসপেশি, হাড় বা অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, কোমরে ও মেরুদণ্ডে ব্যথা, অরুচি, অস্থিরতার মতো কিছু লক্ষণ দেখা যায়। একে বলে পোস্টভাইরাল এসথেনিয়া। করোনা-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ রোগীরা এই সমস্যায় ভোগেন।

২. শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা : করোনা ভাইরাস প্রথম মানবদেহের শ্বাসতন্ত্রে আক্রমণ করে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করে ফুসফুসের। ফলে শ্বাসকষ্ট হয় এবং অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়! সংক্রমণ তীব্র হলে অনেকের ভেন্টিলেটর সাপোর্টেরও প্রয়োজন পড়ে। করোনাকালে শুরু হওয়া শ্বাসকষ্ট ও কাশি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও মাঝেমধ্যে হতে পারে। ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে ফুসফুসের যে ক্ষতি হয়, তাতে শরীরের অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা কমে যায়। এই ক্ষমতা পুরোপুরি ফিরে আসতে বেশ সময় লাগে। তাই দেখা যায়, সামান্য পরিশ্রমে বা হাঁটাচলা করতে অনেকে হাঁপিয়ে উঠতে পারেন। বিশেষ করে, যাদের সংক্রমণ তীব্র ছিল, যারা আইসিইউতে থেকেছেন, তাদের শ্বাসক্রিয়া আবার স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লাগে। করোনা ভাইরাস ফুসফুসের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষত তৈরি করতে পারে। তাই ফুসফুসের ক্ষত বা প্রদাহ আছে কি না, সেটি সুস্থ হওয়ার পর ভালোভাবে নিশ্চিত হতে হবে।

৩. স্বাদ ও ঘ্রাণ ক্ষমতা কমে যাওয়া : করোনা রোগীদের খাবারে অরুচি এবং ঘ্রাণ না পাওয়ার সমস্যা থেকে যায় বেশ কিছু দিন। যারা আইসিইউতে ভেন্টিলেটরে ছিলেন, তাদের অনেকের খেতে এবং গিলতে সমস্যা হতে পারে। কারো কারো গলায় কিছু আটকে আছে কিংবা খাবার আটকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। অনেকের কণ্ঠস্বরেও সমস্যা হতে পারে, কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাসে হয়ে যাওয়া, কথা বলতে অসুবিধা হওয়া তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

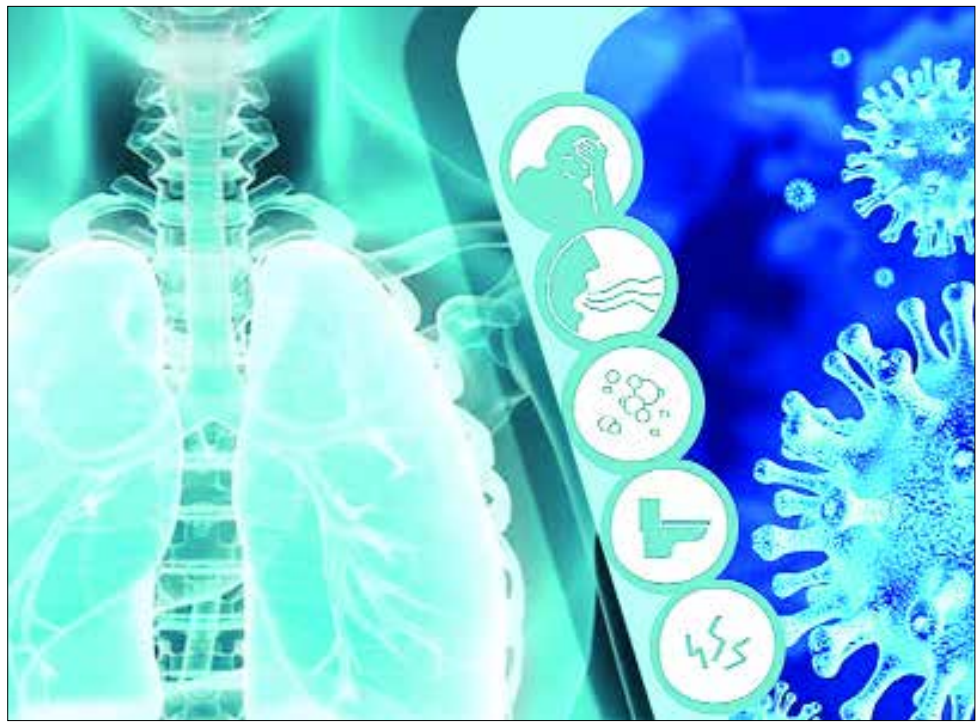

৪. হৃদেরাগের সমস্যা : পূর্ব হতে হৃদেরাগ থাকা রোগীদের করোনা সংক্রমণ হলে তাদের রোগের তীব্রতা বা মৃত্যুঝুঁকি বেশি থাকে। তবে আগে থেকে হৃদেরাগ না থাকলেও অনেকের করোনা-পরবর্তী সময়ে নতুন করে হৃদ্যন্ত্রের জটিলতা দেখা দিতে পারে, যেমন : বুকে ব্যথা, বুকে চাপ, অস্থিরতা, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট এমনকি পায়ে পানি আসা ইত্যাদি। করোনা ভাইরাস মূলত হৃদ্যন্ত্রকেও আক্রান্ত করে ভাইরাল এন্ডোকার্ডাইটিস, মায়োর্কাডাইটিস, পেরিকার্ডাইটিসসহ ডায়লেটেড কারডিওমাওপ্যাথির মতো সমস্যা তৈরি করে হৃদ্যন্ত্র দুর্বল করে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষণগুলো মৃদু এবং সহজেই নিরাময়যোগ্য। তবে কারো কারো হার্টের রিদমেরও সমস্যা হয়, হার্টবিট কখনো কমে যায় বা খুব বেড়েও যায়। আবার করোনা রিআর্টারিতে রক্ত জমাট বেঁধে হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়ালইন ফার্কশনের মতো গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৫. স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা : অনেক সময় করোনা আক্রান্ত রোগীরা মাথা ঘোরা, তীব্র মাথাব্যথা, সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিভ্রম বা ভুলে যাওয়ার প্রবণতার মতো সমস্যা দেখা যাচ্ছে। এমনকি মস্তিষ্কের ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে ব্রেন স্ট্রোকের ঘটনাও ঘটছে। এসব রোগের ফলে অজ্ঞান হওয়া, শরীরে বিভিন্ন অঙ্গের দুর্বলতা বা প্যারালাইসিস, ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা, স্পর্শ বা অনুভূতি বোধের সমস্যা ইত্যাদি হতে পারে। তাই রোগ পরবর্তী সময়ে লিভার বা কিডনি রোগীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৬. রক্তজমাট বাঁধা ও রক্তনালির বিভিন্ন সমস্যা : শরীরের বিভিন্ন রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা করোনা আক্রান্ত রোগীর অন্যতম জটিলতা। রক্তনালির মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে সংশ্লিষ্ট রক্তনালি দ্বারা সরবরাহকৃত অঙ্গ যেমন ফুসফুস, হার্ট, ব্রেন, কিডনি, হাতের বা পায়ের গভীর রক্তনালি ইত্যাদির ক্ষতি হতে পারে।

৭. কিডনি ও লিভারের সমস্যা :বিশেষত যারা আগে থেকেই কিডনি, লিভারের বিভিন্ন রোগে ভোগেন, তাদের অনেকের করোনা সংক্রমণের ফলে কিডনি বা লিভারের ওপর সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ায় এসব অঙ্গ অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। তাই রোগ পরবর্তী সময়ে লিভার বা কিডনি রোগীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৮. ডায়াবেটিস : যারা আগেই ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন, দেখা যায় করোনা-পরবর্তী সময়ে তাদের রক্তের গুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়। আবার দেখা যায়, আগে ডায়াবেটিস ছিল না কিন্তু করোনাকালীন ব্যবহৃত ওষুধ (যেমন স্টেরয়েড) বা ভাইরাসের প্রভাবে পরবর্তী সময়ে তাদের নতুন করে ডায়াবেটিস বা রক্তের গুকোজের মাত্রা বেড়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি সাময়িক, কিছু দিন পর এমনিতেই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

৯. উচ্চ রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণহীনতা : উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা করোনায় আক্রান্ত হলে তাদের জটিলতা হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। আবার যাদের উচ্চ রক্তচাপ নেই তারাও করোনা-পরবর্তী সময়ে অনেকেই উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হন। ডায়াবেটিসের মতো এটিও কিছুদিনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে দীর্ঘদিন রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

১০. পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা : করোনা-পরবর্তী সময়ে রোগীদের নানা রকম পেটের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন : অ্যাসিডিটি বা গ্যাস হওয়া, পাতলা পায়খানা হওয়া কিংবা ঘনঘন পায়খানা হওয়া, বদহজম ইত্যাদি। তবে করোনা-পরবর্তী সময়ে খাবার-দাবারের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখলে দ্রুত এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

১১. মানসিক সমস্যা : করোনা-পরবর্তী সময়ে নানা রকমের মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক রোগী বলেন, তাদের কিছুই ভালো লাগে না, কিছু করতে ইচ্ছা করে না, অনেকের প্যানিক ভাবটা থাকে। হঠাৎ করে মনে হয়, শ্বাস বা দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বিষণ্নতা, মানসিক অস্থিরতা, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, খিটখিটে মেজাজ, রুক্ষ আচার-আচরণ, কাজে মনোযোগের অভাব, উত্তেজনা, স্মৃতিভ্রম, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। অনেকে চিকিৎসাগ্রহণকালীন কিংবা আইসিইউতে থাকাকালে ভীতিকর স্মৃতির আতঙ্ক বা মানসিক চাপ থেকে বেরোতে পারেন না।

১২. ঘুমের সমস্যা : করোনা আক্রান্ত রোগীর ফুসফুসে কিংবা মস্তিষ্কসহ শারীরবৃত্তীয় কিছু পরিবর্তন হয়, যার ফলে রোগীর ঘুমের ওপর সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে। হয় সহজে ঘুম আসে না বা বারবার ঘুম ভেঙে যায়। অনেকে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নও দেখেন।

করোনা-পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদি জটিলতাগুলো কমাতে করণীয়:

পরিমিত সুষম এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় টাটকা শাকসবজি এবং ফলমূল যোগ করুন। প্রচুর পরিমাণে পানি ও তরল জাতীয় খাবার খান।

এ সময়ে অনেকের মুখে ঘা হতে পারে। এর জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করুন। নিয়মিত হালকা গরম পানিতে লবণ দিয়ে গড়গড়া এবং কুলকুচি করলে আরাম পাবেন।

যারা আগে শারীরিক পরিশ্রম বা নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, তাদের সতর্ক হতে হবে। করোনা থেকে সেরে উঠেই শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম বা হাঁটাচলা শুরু করবেন না। কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে অল্প পরিশ্রমের কাজ বা হাঁটাচলা দিয়ে পুনরায় শারীরিক পরিশ্রম শুরু করা যেতে পারে।

করোনা থেকে সেরে উঠেই পুরোদমে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করতে পারবেন, এমনটি আশা করা ঠিক নয়। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর কিছু দিন পূর্ণ বিশ্রামে থাকা ভালো।

নিয়মিত সাত-আট ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করুন, ক্লান্তি লাগলে বিশ্রাম নিন। ধূমপান বন্ধ করুন। সন্ধ্যার পর চা ও কফি পরিহার করুন।

করোনা সংক্রমণ-পরবর্তী ফুসফুসের জটিলতার জন্য দীর্ঘদিন শ্বাসকষ্ট ও কাশি থাকতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ওষুধ সেবন করুন, প্রয়োজনে ইনহেলার ব্যবহার করতে পারেন, বাড়িতে পজিশনিং আর ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতে হবে। এর পরও শ্বাসকষ্ট বেশি হলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

করোনা থেকে সেরে ওঠার সময় ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদেরাগ ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

মানসিক সমস্যা সমাধানে মন প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করুন। গান শোনা, বইপড়া বা মনকে প্রফুল্ল করে এমন কিছু করুন। ধীরে ধীরে নিজের পছন্দের কাজ বা শখগুলো শুরু করুন। বন্ধুবান্ধব ও আপনজনদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন। পরিবার ও সমাজের অন্যদের উচিত হবে এসব রোগীর পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

মনে রাখতে হবে, খুব কমসংখ্যক *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ফাইজারের ভ্যাক্সিন এবং নরওয়েতে ওল্ডহোমে মানুষের মৃত্যু প্রসঙ্গে

ডাঃ আরমান রহমান, ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড থেকে: "ফাইজারের ভ্যাক্সিনের কারণে নরওয়েতে ২৩ জন মানুষ মারা গিয়েছেন" আসুন আমরা এই খবরের শুধুমাত্র হেডিং টা না পড়ে ভিতরে কি লিখেছে সেটা জানার চেষ্টা করি. এখানে বার্ধক্যঃ জনিত রোগে আক্রান্ত অত্যন্ত ভঙ্গুর সাস্থের ৮০ বছরের উপর বয়সের ২৩ জন মানুষের কথা বলা হয়েছে।

স্টেইনার ম্যাডসেন, নরওয়ের মেডিসিন এজেন্সির ডাইরেক্টর সাহেব বলছেন "ভ্যাক্সিন দেয়ার পরে যদিও এনাদের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু এই মৃত্যুর সাথে ভ্যাক্সিনের কোন যোগাযোগ আমরা এখনো পাইনি". উল্লেখ্য নরওয়েতে প্রতি সপ্তাহে এই ধরণের কেয়ার হোমে ৪০০ মানুষ মৃত্যু বরন করে থাকে।

উনারা এই ধরণের বয়স্ক রোগীদের ভ্যাক্সিন দেয়ার ব্যাপারে আরো সতর্ককতা অবলম্বন করার জন্যে ডাক্তারদের আহবান জানিয়েছেন। এই ২৩ জনের ১৩ জনের উপর চালানো আপাত পরীক্ষায় দেখা যায়-ভ্যাক্সিনের সাধারন সাইডইফেক্ট যেমন জ্বর, বমির ভাব এবং ডায়রিয়া এনাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে,

আমিষের ঘাটতি পূরণ করবে সজনে পাতা

* [১] কোতোয়ালী এলাকায় ১,০৫০ পিস ইয়াবাসহ একজনকে গ্রেফতার
* এফএ কমিউনিটি শিল্ড জিতলো আর্সেনাল : ১-১ এ সমতা, ট্রাইবেকারে লিভারপুলকে ৫-৪ গোলে হারালো আর্সেনাল

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এইসব পার্শপ্রতিক্রিয়া তেমন প্রভাব না ফেললেও এই বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষদের তা সহ্য করে নেয়ার ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। হয়ত এই সমস্ত পার্শপ্রতিক্রিয়া তাদের বার্ধক্যজনিত অসুস্থতাকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে।

ম্যাডসেন সাহেব বলেছেন উনারা এই মৃত্য নিয়ে আতংকিত নয়, কারণ এই সব মানুষ আগে থেকেই গুরুতর রোগে ভুগছিলেন, কাজেই এই মৃত্য তাদের ভ্যাক্সিন কার্যক্রম কে কোনভাবেই প্রভাবিত করবে না। আশা করি ভ্যাক্সিনের খবর প্রচারে সংবাদ মাধ্যম আরো দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে এবং সাধারণ মানুষ ও শুধুমাত্র শিরোনাম দেখেই যে কোন ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা নিয়ে বানোয়াট স্ট্যাটাস সোশ্যাল মাধ্যমে প্রচার করা থেকে বিরত থাকবে।

হার্টসহ নানা রোগের অব্যর্থ দাওয়াই ডার্ক চকোলেট!

শুধু ছোটদেরই প্রিয় তা নয়, চকোলেট প্রেমে মজে আছেন অনেক বড়রাও। চা বা কফির মতো ডার্ক চকোলেটকেও জীবনের অঙ্গ করে নিতে পারেন অনায়াসে। আবার, চকোলেট মানেই যে দাঁতের ক্ষতি, এমনটা কিন্তু ঠিক নয়। এক গাদা চিনি মেশানো চকোলেট নয়, ঘন কালচে রঙা ডার্ক চকোলেট শরীরের জন্যে যথেষ্ট উপকারী।

নানা খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ ডার্ক চকোলেট রক্তচাপ কমিয়ে হার্ট ভালো রাখার পাশাপাশি আপনার মনও ভাল রাখে এবং অবসাদ কমাতে সাহায্য করে। আর এ সবই গবেষণায় প্রমাণিত।

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে থেকে চকোলেট প্রেমে মজে আছে মানুষ। অ্যাজটেক সভ্যতায়ও চকোলেটের উল্লেখ আছে। সেই সময়ের কিছু গুহাচিত্র ও পাথরের মূর্তিতে খোদাই করা আছে চকোলেট তৈরি ও খাওয়ার নানা গল্প। সে কালে আমেরিকাবাসীর ধারণা ছিল যে- জ্ঞানের দেবতার দান হলো কোকো ফল। এর থেকে পাওয়া চকোলেটকে স্বর্গীয় খাবার বলেই মনে করা হতো।

অ্যাজটেক সভ্যতায় কোকো বীজ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে সেই সময় চকোলেট নয়, বীজ থেকে তৈরি পানীয়ই ধনী মানুষদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় শোভা পেত। এভাবেই আমেরিকা থেকে ইউরোপ, ব্রিটেন, এশিয়া-সহ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল চকোলেট।

বিশ্বের যাবতীয় কোকোর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন হয় পশ্চিম আফ্রিকায়। ওয়ার্ল্ড কোকো ফাউন্ডেশনের সমীক্ষায় জানা গেছে- বিশ্বের প্রায় ৫ কোটি মানুষ কোকোজাতীয় খাবারে আসক্ত। চা, কফি বা মদ্যপানের মতোই চকোলেটের নেশায় মজে আছেন তাঁরা।

তবে পুষ্টিবিদরা সপ্তাহে অন্তত তিনদিন ডার্ক চকোলেট খেতে পরামর্শ দেন, জানালেন ইন্দ্রাণী ঘোষ নামে ভারতের এক পুষ্টিবিদ। অবসাদ প্রতিরোধে চকোলেটের কোনও জুড়ি নেই। ভিটামিন বি-১২, রাইভোফ্ল্যাভিন, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন ইত্যাদি পুষ্টিগুণে ভরপুর ডার্ক চকোলেট মন ভালো রাখার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ভাল রাখে, ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। শুধু ছোটদের জন্যই নয়, বড়দের জন্যেও চকোলেট উপকারী। তবে মাত্রাতিরিক্ত খেলে ওজন বাড়বে সে কথা ভুললে কিন্তু চলবে না। যাদের অ্যালার্জি আছে, তারা কিন্তু চকোলেটের থেকে একশ হাত দূরেই থাকবেন।

পুষ্টিবিদ ইন্দ্রাণী জানালেন, চকোলেটে আছে ফ্ল্যাভানলস ও পলিফেনলস, যা শরীরের অক্সিডেশন ড্যামেজ কমিয়ে শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে শরীরে নানা সমস্যা দেখা যেতে পারে। যেমন- ডায়াবিটিস, হার্টের অসুখ, পার্কিনসনস ডিজিজ, অ্যালজাইমারস ডিজিজ, চোখের সমস্যা, এমনকি ক্যানসার পর্যন্তও। ডার্ক চকোলেট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। তাই এ সব রোগকে অনেকাংশে ঠেকিয়ে রাখা যায়।

২০১৫ সালের এক গবেষণা বলছে- ৮ সপ্তাহ ধরে দৈনিক ২৫ গ্রাম ডার্ক চকোলেট (চিনি ছাড়া) খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আসে। ডার্ক চকোলেটে থাকা পলিফেনল ও থিওব্রোমিন নামক যৌগ রক্তের লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন অর্থাৎ এলডিএল নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি এইচডিএল অর্থাৎ ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে হার্ট ভালো রাখতে সাহায্য করে বলে জানালেন ইন্দ্রাণী।

এই স্বাদু খাবারটির আর এক গুণ শরীরের ইনফ্ল্যামেশন বা প্রদাহকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এর ফলে আর্থ্রাইটিস, টাইপ টু ডায়াবিটিস ও কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি কমে।

ইন্দ্রাণী ঘোষ জানালেন- এক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ডার্ক চকোলেটে থাকা ফ্ল্যাভ্যোনলস নিউরোডিজেনারেটিভ পদ্ধতির গতি কমিয়ে দিয়ে অ্যালজাইমার্স ও পার্কিনসন্স অসুখ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বড়রাও চিনি ছাড়া এক টুকরো ডার্ক চকোলেট চেখে দেখতেই পারেন সপ্তাহে তিন দিন। সুতরাং এই করোনাকালে ভালো ও সুস্থ থাকতে মাস্ক পরুন, আর সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি ডার্ক চকোলেট খান। সূত্র- জিনিউজ।

হঠাৎ ঘাড়ে ব্যথা হলে করণীয়

ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ করেই ঘাড়ের একপাশে প্রচণ্ড ব্যথা, কিংবা কাজ করতে করতে হঠাৎই ঘাড়ের একদিকে প্রবল টান, কিছুতেই ঘাড় ঘোরানো যাচ্ছে না... এই রকম সমস্যায় অনেকেই পড়েছেন। এর কারণ হিসেবে হতে পারে অনেক কিছু।

পেশি দুর্বল হলে- দীর্ঘক্ষণ একভাবে একজায়গায় বসে থাকলে পেশিতে খিল ধরে এবং ঘাড়ে ও কাঁধে ব্যথা হয়। এই একভাবে বসে থাকতে গিয়ে আচমকা টান লেগেও ব্যথা হতে পারে।

ঘাড়ের টিস্যুর ক্ষয়- বয়স হলে ঘাড়ের টিস্যুর ক্ষয় হয়। এছাড়াও যারা দীর্ঘদিন ধরে ল্যাপটপের সামনে বসে কাজ করছেন তাদেরও এই সমস্যা হতে পারে। এর ফলে ঘাড়ের মধ্যেকার হাড়ে ফাঁক থেকে যায়। যেখান থেকে ব্যথা হতে পারে।

স্লিপ ডিস্ক হলে- কোনও কারণে স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে কোনও টিস্যু ফুলে গেলে স্লিপ ডিস্ক হতে পারে। সেখান থেকেও ঘাড়ে ব্যথা হয়।

আঘাত পেলে- কোনও দুর্ঘটনায় ঘাড়ে আঘাত পেলে সেই ব্যথা বহুদিন স্থায়ী হয়। মাঝে মধ্যেই তখন পেশীতে টান গেলে ব্যথা হতে পারে।

বসায় ত্রুটি হলে- বসার ভঙ্গীতে ত্রুটি থাকলে ঘাড়ে ব্যথা হতে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

অনেক ওষধি গুণের অধিকারী ধনেপাতা ফ্রিজে রাখার উপায়

যে কোনও খাবারের স্বাদ-গন্ধ বাড়াতে সবার আগে নাম আসে ধনেপাতার। ভর্তা থেকে শুরু করে মাছের ঝোল, যে কোনও ধরনের পদেই ধনেপাতা ছড়িয়ে দিলে স্বাদ বেড়ে যায় বহুগুণ। কিন্তু ধনেপাতা সংরক্ষণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে। ফ্রিজে ধনেপাতা রাখলে ২-৩ দিন পর থেকেই তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়, সেই সঙ্গে গুণাগুণও নষ্ট হতে থাকে। আবার ফ্রিজের বাইরে রাখলে তো কথাই নেই। কিন্তু ধনেপাতা সংরক্ষণের সহজ উপায় রয়েছে, যার সাহায্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো রাখা যেতে পারে। এবার জেনে নিন ধনেপাতা সংরক্ষণের সহজ উপায়-

বাজার থেকে ধনেপাতা আনার পরই তার শেকড়গুলো কেটে ফেলুন ও পাতা তুলে নিন।

এবার একটি কনটেনারে পানির মধ্যে সামান্য হলুদগুঁড়া মিশিয়ে ৩০ মিনিট পর্যন্ত ধনেপাতাগুলোকে ভিজিয়ে রাখুন। এর পর পানি থেকে বার করে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

এবার ধনেপাতা পেপার টাওয়েল দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করার পর অন্য একটি কনটেনারে রাখুন। সে ক্ষেত্রে অপর কনটেনারটিতেও পেপার টাওয়েল লাগিয়ে নিন।

এতে ধনেপাতা রেখে অন্য পেপার টাওয়েল দিয়ে এগুলো ঢেকে দিন। লক্ষ্য রাখবেন, ধনেপাতায় যেন পানি না-থাকে। কনটেনারকে এয়ার-টাইট করে বন্ধ করতে ভুলবেন না। স্বাদবর্ধক তো বটেই, ওষধি গুণও অনেক ধনেপাতার -

- ডায়াবেটিস হলে ধনেপাতা খাওয়া ভালো।
- হজমশক্তি বৃদ্ধি করে।
- কিডনি রোগে উপকারী।
- কোলেস্ট্রল কমাতে সাহায্য করে।
- দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়।
- অ্যানিমিয়া হয়ে থাকলে স্বস্তি দিতে পারে।

আমলকীর উপকারিতা

অনেক বেশি পরিমাণে টক ফল হিসেবেই পরিচিত আমলকী। অনেকের কাছে পছন্দের আবার অনেকের কাছেই খুব অপছন্দের অতিরিক্ত পরিমাণে টক হওয়ায়। তাই হয়তো আচার করে খেতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন প্রায় সকলেই। আবার অনেকে বিশেষ করে চুলের যত্নে আমলকী ব্যবহার করে থাকেন। আমলকী চুলের ছাড়াও শরীরের আরও নানাভাবে উপকার করে থাকে। আমলকীর উপকারিতা হলো-

- আমলকী সাধারণত ঠাণ্ডার সাথে লড়াই করতে সক্ষম। ২ চামচ আমলকী পাউডার অল্প একটু মধুর সাথে মিশিয়ে খেতে হবে দিনে অন্তত ৪ বার।
- চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে।
- এতে উপস্থিত প্রোটিন শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমাতে সাহায্য করে।
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আমলকী কাঁচা অথবা আচার করে যেভাবেই খাওয়া হোক; এতে উপস্থিত ভিটামিন শরীরে ঠিকই প্রবেশ করে এবং ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে।
- চুল ঘন করার জন্য আমলকীর তেল বহু কাল থেকেই সমালোচিত। চুল কালো করা নিয়েও এর রয়েছে ব্যাপক আলোচনা।
- মুখের ত্বক সুন্দর করে। ভিটামিন-সি মুখের ত্বককে করে মসৃণ ও নমনীয়। শরীরের বাড়তি কোলেস্টেরলের সমতা রক্ষা করে।
- শরীরের নানা ব্যথা উপশমে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। হতে পারে বাতের ব্যথা অথবা শরীরের জয়েন্টে ব্যথা। এছাড়াও যেকোনো ক্লান্তিজনিত ব্যথার ক্ষেত্রেও আমলকীর তেল ব্যথানাশক হিসেবে সমাদৃত। *নাহিদ সিরাজী নিম্মি*

সেদ্ধ ডিমের যত উপকার

ডিম খাওয়া যায় নানাভাবেই। ডিম দিয়ে মজার মজার খাবার বানাতে সময় যেমন খুব কম লাগে, আবার ঝটপট ডিম সেদ্ধ করে খেতেও লাগে বেশ। পুষ্টিবিদদের মতে ডিম সেদ্ধ শরীরের জন্য খুব উপকারী। সেদ্ধ ডিমের উপকারিতাগুলো জেনে নিন।

ওজন কমাতে সহায়তা করে

সেদ্ধ ডিম প্রোটিনে ভরপুর থাকে। এটি খেলে ক্ষুধা লাগে না অনেকক্ষণ পর্যন্ত। এতে করে অপ্রত্যাশিত ওজন কমে। দুপুর বা রাতের খাবারে হার্ড বয়েল ডিম ও বিভিন্ন ধরনের সবজি খেলে ২৭৪ ক্যালোরির মতো শক্তি পাবেন।

গর্ভকালে শিশুর হাড় মজবুত করে

গর্ভাবস্থায় সেদ্ধ ডিম খেলে প্রোটিন ও ভিটামিন ডি গর্ভে থাকা শিশুর হাড় মজবুত করে। সেদ্ধ ডিম শিশুর দাঁত, হাড় মজবুত করার পাশাপাশি শারীরিক বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে।

বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি করে

প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার শরীরের বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। কার্বোহাইড্রেট বা ফ্যাটের তুলনায় সেদ্ধ ডিম শরীরের ক্যালোরি বেশি পোড়াতে সহায়তা করে। ফলে শরীরের বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

কোলিনের ভালো উৎস

সেদ্ধ ডিম কোলিন নামের একটি পুষ্টি উপাদানের ভালো উৎস। এই পুষ্টি উপাদান ব্রেন, স্নায়ুতন্ত্র ও হৃদযন্ত্রকে কর্মক্ষম রাখে। মস্তিষ্কের কোষ তৈরিতেও ভূমিকা রাখে কোলিন, যার মাধ্যমে মস্তিষ্ক থেকে শরীরে বার্তা পৌঁছায়। গর্ভবতী নারীদের জন্য এই পুষ্টি উপাদান বেশ উপকারী।

চোখ, চুল ও নখের জন্য ভালো

সেদ্ধ ডিম চোখের জন্য উপকারী। প্রতিদিন একটি সেদ্ধ ডিম খেলে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দূর হয়। কারণ ডিমে লুটিন ও জিয়াজেনথিন উপাদান থাকে। সেদ্ধ ডিম খেলে চোখের ছানি পড়া রোগের আশংকাও কমে। এতে সালফার ও ভিটামিন ডি থাকে প্রচুর। এ কারণে তা চুল ও নখ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। টাইমস অব ইন্ডিয়া

ডিমের পর যে খাবার ভুলেও খাবেন না

শরীরকে সুস্থ রাখতে আমাদের সঠিক আহার প্রয়োজন। আর সঠিক খাবার বিচার করা হয় পুষ্টিগুণ দিয়ে। যে খাবেরের পুষ্টিমূল্য যত বেশি, তা আমাদের শরীরের পক্ষে ভালো। কিন্তু প্রোটিন খেতে হবে বলে একসঙ্গেই সব কিছু খেয়ে ফেললে চলবে না। এতে হতে পারে বিপত্তি।

কারণ শরীরকেও তো তা হজম করতে হবে। কোনও কিছুই অতিরিক্ত ভালো নয়। এতে শরীরের ক্ষতিই হয়। এছাড়াও এমন কিছু খাবার আছে, যা একসঙ্গে খেয়ে নিলে বিপদ। এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যে কারণে খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম মেনে খাওয়া খুবই জরুরি।

ডিম আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। প্রতিদিন একটা করে ডিম খেতে বলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সুস্থ থাকতে ডিমের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

খালি পেটে পাকা পেঁপে খেলে উপকার বেশি

সারা বিশ্বেই জনপ্রিয় ফলগুলোর মধ্যে একটি হল পেঁপে। পুষ্টিগুণের জন্যই সবাই এই ফলটি বেশি পছন্দ করেন। তবে এর উৎসেচক যাতে সঠিকভাবে কাজ করে সেই কারণেই খালি পেটে পাকা পেঁপে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিকেলের পর কিন্তু পেঁপে খাবেন না।

পেঁপেতে আছে ভিটামিন এ, সি, কে, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ও প্রোটিন। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণ ফাইবারও রয়েছে। আর পেঁপেতে ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম। সেই সঙ্গে স্বাদেও মিষ্টি, যে কারণে সুগার রোগীদের প্রতিদিন একবাটি করে পাকা পেঁপে খেতে দেওয়া হয়। এছাড়াও অনেকে হজমের সমস্যায় ভোগেন। এদের প্রতিদিন পেট পরিষ্কার হয় না, ফলে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বেরুতে পারে না। তাই তাদের প্রতিদিন পাকা পেঁপে খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। এছাড়াও পাকা পেঁপে শরীরকে নানা দিক দিয়ে সুস্থ রাখে। যেমন-

হার্টের সমস্যায়: নিয়মিত পেঁপে খাওয়ার অভ্যেস করলে হার্টের সমস্যার সম্ভাবনা কিন্তু অনেকখানি কমে। পেঁপের মধ্যে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এছাড়াও ভিটামিন এ, সি, ই ইত্যাদি, যা কোলেস্টেরল কমায়। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

গরুর মাংসের ছেঁচা

অনেকেই বলে থাকেন গরুর মাংসের স্বাদই আলাদা। অন্য যে কোন মাংসের চেয়ে গরুর মাংসের স্বাদ অনেক বেশি। গরম ভাত, পোলাও, খিচুড়ি কিংবা রুটি এরকম সব খাবারের সাথেই গরুর মাংস খাওয়া যায়। আবার গরুর মাংস দিয়ে হরেক রকম রান্নাও করা যায়। এর মধ্যে বিশেষ একটা রেসিপি হলো গরুর মাংসে ছেঁচা। এটি তৈরির প্রক্রিয়া একটু দীর্ঘ হলেও সংরক্ষণে রেখে বেশ কিছুদিন খাওয়া যায়। আবার স্বাদেও ভিন্নতা পাবেন।

এবার জেনে নিন গরুর মাংসের ছেঁচা তৈরিতে যেসব উপকরণ লাগবে...
প্রথম ধাপের জন্য
১. গরুর রানের মাংস ৪ কেজি (হাড়-চর্বি ছাড়া), ২. পেঁয়াজবাটা ৪ টেবিল চামচ ৩. আদাবাটা ৪ চা-চামচ ৪. রসুনবাটা ৪ চা-চামচ ৫. হলুদ গুঁড়া ৪ চা-চামচ ৬. মরিচ গুঁড়া ৪ চা-চামচ ৭. ধনিয়া গুঁড়া ৪ চা-চামচ ৮. তেজপাতা ৪টি ৯. লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি ৪টি করে ১০. সয়াবিন তেল ১ কাপ ১১. লবণ পরিমাণ মতো ১২. পানি পরিমাণ মতো ১৩. গরুর চর্বি ১ কেজি।
২য় ধাপের জন্য
১. পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ ২. কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ ৩. ধনিয়াপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ ৪. টালা জিরা গুঁড়া ২ টেবিল চামচ ৫. টালা ধনিয়া গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ৬. গরমমসলা গুঁড়া ১ চা-চামচ ৭. টালা রাঁধুনী গুঁড়া আধা চা-চামচ ৮. টালা গোলমরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ ৯. সরিষার তেল ২ টেবিল চামচ ১০. লেবুর রস স্বাদ মতো ১১. লবণ স্বাদ মতো ১২. টমেটো কুচি আধা কাপ ১৩. কাটা শসা পরিমাণ মতো।

যেভাবে তৈরি করবেন
গরুর রানের চর্বি এবং হাড় ছাড়া মাংস নিয়ে প্রতিটি ৫০০ গ্রামের মতো টুকরা করে নিতে হবে। ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিবেন। প্রথম ধাপের সব উপকরণ (চর্বি ছাড়া) মেখে রান্না করে নিতে হবে। এভাবে প্রতিদিন দুই বেলা করে তিন দিন জ্বাল দিতে হবে। পানি শুকিয়ে এলে মসলা থেকে মাংস তুলে নিন। অন্য ডেকচিতে চর্বি জ্বাল দিয়ে রাখতে হবে। চর্বি গলে তেল বের হবে।
আরেকটা ডেকচিতে এই তেল নিয়ে তুলে রাখা মাংস জ্বাল দিতে হবে। চর্বির তেলে যেন মাংস ডোবা থাকে।
এভাবে গরমকাল হলে প্রতিদিন বা তিন দিন, শীতকাল হলে কয়েক দিন পরপর জ্বাল দিয়ে এই মাংস তিন-চার মাস সংরক্ষণ করা যায়। ছেঁচা মাংস করার সময় এই মাংসের চার টুকরা নিয়ে ছোট ছোট কুচি করে আবার পাটা বা হামানদিস্তায় ছেঁচে নিতে হবে। এবার দ্বিতীয় ধাপের সব উপকরণ (লেবুর রস ছাড়া) মেখে আবার গরম করে ডিশে ঢেলে ওপরে লেবুর রস, কাঁচা পেঁয়াজ কুচি, শসা, ধনিয়াপাতা, কাঁচা মরিচ দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। অন্য রকমের একটা স্বাদ পাবেন।

গরুর মাংসের কালা ভুনা

অনেকে আছেন যারা রান্নায় তেমন একটা পাকা নন, আবার কেউ কেউ রান্না করতেই পারেন না।
তাদের জন্য গরুর মাংসের বিশেষ রেসিপি-

কালা ভুনা
গরুর মাংসের কালো ভুনা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী খাবার হলেও এখন দেশে-প্রবাসে কমবেশি সকল মানুষই এই রেসিপিটি পছন্দ করেন। এবার আসুন জেনে নেওয়া যাক কিভাবে এটি তৈরি করবেন।
উপকরণ
২ কেজি হাড় ছাড়া গরুর মাংস, ১/২ চামচ বা মরিচ গুড়া ও ১ চামচ হলুদ গুড়া, ১/২ চামচ জিরার গুড়া ও ১/২ চামচ ধনিয়া গুড়া, ১ চাচম পেঁয়াজ বাটা ও ২ চামচ রসুন বাটা, ১/২ চামচ আদা বাটা, সামান্য গরম মশলা (দারুচিনি, এলাচি), ১/২ কাপ পেঁয়াজ কুঁচি, কয়েকটা কাঁচা মরিচ, পরিমাণ মতো লবণ ও সরিষার তেল।

প্রস্তুত প্রণালী
গরুর মাংস ধুয়ে নিয়ে একটি চালুনি পাত্রে রেখে পানি ঝরিয়ে নিন। তারপর লবন, তেল ও বাকি সব মশলা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে (পেঁয়াজ কুঁচি এবং কাঁচা মরিচ বাদে) ।মাখানো মাংসটি এবার চুলায় হালকা আঁচ রেখে জ্বাল দিতে হবে। এবার দুই কাপ পানি দিয়ে আবারো ঢাকনা দিয়ে দিন। মাংস সেদ্ধ হতে সময় লাগবে। যদি মাংস সেদ্ধ না হয় তবে আবারো গরম পানি এবং জাল বাড়িয়ে নিন।
ঝোল শুকিয়ে, মাংস নরম হয়ে গেলে রান্নার পাত্রটি সরিয়ে রাখুন। এবার অন্য একটি কড়াই নিয়ে, তাতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুঁচি এবং কাঁচা মরিচ ভাঁজতে থাকুন।
সোনালী রং হয়ে আসলো সেই কড়াইতে গরুর মাংস দিয়ে , হালকা আঁচে ভাজতে হবে। মাংস কাল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন, খেয়াল রাখতে হবে যাতে মাংস পুড়ে না যায়। সবশেষে রান্নাটি নামানোর আগে লবণটি চেখে নিন। কালা ভুনার স্বাদ আরো বাড়াতে খাঁটি সরিষার তেল ব্যবহার করুন।

চিংড়ি টিক্কা মশলা

চিংড়ি মানেই জিভে পানি আনা একটা নাম। গরম ভাতের সঙ্গে চিংড়ি, কে না পছন্দ করে? সামুদ্রিক এই মাছটি যেমন সুস্বাদু, তেমনি প্রোটিনে ভরপুর। বাড়িতে চিংড়ি রান্না করা অতি সহজ, এখানে আমরা যে রেসিপিটা দিচ্ছি, সেটার স্বাদ যেমন একটু অন্যরকম, তেমনি বাড়িতে অতি সহজে বানিয়ে ফেলতে পারবেন এই রেসিপি। এই রান্নাটা করার সময়তেই সুগন্ধে ভরে উঠবে চারদিক, আর আপনার মনে হবে না যে এই খাবার কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে।

উপকরণ :
প্রথমে ২০-২৫টা মোটা মোটা চিংড়ি (পরিষ্কার করে বাছা) ম্যারিনেটের জন্য ১. পরিমাণ মতো লেবুর রস ২. লবণ ১ চা চামচ ৩. মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ ৪. আদা-রসুনের পেস্ট ১ চা চামচ, গ্রেভির জন্য : ১. দই ১/২ কাপ ২. ক্রিম ১/৪ কাপ ৩. পেঁয়াজ ২টি কুচি করে কাটা ৪. টমেটো (পিউরি) ৩টি ৫. কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ৬. লবণ ১ চা চামচ৭. হলুদ ১ চা চামচ ৮. গোটা জিরা ১ চা চামচ ৯. গরম মশলার গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ১০. আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, ১১. মাখন টেবিল চামচ ১২. তেল ২ টেবিল চামচ ১৩. তন্দুরি মশলা ১ চা চামচ

তৈরি করবেন যেভাবে
প্রথমে একটা বাটির মধ্যে লেবুর রস, লবণ, আদা-রসুন বাটা ও মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে নিন। এই পাত্রের মধ্যে চিংড়িগুলো দিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করুন। কড়াইতে মাখন গরম করে চিংড়িগুলো ঢেলে দিন, ৫ থেকে ৬ মিনিট ভালো করে নাড়ুন, যতক্ষন না সুসিদ্ধ হচ্ছে। তারপর একটা পাত্রে ঢেলে দিয়ে আলাদা করে রাখুন।
এবার এই কড়াইয়ের মধ্যেই একটা চামচ তেল দিয়ে তার মধ্যে জিরা ফোড়ন দিন। ধোঁয়া ওঠার পরে তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে চার থেকে পাঁচ মিনিট নাড়তে থাকুন।
কড়াইতে আদা-রসুন বাটা, লবণ, মরিচের গুঁড়া ও হলুদ গুঁড়া দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে মিশিয়ে নিন। টমেটো পিউরি তৈরি করে কড়াইতে ঢালুন। তিন থেকে চার মিনিট রাখুন ও মিশ্রণটি নরম হতে দিন। এবার আঁচ টিমে করে কড়াইতে ক্রিম, দই ও গরম মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।
তারপর ঝোলের মধ্যে চিংড়ি ও তন্দুরি মশলা দিয়ে মিশিয়ে নিন, স্বাদানুসারে লবণ দিতে ভুলবেন না। এবার পছন্দানুসারে নান বা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। সূত্র: এনডিটিভি

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

এখন শুধু টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ঢাকাই ইলিশ পোলাও

চলছে মাছের রাজা ইলিশের মৌসুম। শুধু নামেই রাজা নয়, স্বাদে, গুনে ও পুষ্টিতেও বিশ্বের অন্যতম সেরা মাছ এই ইলিশ। জাতীয় মাছ ইলিশ নিয়ে এ জাতির যেমন গর্ব আছে, তেমনি আছে সুস্বাদু এই মাছ খাওয়ার নানা রকম রেসিপি। তবে খাবার-দাবারে পুরান ঢাকার একটি আলাদা ঐতিহ্য আছে। তেমনি এক ঐতিহ্য 'ঢাকাই ইলিশ পোলাও'। কৃষি প্রতিদিন পাঠকদের জন্য ঢাকার এ মজাদার ইলিশ পোলাও এর রেসিপি দিয়েছেন বিশিষ্ট রন্ধনবিদ শাহনাজ ইসলাম। ইলিশের ঝোল তৈরিঃ

উপকরণ: ইলিশ মাছ - বড় ৮ টুকরা, টকদই - ২টেবিল চামচ, পিঁয়াজ কুচি - আধা কাপ, পিঁয়াজ বাটা - কোয়ার্টার কাপ, আদা বাটা - ১ চা চামচ, রসুনবাটা - আধা চা চামচ, লবন স্বাদ মত, লাল মরিচ গুড়া - ১ চা চামচ, তেল -কোয়ার্টার কাপ, ঘি - ২ টে চামচ, নারিকেলের দুধ -২ কাপ, কাঁচা মরিচ - ৮ টা, চিনি - ১ চা চামচ

একটি কড়াইয়ে তেল ও ২ টেবিল চামচ ঘি গরম করে তাতে পিঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে তুলে নিতে হবে।এখন পিঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, লাল মরিচ গুড়া, চিনি ও লবন দিয়ে কোয়ার্টার কাপ পানি দিয়ে কষাতে হবে।মাছের টুকরাগুলো মশলায় ছেড়ে দিয়ে নারিকেলের দুধ দিয়ে মিশিয়ে ঢেকে দিয়ে মাঝারি আচে রান্না করতে হবে ১০ মিনিট।এখন টকদই মিশিয়ে মাছে দিয়ে আরো ৫ মিনিট অল্প তাপে রান্না করতে হবে।এখন কাঁচা মরিচ মাছের উপর ছড়িয়ে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে।মাছের টুকরা গুলো ঝোল থেকে তুলে রাখুন।

ইলিশ পোলাও তৈরি:

উপকরণ: পোলাওর চাল - ৪ কাপ, পিঁয়াজ কুচি - ২ টেবিল চামচ, আদার রস - ১ টেবিল চামচ গুড়ো দুধ - ৪ টেবিল চামচ, ঘি - ৪ টেবিল চামচ, লবন পরিমাণ মতো , পানি (ফুটানো) - ৫ কাপ

ঙ মাছের স্টকঃ ২ কাপ(৪ কাপ পানিতে অল্প লবন ও ইলিশ মাছের মাথা ভেঙে দিয়ে অল্প আচে জাল দিয়ে ২ কাপ করে নিতে হবে।

প্রণালী: হাঁড়িতে ঘি দিয়ে পিঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে নিতে হবে। চাল ও আদার রস দিয়ে ভাজুন ২ মিনিট।নেড়ে গরম পানি, মাছের স্টক, মাছের ঝোল, গুড়ো দুধ ও লবণ দিয়ে ফুটতে দিন।পানি কয়েকবার ফুটে উঠলে কিছু কাচামরিচ দিয়ে নাড়ুন।ঢেকে অল্প আচে(দমে) রাখুন।ঢাকনা দেয়ার ২০ মিনিট পর পোলাও চুলা থেকে নামিয়ে নিন। ঢাকনা দেয়ার পরে কোনোক্রমেই ঢাকনা খুলবেন না এবং পোলাও নাড়বেন না। পোলাও ঝরঝরা হওয়ার জন্য এটিখুব জরুরী।কিছু পোলাও হাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে মাছের টুকরা গুলো পোলাওয়ের উপর বিছিয়ে তার উপর ঘি ছিটিয়ে আবার উঠানো পোলাও দিয়ে ঢেকে দমে ১৫ মিনিট রাখতে হবে। বেরেস্তা দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার অন্যরকম ঢাকাই ইলিশ পোলাও।

ইলিশ মাছের দোপেয়াজা

বাঙালির ভোজনবিলাসে ইলিশ না হলে যেন চলেই না। একই ইলিশের হাজার রকমের রান্না। সব রান্নাই সহজ এবং সুস্বাদু। ইলিশের ৩০ রেসিপি নামে ইলিশের সুস্বাদু ও ব্যতিক্রম সব রেসিপি প্রকাশ করা হচ্ছে জাগো নিউজের লাইফস্টাইল বিভাগে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ থাকছে ইলিশ মাছের দোপেয়াজা রেসিপি।

উপকরণ : লবণ ও হলুদ দিয়ে ইলিশ মাছ ভাজা ১২ টুকরো, পেঁয়াজ বাটা ২৫০ গ্রাম, আদা বাটা ১ চা চামচ , রসুন বাটা ১ চা চামচ, টমেটো টুকরো করা ৫০০ গ্রাম, কাঁচা মরিচ ৪ টি, সয়াবিন তেল পরিমাণ মতো, মরিচ গুড়া পরিমানমতো, ধনে বাটা ১ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদের গুড়া ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি : প্রথমে ১২ টুকরো ইলিশ মাছ অল্প লবণ ও হলুদ দিয়ে মাখিয়ে তেলে লাল করে ভেজে নিন। মাছগুলো তুলে আলাদা করে রাখুন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, ধনে বাটা, জিরা বাটা, মরিচের গুড়া, হলুদের গুড়া ও লবণ দিন। পানি দিয়ে ভালোমতো মশলা কষান। মশলা কষানো হলে তাতে ২টি টমেটো কেটে দিয়ে দিন। আবারো ভালোমতো মশলা কষান। মশলা কষানো হয়ে গেলে এতে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিন। হালকা হাতে মেশান। এরপর ১ কাপ পানি ওপরে ছিটিয়ে দিন। এরপর কাঁচা মরিচ ও বাকি টমেটো কেটে দিয়ে দিন। এবার হালকা আঁচে বসিয়ে রাখুন। তেল উপরে উঠে এলে নামিয়ে গরম পরিবেশন করুন।

ইলিশ খিচুরি

বাঙালির ভোজনবিলাসে ইলিশ না হলে যেন চলেই না। একই ইলিশের হাজার রকমের রান্না। সব রান্নাই সহজ এবং সুস্বাদু। ইলিশের ৩০ রেসিপি নামে ইলিশের সুস্বাদু ও ব্যতিক্রম সব রেসিপি প্রকাশ করা হচ্ছে জাগো নিউজের লাইফস্টাইল বিভাগে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ থাকছে ইলিশ খিচুরি তৈরির রেসিপি।

উপকরণ :

পোলাওর চাল ৫০০ গ্রাম, মসুর এবং মুগডাল মিলিয়ে ৪০ গ্রাম, ইলিশ মাছ ৪ পিস, পেঁয়াজ মিহি করে কাটা ১/২ বাটি, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচামরিচ ৮-১০টি, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, তেজপাতা ২টি, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা কুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ মোটা করে কাটা ১ বাটি, হলুদ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, সরিষার তেল, পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি :

প্রথমে চাল এবং ডাল একসঙ্গে ভালো করে ধুয়ে নিন। একটি পাতিলে তেল গরম করে পেঁয়াজ এবং বাকি সব কুচি করা ও গুঁড়া মসলা এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে মসলা ভালো করে কষিয়ে চাল ও ডাল দিয়ে ভালো করে ভেজে তাতে পরিমাণমতো পানি এবং কাঁচামরিচ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। এখন একটি কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে তাতে ইলিশ মাছের টুকরার সঙ্গে অন্যান্য সব বাটা ও গুঁড়া মসলা, কালিজিরা, কাঁচামরিচ এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে মাখা মাখা করে রান্না করে ফেলুন ইলিশ মাছ। তারপর খিচুড়ি রান্না হয়ে এলে অর্ধেক খিচুড়ি তুলে নিয়ে রান্না করা মাছ বিছিয়ে উপরের বাকি রান্না করা খিচুড়ি ঢেকে দিয়ে আর ১০ মিনিট চুলায় রেখে রান্না করে গরম গরম পরিবেশন করুন ইলিশ খিচুড়ি।

37-56 74 Street
Jackson Heights
NY 11372
718-406-9206

PRINCE
KABAB & CHINESE RESTAURANT

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার!

আবেদীন কাদের

আজ আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম বন্ধু হাসান ফেরদৌসকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কারে ভূষিত করেছে বাংলা একাডেমী। এজন্য হাসান ভাইকে অভিনন্দন ! হাসান ভাইয়ের বয়স কিছুদিনের মধ্যেই সত্তর বছর হবে। আজ পঞ্চাশ বছর যাবৎ সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখছেন এবং গবেষণা করছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি একাধিক গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কাজ বলে অনেকে মনে করেন। অনুবাদ করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে বই লিখেছেন। প্যালেসটাইন সমস্যা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন যা বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের ছাত্রজীবনে মেধা তালিকায় গোড়ার দিকে থেকে তিনি ছাত্র হিশেবে উজ্জ্বল মেধার পরিচয় দিয়েছেন একাধিক বার। বাংলা একাডেমী সাহিত্য ছাড়া অন্য বিষয়েও তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। সেদিক থেকে তিনি অনেকদিন ধরেই প্রবন্ধ সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নিঃসন্দেহে, এবং তা লিখিতভাবে লিখেছেনও একাধিক লেখক।

বাংলা একাডেমী সাহিত্যে একাধিক পুরস্কার দিয়ে থাকে, ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার তার মধ্যে একটি। কিন্তু বাংলা একাডেমী কখনও জাতিকে জানায়নি এসব পুরস্কারের মধ্যে পার্থক্য কী? কোন মানদণ্ড ধরে একেকজনকে একেক পুরস্কার দেয়া হয়, তা মনে হয় আমাদের সাহিত্য পাঠকরা জানেন না। বাংলা একাডেমীর একজন মহাপরিচালকের নিজস্ব উদ্যোগে এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে বলে শোনা যায়, আগে কোনদিনই এধরনের পুরস্কার ছিল না, তাহলে এর হঠাৎ কেন প্রয়োজন হল তা একাডেমী ব্যাখ্যা দেয়নি। এতে নাকি যে মহাপরিচালকের মস্তিষ্ক থেকে এই পুরস্কার জন্ম নিয়েছে তার নিজস্ব কিছু 'পরিকল্পনা' ছিল। সবই শোনা কথা, সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু কেন বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য পুরস্কার, তার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার!

আদনান সৈয়দ

লেখক প্রাবন্ধিক হাসান ফেরদৌস এ বছর 'প্রবাসে সাহিত্য চর্চা' কোটায় বাংলা একাডেমি কতৃক প্রদত্ত সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁকে প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানাতে পারছি না বলে দুঃখিত।

লেখক হাসান ফেরদৌস কি 'প্রবাসী' কোটায় এই পুরস্কার পেতে পারেন? হাসান ফেরদৌস প্রবাসে থাকেন বলেই কি তিনি প্রবাসী লেখক? আমি জানি না বাংলা একাডেমির কাছে 'প্রবাসী লেখক' এর সংজ্ঞাটি কি তবে প্রবাসী লেখক, দেশি লেখক বলে বিভাজন তৈরি করে পুরস্কার প্রদান করা কতটুকু বাস্তব সেই নিয়ে ভাববার যথেষ্ট যুক্তি আছে বৈকি! নিউয়র্কে বসবাসরত কবি শহীদ কাদরীর ভাগ্য ভালোই ছিল বলতে হবে! তিনিও নিশ্চয়ই প্রবাসী কবি? কবি অমিয় চক্রবর্তীও দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। তিনিও নিশ্চয়ই প্রবাসী কোটার কবি! বুদ্ধদেবও ছিলেন নিউইয়র্কে বেশ কিছুদিন। তিনিও প্রবাসী লেখক! জীবনের নানা প্রয়োজনে দেশের বাইরে থাকলেই বুঝি তিনি "প্রবাসী লেখক" নাম নিয়ে বিশেষ কোটাবন্দী হয়ে গেলেন? যে লেখক আজীবন মুল স্রোতধারায় সাহিত্য চর্চা করলেন, করছেন তাঁকে কোন হিসেবে প্রবাসী কোটায় সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ পুরস্কার দেয়া যায় তা আমার এখনো বোধগম্য নয়। যদিও একজন প্রকৃত লেখকের জন্যে পুরস্কারে কিছুই যায় আসে না তারপরেও যাঁরা আজীবন সাহিত্যের জন্যে কাজ করেন, যাঁরা নিবেদিত, যাঁরা সত্যিকারের সাহিত্য চর্চায় মগ্ন তাঁদেরকে আমরা যথাযথভাবে পুরস্কার দিয়ে কেন সম্মানিত করতে পরি না? 'হীরক রাজার দেশে'র সেই মন্ত্রীর চেহারাটি মনের পর্দায় বার বার ভেসে উঠছে! হীরক রাজা ডেকে তাকে বললেন, "কি মন্ত্রী! তোমারও চাই নাকি একটা মুক্তার মালা?"

লেখক হাসান ফেরদৌস বাংলা সাহিত্য নিয়ে লেখালেখি করেন ৫০ বছর চেয়েও বেশি সময় ধরে।তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা তিন ডজনেরও বেশি। ভুলে যাবেন না হাসান ফেরদৌস গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় কলাম লিখছেন, সাংবাদিকতা করেছেন। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা কুরিয়ার ও সচিত্র সন্ধানীতে তিনি ছিলেন। কলাম লিখছেন বাংলাদেশ টাইমস, বাংলাদেশ টুডে, সানডে স্টার, ডেইলি *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার ও আদিকথা

ফকির ইলিয়াস

বাংলা অ্যাকাডেমি 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার-২০২০' ঘোষণা করেছে। এবার পেয়েছেন, নিউইয়র্ক অভিবাসী লেখক হাসান ফেরদৌস। এই পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। কথা উঠেছে 'প্রবাসী ক্যাটাগরি' লেখক বলে আদৌ কিছু আছে কি না। কিংবা এ রকম তকমা দিয়ে দেশের বাইরে থাকা বাংলাদেশি লেখকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে কি না!

এই প্রসঙ্গে আরও পেছন থেকে কিছু কথা বলা দরকার মনে করি। বাংলাদেশের বাইরে বাংলা অ্যাকাডেমি আরও একটি বইমেলার আয়োজন করতো দুই দিনব্যাপী। এই মেলাটি ইংল্যান্ডের শহর, লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতো। ২০১০ সাল থেকে এই বইমেলা আয়োজিত হয়ে আসছিল। ২০০৯ থেকে বাংলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক শামসুজ্জামান খান। মূলত তার উদ্যোগেই বিদেশে এই দুই দিনের বইমেলাটির আয়োজন করা হতো।

বহির্বিশ্বে এমন একটি নান্দনিক কর্মযজ্ঞ অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার ছিল। বাংলা অ্যাকাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক, বর্তমান সভাপতি শামসুজ্জামান খানের উদ্যোগে ও 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাজ্য'-এর আয়োজনে ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত লন্ডনে মোট সাতটি 'বাংলা অ্যাকাডেমির বইমেলা' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই মেলাকে কেন্দ্র করেই ২০১১ সাল থেকে বাংলা অ্যাকাডেমি প্রবর্তন করে 'প্রবাসী লেখক পুরস্কার'। ২০১৪ সালে এর নামকরণ করা হয়, 'বাংলা অ্যাকাডেমি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার'। পরবর্তী সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছিল, 'বাংলাদেশ বইমেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব'। বাংলা অ্যাকাডেমি ২০১১ সালে যে 'প্রবাসী লেখক পুরস্কার'প্রবর্তন করে, তা প্রথমবারের মতো পান ইংল্যান্ড অভিবাসী কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক কাদের মাহমুদ। এর পরের বছর কথাশিল্পী সালেহা চৌধুরী এবং ডা. মাসুদ আহমেদকে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য 'প্রবাসী লেখক পুরস্কার-২০১২' দেওয়া হয়। তারা দুই জনই গ্রেট ব্রিটেনপ্রবাসী।

২০১৩ সালে প্রবাসে বাংলা অ্যাকাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান যুক্তরাজ্যবাসী দুই জন। তারা হলেন, লেখক ও সাংবাদিক ইসহাক কাজল ও লেখক-গবেষক ফারুক আহমদ। এছাড়া পেয়েছেন জার্মানপ্রবাসী লেখক ও বিজ্ঞান-গবেষক ড. মোহাম্মদ জাকারিয়া।

২০১৪ সালে 'বাংলা অ্যাকাডেমি প্রবাসী সাহিত্য পুরস্কার'-এর নাম পরিবর্তন করে 'সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার' করা হয়। সেই বছর এই পুরস্কার পান কানাডাপ্রবাসী ইকবাল হাসান ও সৈয়দ ইকবাল এবং যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ লেখক-অনুবাদক-গবেষক উইলিয়াম রাদিচি।

২০১৫ সালে বাংলা অ্যাকাডেমি প্রবর্তিত এই 'সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার' পান যুক্তরাজ্যপ্রবাসী লেখক মঞ্জু ইসলাম ও ফ্রান্স প্রবাসী ফ্রান্স ভট্টাচার্য।

২০১৬ সালে পান যুক্তরাজ্য প্রবাসী কবি শামীম আজাদ এবং জার্মানপ্রবাসী লেখক ও কথিত গবেষক নাজমুন নেসা পিয়ারি। বাংলা অ্যাকাডেমি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার ২০১৭ পেয়েছিলেন ইংল্যান্ড অভিবাসী কবি মুজিব ইরম ও কানাডা অভিবাসী কবি মাসুদ খান।

২০১৮ সালে এই পুরস্কার নিয়ে কোনো মাতামাতি করতে দেখা যায়নি বাংলা অ্যাকাডেমিকে। ২০১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর হঠাৎ ঘোষণা দেওয়া হয় 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৮'-এর জন্য মনোনীত হয়েছেন কানাডা অভিবাসী লেখক সালমা বাণী ও ইংল্যান্ড অভিবাসী সাগুফতা শারমীন তানিয়া। ১৯ জানুয়ারি ২০২১ বাংলা অ্যাকাডেমি যে নোটিশে হাসান ফেরদৌসকে মনোনীত করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, এই পুরস্কারটি এখন 'দ্বি-বার্ষিক সাহিত্য পুরস্কারে' রূপ লাভ করেছে। কোন প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে কেন এমনটা করা হয়েছে, তাও অনেকের অজানা।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের বাইরে এখন গড়ে উঠেছে একটি অনেক বড় অভিবাসী সমাজ। স্মরণ করছি, ১৯৯২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ-যুক্তরাজ্য' লন্ডনের ম্যানিং হলে একটি বড় সাহিত্য উৎসব করে। সেই উৎসবে বাংলাদেশ থেকে অতিথি হয়ে আসেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। 'দেশবিকাশ'-এর মোনায়েম আহমেদ মায়েনীনের আমন্ত্রণে আমি সেই উৎসবে অংশ নেই। সেমিনারেও যোগ দেই।

১৯৯২-১৯৯৫ সময়ে বেশ কয়েকদফা ইংল্যান্ডে দীর্ঘবকাল অবস্থান করি। ওই সময়ে অনেক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমার অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে। চলতি সময়ে এর প্রসার অনেক বেড়েছে। একইসঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার অন্যান্য দেশেও বেড়েছে এর বিস্তৃতি। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বড় আয়োজনের বইমেলা হচ্ছে বিগত ২৯ বছর থেকে। 'বাঙালির চেতনা মঞ্চ ও মুক্তধারা'র আয়োজনে নিউইয়র্কে ১৯৯২ সালে প্রথম বইমেলাটির উদ্বোধক ছিলেন ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত।

এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকা-বাংলাদেশ-কানাডা (এবিসি সম্মেলন) সম্মেলনও আয়োজিত হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। ২০০৯ সালের ১১, ১২ জুলাই নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় এই আমেরিকা-বাংলাদেশ-কানাডা সম্মেলন। সেমিনারগুলোর আলোচনার বিভিন্নপর্বে অংশ নেন অধ্যাপক আলী আনোয়ার, দিলারা হাশেম, সমরেশ মজুমদার ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

২০১০ সালের দ্বিতীয় এবিসি সম্মেলনে নিউইয়র্কে ম্যারি লুইস অ্যাকাডেমির সুবিশাল চত্বরে এই সম্মেলন ছিল অভিবাসী বাঙালির প্রাণের মেলা। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য তো বটেই, কানাডা, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া থেকেও শিকড়সন্ধানী বাঙালি অভিবাসীরা ছুটে এসেছিলেন এই সম্মেলনে। এই সম্মেলনে কবি শহীদ কাদরীর হাতে 'এবিসি সম্মেলন সম্মাননা পদক' তুলে দেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ড. ওসমান সিদ্দিক। কবি শহীদ কাদরী গভীর আপ্লুত হয়ে বলেন, 'কবিতা লিখে এমন বিরল সম্মান পাবো, তা কোনোদিন ভাবিনি।' তিনি প্রজন্মকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতিচর্চায় গভীর অনুরাগী হওয়ার আহ্বান জানান।

২০১২ সালের জুন মাসের ২৩ ও ২৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট বাঙালিরা অংশ নেন তৃতীয় এবিসি সম্মেলনে। নিউইয়র্কের বিশ্ববিখ্যাত 'এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানর' সেজেছিল বর্ণাঢ্য সাজে। এই সম্মেলনে অতিথি ছিলেন শাহীদ কাদরী, সৈয়দ শামসুল হক ও ফরহাদ মজহার।

মার্কিন মুলুকের বাঙালিদের অনেক বড় বড় সম্মেলন করার অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। ২০১৫ সালের ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত নিউইয়র্কে অভিজাত পেনসিলভেনিয়া হোটেলের দ্য প্যান প্লাজা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় নর্থআমেরিকা বাংলাদেশ কনভেনশন। 'এনএবিসি' খ্যাত এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. ওয়াকিল আহমেদ। অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শফিক রেহমান, কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সতিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

কনভেনশনের শেষ সেমিনারটি ছিল 'বাংলা সাহিত্যচর্চার গুণগত মান: অতীত ও বর্তমান' এটি উপস্থাপনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। এতে মূল প্রবন্ধ পড়েন ড. সালাহউদ্দিন আইয়ুব।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেন, লেখক *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

অভিদ্যোতনা নয়, প্রতীতি টানে

সৈয়দ কামরুল

এক ॥
সুখীবাস দু'জাগায় মেলে- নিজগৃহে আর প্যারীর পথেড় হেমিংওয়ে এভাবেই বলতো। প্যারী তখন ফরাসি সাহিত্যের অবিসংবাদিত রাজধানী - মহাবিশ্বের শৈল্পিক কেন্দ্র।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন আভা-গার্দ লেখক, স্বশৈলী জিনিয়াস, আর্ট-কালেক্টর, গার্ট্রুড স্টেইন এর প্যারীর বাসায় গড়ে উঠেছিল একটা কালচারাল স্যালন। তখনকার এবং পরবর্তীকালের শীর্ষস্থানীয় লেখক ও চিত্রকরেরা সেখানে নিয়মিত আড্ডা দিত। গার্ট্রুডের স্যালন হয়ে উঠেছিল মেগা লেখক ও চিত্রকরদের এপিসেন্টার।
হেমিংওয়ে সেখানে স্কট ফিটজেরাল্ড, এজরা পাউন্ড, জেমস জয়েস, পল সেজান ও পিকাসোর সাথে মেতেছিলেন অফুরান শৈল্পিক মিথস্ক্রিয়ায়। ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকর সেজানের সাহচর্য হেমিংওয়ের লেখার ধরণকে অসাধারণ আকৃতি দিয়েছিল। ইম্প্রেশনিজম একজন কবি ও কথাসাহিত্যিককে তার কাব্যভাষী ও গদ্যশৈলী নির্মাণের ইঙ্গিত দিতে পারে, দিকনির্দেশ করতে পারে। কিন্তু সঙ্ঘ, গোষ্টি বা কাগজের সম্পাদক কখনো লেখক ও শিল্পী তৈরী করতে পারে না। প্রমোট করতে পারে। অদ্ভূতস্বভাব গার্ট্রুড সেটাই করেছিলেন। যে সংক্ষিপ্ত কয়েক বছর প্যারী হয়ে উঠেছিল মার্কিন সাহিত্যের রাজধানী, গার্ট্রুডের অবদান তাতে ছিল বৈকি!
হেমিংওয়ে, বলা যায়, রোজ একবার হাঁটাপথের দূরত্বে ম্যুজে দ্যু লুক্সেমবুর্গে যেতেন গার্ডেনওয়ে ধরে। তিনি যে গার্ডেনওয়ে দিয়ে যাদুঘরে যেতেন, তা কিন্তু উদ্যানের ঢলঢল কমনীয়তা দেখার জন্য নয়। মেইন রোডকে তিনি সচেতনভাবে এড়িয়ে যেতেন। কারণ, সেখানকার সারিসারি রেস্তরাঁ থেকে উপাদেয় খাবারের ঘ্রাণ ফ্রেঞ্চ পারফিউমের মতো বাতাসে ভেসে বেড়াতো। সেই ঘ্রাণকে হেমিংওয়ে এড়িয়ে যেতে চাইতেন। হেমিংওয়ের তখন 'belly-empty, hollow-hungry' দিন গুজরান। যে ঘরে তিনি থাকতেন সেখানে সরাসরি পানির লাইন ছিল না। এক বালতি পানি আটে এমন ছোট্ট একটা বাথরুম ছিল। সেই বাসায় বসে লেখালেখি করা সম্ভব ছিল না। তাই অভাবের মধ্যেও তিনি কাছেই একটা রাইটিং স্টুডিও ভাড়া করেছিলেন।
বড়মাপের লেখকদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া কাউকে লেখক বানাতে পারে না। একজন উঠতি লেখককে লেখক হতে সাহায্য হয়তো করতে পারে। বড়মাপের লেখক হতে হলে লেখকের প্রায়ারটি কি, সেটা বুঝতে হয়।
আমরা লেখালেখি করবো অথচ জীবনকে মিডিল-ক্লাস ডিলিউশান আর ধর্মের অর্গল খুলে বাইরে ছড়িয়ে দেবো না। জীবনকে অবারিত করবো না 'স্কাই ইজ দ্য লিমিট' মানচিত্রে। দেখবো না যাপিত জনপদে ভিতর-বাহির।
লেখক হতে হলে অনেক কিছু এড়িয়ে যেতে হয়। লেখার জন্য প্রায়রিটি কি সেগুলো চিহ্নিত করতে হয়। প্রায়রিটাইজড করতে হয়। লেখকের নিরিখ থাকতে হয় দ্রোণাচার্যের নিরিখের মতো। লেখার জোয়ার তোড়ে সংসার যদি ভেঙে যায়, সেই জোয়ারে নিজকে ভাসিয়ে দিতে হয়। হেমিংওয়ে তিনবার সংসার ভেঙেছিলেন। মেয়ের বয়সী মার্লিন ডিয়েট্রিচের প্রেম পেতে স্পর্শী আর্তি করে লিখেছিলেন চিঠি। এপিস্টোলারি রিলেশানশীপ অর্থাৎ বায়োগ্রাফি লিটারেচারের ইতিহাসে সেটা একটা আবেদনময় পর্ব।
আবেগ জমে বরফের মতো হয়ে গেলে তার দ্রবণ ও তরলীকরণ করতে যা যা লাগে তা করতে হয়।
শুধু কি হেমিংওয়ে বারবার সংসার ভেঙেছিলেন? না, বিশ্ব সাহিত্যর অনেক দিকপালই বারবার সংসার ভেঙেছিলেন। সেই তালিকা দিতে গেলে এখানে আরো একপাতা পরিধি জুড়তে হবে। তার দরকার নেই। পাঠকেরা সে সব কাহিনী কমবেশি জানে।
হেমিংওয়ে কেন হররোজ ম্যুজে ডু লুক্সেমবুর্গে যেতেন? তিনি ইম্প্রেশনিস্ট (ইম্প্রেশনিজম এবং এক্সপ্রেশনিজমের সেতু বন্ধন শিল্পী) পল সেজানর ছবিগুলো দেখতে যেতেন। সেজানের ব্রাশ-স্ট্রোকের মতো তাঁর কথ াগুলোকে গতিময় কিন্তু প্রমিত, সংহত, ঝকঝকে ও ঘনীভূত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নিজস্ব গদ্যশৈলী নির্মাণের ক্ষমতাটি বিশদ বর্ণনায় (peripheral details) হয় না; সেটা হয় ইম্প্রেশনে। এখানেই অঙ্গের অভিদ্যোতনা ও প্রতীতির পৃথকতা।
একজন নারীর ফটোগ্রাফকে দুভাবে দেখেছি- ঝকঝকে ফটোগ্রাফ আর কুয়াশার ওপারে দাঁড়ানো ইম্প্রেশানিস্টিক ফটোগ্রাফ। তার ইম্প্রশন যেভাবে টানে, তেমন টান টানে কি পিকচার পারফেক্ট ছবি? না, মোটেও না। লেখার ক্ষেত্রেও সাবজেক্টিভ ইমেপ্রেশান হবে অভীষ্ট লক্ষ্য; অবজেক্টিভ রিয়ালিটি নয়। হেমিংওয়ে সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে বারবার যেতেন যাদুঘরে। সেখানে সেজান, মোনে ও মানের ইম্প্রেসনিস্টিক ছবিগুলো বারবার দেখতেন। সরাসরি দেখতেন। কোনাকুনি দেখতেন। দূরত্ব থেকে দেখতেন, মিডলং থেকে দেখতেন। ক্লোজআপ দেখতেন।
সেইসব ছবির নির্মান শৈলী

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

সাত-সকালে হ্রদের ধারে

সেলিম জাহান

ভোরে দিন শুরু হওয়ার আগেই শামীম আর আমি দু'জনে হাঁটতে বেরুই - হস্তাবরনী ও মুখাবরনী সমেত। শীতের ধড়াচূড়োও চাপাতে হয় শীতলতা ঠেকাতে। অবশ্য ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুলেই সতেজ ভেজা ঠান্ডাটা বড় ভালো লাগে। আমরা দু'জন গল্প করতে করতে এগোই - এলেমেলো গল্প, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা, সাংসারিক কথা-বার্তা। মাঝে মাঝে পথের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে বাড়ী-ঘর দেখি, গাছ-ফুল নিয়ে গল্প করি, পাখীর ডাক শুনি, আকাশের দিকে তাকাই।
আমাদের গন্তব্য থাকে বাড়ীর অনতিদূরে ভিক্টোরিয়া পার্কের দিকে। ঘরের বাইরে এসে অর্ডেল রোড ধরি। তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়ে ট্রেডেগার রোড সেখানে ১০০ পা হাঁটলেই ডানে সেন্ট স্টিভেন্স রোড। সেটা ধরে নাক বরাবার চললেই যাওয়া যায় ভিক্টোরিয়া পার্কে। মাঝে মধ্যে ট্রেডেগারে বাঁয়ে না গিয়ে ডানে ফিরলে কিছুদূরে পার্নেল রোড।সেটাও সোজা নিয়ে যায় ভিক্টোরিয়া পার্কে -তবে অন্য প্রবেশদ্বারে।
তবে যে পথ ধরেই যাই না কেন, দু'টো জিনিস অবশ্যই পেরুতে হয়। প্রথমেই রোমান রোড, আমাদের হাট-বাজারের জায়গা। তারপর ছোট্ট খালের বো ক্রীক - যেখানে তরনী-আবাস বহু মানুষের। নানান রং ও ঢং এর নৌকোর বাড়ীঘর খালের শান্তজলে। তাদের পাশে কালো ছায়া পড়ে পাড়ের ক্রন্দসী উইলো বৃক্ষের।
খালের জলে হাঁসেদের খেলা - মাঝে মধ্যে ডুব দেয়া পাণকৌড়ির কালো শরীরের ঝিলিক দেখা দেয় তৈলাক্ত বেতের মতো। ক্রীকের ওপরের ছোট্ট মায়াময় সেতু পেরুলেই ভিক্টোরিয়া পার্ক। তার প্রবেশমুখেই বিশাল এক ফটক। সে ফটক দেখলেই বোঝা যায় যে, তা মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলের তৈরী - এমনই তাদের শাণ-শওকত।
সেন্ট স্টিভেন্স রোড ধরে পার্কে ঢোকার পরে বিশ পা হাঁটলেই বাকল-ছাড়ানো এক বিশাল গাছের গুঁড়ি মাঠের মাঝে। শামীমের আবিষ্কার। আমরা সেখানে বসি, একটু জিরুই, মুঠোফোন দেখি। সেখানে বসে বসে তিনটি জিনিস দেখা যায়। এক, কোভিডের কারনে ঘরবন্দী বহু মানুষ স্বাস্হ্যরক্ষার জন্যে পার্কে আসেন - হাঁটেন, দৌড়ুন, সাইকেল চালান। অনেকে শিশুঠেলুনীতে শিশুদের নিয়ে আসেন। বড় ভালো লাগে শিশুদের দেখতে।
দ্বিতীয়ত: পার্কে কুকুরের আধিক্য দেখে বিস্মিত হয়ে যাই - নিজের কুকুর হাঁটাতে কিংবা পয়সা নিয়ে অন্যের কুকুর হাঁটাতে বেরিয়েছেন বহু লোক। প্রায়শ:ই কুকুরে-কুকুরে সহৃদয়তা না থাকলেও, সারমেয়সঙ্গী মানুষগুলো তাদের সঙ্গীর সূত্র ধরে তাৎক্ষণিক এক হৃদ্যতা গড়ে তোলে। পাশ্চাত্যে সারমেয়-প্রীতি যতখানি, তার সিকিভাগ দরিদ্র মানুষের জন্যে থাকলে এ সমাজের চালচিত্র বদলে যেত।
তৃতীয়ত: প্রায়শ:ই দেখতে পাই যে সুবেশ নর-নারী কাজের জায়গায় ছুটছেন। চিহ্নিত করা যায় তাদেরকে সহজেই - তাদের ঐ ছোটার গতি দেখেই। বড় ভালো লাগে ভাবতে যে, আমাকে আর অমন করে ছুটতে হবে না। আসলে শুধু মাত্র তো 'ছুটি নি', 'উড়েছি'ও বটে।মনে আছে, বছর তিনেক আগে ২০১৭ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন উপস্হাপনের সময়ে ১৫ দিনে ১২টি বিশ্ব-রাজধানীতে গিয়েছি। বাঁচা গেছে যে, সে উন্মত্ততা আর নেই আমার জীবনে।
আজ সকালে হাঁটতে বেরিয়ে শামীম প্রস্তাব করল আজ পার্নেল রোড ধরে যাওয়া যাক। তথাস্তু! পার্কে ঢোকার আগে বেশক'টি বহুতল বাড়ীর সামনের মাঠে দেখা মিলল একটি বিশাল ধাতব ফুলের - হলুদ ফুল, সবুজ ডাঁটা। ক্রীকের ওপরের সেতুতে দাঁড়িয়ে দেখলাম নৌকোর আসা যাওয়ার জন্যে জলের উচ্চতা বাড়ানো-কমানোর ব্যবস্হা।
কিন্তু কথা এগুলো নয়। কথার শেকড় অন্যত্র। আজ পার্কে ঢুকে স্হির হল অদ্য বাঁয়ে গাছের গুঁড়ির দিকে না গিয়ে সোজা সামনে যাবো - শামীমেরই প্রস্তাব। অনতিদূরে কিছু পীতাভ একতলা ইমারত। সেদিকেই পা ফেলা গেল। যেতে যেতে বাঁদিকে এক সারি ঘন গাছ। গাছের কাছাকাছি এসে দেখা গেল যে, বৃক্ষরাজির আড়ালে একটি টলটলে হ্রদ, আর তাতে বহুবিধ হাঁস আর পাখী। হ্রদের দু'দিক ঘিরে গাছের সারি আর এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ক'টি বসার বেঞ্চি।
হ্রদ আর তার চারপাশ দেখে আমাদের আনন্দ দেখে কে? জানতামই না তো এখানে এমন জিনিষ লুকিয়ে থাকতে পারে এখানে! আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে দু'টো দূরন্ত শিশুর মতো হ্রদের দিকে দৌড়ুলাম। দাঁড়ালাম হ্রদের প্রান্তে, হাঁটলাম এদিক-সেদিক, তারপর বসলাম বেঞ্চিতে। হ্রদের শান্ত জলে পাখীদের খেলা, তাদের হুটোপুটি, ওড়াওড়ি। আমাদের মাথ ার ওপরে পত্রহীন বৃক্ষশাখা। হ্রদের ডানদিকে ছোট্ট একটি হলদেটে বাড়ী। তার ঠিক সামনেই একটি শিশু হ্রদের পাখীদের খাবার খাওয়াচ্ছে।পাশে হাঁটুগেড়ে বসে থাকা শিশুটির মা স্মিতহাস্যে শিশুটিকে ধরে আছেন। শিশুটির গায়ে লাল সোয়েটার মাথায় হলুদ উলের টুপি।
অনেকক্ষণ বসে থাকি সেখানে দু'জনে। নীল আকাশের দিক তাকাই। গাছের ফাঁক দিয়ে রোদের ঝিলিক দেখি। হ্রদের জলে পাখীদের সন্তরণ বড় ভালো লাগে, ভালো লাগে তাদের চঞ্চলতা, কানে আসে তাদের ডাক। দূরের আরেক বেঞ্চিতে অন্য একটি দম্পতির দিকে চোখ যায়। বেলা বাড়ছে। এবার উঠতে হবে।
হাঁটতে শুরু করে পেছন ফিরে তাকাই। গাছের ফাঁকে জলের রূপোলী চাদর চোখে পড়ে। আজ আমাদের নতুন আবিষ্কার সাত-সকালের এই হ্রদ। আসলে জীবনের প্রতিদিনই নতুন কিছু পাই আমরা, নতুন কিছু দেখি, নতুন কিছু জানি, নতুন কিছু শিখি - জীবনের প্রতিদিনই কিছু না কিছু প্রাপ্তি ঘটে আমাদের। প্রতিটি দিনই বড় সুন্দর এবং প্রতিটি প্রাপ্তিই বড় বাঙময়। তাই জীবনই আসলে এক আশ্চর্য্য সুন্দর একটি ঘটনা।
লন্ডন

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর কলমে

১ জো বাইডেনের সামনে অগ্নিপরীক্ষা

ডোনাল্ড ট্রাম্প বিদায় নিলেন। আগামীকাল ২০ জানুয়ারি জো বাইডেন আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিচ্ছেন। তাতে কি আমেরিকাসহ পশ্চিমাজগতে নতুন যুগের সূচনা হবে? অনেক পশ্চিমা মিডিয়া সেই আশাই প্রকাশ করেছে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। বেশির ভাগ পশ্চিমা মিডিয়া এখন বলছে, 'ঞংঁসঢ় ধিং ঃযব ড়িৎংঃ ঢ়ৎবংরফবহঃ বাবৎ' অর্থাৎ ট্রাম্পের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রেসিডেন্ট আর কেউ হতে পারেন না। ট্রাম্প অবশ্যই মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট, প্রেসিডেন্ট হিসেবেও নিকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট প্রেসিডেন্ট আর কখনো ছিল না, এ কথাটা সত্য নয়। তাহলে আসল সত্য কী?

ট্রাম্পের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল চিন্তাশীল লেখক ক্রিস্টোফার কল্ডওয়েল ট্রাম্পের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রেসিডেন্ট বলেছেন জর্জ বুশ জুনিয়রকে। বলেছেন, বুশ দু-দুটি যুদ্ধ শুরু করেছেন। দুটিতেই জয়ী হতে পারেননি। বিশ্ব অর্থনীতিকে আরো চূড়ান্ত ভাঙনের মুখে রেখে গেছেন। কল্ডওয়েলের কথার সঙ্গে আরো কথা যোগ করা যায়। ট্রাম্প অহরহ মিথ্যা কথা বলতেন। কিন্তু জর্জ বুশের মতো বিরাট মিথ্যা কথা বলে অন্যায় ও অবৈধ যুদ্ধ বাধাননি। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের হাতে বিশ্ব ধ্বংসের মারণাস্ত্র আছে, এই ডাহা মিথ্যা কথা ট্রাম্প বলেননি। জাতিসংঘকে অমান্য করে এই বিশ্ব সংস্থাটিকে অকেজো করে ফেলেননি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে বলা হয়, তিনি আমেরিকান গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন। কথাটা সত্য। কিন্তু আমেরিকান গণতন্ত্রকে বলিদানের যূপকাষ্ঠে টেনে এনেছিলেন ট্রাম্পের আগের কয়েকজন প্রেসিডেন্টই। ট্রুম্যান, রিগান, ক্লিনটন, বুশ-পিতা-পুত্র সবাই। ট্রাম্প বলিদানের কাজটা করেছেন মাত্র। তাঁর আগের প্রেসিডেন্টদের ছিল এলিট চেহারা, সভ্যভব্য আচরণ। মার্কিন এলিট ক্লাসের সমর্থন ছিল তাঁদের পেছনে। তাঁরা নিন্দিত হননি; কিন্তু নিন্দিত হয়েছেন ট্রাম্প। কারণ তাঁর চেহারা

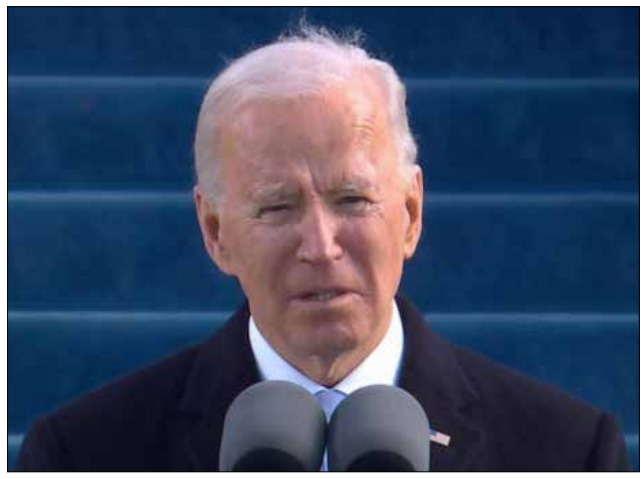

এলিটসুলভ নয়। কথাবার্তায় ছিল না এলিট ক্লাসের সভ্যতাভব্যতা। তাই তাঁকে যেকোনো নামে ডাকা যায়। কেউ তাতে আপত্তি জানাবে না।

ট্রাম্পের আগের কয়েকজনের চরিত্র বিচার করে দেখা যাক। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানএকজন আদর্শ প্রেসিডেন্ট। মানবসভ্যতার ইতিহাসের অত্যন্ত কলঙ্কজনক কাজ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে প্রথম অ্যাটম বোমা ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিতিনি পরাজিত ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তিতে সাহায্য করার জন্য ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সনওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির জন্য নিজ দেশে অভিশংসনে পড়েছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকিস্তানের হানাদারদের অস্ত্র জুগিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনযিনি অক্সফোর্ডে ছাত্র থাকাকালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করে শোভাযাত্রা করেছিলেন। তিনিই প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর লিবিয়ায় চোরাগোপ্তা বোমা হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির ছয় বছরের শিশুকন্যাসহ অসংখ্য নর-নারী হত্যা করেন। জোড়া বুশ (পিতা-পুত্র)গণতন্ত্র ও মানবতার বিরুদ্ধে হামলা চালনাকারী। মধ্যপ্রাচ্যে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার নায়ক। কয়েকজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁদের আমলে অন্যায়ভাবে ইরাকের বিরুদ্ধে ১২ বছর ধরে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে ১৭ লাখ শিশু ও নারীর প্রাণহানি ঘটিয়েছিলেন।

এই তালিকার সব প্রেসিডেন্টের কীর্তি উল্লেখ করা হয়নি। ট্রাম্পের আমলে আমেরিকার এই পাপের ঘরা পূর্ণ হয়েছিল। ট্রাম্প তাঁর ঢাকনাটা মাত্র খুলে দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে তাঁর জয়লাভের কারণ ছিল। বহুকাল ধরে আমেরিকার সাদা

২ জো বাইডেন কি পারবেন ট্রাম্প যুগের অন্ধকার কাটিয়ে উঠতে?

ছোটবেলায় ছবি দেখেছিলাম একটি ভয়ানক দানবের, নাম কিংকং, নিউইয়র্ক শহরের আকাশচুম্বী ভবনগুলোর একছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে সব কিছু ভাঙচুর করছে। তার বাহুর মধ্যে এক তরুণী, তাকে ছোট্ট পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। প্রাণভয়ে সেই পুতুল কাঁদছে। তাকে রক্ষা করার কেউ নেই।

বন্দুক, রাইফেল, কামান কোনো কিছুই দানবকে কিছু করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত লোহার জাল আনা হলো, বহু কষ্টে সেই জালে তাকে বন্দি করে ছাদ থেকে নামিয়ে আনা হলো। জালবন্দি থাকাকালে কিংকংয়ের সে কী গর্জন! মনে হয় এই বুঝি জাল ছিঁড়ে মাটিতে নেমে এসে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করবে।

বহুকাল পর বুড়ো বয়সে সেই একই কিংকং দানবের ছবি দেখলাম আমেরিকা নামক দেশটিতেই। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে হুঙ্কার দানরত ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি দেখেছি। সে এক ভয়াবহ ছবি। পিকাসো এই ভয়ংকর মুখ পেলে নিঃসন্দেহে ছবি আঁকতেন। এখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর জালবন্দি ট্রাম্পের ছবি দেখছি।

মনে হয় জাল থেকে কিংকং হয়ে তিনি এখনই বেরিয়ে আসবেন। তার বাহুর তলে থাকবে সেই পুতুলের মতো তরুণী-আর্তস্বরে কাঁদছে। মনে হয় গোটা আমেরিকা সেই তরুণীর রূপ ধরে কাঁদছে। নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, নিজেই একজন অসুখী মানুষ। পারবেন কি এই আমেরিকার দুঃখ দূর করতে?

জো বাইডেনকে দেখলে তার আগের এক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের কথা মনে পড়ে। তিনি অসুখী মানুষ ছিলেন না। তার চীনা বাদামের ব্যবসা আর সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে সুখী মানুষ ছিলেন। তিনি আমেরিকাকে মানবতাবাদী করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পারেননি।

আমেরিকার এস্টাবলিশমেন্ট মানবতাবাদী নয়। তিনি দেশটাকে মানবতাবাদী করবেন কী করে? তিনি তার এস্টাবলিশমেন্টের একটা বড় আশা পূর্ণ করেছেন। তিনি ইসরাইলের পরমশত্রু মিসরকে ইহুদি রাষ্ট্রের পরম মিত্র বানিয়েছেন। আরব-ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছেন। প্যালিস্টিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

জিমি কার্টার যুদ্ধবাদী প্রেসিডেন্ট ছিলেন না। জো বাইডেনও নন। আমেরিকার এস্টাবলিশমেন্ট ও অস্ত্র ব্যবসায়ী কার্টেলগুলোকে খুশি করতে না পারায় জিমি কার্টার মাত্র এক টার্ম প্রেসিডেন্ট পদে থেকে হোয়াইট হাউজ থেকে বিদায় নিয়ে তার চীনা বাদামের ব্যবসায় ফিরে গিয়েছিলেন। জো বাইডেনের ভাগ্যে কী আছে তা বলা মুশকিল। তাকে একহাতে কোভিড-১৯-এর দানবের বিরুদ্ধে, অন্য হাতে ভয়াবহ ট্রাম্পইজমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। যুদ্ধে তিনি কতটা জয়ী হবেন সে সম্পর্কে মার্কিন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা ততটা আশাবাদী নন।

জো বাইডেন অসুখী, তবে উচ্চাভিলাষী মানুষ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবেন এটা তার আজীবনের আকাঙ্ক্ষা। ভাগ্য তাকে বারবার আঘাত করেছে। তার সুখ ও সাফল্যের পথে কাঁটা বিছিয়ে গেছে। ১৯৭২ সালে বাইডেন যখন মাত্র ২৯ বছরের যুবক, সিনেটে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তখন তার স্ত্রী নেইলা এবং মেয়ে নাওমী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

তারপর ছেলে বুয়ো মারা যান ক্যান্সারে। তারপর ঘটে আরেকটি বড় দুর্ঘটনা। কেউজ কোডের কাছে নালটাকেটে আটলান্টিকের পাড়ঘেঁষে ছিল তাদের পারিবারিক রিট্রিট। এই রিট্রিটে জো বাইডেনের গোটা পরিবার থ্যাঙ্কস গিভিং ডেতে জড়ো হতেন। গোটা পরিবার একসঙ্গে ছবি তোলেন।

সেই পারিবারিক ঐতিহ্যের মতো ঘরটি অকস্মাৎ বাইডেনের চোখের সামনে সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। একটার পর একটা পারিবারিক ট্র্যাজেডিতে বাইডেন ভেঙে পড়েন। তিনি এক সময় আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন।

জো বাইডেনের রাজনৈতিক জীবনও সরলরেখায় চলেনি। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি সিনেটর হয়েছেন বটে, কিন্তু একবার প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্র্যাট দলের নমিনেশন চেয়ে পাননি। নমিনেশন পেয়েছিলেন বারাক ওবামা, ওবামা তাকে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে গ্রহণ করেন।

এবার তিনি প্রেসিডেন্ট পদে দলের নমিনেশন পান এবং নির্বাচনে জয়ীও হন, কিন্তু তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে সভ্যতা-ভব্যতাবর্জিত এক সিটিং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। যিনি শুধু কথায় নন, কাজেও হিংস্র। তার রাজনীতি বর্ণবাদী ও ফ্যাসিবাদী। তার সমর্থকরা কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটলে হামলা চালাতে দ্বিধা করেনি।

ট্রাম্প অভিশংসনেরও পরোয়া করেন না। এখনো পরাজয় মানেননি। তবে ২০ জানুয়ারি তাকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। এই সময় দেশে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

৩ বাংলাদেশে বামদের বামদশা কেন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান উপদেষ্টা কমরেড মনজুরুল আহসান খানকে সম্প্রতি দল থেকে ছয় মাসের জন্য অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তার অপরাধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর নিয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি হাসিনা সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছেন। আমি সিপিবির এই আওয়ামী ফোবিয়া নিয়ে ঢাকার একটি দৈনিকে সম্প্রতি আলোচনা করেছিলাম। তাতে সিপিবির এক সমর্থক (সদস্য কিনা জানি না) শ্রী সুধাংশুকুমার দাশ ঢাকা থেকে আমাকে ইন্টারনেট বার্তায় জানিয়েছেন, আমি সিপিবিকে সমালোচনা করে মহা ভুল করেছি। তার মতে, দেশকে সুশাসনদানে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষায় আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং বিএনপি আমলের মতো দুর্নীতির বিস্তার ঘটাচ্ছে। এখন কমিউনিস্ট পার্টিই দেশের একমাত্র আশা ও ভরসা। আমি সিপিবিকে সমালোচনা করে সঠিক কাজ করিনি।

আমি সুধাংশু বাবুর প্রথম অভিযোগ সম্পর্কে কোনো জবাব দিতে চাই না। কারণ দেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী শাসন কেন অপরিহার্য, তা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়েও বহু আলোচনা করেছি। তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা নিরর্থক। তবে সুধাংশু বাবুর দ্বিতীয় বক্তব্য, বর্তমানে সিপিবিই দেশের একমাত্র আশা-ভরসা কি না, তা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

এ কথা সত্য, শুধু অবিভক্ত বাংলাদেশে নয়, অবিভক্ত ভারতবর্ষে একসময় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পর উপমহাদেশের তৃতীয় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। ভারতের ছাত্র ও শ্রমিকশ্রেণির ওপর ছিল তাদের বিরাট প্রভাব। অবিভক্ত ভারতের বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরাট অংশ ছিল তাদের সমর্থক। পশ্চিমবঙ্গে গোপাল হালদার, আবু সাইয়িদ আইয়ুবের মতো বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এত বড় দল হয়েও কখনো সঠিক সময়ে সঠিক কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ব্রিটিশবিরোধী কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনের বিরোধিতা করে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দেয় এবং ভারতের জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়।

আবার ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়ে স্বাধীন হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টি স্লোগান দেয়, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'। এই স্লোগান দিয়ে শ্রেণিসংগ্রামের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহনের যে ভাস্কর্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে, তা ভাঙতে শুরু করে। বলা হয়, এরা বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতীক। ভাস্কর্য ভাঙার রাজনীতি উপমহাদেশে কমিউনিস্টরাই প্রথম শুরু করে। সন্ত্রাসের রাজনীতিও তারাই প্রবর্তন করে শ্রেণিসংগ্রামের নামে।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল ছাত্র, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় দল। তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার দলটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও দল জনপ্রিয়তা হারায়নি। রাশিয়া ও চীনের তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে মস্কোপন্থি অংশ সিপিপি (কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান) হওয়ার পরে ছাত্র, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলনের সময় সিপিপির বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং তারা ছয় দফাকে 'সিআইএর তৈরি দলিল' আখ্যা দিয়ে বাঙালির এই জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করে। তাদের জনপ্রিয়তা ধসের মুখে পড়ে। সম্ভবত সিপিপি পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। তাদের ছাত্রসংগঠনের দ্বারা ১১ দফা তৈরি হয় এবং ৬ দফা ও ১১ দফার যুক্ত আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত সিপিপি নাম পরিবর্তন করে সিপিবি (কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ) হয় এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নেয়। এমনকি স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কাজ করার জন্য বাকশালে অঙ্গীভূত হয়। কমিউনিস্ট নেতারাই কার্যত কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেন।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর কমিউনিস্ট পার্টি আবার ভোল পালটায় এবং সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা জিয়াউর রহমানকে সমর্থন দেয়। জিয়াউর রহমানের খাল কাটার পরিকল্পনায় যোগ দেন তারা। দেশে রাজনীতি চর্চার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে সিপিবির সহযোগী দল মুজাফ্‌ফর ন্যাপ প্রথম বাকশাল ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং জিয়াউর রহমানের দরখাস্তের রাজনীতিতে অংশ নেয়।

ধীরে ধীরে সিপিবি শুরু করে আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনীতি। বিএনপি-জামায়াতের অপশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সব বামপন্থি গণতান্ত্রিক দল মিলে মহাজোট গঠিত হলেও সিপিবি এই মহাজোটে যোগ দেয়নি বরং দলে আওয়ামী লীগবিরোধিতা দিনের পর দিন বেড়েছে। সাম্প্রতিক কালে তা আওয়ামী বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে। তার প্রমাণ, দলের সাবেক সভাপতি রাজনৈতিক সৌজন্য দেখিয়ে শেখ হাসিনার শাসনামলের প্রশংসা করায় দল তা সহ্য করতে পারেনি। এক দলের নেতার অপর বিরোধী দলের নেতার প্রশংসা করার নজির ভূরিভূরি আছে, তাতে কোনো দল কখনো নিজেদের নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সিপিবি করেছে। যদিও বাংলাদেশের রাজীতিতে তারা আজ খুবই দুর্বল এবং তারা খুবই ছোট দল।

সিপিবির আওয়ামী বিদ্বেষের পেছনে যে প্রচণ্ড হাসিনাবিদ্বেষ লুকিয়ে আছে, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। দলটির এই অরাজনৈতিক বিদ্বেষের দরুন দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষতি হয়েছে। তা কোনো ভালো ফল দেয়নি। দেশে একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার ও শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের সমর্থন ও সহযোগিতাতেই একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের হাতে গণতন্ত্র বেহাল বাইডেনের সামনে বহু চ্যালেঞ্জ

আহমদ রফিক

রাষ্ট্রপতিনির্ভর (প্রেসিডেনশিয়াল) শাসনব্যবস্থা বহাল হওয়া সত্ত্বেও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যদিও সে নির্বাচনী ব্যবস্থায় জটিলতা বিস্তর। তবু রাষ্ট্রটি গণতান্ত্রিক তকমার বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের অসাধারণ একটি জনভিত্তিক গণতন্ত্রের ঘোষণার কারণে। অবশ্য একাধিক জনবান্ধব নীতির কারণে তাঁকে প্রাণ দিতে হয় ভিন্ন মতের গণতন্ত্রবিরোধীদের হাতে।

এমন সব পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাঁর আগ্রাসী বিদেশনীতি ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে ভিন্নমতাবলম্বীরা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বিবেচনা করতে দ্বিধান্বিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস তেমন সাক্ষ্যই দেয়। অংশত অভ্যন্তরীণ ও মূলত বিদেশনীতির কারণে।

কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বর্ণবাদ (শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ), সাম্প্রদায়িকতা বা দাসপ্রথা প্রবল সামাজিক নীতি হতে পারে না বা সে কারণে বা অপেক্ষাকৃত উদারনীতির কারণে প্রেসিডেন্ট হত্যার মতো বর্বর ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় না কিংবা সন্ত্রাসবাদী শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ রক্ষণশীল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রধান কারণ হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস এজাতীয় কালিমায় চিহ্নিত।

এর সর্বশেষ উদাহরণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী নীতি তৎপরতা ও বিজয়, এক মেয়াদের উদ্ভট কর্মকাণ্ড এবং দ্বিতীয় মেয়াদের নির্বাচনী অপতৎপরতা ও সুস্পষ্ট পরাজয় সত্ত্বেও তা অস্বীকার, ক্ষমতা ত্যাগে অস্বীকৃতিসর্বোপরি সে সম্পর্কে খোলামেলা ঘোষণা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সর্বশেষ নিকৃষ্টতম রাজনৈতিক আচরণ পূর্বোক্ত সব অপতৎপরতা ছাড়িয়ে যায়। আর তা হলো ক্ষমতা ত্যাগ তথা হোয়াইট হাউসের সিংহাসন ত্যাগ অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্পের কথিত উসকানি এবং শান্তিপূর্ণ ক্ষমতার হস্তান্তর ভণ্ডুল করতে কংগ্রেস ভবনে হামলা।

দুই.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন ঘিরে অনিয়ম ঘটেনি এমন নয়। জুনিয়র বুশ ও আলগোরের প্রতিযোগিতা তার একটি নমুনা। নিক্সন থেকে বুশ, এরপর ট্রাম্প। উদাহরণ কম নয়। এ ব্যাপারে রিপাবলিকানরা বেশ কয়েক পা এগিয়ে। কিন্তু সমকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিক থেকে অনেক পা এগিয়ে। এবং তা এতটাই যে খোদ রিপাবলিকান নেতৃত্বের কেউ কেউ বিরক্ত ও ট্রাম্পের বিরোধিতায় সরব।

কারণ এ ধরনের ঘটনা এ পর্যন্ত ঘটেনি। সম্ভবত ট্রাম্পের বিশেষ বাহিনীই এই অপকর্মের হোতাকংগ্রেস ভবনে সশস্ত্র, সন্ত্রাসী হামলা, পরিণামে চারজন নিহত। উদ্দেশ্য, সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে আসন্ন ক্ষমতার হস্তান্তর ভণ্ডুল করা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি, বিজয়ী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে না দেওয়া। ট্রাম্পের আশা, হরিগণ্ডগোলে প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকা।

কিন্তু কাজটি সহজ নয়, এটা ট্রাম্পের মতো চতুর ব্যবসায়ী ব্যক্তির বোঝা উচিত ছিল। ছিল এ জন্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী গণতন্ত্র যত সমালোচিতই হোক, দীর্ঘ সময়ে তার একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। ঐতিহ্য সহিষ্ণুতার এবং বিধি-বিধান মাফিক বিজয়ীর হাতে ক্ষমতা সমর্পণ, এমনকি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

‘লাল কার্ড দেখানো’ ট্রাম্পের বিদায়

আল-আমিন হুসাইন

ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০১৫ সালের আগেও যিনি কেবল টেলিভিশন কমেডিয়ান এবং ব্যবসায়ী হিসেবে মার্কিনিদের কাছে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কে জানত তিনি রাতারাতি ভোল পাল্টে রাজনীতিক হবেন, খেলবেন অপরিণামদর্শী খেলা, দেখাবেন ভেলকি, তৈরি করবেন কলঙ্কময় ইতিহাস। অনিশ্চয়তা, মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, দাম্ভিকতা, উত্তেজনা, অঘটন, বিজ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া থেকে শুরু করে মিডিয়ার একহাত নেয়া সবকিছুই করে গেছেন অবলীলায়। সবকিছুই তাকে দিয়ে সম্ভব হয়েছে, কারণ ব্যক্তিটি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক কথায় তাই ট্রাম্পকে অবিমৃষ্যকারী, অঘটনঘটনপটীয়সী তো বলাই যায়। নিভৃতচারী উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উনের সঙ্গে যেন ‘বন্ধু তুমি, শত্রু তুমি’ খেলায় মেতেছিলেন তিনি, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী চীনের লাগাম টেনে ধরতে একের পর চেলেছেন দাবার গুঁটি। কিন্তু শেষটা যেন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের মতো ফিরে এসেছে তার দিকেই। মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে ইরানের ওপর আরোপ করেছেন একের পর এক অবরোধ, আবার ইসলামিক বিপ্লবের দেশটিকে যুদ্ধের মাঠে আনতে করেছেন নানা ফন্দিফিকির। বিপরীতে প্রক্সি সিকিউরিটি ও প্রক্সি ওয়ারের জন্য ইসরায়েলের হাত শক্ত করেছেন অনেকটা প্রকাশ্যেই।

গত চার বছরে ট্রাম্পের অসংখ্য এমন কর্মকাণ্ড ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে গণমাধ্যমে। মিডিয়ার শিরোনাম হয়ে ছিলেন পুরো সময়টাই। তবে মিডিয়ায় অন্যতম হিসেবে বেশি আলোচনায় ছিলেন সম্ভবত প্রকাশিত সংবাদকে ফেক নিউজের ট্যাগ লাগানোর কারণে। গণমাধ্যমের সঙ্গে যেন ট্রাম্পের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। কোনো সংবাদ তার বিরুদ্ধে গেলেই সেটিকে ফেক নিউজ বলে চাউর করতে মোটেই ভাবতেন না তিনি। সবকিছুই ছাপিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাই পরাজয় না মেনে জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন। তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেও লাভ হলো না। ফলে আঙুর ফল টকের মতো নির্বাচনের জালিয়াতির বচন আউড়িয়ে হোয়াইট হাউজ ছাড়লেন ট্রাম্প। এমন স্বভাবজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পরিচয়ের চেয়ে গত চার বছর গণমাধ্যমে তাই ব্যক্তি ডোনাল্ড ট্রাম্পই বেশি মুখ্য হয়ে উঠেছিলেন। এ পুরো সময়টাতে ট্রাম্প গোয়েবলসীয় কায়দায় গণমাধ্যমের খবরকে কীভাবে ফেক নিউজ আখ্যা দিয়েছেন, সত্যকে কীভাবে মিথ্যায় পরিণত করার চেষ্টা করেছেন এসবই এ লেখার মূল বিষয়।

এ আলোচনার শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদার ও আমেরিকার ‘ডিক্লারেশন অব ইনডিপেন্ডেন্স’-এর প্রধান প্রণেতা থমাস জেফারসনের একটি উক্তি দেয়া যেতে পারে। ১৭৮৭ সালে থমাস তার এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন, ‘রভ যব যধফ ঃড় পযড়ড়ংব নবঃবিবহ ধ মড়াবৎহসবহঃ রিঃযড়ঁঃ হবংঢ়ধঢ়বৎং ড়ৎ হবংঢ়ধঢ়বৎং রিঃযড়ঁঃ ধ মড়াবৎহসবহঃ, ও ংযড়ঁষফ হড়ঃ যবংরঃধঃব ধ সড়সবহঃ ঃড় ঢ়ৎবভবৎ ঃযব ষধঃঃবৎ. যার অর্থ হলো ‘আমাকে যদি সংবাদপত্রবিহীন সরকার বা সরকারবিহীন সংবাদপত্রএ দুইয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে আমি পরেরটিই অর্থাৎ সরকারবিহীন সংবাদপত্রকেই বেছে নেব। গণমাধ্যমের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকা জেফারসন সে সময় তার বন্ধুকে চিঠিতে আরো লিখেছিলেন, ‘জনগণই হচ্ছে শাসকদের সেন্সর। সংবাদপত্রে সরকারের ভুলত্রুটি সবচেয়ে ভালোভাবে ধরা পড়ে। আর সরকার চাইলে সে ভুল সহজেই শোধরাতে পারে।’

জেফারসন তার সেই বক্তব্যে গণমাধ্যমকে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে দেখেছিলেন। তবে সেই তিনিও প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর আর গণমাধ্যমকে বন্ধু ভাবতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তার সুর ছিল, ‘সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো কিছুই আর বিশ্বাস করা যায় না। কারণ সংবাদপত্রে ছাপা হওয়া মাত্রই সত্য আর সত্য থাকে না।’ ক্ষমতার সহজজাত প্রবণতাই হয়তো এমন, যে নিজের বিরুদ্ধে গেলেই সেটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। সেই আমেরিকারই সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একইভাবে গণমাধ্যমের খবরকে ফেক বা মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন।

নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেই সেই সংবাদকে তিনি টুইট করে ফেক নিউজ বা ভুয়া খবর বলে আখ্যা দিয়েছেন। গত চার বছরে কত শতবার এমন টুইট করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তবে সর্বশেষ ট্রাম্পের রক্ষা হয়নি। টুইটার কর্তৃপক্ষ তার ক্রমাগত মিথ্যাচারের লাগাম টেনে ধরতে শেষ পর্যন্ত তার টুইটার বন্ধ করে দেয়।

তার এ ফেক নিউজ শব্দটি চাউর করার ক্যাম্পেইনটি শুরু হয়েছিল মূলত ২০১৫ সাল থেকে তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার মধ্য দিয়ে, যা শেষ অবধি অব্যাহত ছিল। সেই সময় থেকে ওভাল অফিস ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত ট্রাম্প কীভাবে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ তথা গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে লেগে ছিলেন সেটিই এ লেখার মূল বিষয়।

ট্রাম্প মূলত লাগাতারভাবে গণমাধ্যমের সমালোচনায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কারণ তিনি হয়তো হিটলারের প্রচারমন্ত্রী যোসেফ গোয়েবলসের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘ট্রাম্পিজম’কে হারিয়ে ‘বাইডেনিজম’ জয়ী হবে!

মো. জাকির হোসেন

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শপথ গ্রহণ ও অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে। আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের এমন অভিষেক পৃথিবী এর আগে কখনও দেখেছে বলে জানা নেই। অভিষেকের আগের নানা জমকালো অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। বিশিষ্টজনদের নিয়ে নৈশভোজ, অভিষেকের পূর্ণাঙ্গ মহড়াসহ অনেক কিছুই বাতিল করা হয়েছে। প্রেসিডেনসিয়াল প্যারেডের পরিসরও ছোট করে আনা হয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য এবার আর আগের মতো অনুষ্ঠান উন্মুক্ত থাকছে না। প্যারেডের সময়ও রাস্তার দু’পাশে থাকবে না মানুষের ভিড়। বাইডেনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না হয় এ জন্য ওয়াশিংটন ডিসি কার্যত সামরিক গ্যারিসনে পরিণত হয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা। নিরাপত্তার বেড়াজালে অনেকটা অবরুদ্ধ ওয়াশিংটন ডিসি। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ঘিরে আছেন সামরিক বাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে নগরীতে প্রায় কারফিউ অবস্থা বিরাজ করেছে। কেবল ওয়াশিংটন ডিসিতেই ২৫ হাজারের বেশি সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। তারপরও উৎকণ্ঠা কাটছে না। সেনা সদস্যদের মধ্যে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি সহানুভূতিশীল পক্ষ নিয়ে এই উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো খবর দিয়েছে, ওয়াশিংটন ডিসির নিরাপত্তায় নিয়োজিত লোকজনের মধ্যে ট্রাম্পের প্রতি সহানুভূতিশীল পক্ষ থাকতে পারে। এ অবস্থায় ওয়াশিংটন ডিসিতে পাহারায় নিয়োজিত সেনা সদস্যদের ওপর নজরদারির জন্য পাল্টা সেনা গার্ড মোতায়েন করা হয়েছে। কেবল ওয়াশিংটন ডিসি নয়, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড আগে থেকেই ৫০টি রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। গত ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে উগ্র ট্রাম্প সমর্থকরা নজিরবিহীন ঘৃণ্য আক্রমণ করে এবং এ ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের শপথের ২ দিন আগে থেকেই দেশজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা। প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ হলেও কোনও কোনও অঞ্চলে প্রতিবাদীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের সমর্থকদেরও রাস্তায় দেখা গিয়েছে। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, চরমপন্থী গোষ্ঠী বুগালুর সদস্যদের কোনও কোনও মিছিলে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তাদের হাতে অটোমেটিক রাইফেল ছিল। এই গোষ্ঠী আমেরিকায় আরও একটি গৃহযুদ্ধ ঘটিয়ে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়।

মিথ্যাচার, কথা ও কাজে হিংস্রতা, শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদকে উসকে দেওয়া, একনায়কতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী আচরণ এবং মার্কিন সমাজকে ভয়ংকরভাবে বিভাজনের মাধ্যমে মার্কিন গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলেছে ট্রাম্প। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ট্রাম্প তার নিজ দেশের গণতন্ত্রকে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তার পূর্বসূরি প্রেসিডেন্টরা বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্রকে এর চেয়েও ভয়ংকরভাবে ধ্বংস করেছে। অনেক দেশে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে অপসারণ কিংবা হত্যা করে সামরিক, স্বৈরাচারী, একনায়ক সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছে অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যাই হোক, আজকের লেখার বিষয়ে ফিরে আসি। ট্রাম্প তার বল্গাহীন ক্ষমতালিপ্সাকে চরিতার্থ করাতে নানা অপকৌশল অবলম্বন করেছেন। তার রিপাবলিকান দল থেকে নির্বাচিত সদস্যদের ও প্রশাসনের কর্মকর্তা, যাদের তার দল ও তার প্রতি আনুগত্য রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের ব্যবহার করে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার দাবির প্রেক্ষিতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভোট পুনরায় গণনাও করা হয়েছে। নির্বাচনে কারচুপি, অনিয়মের মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে ট্রাম্প আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। সর্বশেষ সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকানদের দিয়ে তিনি নির্বাচনের সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়াটি বাতিল করানোর অপকৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তার অপকৌশলকে রিপাবলিকান সিনেটররা সমর্থন করবেন না আঁচ করতে পেরে তিনি তার সমর্থকদের উসকে দিয়েছেন ক্যাপিটল হিল আক্রমণ করতে। নজিরবিহীন এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত একজন মহিলা এবং দু’জন পুলিশসহ ছয় জন গুলিতে নিহত হয়েছেন। সংসদ ভবনে উত্তেজিত জনতার আক্রমণ গণতান্ত্রিক দেশ দূরে থাক, অগণতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদী ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দেশেও বিরল ঘটনা। ক্যাপিটল হিল আক্রমণের নিন্দনীয় ঘটনায় সাবেক ও কর্মরত কয়েকজন সেনা সদস্য অংশ নিয়েছেন। ফলে বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানের নিরাপত্তায় নিয়োজিত লোকজনের মধ্যে ট্রাম্পের প্রতি সহানুভূতিশীল পক্ষ থাকতে পারে বলে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাম্প তার ক্ষমতালিপ্সা ও নিকৃষ্ট যুদ্ধংদেহী আচরণে শুধু দেশকে বিভক্ত করেননি; তার নিজের দলকেও বিভক্ত করেছেন। মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ট্রাম্প মার্কিন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি মার্কিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও বড় ফাটল সৃষ্টি করেছেন, যার ভেতরে ঢুকে পড়েছে বর্ণবাদ, ফ্যাসিবাদ ও উগ্রবাদ। অভ্যন্তরীণভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি ট্রাম্প বহির্বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের যে নেতৃস্থানীয় অবস্থান ছিল সে ইমেজকেও দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছেন। জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ট্রাম্প। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। অভিবাসনবিরোধী ট্রাম্প ভয়ংকর সব অভিবাসনবিরোধী আইন ও বিধিমালার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনবান্ধব মানবিক ভাবমূর্তিকে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকা কি আবার বিশ্বের নেতা হতে পারবে

ইউয়েন ইউয়েন আং

নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের অভিষেক এ আশার সঞ্চার করেছে যে তাঁর প্রশাসনের অধীনে আমেরিকা আবার পৃথিবীর নেতা হয়ে উঠবে। আমেরিকা যদি চীনের সঙ্গে বৈরিতাকে গঠনমূলক প্রতিযোগিতায় রূপান্তর করে, তাহলে এমন আশাবাদ ঠিক আছে। কিন্তু বাইডেন আমেরিকার বৈশ্বিক নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করতে এবং তা টিকিয়ে রাখতে পারবেন কি না, তা নির্ভর করবে তিনি কতটা কার্যকরভাবে তাঁর দেশের ভেতরের বিভেদগুলো দূর করতে পারবেন এবং আমেরিকান ভোটারদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিশ্বায়ন সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা আছে, তার নিরসন ঘটাতে পারবেন তার ওপর। ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার বৈশ্বিক খ্যাতি ও মর্যাদার যে ভীষণ ক্ষতি করেছেন, জো বাইডেন তা ফিরিয়ে আনবেন বলে বারবার অঙ্গীকার করেছেন। সে জন্য তিনি দ্রুতই সেই সব বহুপক্ষীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) ও আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (যেমন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি) আমেরিকাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, যেগুলো থেকে ট্রাম্প আমেরিকাকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

এসব প্রতিশ্রুতি এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গির আভাস দিচ্ছে, যেখানে আমেরিকা একটি উদারপন্থী বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্বের স্থানে ফিরে যাবে। সেটা হবে এমন এক অবস্থান, যেখান থেকে সে চীনের আরও কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারবে, আরও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হবে। অবশ্য এমনটা ভাবারও যথেষ্ট কারণ আছে যে আমেরিকায় বহু মানুষ আছে, যারা চায় না তাদের দেশ আবার বিশ্বের নেতা হোক।

নভেম্বরের নির্বাচনে বাইডেনের বিজয় হয়েছে বটে, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে ট্রাম্প ও তাঁর বিষাক্ত জনতুষ্টিবাদকে ঝেঁটিয়ে তাড়ানো যায়নি। হ্যাঁ, বাইডেন ৮ কোটি ১০ লাখের বেশি ভোট পেয়েছেন, আমেরিকার ইতিহাসে কোনো নির্বাচনে কোনো প্রার্থী এত ভোট পাননি। কিন্তু ট্রাম্পও কম ভোট পাননি; তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়েছেন ৭ কোটি ৪০ লাখ ভোট পেয়ে এবং ২০১৬ সালের তুলনায় এবারের নির্বাচনে ট্রাম্পের ভোটার বেড়েছে বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে। একটার পর একটা অভূতপূর্ব কেলেঙ্কারি ঘটানো সত্ত্বেও কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার পরও ট্রাম্প এত এত ভোট পেয়েছেন।

ট্রাম্পের এমন টেকসই জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা কী? একটি ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে আমেরিকার প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী এখন অসুখী ও হতাশ। তাদের মধ্যে আছে শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদী ও নয়া নাৎসিপন্থীরা, যারা ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল ভবনে তাণ্ডব চালিয়েছে। এমনকি যেসব মানুষ এই শ্রেণিতে পড়ে না, তারাও একজন প্রকাশ্য বর্ণবাদী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। তবু যদি বলা হয় ট্রাম্পের প্রতি এই সমর্থন গোঁড়া উগ্রপন্থার প্রতি সমর্থনের বেশি কিছু নয়, তাহলে সেটা খুব সরল ভাবনা হয়ে যাবে। স্মরণ করা দরকার, ২০১৬ সালে যাঁরা ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদেরই ১৩ শতাংশ ২০১২ সালের নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন বারাক ওবামাকে। ট্রাম্প ২০২০ সালের নির্বাচনে ২০১৬ সালের নির্বাচনের চেয়ে এক কোটি বেশি ভোট পেয়েছেন। ট্রাম্প যেমন বর্ণবাদী ও বিদেশবিদ্বেষীদের ভোট পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবীদের ভোট, যাঁরা নিজেদের আয়-রোজগার বাড়ছে না বলে এবং ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে বলে ভীষণ অসন্তুষ্ট। এশীয় বংশোদ্ভূত ভোটারদেরও একটা অংশ ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন চীনের ব্যাপারে তাঁর কঠোর অবস্থানের প্রতি সমর্থন জানাতে।

অন্যদিকে বৈশ্বিক অর্থনীতির কেন্দ্র যখন চীনের মতো উদীয়মান শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলোর দিকে সরে যাচ্ছে, তখন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে এসব দেশের অবস্থান ততই শক্তিশালী হচ্ছে। আমেরিকার নীতিনির্ধারকদের অনেকেই মনে করেন, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা মনে করেন, বিশ্বব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকেই প্রাধান্য পেতে হবে। 'আমেরিকা ফার্স্ট' স্লোগান দিয়ে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বনেতার প্রতিশ্রুতিগুলো থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, বহির্বিশ্বে হস্তক্ষেপ কমিয়েছেন এবং একটা প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। তাঁর ভোটাররা যা চেয়েছিলেন, তিনি ঠিক তা-ই দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নীতি থেকে অনিবার্যভাবে এমন পরিণতি সৃষ্টি হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা গ্রহণ করতে পারেননি। সেটা হলো চীনের ধারাবাহিক উত্থান; যুক্তরাষ্ট্রের ফেলে যাওয়া নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণের পদক্ষেপ।

এখন বাইডেন প্রশাসনের সামনে থাকবে দুটো শিক্ষা। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে দুই নৌকায় পা দিতে পারবে না। সে বৈশ্বিক নেতৃত্ব ছেড়ে দেবে এবং সেই জায়গা আর কাউকেই নিতে দেবে না—এটা হবে না। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র যদি গোঁয়ার্তুমি করে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিপদ দেখা দেবে।

দ্বিতীয়ত, চার বছর ধরে চীনের সঙ্গে বিরোধ করে আমেরিকা শুধু চীনের সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটায়নি, বিশ্বায়নের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। এর মানে, আমেরিকা যদি তার নেতৃত্বের অবস্থান ফিরে পেতে চায়, যে অবস্থানে সে চীনের সঙ্গে গঠনমূলক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে এবং সেই নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে চায়, তাহলে বাইডেন প্রশাসনকে বৈষম্য ও বিশ্বায়নের মাশুল মোকাবিলা করতে হবে।

ইংরেজি থেকে ভাষান্তর। স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইউয়েন ইউয়েন আং: মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক

আমেরিকান গণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট

মাসুম খলিলী

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জো বাইডেন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নানা ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে বিদায় নিচ্ছেন। তাকে অপসারণের একটি প্রক্রিয়াও চলছে, যেটি রিপাবলিকানদের সেভাবে সমর্থন না পাওয়ার কারণে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে কার্যত সফল হয়নি। তবে ভবিষ্যতে ট্রাম্পের আগমন বন্ধ করার ব্যাপারে একটি প্রতীকী অভিশংসনে সম্ভবত দ্বিমত করবেন না। ডেমোক্র্যাট নীতিপ্রণেতারাও সম্ভবত বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি জোরাজুরি করতে চাননি এ কারণে যে, কোনো রাজনৈতিক বিভেদকে ফাটলে পরিণত করা হলে তা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে।

তবে এর মধ্যে নানা ঘটনা আমেরিকার গণতন্ত্র নিয়ে অনেক প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। এই প্রথমবারের মতো আমেরিকান কোনো বিজিত প্রেসিডেন্ট তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশের মতো, নির্বাচনের ফল মেনে নিতে শেষ পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানালেন। একই সাথে সক্রিয়ভাবে এই ফল বাতিল করতে সহিংস পদক্ষেপও নিয়েছেন। যার কারণে প্রাণক্ষয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে খোদ আমেরিকান অহঙ্কার হিসাবে পরিচিত, ওয়াশিংটনের 'ক্যাপিটল হিলে'। আমেরিকা রাষ্ট্রের স্থপতিরা প্রেসিডেন্টের দফতর তথা হোয়াইট হাউজকে সাদামাটা ভবন হিসেবে রেখে অলঙ্কৃত করেছিলেন ক্যাপিটল হিলকে, যেখানে কংগ্রেসম্যানরা অধিবেশনে মিলিত হন। হোয়াইট হাউজের এক বিদায়ী কর্ণধারের ইন্ধনে তার উগ্র সমর্থকদের সেই ক্যাপিটল হিলে হামলায় আমেরিকার গণতন্ত্রের অহঙ্কারে কালিমা লেপন করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

এসব কিছু যে অঘটনের মতো ছিল তা নয়। সেটি স্পষ্ট বোঝা যায়, চার দিকে নিন্দার রব পড়ার পরও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কর্তৃক এ ঘটনার নায়কদের 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দেয়ার মধ্য দিয়ে। এমনকি ট্রাম্পের সমর্থকরা এরপর আরো ঘোষণা করেছেন যে, ২০ জানুয়ারি বাইডেনের ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন 'সশস্ত্র বিক্ষোভ' করা হবে সারা দেশে।

আমেরিকান গণতন্ত্র চর্চায় ট্রাম্পের এই কর্মকাণ্ডের প্রভাব সম্পর্কে প্রচুর মন্তব্য করা হয়েছে। আমেরিকান এক বিশ্লেষকের মতে, 'আমরা কেবল-ই আশা করতে পারি যে, কংগ্রেসের আক্রমণটি শেষ গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত লড়াই ছিল, নতুনের কোনো সূচনা নয়।' এ প্রসঙ্গে তিনি উনিশ শতকের জার্মান চ্যান্সেলর অটো ভন বিসমার্কের মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, তিনি প্রায়ই বলতেন যে, 'বোকা, মাতাল এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য স্রষ্টার বিশেষ প্রভিশন রয়েছে।' ঠিকই যদি তিনি (ঈশ্বর) থাকেন তবে আমাদের বিশ্বাস করার যুক্তি রয়েছে যে আমেরিকা শেষ অবধি তার বর্তমান সঙ্কট অতিক্রম করবে। কিন্তু দেখার বিষয় হলো, এর মধ্যে কী হয়।

বিশ্ব আমেরিকাকে সম্মান ও সমীহ করার মতো অবস্থানে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শেষ পর্যন্ত তিনি এর কোনোটিই অর্জন করেননি। ক্যাপিটল হিলে তার দ্বারা প্ররোচিত উগ্র জনতার আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে আমেরিকা এবং এর গণতন্ত্রকে কার্যত একটি হাসির পাত্র বানিয়েছেন ট্রাম্প। এ ঘটনার জন্য কেউ রাশিয়ান, চীনা বা ইরানি নেতাদের এবার দোষ দিতে পারেননি। যদিও আমেরিকান বোমারু বিমানগুলো ট্রাম্প প্রশাসনের শেষ দিনগুলোতেও মধ্যপ্রাচ্যের ইরান সীমানার অদূরে উড়াল দিয়ে উত্তেজনা বাড়িয়েছে। বস্তুত, এসব কিছুর মধ্য দিয়ে আমেরিকান রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের গভীর ফাটলের বিষয়টি বড় হয়ে সামনে চলে এলো। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সূচনাটি খুব সুখকর ছিল এমন নয়। অনেকের ধারণা ছিল, জার্মানি থেকে আসা অভিবাসীর আমেরিকান সন্তান, ট্রাম্প তার চার বছর মেয়াদ-ই হয়তো শেষ করতে পারবেন না। অনেকে অবশ্য রিপাবলিকান পার্টির রাজনীতিতে একেবারে নবাগত এই ব্যবসায়ী শেষ পর্যন্ত এত বড় এক ঐতিহ্যবাহী দলের মনোনয়ন পাবেন, সেটিও ভাবতে পারেননি। অনেকে আবার মনোনয়ন পাওয়ার পর ধরে নিয়েছিলেন হিলারি ক্লিনটনের মতো উল্লেখযোগ্য প্রার্থীর কাছে তিনি হেরে বিদায় নেবেন।

বাস্তবে যা ঘটেছে তা হলো, ট্রাম্প বিপুল ব্যবধানে প্রাইমারিতে জয়ী হয়ে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন। 'আমেরিকান (শ্বেতাঙ্গ) ফার্স্ট' স্লোগান দিয়ে উগ্রবাদী কট্টর ডানপন্থী এবং ইভানজেলিক্যাল চার্চের অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ করে নির্বাচনে জয়লাভও করেছেন। প্রভাবশালী রিপাবলিকান নেতাদের এড়িয়ে ট্রাম্প তার মতো করেই রাষ্ট্র চালিয়েছেন গত ৪ বছর। কোনো কোনো দফতরে বছরে ৩-৪ বার মন্ত্রী বদল করেছেন। রিপাবলিকান নীতিপ্রণেতা বলয়ের চেয়ে ট্রাম্পের পরিবার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিনির্ধারণ বা বাস্তবায়নে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। এর পরও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা ডেমোক্র্যাটদের অভিশংসন প্রস্তাব রিপাবলিকানরা সম্মিলিতভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আর অনায়াশে দ্বিতীয়বার রিপাবলিকান মনোনয়ন লাভ করে করোনাভাইরাসে সার্বিকভাবে আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ডের মধ্যে তার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ক্যাপিটল হিলে সন্ত্রাস এবং বৈশ্বিক হুমকি

প্রফেসর মোহা. রুহুল আমীন

প্রত্যেকটি দেশ তার রাষ্ট্র এবং জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ব্যতিক্রম নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার নাগরিক এবং তার সীমানা সংরক্ষণ রাখে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পররাষ্ট্রিক স্বচ্ছতা নির্মাণের জন্য নিরন্তর কাজ করে যায়, যা রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু রাষ্ট্রের এই ধারণা মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে মার্কসীয় তাত্ত্বিকরা। কাল মার্কস বলেছেন, রাষ্ট্র একসময় উবে যাবে। তার পরও গত প্রায় ১৫০ বছর ধরে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীতে বহাল তবিয়তে আছে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রিক ধারণা সম্পূর্ণ নতুন অবয়বে পরিচালিত হচ্ছে। তখন থেকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্র, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের সব সাধু এবং অসাধু চেষ্টা, সুস্থ এবং অসুস্থ নীতি, মানসিকতা এবং ভ্রান্ত এবং অভ্রান্ত নীতি প্রয়োগ করে নিজেদের দেশের এবং নিজেদের নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য যা কিছু করা দরকার তা করে যাচ্ছে। আর বৃহৎ শক্তিগুলো এ লক্ষ্যে যাচ্ছেতাই আচরণ করছে। পরের রাষ্ট্র দখল, অন্যের সীমানায় অনধিকার প্রবেশ, অর্থনৈতিক আগ্রাসন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি মাধ্যমে বৃহৎ শক্তিগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে বিভিন্নভাবে শোষণ করে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদিক থেকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিরোধ্য বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয় এবং স্নায়ু যুদ্ধোত্তরকালে একক পরাশক্তি হিসেবে তারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য দেখাতে শুরু করে। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপকগণ বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করতে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি, পৃথিবীতে যে শোষণের ক্ষমতা তাদের আছে, মার্কিনিরা যা ইচ্ছা তা-ই যে করতে পারে এ ধরনের ধারণা বিশ্বময় প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং আপামর মার্কিন জনগণ সবাই এক সূত্রে গাঁথা এবং একইভাবে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। কী আছে মার্কিনিদের এই প্রচার এবং তত্ত্বের নেপথ্যে? আমরা রাজনীতি বিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের দ্বারা স্পষ্ট করে বুঝতে পারি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক বাস্তববাদ বা পলিটিক্যাল রিয়ালিজম তত্ত্বের দ্বারা তাদের পররাষ্ট্রনীতিকে পরিচালনা করে আসছে। এ রাজনৈতিক মতবাদ কিন্তু পশ্চাত্যের কাছে নতুন নয়। সেই প্রাচীনকাল থেকে থুচিডাইড, রেনেসাঁ তাত্ত্বিক ম্যাকিয়াভেলি এবং ব্রিটিশ তাত্ত্বিক থমাস হবস প্রভৃতি রাষ্ট্র এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ পাশ্চাত্যজগতে এমন এক ধারণা প্রচার করে আসছেন এবং তার প্রসার ঘটাচ্ছেন যে, নিজস্ব রাষ্ট্রের সীমানা, রাষ্ট্রের জনগণ, রাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য তারা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। তাদের স্বার্থে, তাদের প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে যে নীতি নেওয়া দরকর, সেই নীতিই তাদের নিতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে নতুন মার্কিন তাত্ত্বিকেরা সেই প্রাচীনকালের নীতিকেই বাস্তববাদ তত্ত্বের নতুন মোড়কে ধারণ করে বিশ্বময় তারা ছড়ি ঘুরাচ্ছেন। গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রভৃতি মুখরোচক শব্দ তারা বিশ্বময় প্রচার করে নব্য উপনিবেশবাদী করাল থাবা বিস্তার করে সমস্ত পৃথিবীকে লুটে পুটে খাচ্ছেন। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই নীতি অসারতা, তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এমনভাবে বিকশিত হয়েছে, যা বিস্ফোরিত হয়ে সারা পৃথিবীকে তাদের এই রাজনৈতিক মতবাদের ভ্রান্ততা স্পষ্ট করে তুলে ধরছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতির বাস্তববাদকেই ধরে এগোচ্ছেন। ট্রাম্পকে টিকতে হলে এবং রিপাবলিকান দলকে রাজনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী হতে হলে এবং তার ভিশনকে প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী করতে হন্তেতাদের সেই নীতি গ্রহণ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো সে পথেই এগোচ্ছেন। সেদিক থেকে তাদের বাস্তববাদের আলোকে ট্রাম্পকে তো তেমন দায়ি করা যায় না। যে নীতি তারা বহির্বিশ্বে যুক্তিযুক্ত এবং যুক্তিসিদ্ধ রূপে প্রচার করে আসছেন ট্রাম্প হয়তো অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেই নীতির বাস্তবায়ন করতে চান। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের বিদায়ে সত্য যাচাইয়ের ইতি নয়

কামাল আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের বিদায়টা আজ মোটেও ভালো হলো না। তিনি মর্যাদার সঙ্গে বিদায় নিতে পারলেন না। শুরু থেকেই 'আমিত্ব' ও নিজের 'শ্রেষ্ঠত্ব' প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মোহাচ্ছন্ন ট্রাম্পের বিদায়কে তাঁর কথা ধার করেই বলা যায়, 'এমন প্রেসিডেন্ট আমেরিকা আর কখনো পায়নি।' এতটা নিন্দিত বিদায় আর কারও হয়নি। তবে এত সব সমালোচনা-নিন্দার মধ্যেও একটি বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। তিনি প্রেসিডেন্ট না হলে সম্ভবত সত্য যাচাইয়ের চর্চা এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত না এবং রাজনীতিকদের মিথ্যাচার ধরিয়ে দেওয়ার কাজটিতে সংবাদমাধ্যম এতটা নজর দিত না।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ১ হাজার ৪৫৫ দিনে গড়ে দৈনিক ২১টি মিথ্যা বলেছেন অথবা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন। মোট সংখ্যা ৩০ হাজার ৫২৯টি। হিসাবটি ওয়াশিংটন পোস্ট-এর। সিএনএন এই হিসাব রাখতে শুরু করলেও একসময় খেই হারিয়ে ফেলে। গত অক্টোবরে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস জানায়, মিথ্যার সংখ্যা এত বেশি বেড়েছে যে সিএনএনের তথ্য যাচাইকারী ড্যানিয়েল ডেল খেই হারিয়ে ফেলেছেন। মূলধারার অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমই শুরু থেকে ট্রাম্পের কথার সত্যাসত্য যাচাইকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে শুরু করে। শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলো ট্রাম্প প্রশাসনের ভেতরের খবর খুঁজে বের করে আনার জন্য নজিরবিহীন সম্পদ ও মেধা বিনিয়োগ করেছে। মানতেই হবে, ট্রাম্পের নির্বাচনী পরাজয়ে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় ভূমিকা আছে। এই পটভূমিতে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বটাও ক্রমেই তীব্র হয়েছে। এঁদের বিরুদ্ধে ফেক নিউজ, ফেক মিডিয়া ও গণশত্রুএসব অভিধা নির্বিচারে প্রয়োগ করেছেন।

বিপরীতে, তাঁর অনুগত ও বিশ্বস্ত বিকল্প ধারাও শক্তিশালী হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলো তিনি যাচ্ছেতাইভাবে ব্যবহার করেছেন। আর, ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ায় বিপুলভাবে নিন্দিত রুপার্ট মারডকের 'ফক্স নিউজ' নির্বাচনে তিনি প্রত্যাখ্যাত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে মহিমান্বিত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। তাঁর অনুসারীরা বিকল্প-সত্য বা অলটারনেটিভ ট্রুথ প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন নতুন মাধ্যম খুঁজে নিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো ট্রাম্পের মধ্যে তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের আশা খুঁজে পেয়েছে। এদের জন্য গড়ে উঠেছে 'নিউজম্যাক্স'-এর মতো আলাদা টিভি নেটওয়ার্ক, পারলারসহ একাধিক নিজস্ব যোগাযোগমাধ্যম। জল্পনা আছে, ট্রাম্প নিজেও একটা টিভি চ্যানেল চালু করতে পারেন।

মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন ছাড়াও জনস্বার্থের প্রতি সংবাদমাধ্যমের যে দায়িত্ব, সেই ভূমিকাও নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্ষতির কারণ হয়েছে। এটি কতটা পরিকল্পিত, আর কতটা কাকতালীয়, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। উদাহরণ হিসেবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার বিষয়ে সিএনএনের জনসচেতনতাবিষয়ক তথ্য প্রচারের কথা বলা যায়। গত জুলাইতে তারা লোকজনকে মাস্ক পরতে উৎসাহিত করার জন্য যে প্রচারাভিযান শুরু করে, তার বক্তব্যগুলো ছিল এ রকম: এটি একটি মাস্ক, এতে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নেই। যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার মোটিফ-সংবলিত একটি মাস্ক দেখিয়েই কথাগুলো বলা হয়। আরেকটি তথ্যকণিকায় বলা হয়, একটি মাস্ক যিনি এটা পরছেন, তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে দেয়, তবে তার চেয়েও বেশি বলে যিনি পরছেন না, তিনি কেমন মানুষ সেটি। এতে স্পষ্টতই মাস্ক পরিধানকারীকে দায়িত্ববান নাগরিক এবং পরিহারকারীকে দায়িত্বহীন স্বার্থপর হিসেবে চিত্রিত করা হয়। দয়া করে মাস্ক পরুন বাণীর ওপর তাঁরা একটি শিরোনামও ব্যবহার করেছে, যা হচ্ছে: 'সবার আগে প্রকৃত তথ্য বা সত্য' (ফ্যাক্ট ফার্স্ট)।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তাঁর অনুসারীরা মাস্ক বাধ্যতামূলক করার এতটাই বিরোধিতা করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে করোনায় মৃত্যুর মিছিল বাড়তে থাকলেও তাঁরা মাস্ক ছাড়াই বড় বড় প্রচারসভা করেছেন। হোয়াইট হাউসের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

একজন আবদুল কাদের মির্জা এবং কথার লড়াই

চিররঞ্জন সরকার

আমাদের দেশের প্রধান দুই দলের কয়েকজন নেতা প্রতিদিনই নিয়ম করে কথার লড়াই চালিয়ে যান। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে ও বিএনপির পক্ষে কারা নিয়মিত কথার লড়াইয়ে অংশ নেন তা মোটামুটি সবাই জানেন। দেশে সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় দফা পৌরসভা নির্বাচনে আমরা আরও একজন 'কথাবিদ'-এর দেখা পেয়েছি। তিনি হচ্ছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত মেয়র আবদুল কাদের মির্জা। পৌরসভা নির্বাচনকে ঘিরে করা কিছু মন্তব্যের কারণে তিনি হঠাৎই চলে আসেন সংবাদ শিরোনামে।

আব্দুল কাদের মির্জার সরাসরি বলেছেন, "দেশে এখন অপরাজনীতি চলছে। সব কিছু বলা যায় না।" নির্বাচনী প্রচার চালাতে গিয়ে তিনি যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: ''নোয়াখালী এলাকায় সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের অনেক এমপি পালাবার পথ পাবেন না।'' ''শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা বেড়েছে, নেতাদের কমেছে।'' ''৫-১০ লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে যারা চাকরি দেয়, তারা নেতা হয়।'' ''প্রকাশ্য দিবালোকে যারা পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করে, তারা নেতা হয়।''

সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তাকে বড় নেতা হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। বলেছেন, ''ছাত্র জীবনে আমি ঢাকায় ভর্তি হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, তিনি আমাকে চট্টগ্রামে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ওবায়দুল কাদেরের ধারণা ছিল আমি ঢাকায় পড়াশোনা করে রাজনীতি করলে হয়তো তার চেয়ে বড় নেতা হয়ে যাব। তাই তিনি চাননি আমি ঢাকায় পড়াশোনা করি।'' ''আমি যখন বলি ওবায়দুল কাদের সাহেবের ঘরে ঘরে চাকরি দেওয়ার কথা বলছে, সে চাকরি কোথায়? আমি যখন প্রতিবাদ করি তখন বলে আমি নাকি পাগল, আমি উন্মাদ।''

যাহোক, কথামালার রাজনীতি দিয়ে আবদুল কাদের মির্জা গণমাধ্যমের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছেন। দেশব্যাপী খ্যাতি পেয়েছেন। নির্বাচনেও জয়ী হয়েছেন। কথাই তাকে আপাতত সাফল্য এনে দিয়েছে।

আসলে আমাদের দেশের মানুষ বড় বড় কথা বলায় ওস্তাদ। আর এ ব্যাপারে রাজনীতিবিদরা সবসময় অগ্রগণ্য। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত কোনো ঋতুতেই তাদের মুখ বন্ধ থাকে না। কোকিল কেবল বসন্তে গায়। কিন্তু আমাদের রাজনীতির 'কোকিল'রা বারো মাস গেয়ে যান, নানা কথা, নানা সুর, নানা বুলি। এসব কথা শুনে আমরাও আনন্দ পাই। অনেক সময় বিনোদিত হই।

আমাদের দেশের মানুষ দুটি জিনিস খুব ভালো পারে। এর একটি হচ্ছে লড়াই আর অন্যটি হচ্ছে কথার বড়াই। এদেশের মানুষকে লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হয়, টিকে থাকতে হয়। ক্ষুধা-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই, রোগ-শোক-হতাশার বিরুদ্ধে লড়াই। পদ-পদবি-ক্ষমতা-দাপট-সুনাম-খ্যাতির জন্য লড়াই। অন্যের ষড়যন্ত্র-ফাঁদ থেকে রেহাই পেতে লড়াই, নিজের প্রবৃত্তি ও দুষ্ট স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়াই। অন্যায়-অবিচার-দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। শব্দ-দূষণ-বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে লড়াই। নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই। এমনি অসংখ্য লড়াই। রাজনৈতিক দলগুলো তাই স্লোগান দেয়- 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই!' আমাদের রাজনীতিবিদরা অবশ্য এখন খুব একটা লড়াই করেন না। তবে তারা যাদের জন্য লড়াই করার ঘোষণা দেন, সেই 'জনগণ' কিন্তু একা একা ঠিকই লড়াইটা চালিয়ে যান।

অবশ্য কথার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনীতিকদের দোষারোপ করাটা ঠিক নয়। মানুষমাত্রই তা করে। কথা না বলে থাকতে পারে না। বাক-প্রতিবন্ধী ছাড়া কম-বেশি সবাই কথা বলে। কেউ বেশি কথা বলে কেউ বা কম। পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে যারা হয়তো একদিন না খেয়ে থাকতে পারবে কিন্তু কথা ছাড়া থাকতে পারবে বলে মনে হয় না! একদিক থেকে দেখলে আসলে কথাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সুখের কথা যদি আমরা কাউকে না বলি সে সুখের মূল্য কী? আবার যখন দুঃখ আসে তখন কারো মুখের দুটো কথাই বাঁচার আশা জাগায়। কথাই অনেক সময় আনন্দ, আবার কথাই দুঃখ। কথার কারণেই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, আবার কথা দিয়েই তা ভাঙানো হয়। কথাই মানুষকে বড় করে, কথাই আবার মানুষকে নিচে নামায়। কথাতেই সত্য প্রকাশ পায় আবার মিথ্যাও কথার মাধ্যমেই আসে। সবটা আসলে নির্ভর করে আমাদের মর্জির ওপর। আমরা কোন কথা মুখ দিয়ে বলার জন্যে বেছে নেব। আর কোন কথাটা এড়িয়ে চলব।

অনেকে কম কথা বলেন, কাজ বেশি করেন। কেউ কথা বেশি বলেন, কাজ কম করেন। অনেকে যতটুকু বলেন, ততটুকু করেন। কেউ আবার না করেও বলেন। আর কেউ না বলেও করেন। এই কথা ও কাজের ক্ষেত্রে কে ভালো কে মন্দ, তা সবাই জানেন। তার পরও একটা মান বা স্ট্যান্ডার্ড বোধহয় আমাদের চারপাশ থেকেই বোঝার আছে।

তবে কথা বড় মারাত্মক জিনিস। কবি লিখেছেন: 'মধুবাবুর কথার বিষে, পাড়ার

ভারতের মসজিদ ও পাকিস্তানের মন্দির

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

আবার বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যমে। ভারতের অযোধ্যার এই মসজিদের (এখন এর অস্তিত্ব নেই) নাম উচ্চারণমাত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের সেই দৃশ্য। 'করসেবক' নামে অভিহিত হিংসায় উন্মত্ত মানুষ গাঁইতি-শাবল-হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলছে একটি স্থাপনা। আঘাতটা সেদিন পড়েছিল আসলে ভারতীয় সংবিধানের ওপর। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সেদিন হয়তো গভীর বেদনায় উপলব্ধি করেছিল, যতই আইন ও কাগজপত্রের বিধিবিধান দিয়ে সমতা ও নিরাপত্তার কথা বলা হোক, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই সংখ্যালঘুর জীবনটাই আসলে একটা অভিশাপ।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনার প্রভাব পড়েছিল উপমহাদেশজুড়ে। ১৯৯০ সালে একবার এই মসজিদের ওপর উগ্রবাদী হিন্দুদের হামলা এবং ১৯৯২ সালে এটি ধূলিসাৎ করার চেষ্টায় তাদের 'সাফল্যে' ভারতে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছিল। ১৯৯২ সালে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, যার অধিকাংশ সংখ্যালঘু মুসলমান। ওই ঘটনার প্রভাব পড়েছিল পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও।

১৯৯০ সালে এ দেশে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। পতনোন্মুখ সরকারের মন্ত্রী-সাংসদ ও উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিরা নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ভারতের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। এ দেশেও যাতে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে আপাতত সরকারবিরোধী আন্দোলনকে অন্য খাতে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তার সব চেষ্টাই করেছিলেন তাঁরা; সাময়িকভাবে সফল হয়েছিলেন। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ, নির্যাতন, বাড়িঘর লুণ্ঠন ও আরও বড় কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তারা নিজেদের অসহায়ত্ব প্রত্যক্ষ করে অশ্রুসিক্ত চোখে। কেউবা আজন্ম আবাস ছেড়ে দেশান্তরি হয়। পাকিস্তানের অবস্থাও সম্ভবত এর চেয়ে ভালো কিছু নয়। কারণ, সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে এখন আঙুলে গোনার মতো।

'এখানে তুমি সংখ্যালঘু, ওখানে তুমি জমজমাট'এই নিয়তি-নির্ধারিত বাস্তবতাই যেন মেনে নিতে শিখে গেছি আমরা। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাগুলো যেন মানুষ ও মানবতা শব্দগুলোর ওপর আমাদের কিছুটা আস্থা ফিরিয়ে আনে। কিছুটা আশা ও আশ্বাস জাগিয়ে দেয় মনে। বাবরি মসজিদের পরিবর্তে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় (ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট) অযোধ্যার সোহাভাল তফসিলের ধন্নিপুর গ্রামে সরকার প্রদত্ত পাঁচ একর জমির ওপর যে মসজিদ নির্মাণ করতে যাচ্ছে, তার নকশা প্রকাশ করা হয়েছে সম্প্রতি। এ যেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর ওপর এক পশলা শান্তির বারিধারা।

নকশা অনুযায়ী, মসজিদটি হবে গোলাকৃতির, সেখানে একসঙ্গে দুই হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন। মসজিদ কমপ্লেক্সে থাকবে ৩০০ শয্যার একটি হাসপাতাল, সেখানে সম্প্রদায়নির্বিশেষে যেকোনো অসুস্থ মানুষ চিকিৎসা পাবে। মসজিদ কমপ্লেক্সেই চালু করা হবে একটি কমিউনিটি কিচেন, সেখানে আশপাশের এলাকার গরিব-অনাহারী মানুষকে দুই বেলা বিনা মূল্যে ভালো মানের খাবার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। সবচেয়ে বড় কথা, সেখানে মানুষকে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-শিখ-খ্রিষ্টান এই পরিচয়ে ভাগ করা হবে না। তাদের একটাই পরিচয়, তারা ক্ষুধার্ত, তারা মানুষ। মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি লাইব্রেরি ও একটি জাদুঘর স্থাপনেরও পরিকল্পনা রয়েছে। মোদ্দা কথা, মেধা ও মননের চর্চা এবং ধর্মের মধ্যে মানবতার যে মহান বাণী, তাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে এই মসজিদের নকশা।

অনেক হিংসা-বিদ্বেষ, অনেক দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল বাবরি মসজিদকে ঘিরে। কিন্তু সেই সহিংস অতীত ভুলে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে চান মসজিদ নির্মাণের উদ্যোক্তারা। মসজিদটি ভেঙে ফেলার পর প্রায় ২৭ বছর মামলা চলার পর রায় ঘোষণা করেন সুপ্রিম কোর্ট। বিতর্কিত স্থানে রামমন্দির নির্মাণের আদেশ দেন আদালত, একই সঙ্গে অযোধ্যায় বিকল্প কোনো স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্য পাঁচ একর জমি বরাদ্দের আদেশ দেন সরকারকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই রায়ে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন মুসলমানরা। একধরনের পরাজয়ের বোধও কাজ করছিল তাঁদের মনে।

কিন্তু ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক ও মসজিদের স্থপতি দুজনেই বলেছেন, এই কমপ্লেক্স নির্মাণের সময় তাঁরা আর পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে চাইছেন না। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের যে 'বিশাল কর্মযজ্ঞ' চলছে, তার সঙ্গে নিজেদের নির্মাণ প্রকল্পের তুলনাও করতে চাইছেন না। এই মসজিদের নাম এখনো ঠিক করা হয়নি। তবে কোনো রাজা-বাদশাহর নামে এর নামকরণ হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে ট্রাস্ট। সবচেয়ে বড় কথা, এ বছর ২৬ জানুয়ারি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কারণ, সাত দশক আগে এই দিনে ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়েছিল। এই সংবিধান বহুত্ববাদের ওপর নির্ভর করে প্রণীত, যা হবে এই মসজিদের ভিত্তি।

এখানে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গত ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ার শতবর্ষী *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

একজন আরজ আলী মাতুব্বর ও আমাদের সমাজ

দেবাশীষ দেবনাথ

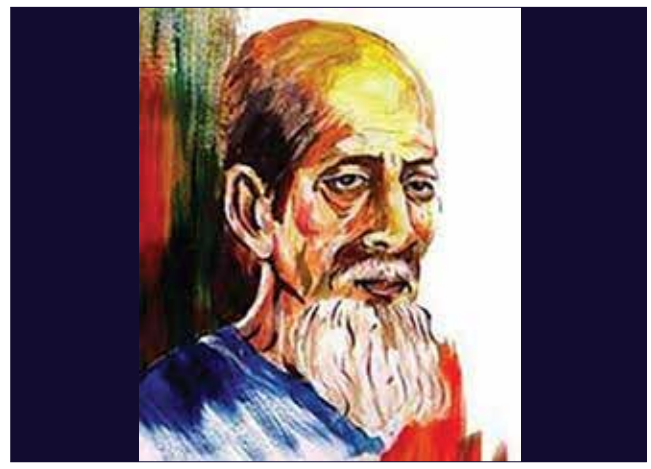

আজকাল অনেকের নামের পাশেই জ্ঞানের বাতিঘর, আলোর দিশারি, স্বশিক্ষিত, সুশিক্ষিত ইত্যাদি বিশেষণ লাগিয়ে নামের ওজন বাড়ানো হয়। সত্যিকারের জ্ঞানী হবেন অবশ্যই সত্যানুসন্ধানী।

এমন প্রকৃত জ্ঞানী ক্জন ব্যক্তির খবর রাখি আমরা! সত্যিকারের জ্ঞানী তো হলেন তিনি যিনি সকল প্রকার কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, ভণ্ডামি, কূপমণ্ডূকতার উর্ধ্বে উঠে জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন মানব কল্যাণে। আরজ আলী মাতুব্বর তেমনই একজন। মাতুব্বর নামে পরিচিত হলেও আসল নাম তার আরজ আলী মাতুব্বর। সত্যদ্রষ্টা কোনো ঋষির কথা বলছি না আমি, বলছি স্বশিক্ষিত একজন মহৎ প্রাণ ব্যক্তির কথা, যিনি জ্ঞান অর্জন বলতে সত্যের অনুসন্ধানকেই বুঝতেন। অল্প শিক্ষিত বলতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আসলেই তিনি অল্প শিক্ষিত। তবে প্রকৃত শিক্ষা তার জ্ঞানের পরিধি এক কথায় অপরিমেয়। তিনি পড়তেন, পড়তেন মানে সারাদিনই পড়তেন, যা পেতেন তা-ই পড়তেন। কুঁড়েঘরে বাস করা দরিদ্রক্লিষ্ট একজন মানুষ কিনা করেছেন। চিন্তা করা যায় কোনো ব্যক্তি প্রায় ১৪ কি. মি. পথ মাড়িয়ে লামচরি নামক অজপাড়াগাঁ থেকে বরিশাল শহরে আসতেন কেবল বই পড়ার জন্য! বই কিনে ঘরে বসে পড়ার আর্থিক সংগতি তার ছিল না, তাই বাড়ি থেকে এসে বরিশাল শহরের বিখ্যাত অশ্বিনী কুমার লাইব্রেরি ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ লাইব্রেরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন পড়াশোনা করতেন।

আরজ আলী পড়তেন খুব বেশি, ভাবতেন আরও বেশি, কথা বলতেন কম ও লিখতেন আরও কম। একজন যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তাবিদ, সংস্কৃতিমনা ধর্মীয় কুসংস্কারবিরোধী লেখক হিসেবে পরিচিত এই প্রথিতযশা লেখক তার লেখার জন্য জেলও খেটেছেন। তার লেখায় সবচেয়ে বেশি রুষ্ট হয়েছিল তৎকালীন মৌলবাদী গোষ্ঠী। আত্মরক্ষার্থে তাকে এমনকি বোরকা পরেও বাড়ি থেকে বরিশাল কিংবা ঢাকা শহরে যাওয়া-আসা করতে হতো। অবশ্য তৎকালীন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তার লেখা চালিয়ে যেতে এবং প্রকাশ করতে সহযোগিতা করতেন। শোনা যায় চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়া এই যুক্তিবাদী মানুষটির লেখা পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। তার বাড়িতে গিয়ে তার অবস্থা, তার বাড়ির অবস্থা দেখে আগত অধ্যাপকরা আশ্চর্য হন। মাতুব্বরের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলছিলেন, না আমরা এমনিতেই এসেছি আপনাকে দেখতে। তাদের উত্তর শুনে মাতুব্বর বলছিলেন, আপনারা আমাকে দেখতে আসেননি, আপনারা এসেছেন যাচাই করতে, আমি আমার লেখাগুলো কোথা থেকে নকল করেছি তা জানতে। মাতুব্বর সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর তার মেধা ও জ্ঞানের গভীরতা অনুভব করে অধ্যাপকরা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নেন। মাতুব্বর সাহেব ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্ক লেখা লিখতে গিয়ে বিশ্বব্রহ্মা- (কসমোলজি) সম্পর্কে যা লিখেছেন তা বিস্ময়কর। শুধু যে কসমোলজি তা নয় বরং তিনি বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান বড় সব ধর্মের মধ্যস্থ কুসংস্কারগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তার সূক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে।কোনো কোনো ঘটনা মানুষের মনোজগতে আমূল পরিবর্তন সাধন করে, তেমনি একটি ঘটনা মাতুব্বরের জীবনেও এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। কিশোর বয়সে তার স্নেহময়ী মা মারা যান। দুঃখের বিষয় হলো তার ঘরে মায়ের একখানা ছবি থাকার কারণে তার মায়ের জানাজা কেউ পড়াতে রাজি হননি।

এমনকি মাতুব্বর বলেছেন, আমার মায়ের ছবি তো আর আমার মা তোলেননি, তুলেছি আমি। ছবি তোলা যদি হারাম কাজ হয়, তাহলে এর শাস্তি আমাকে দিন, তবুও আমার মায়ের জানাজা পড়ান। শেষ পর্যন্ত পরিবারের কয়েকজন সদস্য মিলে জানাজা পড়ে মায়ের দাফন সম্পন্ন করেন মাতুব্বর। এ ঘটনাটি তার জীবনের, তার চিন্তা জগতের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি শুরু করেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার লেখা আর বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার মহান কর্মযজ্ঞ। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ডাচ সরকারের পদত্যাগ এবং আকড়ে থাকার রাজনীতি

কাকন রেজা

বিশ্বাস করতে পারেন, শুধুমাত্র একটি অভিযোগের কারণে ডাচ সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ পুরো সরকার পদত্যাগ করেছে। বিবিসি'র খবর অনুযায়ী ২৬ হাজার পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনে নেদারল্যান্ডের কর বিভাগ। যদিও পরে এই অভিযোগটি ভুল প্রমানিত হয়।

বেশ কিছু পরিবার এ কারণে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে। কর বিভাগের এই ভুলের বিষয়ে নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট বলেন, 'কিছু মানুষকে অপরাধী বানানো হয়েছে, কিছু মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। এর দায় সরকারে থাকার কারণে আমরাও এড়াতে পারি না।' এ কারণেই গত ১৬ জানুয়ারি পদত্যাগ করে রুটের নেতৃত্বাধীন পুরো মন্ত্রিসভা। অথচ পদত্যাগের দুই মাস পরেই নির্বাচন। চিন্তা করুন তো, দুই মাস পর নির্বাচন জেনেও পদত্যাগ করেছে একটা সরকার! ক্ষমতা আকড়ে থাকার কোনো চেষ্টাই তাদের মধ্যে নেই!

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে এমনটা চিন্তা ও বিশ্বাস করা কঠিন। কর বিভাগের ভুলের জন্য প্রধানমন্ত্রীসহ পুরো সরকারের পদত্যাগ, এমনটা এ ভূখন্ডে চিন্তারও বাইরে। নচিকেতার একটা গান আছে 'হাল্লাবোল' শিরোনামে। সে গানে নচিকেতা বর্ণনা করেছেন ভারত থেকে কত টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। মন্ত্রীদের যাচ্ছে তাই গালি দেয়া হয়েছে সেই গানে। নচিকেতার গানে ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তন হয়নি ঠিকই তবে সেজন্যে তাকে জেলেও যেতে হয়নি। সান্ত্বনাটা এখানেই। কিছু না হলেও অন্তত গলা ছেড়ে গান গাইতে পেরেছেন নচিকেতা।

ভারতে জীবনমুখী গানের একটা চল রয়েছে। মানুষ নিজের ক্ষোভ মেটায় গান গেয়ে ও শুনে। কবিতার ক্ষেত্রেও এমন ধারা চলমান। অর্থাৎ সেখানে শোনার বিষয়ে নিশ্চয়তা না থাকলেও বলার বিষয়টি এখনো চালু।

বলতে পারেন, ভারতের মন্ত্রীদের অনুভূতি খানিকটা কম। গালিতে তাদের তেমন প্রতিক্রিয়া হয় না। অনেকটা 'পেটে খেলে পিঠে সয়' অবস্থা। উগান্ডার মতন অবস্থা সেখানে নেই। উগান্ডায় ভোট হলো। পরপর ছয় বারের মতন জিতলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইয়োওয়ারি মুসেভিনি। নির্বাচন চলাকালে সেখানে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় সরকার। বিরোধীদলীয় নেতা ববি ওয়াইন বিবিসি'র কাছে জানিয়েছেন, তাকে স্ত্রীসহ বাড়িতে অন্তরীণ রাখা হয়েছে।

তিনি বলেছেন, ভোট কারচুপির অনেক ভিডিও ক্লিপ রয়েছে। যা ইন্টারনেট চালু হলেই তিনি ছেড়ে দিবেন। কিন্তু দিলেই কী লাভ। মুসেভিনি'র কানে তো তুলো, চোখে ঠুলি। তারোপর তার পক্ষে রয়েছে শৃঙ্খলা বাহিনী। শৃঙ্খল পরাতে যারা করিৎকর্মা। উগান্ডার নির্বাচন কমিশন বলেছে, শতভাগ সুষ্ঠু ভোট হয়েছে এবং তা শান্তিপূর্ণ। এমন নির্বাচন কমিশন যা বলে সাধারণত। নির্বাচনী প্রচার থেকে নির্বাচন চলা পর্যন্ত মৃত্যু ঘটেছে কয়েক ডজন মানুষের। বুঝুন কমিশনের সেই শান্তির অবস্থা। অবশ্য আমাদের না বোঝার কিছু নেই। আমরা সবই বুঝি, কিন্তু বলি না। ওই যে, সাতে-পাঁচে না থাকা দাদাদের সুরে সুর মিলাই। 'দাদা আমি সাতে-পাঁচে থাকি না' আর কী। রুদ্রনীল ঘোষের কবিতার মতন, ভোট দেয়া ডিউটি আমি সেটা করে দিই...

যাকগে, উগান্ডার কথা বলতে গিয়ে মনে হলো আমাদের দেশে পৌর নির্বাচন চলছে। দেখলাম এবং শুনলাম সরকার দলীয় এক হেভিওয়েট প্রার্থীকে হেভিওয়েট সব বিদ্রোহী কথাবার্তা বলতে। যদিও তিনিই বিজয়ী হয়েছেন এবং বিপুল ভোটে। তার অনেক পেছনে রয়েছেন বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থী। তাহলে তার হেভিওয়েট সে কথাবার্তা কার বিরুদ্ধে ছিলো? বিষয়টি ঠাহর করে উঠতে পারিনি। নিজ দল ও প্রশাসনের বিরুদ্ধেও বলেছেন তিনি। তার প্রতিদ্বন্দ্বী তো বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থী। তবে কি সেখানের সবাই উল্টো রথে চড়েছিলেন? বিষয়টি মূলত মাথার ওপর দিয়ে গেছে। নাকি দুষ্টু লোকের কথাই সত্যি, দেশে যে ইলেকশন হচ্ছে এবং তা সুষ্ঠু হচ্ছে এমনটা জানান দেয়ার জন্যই তিনি এসব কথা বলেছেন। কে জানে।

আবার ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করেছি। বলছিলাম *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি পাসপোর্টে মিয়ানমারের 'জয়'

মো. আবুসালেহ সেকেন্দার

রোহিঙ্গাদের প্রতি বাংলাদেশিদের দরদের বিষয়টি সারা বিশ্ব জানে। কয়েকশ' বছর আগের ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে আজকের মতো বর্মী শাসক কর্তৃক যতবার রোহিঙ্গারা বিতাড়িত হয়েছেন ততবারই অতিথিপরায়ণ বাঙালি তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছেন। এ কথার প্রমাণ, ১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্মী রাজার আক্রমণে পরাজিত আরাকান রাজ মেঙসামোন ওরফে নরমিখলার বাংলার গৌড় সুলতানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি ওই রাজাকে ফিরিয়ে দেননি। গৌড়ের দরবারে আশ্রয় দেন। আরাকান রাজ ২৪ বছর গৌড়ের রাজকীয় অতিথি ছিলেন। ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান জালাল-উদ-দীন শাহ সেনাপতি ওয়ালী খানকে প্রেরণ করে আরাকান রাজাকে তার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তাও করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৭ সাল থেকেই বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের মানবিক আশ্রয় প্রদান করছে। ওই সময়ে রোহিঙ্গারা সংখ্যালঘু বৌদ্ধদের দ্বারা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হলে বাংলাদেশ শরণার্থী হিসেবে রোহিঙ্গাদের মানবিক আশ্রয় দেয়। এরপর ১৯৯১-৯২ সালেও নিঃশঙ্কচিত্তে তারা এ দেশে আশ্রয় পেয়েছে। সেবারও তারা মিয়ানমার সরকারের প্রত্যক্ষ উসকানিতে সংখ্যাগুরু বৌদ্ধদের দ্বারা বিতাড়িত হয়। পরবর্তী সময়ে অনেক রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফেরত গেলেও পুনরায় তারা ২০১৭ সালে শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থী হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নানা সংকট থাকলেও মানবিক বাংলাদেশ এবারও রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান করে। মিয়ানমারে গণহত্যার শিকার হওয়া রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ায়।

নানা সংকটের সময়ে রোহিঙ্গারা বারবার বাংলা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করলেও ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে, রোহিঙ্গারা আরাকানের স্থায়ী অধিবাসী, বাংলাদেশের নয়। বাংলা অঞ্চলের মানুষ রোহিঙ্গারা তাদের পূর্ব পুরুষ সেই কারণে নয় বরং মানবিক কারণে বারবার নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়েছেন। তাই বাংলাদেশে নানা সময়ে নানা কারণে বসবাস করায় রোহিঙ্গারা বাঙালি- মিয়ানমারের এমন দাবি সত্য নয়। বরং রোহিঙ্গারা আরাকানি এমন দাবিই ঐতিহাসিক সত্য। তবে বাংলাদেশ ও বাঙালিদের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে রোহিঙ্গাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। রোহিঙ্গাদের নানা সংকটে প্রতিবেশী বাঙালিরা প্রতিবারই মানবিক সহায়তার হাত প্রসারিত করেছেন।

মিয়ানমারের সবার পূর্বপুরুষ যেমন বার্মার মাটি ফুঁড়ে বের হননি, তেমনি রোহিঙ্গারাও আরাকানের মাটিতে আকাশ থেকে পড়েননি। সভ্যতার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নানা প্রেক্ষাপটে বর্তমান রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষেরা নানা জায়গা থেকে এসে আরাকানে বসতি গড়ে তুলেছেন। অতঃপর নানা জাতির মধ্যে মিশ্রণের একপর্যায়ে রোহিঙ্গা নামে একটি জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটেছে। তবে আরাকানে বসবাসকারী রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরা কোথা থেকে এসেছেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই কথা সত্য যে, বর্তমানে আরাকানে জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় ছাপিয়ে মানুষ নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। আর বহুধাবিভক্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান দুই পক্ষ হচ্ছে মুসলিম ও বৌদ্ধ। ইতিহাস সাক্ষী, এ উভয় সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ বহিরাগত।

মগ থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আরাকানে এসে সর্বপ্রথম বসবাস শুরু করেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। সমুদ্র যোগাযোগের সুবিধার জন্য বৌদ্ধ ধর্মমতের উদ্ভবের প্রথমদিকেই তৎকালীন বার্মা ও আরাকানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটে। প্রথম খ্রিষ্ট শতকের প্রথম দিকে আরাকানের ম্রোহঙয়ের ২২ মাইল উত্তরে তৎকালীন রাজধানী ধন্যবতীতে মহামুনি মূর্তি এ মতেরই বড় সাক্ষী।

অন্যদিকে মুসলমানরা আরব থেকে এসে অষ্টম শতকে আরাকানে বসবাস শুরু করেন। ইসলামের প্রসারে ভূমিকা রাখেন। ইতিহাসবিদদের বিবরণ থেকে জানা যায়, অষ্টম শতকে আরাকান রাজ মহতৌঙ্গ-সন্দ-অয়য়ের (৭৮৮-৮১০) শাসনামলে আরাকানে মুসলমানদের প্রবেশ ঘটে। বাণিজ্যরত ভাঙা জাহাজের বিপন্ন আরবরা আরাকানের রামনি দ্বীপে আশ্রিত হয়ে রাজার অনুমতি নিয়ে বসতি স্থাপন করেন। ঐতিহাসিকদের ওই দাবি সত্য। কারণ, প্রাচীনকাল থেকেই আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে নৌ-বাণিজ্য ছিল। ফলে আরব বণিকদের চীন সমুদ্রযাত্রার পথে আরাকানের প্রসিদ্ধ সমুদ্রবন্দর রামরিতে যাত্রাবিরতি ঘটানো অসম্ভব কিছু নয়। তখন রামনিতে মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল, তা জানা না গেলেও তাদের অবস্থান যে সেখানে ছিল তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো আকিয়াবে আরব বণিকদের নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্ট 'বন্দর মোকাম মসজিদ'। দশম শতক নাগাদ আরাকানি নারীদের মধ্যে প্রচলিত পর্দা-প্রথার প্রচলন এ মতের সপক্ষে আরও একটি বড় প্রমাণ।

আরেকটি বিতর্ক বেশ আওয়াজ তুলেছে- রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষ 'বাঙালি না আরাকানি'। এক পক্ষ বলছে রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষ ছিল বাঙালি আর অন্য পক্ষ বলছে, না। প্রকৃতপক্ষে উভয় পক্ষের কথাই ঠিক। আগেই বলা হয়েছে, আরাকানে বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করেন এবং তাদের পূর্বপুরুষ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন। বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ায় বাংলা থেকে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সেখানে গিয়ে বসবাস করার ঘটনাও বিরল নয়। তবে সব *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

WINTER SALE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington DC | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12, 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY-11372

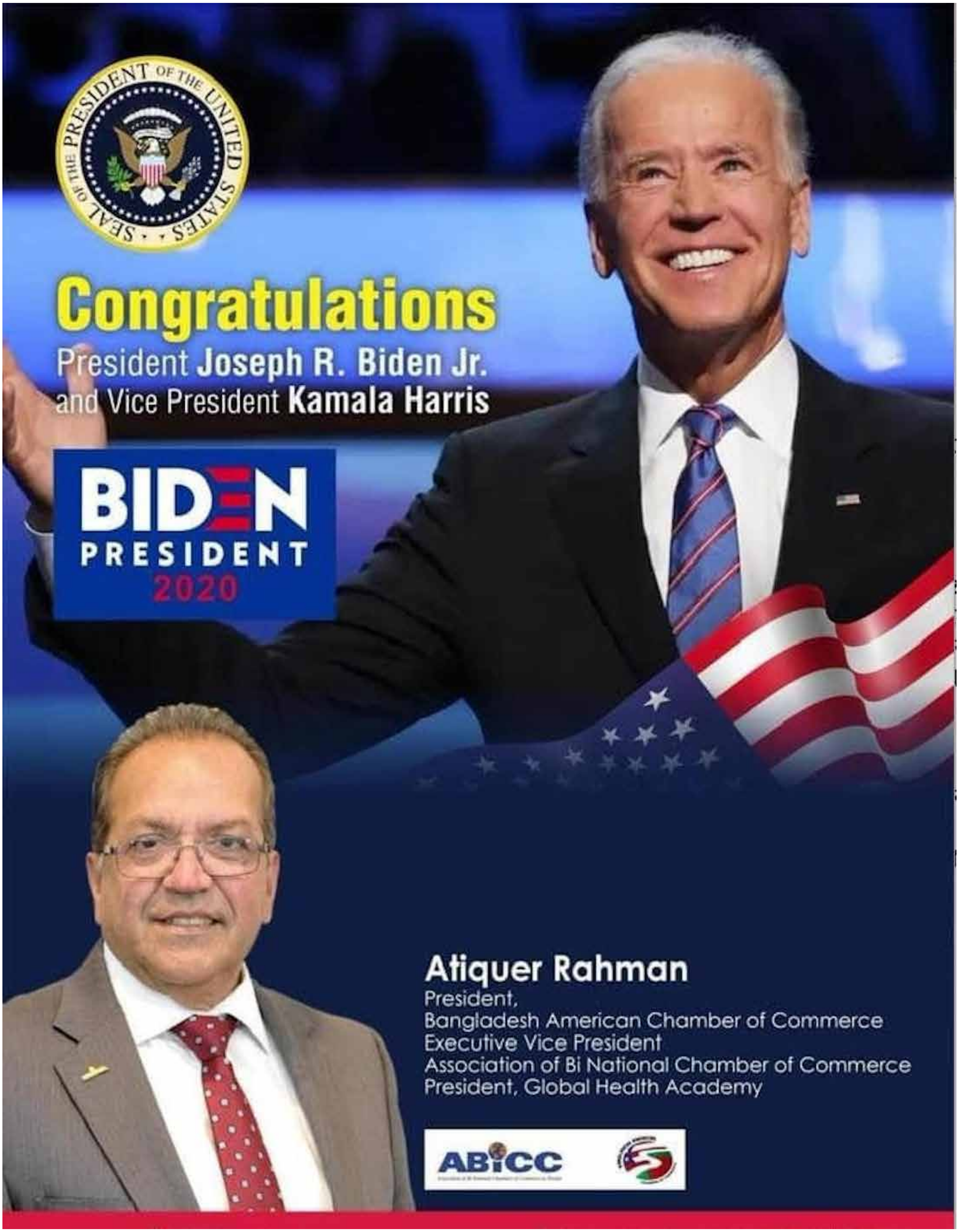
Congratulations
President Joseph R. Biden Jr.
and Vice President Kamala Harris
BIDEN
PRESIDENT
2020
Atiquer Rahman
President,
Bangladesh American Chamber of Commerce
Executive Vice President
Association of Bi National Chamber of Commerce
President, Global Health Academy
ABiCC

খালি পেটে পাকা পেঁপে খেলে উপকার বেশি

১৭ পৃষ্ঠার পর

যার ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে। যাদের ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে হার্টের সমস্যা তাদের প্রতিদিন একবাটি পাকা পেঁপে খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা।

চোখের সমস্যায়: খুব কম বয়স থেকেই এখন চশমা লাগছে শিশুদের। এমনকী অল্প বয়সেই ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির মতো সমস্যাও দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা দিয়েছে প্রতিদিন পাকা পেঁপে খেলে এই সমস্যা অনেকটাই কমে। পেঁপের মধ্যে থাকা ভিটামিনই এর কারণ।

হজমে সাহায্য করে: পেঁপে মুখের রুচি ফেরায়। সেই সঙ্গে খিদেও বাড়ায়। আর পেট পরিষ্কার করে। পেট পরিষ্কার হলেই খিদে বাড়বে। সেই সঙ্গে গ্যাস অম্বলের সমস্যা কমবে। এমনকী যাদের অর্শ্ব রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রেও খুব ভালো কাজ করে পেঁপে। শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বেরিয়ে গেলেই শরীর থাকবে সুস্থ।

কোলেস্টেরল কমায়: পেঁপেতে কোনও ক্যালোরি নেই। আছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। তাই যারা কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন তারা খুব ভালো ফল পাবেন যদি প্রতিদিন একবাটি করে পাকা পেঁপে খেতে পারেন। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকলেই অন্যান্য রোগের সম্ভাবনাও কমে যায়।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে: পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, বিটা ক্যারোটিন, ফ্লেভানয়েড, লুটেইন, ক্রিপ্টোক্সান্থিন আছে। এছাড়াও আরো অনেক পুষ্টি উপাদান আছে যেগুলো শরীরের জন্য খুবই উপকারী। ক্যারোটিন ফুসফুস ও অন্যান্য ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

চুলের যত্নে: চুলের জন্যও পেঁপে খুব উপকারী। যে কারণে পেঁপে মেশানো শ্যাম্বুর প্রচলন বেশি। এছাড়াও টক দইয়ের সঙ্গে পেঁপে মিশিয়ে চুলে মাখলে গোড়া শক্ত হয়। চুলের শাইনিং ভাব বজায় থাকে। এছাড়াও মাথায় উঁকুনের সমস্যা হলে পেঁপে ভালো কাজ করে।

রূপচর্চায়: পেঁপের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। আর তাই পেঁপে যদি প্রতিদিন মুখে মাখা যায় তাহলে মুখের লাবণ্য বজায় থাকে। এছাড়াও পাকা পেঁপে, মধু, টকদই একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে মাখলে রক্ত সঞ্চালন ঠিক থাকে। সেই সঙ্গে ত্বকের দাগ, ছোপ দূর হয়। ব্রণের সমস্যাও কাটে।

হঠাৎ ঘাড়ে ব্যথা হলে করণীয়

১৬ পৃষ্ঠার পর

পারে। এছাড়াও বাঁকাভাবে শুয়ে থাকলে ঘাড়ে চাপ পড়ে, সেখান থেকেও ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে। সেই ব্যথা হলে অন্যদিকে ঘাড় ঘোরানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এ সময়ে যা করণীয়

-দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার ও সেলাই মেশিন ব্যবহারে সামনের দিকে ঝুঁকে কাজ করবেন না।

-মাথার ওপর কোনো ধরনের ওজন নেবেন না।

-শোবার সময় একটা মধ্যম সাইজের বালিশ ব্যবহার করবেন, যার অর্ধেকটুকু মাথা ও অর্ধেকটুকু ঘাড়ের নিচে দেবেন।

-তীব্র ব্যথা কমে গেলেও ঘাড় নিচু বা উঁচু করা, মোচড়ানো (টুইস্টিং) এসব অভ্যাস করা যাবে না।

-সেলুনে কখনোই ঘাড় মটকাবেন না।

-কাত হয়ে বা অস্বাভাবিক অবস্থানে থেকে দীর্ঘক্ষণ বই পড়বেন না বা টেলিভিশন দেখবেন না বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না।

-কম্পিউটারে কাজ করার সময় মনিটর চোখের লেভেলে রাখবেন।

-ঘাড়ের ব্যথা বেশি থাকলে গাড়ি চালানো, ভারী কাজ করবেন না। হিতে বিপরীত হবে।

-মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা থেকেও ঘাড়ের ব্যথা আসে। তাই চাপ বেশি থাকলে আগে তা কমানোর চেষ্টা করুন। সেই সঙ্গে ঘরের বাইরে বেশি সময় কাটিয়ে নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখুন।

একটানা ব্যথা থাকলে চিকিৎসকের কাছে যান। পরামর্শ মতো ওষুধ খান। খুব প্রয়োজন না হলে শিরদাঁড়ায় ইঞ্জেকশন নেবেন না।

ডিমের পর যে খাবার ভুলেও খাবেন না

১৭ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে এই খাবারগুলো না খাওয়াই ভালো।

চিনি: ডিম আর চিনি একসঙ্গে মিশলেই সেখান থেকে ক্ষতিকর অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়। যা রক্তকে জমাট বাধিয়ে দেয়।

সয়া দুধ: সয়া মিল্কের সঙ্গে ডিম খাবেন না। এতে দেহে প্রোটিনের শোষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চা: ডিম এবং চা অনেকেই একসঙ্গে খান। বিশেষত অনেক ভাজাভুজিতে ডিম মেশানো হয়। আবার ডিমভাজার সঙ্গে চা কিংবা কফিও অনেকে পছন্দ করেন। কিন্তু এই দুই খাবার একসঙ্গে হজম করা বেশ কঠিন। এছাড়াও এখান থেকে হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যাও। যা পরবর্তীকালে শরীরকে ড্যামেজ করে দেয়।

বেকন: ডিমের সঙ্গে বেকনের কম্বিনেশন বিশ্ব জুড়েই খুব জনপ্রিয়। ব্রেকফাস্ট টেবিলে এই দুটি খাদ্য একসঙ্গেই পরিবেশন করা হয়। কিন্তু বেকন এবং ডিম এই দুয়ের মধ্যেই থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন। সেই সঙ্গে ফ্যাট। একসঙ্গে খেলে সঙ্গে সঙ্গেই এনার্জি পাওয়া যায় কিন্তু একটু পরেই তা ভ্যানিশ হয়ে যায়। ফলে শরীর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে।

পারসিমন: পারসিমন হল একরকম মিষ্টি জাপানি ফল। ডিম খাওয়ার পর এই ফল খেলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আসে।

অন্যান্য যে খাবার এড়িয়ে চলবেন: ডিমের সঙ্গে এই সব খাবারও এড়িয়ে চলুন। বিশেষত তরমুজ জাতীয় কোনও ফল খাবেন না। এমনকী চিজ, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, বিভিন্ন শস্যদানা এসব না খেলেই ভালো। তথ্য: টাইমস অফ ইন্ডিয়া

জো বাইডেন ও বাংলাদেশের অর্থনীতি : এক নতুন সম্ভাবনা?

১০ পৃষ্ঠার পর

পণ্য আমদানি করে। যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি বুক রিভিউ অনুসারে বর্তমানে ১২০টি দেশ এই জিএসপি সুবিধা পাচ্ছে। বর্তমানের চলমান জিএসপির মেয়াদ খুব দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। এ জন্য বাংলাদেশের উচিত এই সুবিধা ফিরিয়ে পাওয়ার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া। শুধু কূটনৈতিকভাবে অগ্রসর হলে চলবে না, দরকার লবিস্টদের সহযোগিতাও। ডেমোক্র্যাট সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগে বেশ উদার। মার্কিন বড় বড় সংস্থাকে বিনিয়োগে আগ্রহী করে বাংলাদেশ এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। কিছু কিছু ব্যাপার মার্কিন মুলুকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে যেমন- বড় বড় সফল প্রজেক্ট বাস্তবায়ন ও গ্রহণ, ইকোনমিক জোনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, রাজনৈতিক স্থিরতা, বিদেশি বিনিয়োগের পর্যাপ্ত সুবিধার সৃষ্টি ও জিডিপির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ-চীনের সম্পর্ক উষ্ণ, এ বিষয়ে লুকানোর কিছু নেই। অন্যদিকে টেকসই প্রতিযোগিতা ইনডেঙে বাংলাদেশ ভারতকে ছাড়িয়ে বিশ্বে ১৮০টি দেশের মধ্যে ১১৬তম দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান জানান দিয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এসব বিষয় খুব ভালোমতো যুক্তরাষ্ট্রের নজরে পড়বে। বাংলাদেশকেও এই ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে যেন সুবিধার জায়গাগুলো তৈরি করা যায়। প্রবাসীদের থেকে আগত রেমিট্যান্স, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল তিনটি চালিকাশক্তির একটি। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আয় করে থাকে। গত ২০১৯-২০২০ সালে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২৪১ কোটি মার্কিন ডলার। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উদার অভিবাসননীতি ও অবৈধ অভিবাসীদের বৈধতার ব্যাপারে চিন্তা করবেন বলে আশা করা যায়।

দিন শেষে বাংলাদেশকে বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে যেতে হবে। নতুন নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ট্র্যাক-১ কূটনীতির পাশাপাশি গণমানুষের কূটনীতি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এলডিসি থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে বাংলাদেশের সামনে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। মানবাধিকার ও শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে ভাবতে হবে। মানুষের কাজের পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর মাধ্যমেই সম্ভব সফল অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া।

প্রথম দিনেই ট্রাম্পের বহু সিদ্ধান্ত বদল বাইডেনের

৭ পৃষ্ঠার পর

লড়াইয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আছে। অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয় আছে এবং সীমান্তে দেওয়াল নির্মাণ সংক্রান্ত বাজেটের উপর স্থগিতাদেশ রয়েছে।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি

২০১৫ সালের এই চুক্তিতে বিশ্বের বহু দেশ সই করেছিল। এই মুহূর্তে ১৮৯টি দেশ এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। ২০১৭ সালে ডনাল্ড ট্রাম্প গুরুত্বপূর্ণ এই জলবায়ু চুক্তি থেকে অ্যামেরিকাকে সরিয়ে নেন। প্রতিটি দেশে ফসিল ফুয়েল বা খনিজ জ্বালানির ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ তৈরি করেছিল এই চুক্তি। চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল, দূষণ হয় না, এমন জ্বালানির দিকে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রিনিউএবেল শক্তি ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া। প্যারিস চুক্তি মার্কিন অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে, অ্যামেরিকার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, এই অভিযোগে ২০১৭ সালে চুক্তি থেকে সরে আসেন ট্রাম্প। যা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে রীতিমতো আলোড়ন হয়েছিল। ক্ষমতায় এসেই সেই চুক্তিতে ফের যোগ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন বাইডেন। শুধু তাই নয়, বাইডেন জানিয়েছেন, পরিবেশ নিয়ে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেবে অ্যামেরিকা।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার

PASSION FOR SENIORS OF NY INC.

নিউইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধিতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব। আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইন সম্মত। আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

- ✓ চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
- ✓ মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের ঘরে বসে সেবা করে বছরে আয় করুন ৮৫৫,০০০
- ✓ আমার HHA ট্রেনিং প্রদান করি আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
- ✓ হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
- ✓ কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
- ✓ আমরা মেডিকেড / মেডিকেয়ার / স্ন্যাপ / ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asif Bari (Tutul) C.E.O
Cell: 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

প্রতি ঘণ্টায় সর্বাধিক পেমেন্টের নিশ্চয়তা

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
37-16 73rd Street Suite 401. Jacksan Heights, NY 11372| Tel: 718-898-7100

BRONX OFFICE:
2113 Starling Ave. Suite 201 Bronx, NY 104621 | Tel: 718-319-1000

Email: info@barihomecare.com

www.barihomecare.com

JAMAICA OFFICE:
169-06 Hillside Ave. 2nd Fl Jamaica, NY11432 | Tel: 718-291-4163

LONG ISLAND OFFICE:
469 Donald Blvd, Holbrook. NY 11741 | Tel: 631-428-1901

BROOKLYN OFFICE:
33101 Ave, Brooklyn. NY11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office: 59 Walden Ave, Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000Cell: 716-400-8711, 716-292-8526, bhc.buffalo@gmail.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq.
Attorney at Law
212-947-1079
kc@chhetrylaw.com

Nasreen K. Ahmed
Legal Director
LL.M, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreen@chhetrylaw.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

ইমিগ্রেশনসহ যে কোনো আইনি সহায়তার জন্য

এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি

এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001.
Phone: 212-947-1079 ext. 116

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

As Seen On TV টেলিভিশনে যেমন দেখা যায়

ACCIDENT CASES

Many years of experience in ladder, scaffolding and construction accident cases
- Serious Injury / Death
- Workplace Injuries
- Construction Accidents
- Car Accidents

Law Office of
PERRY D. SILVER
Faithfully serving the Bangladeshi Community
(212) 661-8400
11 Park Place, Suite No. 1214, New York, NY 10007.

DST Express
Air Cargo
সবচেয়ে কম সময়ে কম খরচে
বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যেকোন দেশে
আপনার প্রিয়জনের কাছে
উপহার ও পণ্য সামগ্রী পাঠান।
Queens
718-350-6137
Brookyn
917-709-7764
Bronx
347-209-3651
Manhattan
347-785-4373
The Fast and Flexible Way
To Move Your Cargo
dstexpressusa@gmail.com
7032 Broadway. Jackson Heights, NY 11372, USA

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

Licensed as International money transmitter by the banking department of the State of New York, New Jersey, Georgia, Maryland & Michigan

সোনালী এক্সচেঞ্জ দিচ্ছে সর্বোচ্চ রেট, সবচেয়ে কম ফি

সকল ব্যাংকের একাউন্ট এবং ক্যাশ পিক আপ এর জন্য প্রযোজ্য

- নতুন গ্রাহকদের রেমিটেন্স প্রেরনে কোন ফি নেয়া হবে না।
- সর্বনিম্ন ফি ২ ডলার।
- নতুন সফটওয়ার চালু হওয়ায় আরো দ্রুত এবং তাৎক্ষণিকভাবে দেশে টাকা পাওয়া যায়।
- সিনিয়র সিটিজেন এবং প্রতিবন্ধীদের রেমিটেন্স প্রেরনে কোন ফি নেয়া হয় না।
- সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে প্রেরিত টাকা বাংলাদেশে সম্পূর্ণ আয়কর মুক্ত।
- উন্নত গ্রাহক সেবা।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গর্বিত অংশীদার হউন।

www.sonaliexchange.com এ লগ ইন করে আপনি ঘরে, অফিসে অথবা যে কোন স্থান থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।

মো: জহুরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট এবং সিইও (ভারপ্রাপ্ত)-২১২-৮০৮-০৭৯০

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

Million Dollar Round Table Member MDRT®

Authorizecd to offer AARP®

Mohammad Alam Ahmed
Agent

Purchase a $250,000 term life insurance policy for as little as $10.25/month.

New York Life Yearly Convertible Term First-Year Monthly Premiums[2]

Male	Age	Female
$11.25	25	$10.25
$12.00	35	$11.00
$17.75	45	$15.00
$36.25	55	$27.75

New York Life Yearly Convertible Term features an annually increasing premium that is guaranteed for the first 10 years of the policy. Subsequent premiums are not guaranteed, but will never exceed the maximum premium stated in the policy.[1]

[1] These rates are as of February 1, 2016, and are subject to change.

[2] Monthly automatic bank draft premiums are based on our select preferred risk class. Other risk classes and payment schedules are available. If the premium is paid other than annually, the total premium paid each year will be more than the annual premium. Applications for life insurance are subject to underwriting. No insurance coverage exists unless a policy is issued and the required premium to put it in force is paid.

NEW YORK LIFE

New York Life Insurance Company
95-25 Queens Blvd. 4th Floor, Rego Park, NY 11374
Office: 718-286-1040 | Cell: 917-292-4125
Fax: 718-286-1001
ahmedm@ft.newyorklife.com

Call for your financial needs including
Life Insurance, Retirement Planing and Fixed Annuities*.
*Issued by New York Life Insurance Company and Annuity Corporation.
For more information go to www.ahmedm.nylagents.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

জো বাইডেনের সামনে অগ্নিপরীক্ষা

২২ পৃষ্ঠার পর

ওয়ার্কিং ক্লাস ও এলিট ক্লাসের দ্বারা উপেক্ষিত ও অত্যাচারিত হচ্ছিল। কালোদের মতো অত অত্যাচারিত না হলেও সাদা ওয়ার্কিং ক্লাস এলিটদের দ্বারা সর্বত্র উপেক্ষিত হওয়ায় ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। তাদের এই ক্ষোভের আগুনে কেরোসিন ঢালে কালো বারাক ওবামার প্রেসিডেন্ট হওয়া। গোটা সাদা ওয়ার্কিং ক্লাসের মধ্যে এই ভয় ঢোকে আমেরিকা কালোদের দেশ ছিল, তা আবার কালোদের হাতে চলে যাচ্ছে।

ক্রিস্টোফার কল্ডওয়েল বলেছেন, সাদা ওয়ার্কিং ক্লাসের মনের এই ভয়টাই কাজে লাগিয়ে ট্রাম্প হিলারিকে নির্বাচনে পরাজিত করেন। এই পরাজয় আমেরিকার এলিট ক্লাসের পরাজয়। ট্রাম্পের ওয়ার্কিং ক্লাসের মতো কথাবার্তা, আচার-আচরণ, আমেরিকায় আবার শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য ফিরিয়ে আনার তত্ত্ব 'আমেরিকা ফার্স্ট' এই ওয়ার্কিং ক্লাসকে খুশি করেছে। ট্রাম্প কৌশলে তাঁর আমেরিকা ফার্স্ট থিওরিতে বর্ণবাদ ঢুকিয়েছেন। তাদের অত্যাচারিত হওয়ার মূলে যে শ্রেণিবৈষম্য কাজ করেছে, সেটা তাদের বুঝতে না দিয়ে বোঝানো হয়েছে, তাদের সব দুঃখ-দুর্দশার কারণ বহিরাগত কালোরা। সাদা এলিট ক্লাসও এই প্রচারণা দ্বারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। হিটলারও এভাবে জার্মানিতে ত্রিশের মন্দায় পীড়িত জার্মান ইয়ুথ ও ওয়ার্কিং ক্লাসকে তাদের সব দুঃখের জন্য দায়ী ইহুদিরা এই তথ্য মিলিয়ে মূলত তাদের সাহায্যেই ক্ষমতা দখল করেছিলেন। আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প তার অন্যথা করেননি।

কিন্তু গতবারের নির্বাচনে ক্লিনটন পরিবারবিরোধী যে সাদা এলিট ক্লাসের সমর্থন ট্রাম্প পেয়েছিলেন, এবার তা পাননি। যদিও তাঁর ওয়ার্কিং ক্লাস ভোটবাক্স ছিল অটুট। ট্রাম্প পরাজিত হওয়ায় এই ওয়ার্কিং ক্লাসের সমর্থকরা কংগ্রেস ভবনে এসে হাঙ্গামা করার মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ প্রকাশে দ্বিধা করেনি। কিন্তু হিটলারের জার্মানি ছিল একটি মহাযুদ্ধে পরাজিত দেশ। দেশটির ছিল পরাজিত সেনাবাহিনীও। হিটলারের ক্ষমতা দখলের পেছনে ছিল তাদের সমর্থন। ট্রাম্প সেনাবাহিনীর সমর্থন পাননি। আর আমেরিকাও যুদ্ধে পরাজিত দেশ নয়।

মার্কিন গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়েছিল বহু আগে। ট্রাম্প তাঁর কফিনে শেষ পেরেকটি মেরেছেন মাত্র। মার্কিন এলিট ক্লাস প্রশাসনে ওয়ার্কিং ক্লাসের ডমিনেন্স সহ্য করতে রাজি নন। তাই কফিন থেকে গণতন্ত্রের মৃতদেহ তুলে এনে তাতে আবার প্রাণদানের দুরূহ দায়িত্ব পড়েছে জো বাইডেনের ওপর। হোয়াইট হাউসকে ওয়ার্কিং ক্লাস-কালচার থেকে মুক্ত করে স্ট্যাচু অব লিবার্টির গায়ে আবার হোয়াইটওয়াশ করার দায়িত্বও পড়েছে বাইডেনের ওপর।

জো বাইডেন তা পারবেন। তিনি নিজেও এলিট ক্লাসের লোক। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হলেও একজন ভালো প্রশাসক ও সংগঠক। ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মাত্র ২৯ বছর বয়সে সিনেটর নির্বাচিত হওয়ায় মার্কিন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। তিনি সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পেয়েছেন কমলা হ্যারিসকে। তিনি মিশ্র বর্ণের মহিলা। মার্কিন রাজনীতির সাদা-কালো দুটি দিক সম্পর্কে ভালো জানেন। তাদের যুক্ত প্রচেষ্টা হবে ট্রাম্পের পূর্ববর্তী আমেরিকার মানবিক ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সহজসাধ্য কাজ তা মনে হয় না।

জো বাইডেন বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে করোনা মহামারির কবল থেকে আমেরিকাকে মুক্ত করা। তাঁর দ্বিতীয় কাজ, তাঁর মতে, ট্রাম্পের আমল ছিল আমেরিকার অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকার যুগ থেকে আমেরিকাকে আলোয় ফেরানো। প্রথম কাজ মহামারি ঠেকানোও হবে একটি দুঃসাধ্য কাজ। ট্রাম্প ইচ্ছাকৃতভাবে করোনা ঠেকানোকে গুরুত্ব দেননি। ফলে চার লাখের ওপর মানুষ এরই মধ্যেই মারা গেছে। এটা তো গেল সংকটের একটা দিক। অন্যদিকে ট্রাম্প গোটা ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন করে গেছেন। ব্রেক্সিট সমস্যা থেকে শুরু করে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি একলা চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। চীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক এখন শত্রুতার। তাইপের ওপর থেকে সব বিধি-নিষেধ তুলে দিয়ে তিনি চীনকে আরো উসকানি দিয়ে রেখে গেছেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ বলছেন, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র দুই নীতির ক্ষেত্রেই বাইডেন হয়তো ওবামা নীতিতে ফিরে যাবেন। তবে চীনের ব্যাপারে তিনি হয়তো ট্রাম্পের নীতিতেই অবিচল থাকবেন। কারণ চীনের সঙ্গে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক। এই দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে না পারলে ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে আমেরিকার নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

ধনবাদী গণতন্ত্রের জগতে বাইডেন কি আমেরিকার আগের আধিপত্য ফিরিয়ে আনতে পারবেন? অনেকে তা বিশ্বাস করেন না। ট্রাম্পের শক্তির যে মূল উৎস বর্ণবাদী সাদা ওয়ার্কিং ক্লাস, ট্রাম্প ক্ষমতা থেকে সরে গেলে তারা পৌত্তলিক বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ফ্যাসিবাদী আমেরিকা ফার্স্ট তত্ত্ব ছড়াতে এবং এই ফ্যাসিবাদের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ আমেরিকায় খাড়া হবে। এই স্তম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতাটাই হবে জো বাইডেনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। গণতন্ত্রের বর্ম পরিধান করে তাঁকে ফ্যাসিবাদ ও বর্ণবাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তিনি শত্রুর সঙ্গে আপস করলে জার্মানির হিডেনবার্গ ও ইতালির ভিক্টর ইমানুয়েলের মতো গণতান্ত্রিক আমেরিকার ভাবমূর্তি রক্ষায় ব্যর্থ হবেন। আর আপস না করলে নিক্সন ও কেনেডির মতো মাথায় আততায়ীর তরবারি ঝুলবে। অনেক পারিবারিক ও রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি পার হয়ে এসে বাইডেন এখন শক্ত মনের মানুষ। দেখা যাক, তাঁর নেতৃত্ব আমেরিকা ট্রাম্পের অন্ধকার যুগ পার হতে পারে কি না? লন্ডন, সোমবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২১

জো বাইডেন কি পারবেন ট্রাম্প যুগের অন্ধকার কাটিয়ে উঠতে?

২২ পৃষ্ঠার পর

দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে পারে এই আশঙ্কায় সামরিক বাহিনী সারা দেশে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠানও হবে অত্যন্ত কঠোর সতর্কতায়। সভা-শোভাযাত্রা আনন্দানুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে।

সবাই এখন স্বীকার করছেন, ট্রাম্পের চার বছরের শাসনকাল ছিল আমেরিকার জন্য এক অন্ধকার যুগ। আমেরিকার গণতন্ত্রের ভাবমূর্তি তিনি সম্পূর্ণ নষ্ট করেছেন। আমেরিকার গণতন্ত্রের ইনস্টিটিউটগুলোকে সম্পূর্ণ ভাঙতে চেয়েছিলেন। গত শতকের ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের কায়দায় আমেরিকায় ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন।

তার এই চেষ্টা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, তা এখনো কেউ বলতে পারে না। তার ইচ্ছাকৃত অবহেলায় আমেরিকায় করোনা মহামারিতে লাখ লাখ নরনারীর মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকা আধুনিক বিজ্ঞানে ওষুধ শিল্পে সবচেয়ে উন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও ট্রাম্পের ঔদাসীন্য ও অবহেলায় করোনা প্রতিরোধক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সারা আমেরিকা এখন এক মৃত্যু উপত্যকা।

প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েই বাইডেন তাই বলেছেন, হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করেই তার প্রথম দায়িত্ব হবে মহামারি ঠেকানো এবং দ্বিতীয় চেষ্টা হবে ট্রাম্প আমেরিকার জন্য যে অন্ধকার যুগ সৃষ্টি করে গেছেন, তা থেকে আমেরিকাকে মুক্ত করা। করোনা ঠেকানোর জন্য বাইডেন কোটি কোটি টাকার এক পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছেন।

অন্ধকার ট্রাম্প যুগ থেকে তিনি কীভাবে দ্রুত আমেরিকাকে উদ্ধার করবেন, তার পরিকল্পনাও তিনি আঁটছেন। কিন্তু ভয়ংকর ফ্যাসিবাদের কবল থেকে আমেরিকাকে তিনি পূর্ব গৌরবে কতদিনে ফিরিয়ে নিতে পারবেন অথবা আদৌ পারবেন কিনা সে সম্পর্কে অনেকেই নিশ্চিত নন।

একবার কোনো দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফাটল ধরলে এবং কোনো ধরনের ফ্যাসিবাদ সেই ফাটলে ঢুকে পড়লে তাকে দূর করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বাংলাদেশের দিকে চেয়ে দেখতে পারি। ১৯৭৫ সালের আগে বাংলাদেশে যেটুকু গণতন্ত্র ও কথা বলার স্বাধীনতা ছিল তা আজ নেই বললেই চলে। সমাজ ধর্মীয় কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন।

দুর্নীতি প্রতিপদে। ধর্মের স্থান দখল করেছে ধর্মীয় রাজনীতি অথবা ধর্মের ব্যবসা। নারীদের নিরাপত্তা নেই, বুদ্ধিজীবীরা বিব্রত অথবা বিভ্রান্ত। এই বাংলা এককালে এমন ছিল না। ২১ বছরের সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসনে বাংলাদেশকেও এক অন্ধকার যুগ অতিক্রম করতে হয়েছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে এই অন্ধকার যুগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ন হয়েছে। কিন্তু এই লড়াইয়ে এখনো জয়ী হতে পারেনি। দেশটির বৈষয়িক উন্নতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সামাজিক অবক্ষয় ভয়াবহ। স্বৈরাচারী শাসকরা এই অবস্থা তৈরি করে গেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার এই অবক্ষয় ঠেকাতে পারছে না। বরং অবক্ষয় ঠেকাতে গিয়ে নিজেরাও অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছেন।

দুর্বল গণতন্ত্র দ্বারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। তার উদাহরণ গত শতকের ইতালি, জার্মানি, স্পেন, পর্তুগাল। শেখ হাসিনা যতদিন দুর্বল গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলোকে দমন করার চেষ্টা করেছেন, ততদিন পারেননি। অতঃপর কর্তৃত্ববাদী গণতন্ত্রকে অনুসরণের পর তিনি বহু লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন। বাংলাদেশি ট্রাম্পদের ক্ষমতাসীন হতে দেননি।

আমেরিকায় জো বাইডেনকেও তার দেশে উদীয়মান ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নইলে তিনি আমেরিকাকে ট্রাম্প যুগের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না। দেশটিতে বর্ণবাদ ও ফ্যাসিবাদ মাথাচাড়া দিতে পারলে বর্তমান নির্বাচনে পরাজয়ের ক্ষতি পুষিয়ে আগামী নির্বাচনে তারা হোয়াইট হাউজ দখলের চেষ্টা করবে।

হয়তো পারবেও। যদি জো বাইডেন নিজেকে সাবেক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মতো একজন শক্ত প্রেসিডেন্ট প্রমাণ করতে না পারেন, জাতির সামনে নিউ ডিলের মতো কোনো প্রণোদনামূলক জাতিগঠন পরিকল্পনা তুলে ধরতে না পারেন, তাহলে তিনি সফল হবেন না।

জো বাইডেন নম্র স্বভাবের ভদ্রলোক। কিন্তু তার সাংগঠনিক শক্তি প্রচুর। ব্যক্তিগত জীবনের বহু ট্র্যাজেডি কাটিয়ে উঠে তিনি অন্ধকারে বিপন্ন আমেরিকার হাল ধরেছেন। তিনি কতটা সফল হবেন তার আভাস আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কেউ চায় না তিনি জিমি কার্টারের মতো একজন অসফল প্রেসিডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউজ থেকে বিদায় নেন। লন্ডন, ১৭ জানুয়ারি, রোববার, ২০২১

ট্রাম্পের হাতে গণতন্ত্র বেহাল বাইডেনের সামনে বহু চ্যালেঞ্জ

২৩ পৃষ্ঠার পর

প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন নিয়ে তুলকালাম না করা। যেমন যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত বিজয়ী আলগোর শেষ পর্যন্ত আদালতে ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে সরে এলেন। এলেন মূলত মার্কিন গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার কথা ভেবে। জুনিয়র বুশ তথা রিপাবলিকানদের জয় নিশ্চিত হলো। এবং তরুণ বুশ ইরাক আক্রমণের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটালেন। ঐতিহাসিক বাগদাদ পুড়ল তার খ্যাতনামা জাদুঘর লুট হওয়াসহ।

কিন্তু জার্মান বংশোদ্ভূত ডোনাল্ড ট্রাম্প (কে বলতে পারে নাৎসিধারায় জন্ম কি না) ভিন্ন ধাতে চতুর, দুর্নীতিবাজ এক সফল ব্যবসায়ী। অর্থের জোরে সদ্য রাজনীতিতে আবির্ভূত এবং ইহুদি সমর্থনে ধন্য। স্বভাবত রক্ষণশীল রিপাবলিকান শিবির তার আশ্রয়। সেখান থেকে ছলেবলে, কৌশলে ও শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদের জিগির তুলে নির্বাচনে বিজয়ী এবং দ্বিতীয় দফায় পরাজিত হয়েও নানা কূটকৌশলে চেষ্টা নির্বাচনী ফলাফল পাল্টে দিয়ে গদি আঁকড়ে রাখা।

এর আগে সংবাদপত্র মহলে দেখা গেছে, তার নানা উৎকট কীর্তিকলাপের ঘটনা, এমনকি এমন অবিশ্বাস্য ঘোষণাও যে নির্বাচনে হারলেও তিনি প্রেসিডেন্ট পদ তথা হোয়াইট হাউস ছাড়বেন না। তিনিই দ্বিতীয় মেয়াদের আসল প্রেসিডেন্ট। এরপর কত যে নোংরা কূটনীতির খেলা!

তিন.

আগেই বলেছি, সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে ওয়াশিংটন ডিসিতে ষড়যন্ত্রমূলক হামলা কংগ্রেস ভবনে সহিংসতার শিকার নিরীহ মানুষ। জনৈক লেখক এ ঘটনাকে যুক্তিসংগতভাবেই তুলনা করেছেন জার্মানিতে নাৎসি ষড়যন্ত্রে (হিটলারের নায়কীতে) রাইখস্টাগে আগুনে হামলার সঙ্গে। পার্থক্য এই দায় কমিউনিস্টদের ওপর চাপানো, যা তদন্তে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

ট্রাম্পের এবারের কীর্তিকলাপ অনুরূপ সংবাদপত্রগুলোর শিরোনাম এমন কথাই বলে নানা ভাষ্যে। একটি বাংলাদেশি দৈনিকে খবর শিরোনাম : 'গণতন্ত্র ধুলায় মেশালেন ট্রাম্প'। ক্ষমতায় থাকার জন্য ট্রাম্পের মরিয়া চেষ্টার অংশ হিসেবে ওই হামলাকে কাগজ-প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ন্যক্কারজনক, লজ্জাকর, নজিরবিহীন', সব গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি, বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে। দেখেশুনে মনে হয়, ক্ষমতার জন্য যেকোনো ধরনের কাজ করতে পারেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সে জন্য তাঁর লাজলজ্জা বলে কিছু নেই।

সত্যি যে গণতন্ত্র নিয়ে আমেরিকা বড়াই করে, গর্ববোধ করে তার অনুসারী রাষ্ট্র এবং বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা, এবার তাঁরা কী বলবে আর খোদ 'আমেরিকা কোন মুখে গণতন্ত্রের কথা বলবে'। লিখেছেন জনৈক আমেরিকাপ্রবাসী বাঙালি অধ্যাপক। অবাক হই ভেবে যে একটি মহাদেশসম রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পতাঁর একবারও মনে হলো না এসব কাজকর্মের প্রতিক্রিয়া গণতন্ত্রী বিশ্বে কী রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তি সংগঠনই বা কী চোখে দেখবে ট্রাম্পের নীতিবিরোধী, অশোভন আচরণ।

বাস্তবে এমন কিছুই ঘটল। জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার কর্তৃপক্ষ ঘটনার তিন দিন পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত টুইটার বন্ধ হওয়া কতটা লজ্জাজনক ঘটনা। তাতে করে হঠাৎ চটলেন বিশ্বনেতারা। তাঁদের মতে, এ পদক্ষেপ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার শামিল। কিন্তু তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন, এ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর ক্ষমতার জোরে কী পরিমাণে গণতন্ত্র হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছেন, কী মাত্রায় অন্যায় সংঘটিত হয়েছে তাঁর টুইটারের মাধ্যমে? সেগুলো মন্তব্য বা বিবৃতি বা মতামত হলেও সেসবের প্রভাব তো নেহাত কম নয়।

ট্রাম্প এমন একজন ব্যক্তি, যে চাতুর্যে, চক্রান্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব খাটিয়ে অঘটন ঘটান, কোনোমতে 'হ্যাঁ'কে 'না' করতে পারেন। তাঁর অশুভ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তো নেহাত কম হওয়ার নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হয়তো তেমন কিছু ভেবে থাকতে পারে। রক্ষণশীল বিশ্বে ট্রাম্পের অন্তরঙ্গ রাষ্ট্রিক বন্ধু তো কম নয়। এঁরা রাজনৈতিক খুনসহ ক্যুর মতো অনেক কিছুই ঘটাতে পারেন।

ট্রাম্প শিষ্টমনে বাস্তবকে, সত্যকে মেনে নিতে পারেননি—এটা বিপজ্জনক কথা। তাই ডেমোক্র্যাটরা মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে বিপদের আশঙ্কা করে চলেছেন ট্রাম্প শিবির থেকে। শুধু তাঁরাই নন, বিশ্বের গণতন্ত্রীরা চাইছেন ট্রাম্পের আশু অপসারণ কিংবা আবার অভিশংসন তাঁর অপকর্মগুলোর কারণে। হঠাৎ কোনো অঘটন ঘটানো ট্রাম্পের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। তাই তাঁরা ঝুঁকি নিতে বা অঘটন ঘটতে দিতে চান না।

চার.

অবশ্য জো বাইডেন এখনো তাঁর শান্ত, সহিষ্ণু মনোভাব দেখিয়ে একের পর এক করণীয় সম্পন্ন করে চলেছেন—সাংগঠনিক, পরিকল্পনামূলক এবং কর্মসূচিবিষয়ক কাজ। কমলা তাৎপর্যপূর্ণভাবে নীরব। আমাদের একটি কাগজে এমন খবরও বেরিয়েছে : 'ট্রাম্পের ক্যু প্রচেষ্টা'। তাঁর সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর সংখ্যা কম নয়, তাদের তৎপরতার কিঞ্চিৎ আভাস দেখা গেছে কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে। স্বভাবতই ডেমোক্র্যাট নেতৃত্ব 'শেষের দিনগুলো নিয়ে যত শঙ্কা'য় রয়েছেন (কালের কণ্ঠ, ১১.১.২০২০)। এমনকি কেউ কেউ ব্যাপক বিক্ষোভের আশঙ্কা করছেন।

তবে অনেকের আস্থা জো বাইডেনের অন্তর্বর্তীকালীন ভূমিকা লক্ষ করে—যেমন সুস্থির তৎপরতায়, তেমনি নমনীয়তায়। তাঁর এই ভূমিকার কারণে উদার রিপাবলিকানদের শুভেচ্ছা হয়তো বা তিনি পেতেও পারেন। এর আগে সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অভিশংসনের হাত থেকে বেঁচে যান ট্রাম্প। এবার অবস্থা তাঁর পক্ষে না হলেও দলের মর্যাদা বলে কথাএর ওপর নির্ভর করছে কংগ্রেসে গৃহীত অভিশংসনের ফলাফল। মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। ট্রাম্প হিসাব করেই ঘটনাকে জটিল করে তুলেছেন, যদিও তাঁর পক্ষে পদত্যাগের সুযোগ রয়েছে। যত দূর মনে হয়, ট্রাম্প সে পথে যাবেন না। অপেক্ষা শেষ অবস্থা পরখ করে দেখার জন্য। নিন্দিত হয়েও ট্রাম্প নির্বিকার।

যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথম ক্যাপিটল হিলে হামলার মতো সন্ত্রাসী ঘটনার পাশাপাশি একজন প্রেসিডেন্ট এক মেয়াদে দুবার নিম্নকক্ষে অভিশংসিত হলেন। অস্থির যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি। বাইডেনের শপথ নেওয়ার আগে আরো হামলার আশঙ্কায় সশস্ত্র বাহিনী সতর্ক। এখন এই প্রথম ভাবনার বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের কথিত গণতন্ত্রী রাজনীতি তিন পথের কোনটি ধরবে—উদারনৈতিক, বর্ণবাদী উগ্রতা, নাকি সামরিক ধারা? কেউ বার্নির কথা ভাবতে পারেন, সেটা দূর-অস্ত। সংখ্যাগুরুর ধারণা, প্রথম ধারার পক্ষে হলেও ট্রাম্পের হাতে গণতন্ত্র বেহাল উড়িয়ে দেওয়ার নয়। দেখা যাক, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোন পথের পাশে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় কারো মতে, ট্রাম্পের রাজনীতিই শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর বর্ণবাদী সমর্থনের জোরে তা মনে হয় না। বরং শেষ মুহূর্তে সুবোধ বালকের মতো ট্রাম্প হয়তো বলবেন : এইতো আসনটি ছেড়ে দিলাম। সেখানে বাইডেন সমাসীন। সামনে বহু চ্যালেঞ্জ।

আহমদ রফিক কবি, গবেষক, ভাষাসংগ্রামী

বাংলাদেশে বামদের বামদশা কেন

২২ পৃষ্ঠার পর

গঠিত হয় এবং শেখ হাসিনার মনোনয়নেই শহিদজননী জাহানারা ইমাম এই আন্দোলনের নেতা হন।

আওয়ামী লীগের সমর্থনলাভের ফলে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি জনপ্রিয় বিরাট সংগঠন হয়ে ওঠে এবং জাহানারা ইমামও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে মস্কোপন্থি ও চীনপন্থি দুই গ্রুপের কমিউনিস্ট দলই একটি গোপন খেলায় মেতে ওঠে। তারা নিজেরা কখনো হাসিনার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন না—এটা জেনে তারা জাহানারা ইমামকে শেখ হাসিনার বিকল্প নেতা হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা শুরু করেন। তাদের এই গোপন তৎপরতা যখন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের চোখে ধরা পড়ে, তখন তারা ধীরে ধীরে এই সংগঠন দূরে সরাতে থাকেন। ফলে নির্মূল কমিটি এখনো আছে, কিন্তু তার আগের জনপ্রিয়তা আর ধরে রাখা যায়নি। শহিদজননী জাহানারা ইমাম এই খেলা প্রথমে বুঝতে পারেননি। যখন বুঝতে পারেন তখন নিজে ক্যানসারে জর্জরিত। তবু দলের শুভানুধ্যায়ীদের কাছে চিঠি লিখে তিনি এই ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন।

সিপিবির নেতারা একই খেলা খেলেছেন শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ তৈরি হওয়ার পর। মঞ্চ এত শক্তিশালী হওয়ার কারণই ছিল ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সমর্থনলাভ। মঞ্চের নেতা হিসেবে আবির্ভূত ইমরানও প্রথমে ছিলেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত। সিপিবির নেতারা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে প্রথম থেকেই কৌশলে নিরপেক্ষতার নামে আওয়ামী লীগের নেতাদের এই মঞ্চ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন এবং ইমরানের মনে ভবিষ্যৎ বাংলার 'দ্বিতীয় শেখ' হওয়ার স্বপ্ন ছাপিয়ে তোলেন বলে আমার ধারণা।

আমি সিপিবির এই কৌশল সম্পর্কে ইমরানকে সাবধান করেছিলাম।

সিপিবির নেতাদের এই কৌশলের রাজনীতি দেশে গণ-আন্দোলন ও গণরাজনীতির কোনো উপকারে আসেনি, বরং তাতে পরস্পরের মনে পরস্পর সম্পর্কে সন্দেহ ঢুকিয়েছে। বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তাতে লাভবান হয়েছে গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল জোট। বাংলাদেশে আজ বাম রাজনীতির এই বামদশা, তার কারণ কমিউনিস্ট দলের দুই অংশের এই বিভ্রান্তি ও ক্ষতিকর রাজনৈতিক পথচলা। তারা দেশে এখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

চীন বিপ্লবের সময় একটি কৃষিভিত্তিক দেশ থাকায় মাও জে দুং সমাজতন্ত্র থেকে পিছিয়ে নিউ ডেমোক্রেসি বা নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ সেই নয়া গণতন্ত্রও পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের তো অস্তিত্বই নেই। আমার সন্দেহ নেই, কমিউনিস্টরা বিশ্বের সব দেশে জনহৈতিষী ও জনগণের কল্যাণ করার দল।

এই দলের নেতারা যখন ক্রমাগত ভুলের বালুচরে পা রেখে রাজনীতি করেন, তখন আমাদের মতো তাদের হিতৈষীরা দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? বামদের বর্তমান বামদশার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

লন্ডন, ১৬ জানুয়ারি, শনিবার ২০২১

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

‘ট্রাম্পিজম’কে হারিয়ে ‘বাইডেনিজম’ জয়ী হবে!

২৩ পৃষ্ঠার পর

ধূলিসাৎ করেছেন। চার দশকের মধ্যে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সবচেয়ে খারাপ হয়েছে। তাইপের ওপর থেকে সব বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে চীনকে আরও উসকানি দিয়ে রেখে গেছেন ট্রাম্প। ব্রেক্সিট সমস্যা থেকে শুরু করে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ট্রাম্প একলা চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ইউরোপীয় মিত্ররাও। ইয়েমেনে হুতিদের সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন, যা নিয়ে জাতিসংঘ এবং ত্রাণ সংস্থাগুলো গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। জাতিসংঘ ত্রাণ সংস্থার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তে ইয়েমেনে মানবিক দুর্যোগ ভয়াবহ রূপ নেবে। কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করতে জো বাইডেন বিশেষভাবে ইচ্ছুক, সেই কিউবাকে হঠাৎ করে সন্ত্রাসে মদতদাতা রাষ্ট্রের তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। ইরানে এখন আল কায়দা তাদের প্রধান ঘাঁটি তৈরি করেছে এই অভিযোগ তুলে কিছু সিনিয়র ইরানি নেতা এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছেন। এমনকি আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির নিয়ন্ত্রিত কিছু প্রতিষ্ঠানকেও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। আছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও শরণার্থী সংকট। সর্বোপরি রয়েছে ভয়ানক করোনা মহামারি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও ট্রাম্পের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে করোনায় সর্বোচ্চ মৃত্যু ও আক্রান্তের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্মরণকালের ভয়াবহ অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রে। সর্বোপরি বৈশ্বিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ রয়েছে সামনে। ইতিহাসের এমন এক প্রতিকূল সময়ে জো বাইডেন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন।

ট্রাম্পবাদকে পরাহত করে বাইডেনবাদ কতটুকু জয়ী হবে তা সময়ই বলে দিবে। তবে আশাবাদী হওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে পোড়খাওয়া মানুষ বাইডেন একজন ভালো প্রশাসক ও সংগঠক। ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মাত্র ২৯ বছর বয়সে সিনেটর নির্বাচিত হওয়ায় মার্কিন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। জয়ের পর পরই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছিলেন, ‘সামনে আমাদের কঠিন পথ, কিন্তু আমি অঙ্গীকার করছি: আমি আমেরিকার সব মানুষের প্রেসিডেন্ট হবো। কে আমাকে ভোট দিয়েছে আর কে দেয়নি, সেটা বড় কথা নয়। আপনারা আমার ওপর যে আস্থা রেখেছেন, আমি সেই ভরসার প্রতিদান দেবো।’ বাইডেন বলেছেন, ‘বিদ্বেষের বদলে ভালোবাসা, বিভাজনের বদলে ঐক্য এবং কল্পনার বদলে বিজ্ঞান- এ বোধ হোক আমাদের এগোনোর পথ।’ বাইডেন আরও বলেছেন, ‘আমেরিকার আত্মাকে ফেরাতে আমি এ নেতৃত্ব দিতে চেয়েছি। জাতির মেরুদণ্ড মধ্যবিত্তরা যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, এ জন্য আমি প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছি। আমি এ দায়িত্ব পেতে চেয়েছি যেন দেশের ভেতর নিজেদের মধ্যে ঐক্য ফেরাতে পারি, এবং একই সঙ্গে বিশ্বদরবারে আমেরিকাকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারি।’

ট্রাম্পের কাছ থেকে যে আমেরিকাকে বাইডেন পাচ্ছেন, সে আমেরিকা করোনা মহামারিতে পর্যুদস্ত, অর্থনীতি ভঙ্গুর, বেকারত্ব চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে, আর বহির্বিশ্বে প্রায় বন্ধুহীন ভয়ংকর বিরূপ ইমেজের মধ্যে আমেরিকা। জো বাইডেন তার প্রাথমিক কাজও নির্ধারণ করে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম কাজ হচ্ছে করোনা মহামারির কবল থেকে আমেরিকাকে মুক্ত করা। তার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য করোনা সংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করা। সে জন্য প্রথমেই একটি টাস্কফোর্স তৈরি করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তার দ্বিতীয় কাজ, তার মতে, ট্রাম্পের আমল ছিল আমেরিকার অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকার যুগ থেকে আমেরিকাকে আলোয় ফেরানো। আমেরিকার অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে তিনি ১০০ দিনের কর্মসূচি প্রণয়ন করেছেন। বাইডেন তার প্রতিশ্রুতি পূরণ ও সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনই প্রায় ডজনখানেক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করবেন। ট্রাম্পের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব নীতি বদলে ফেলা হয়েছিল, সেগুলো আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এসব নির্বাহী আদেশ। এরমধ্যে রয়েছে জলবায়ু চুক্তিতে ফেরা, সাত মুসলিম দেশের যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, নতুন অভিবাসন নীতির খসড়াও ঘোষণা, যা লাখো অনিবন্ধিত অভিবাসীর বৈধতা পাওয়ার পথ খুলবে ইত্যাদি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করছেন, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র দুই নীতির ক্ষেত্রেই বাইডেন হয়তো ওবামা নীতিতে ফিরে যাবেন। চীনের সঙ্গে শত্রুতার পরিবর্তে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রাধান্য দেবেন। অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে না পারলে ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে আমেরিকার নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। এমন লোকজনকে বাইডেন তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছেন যারা ‘একলা-চলা’ নীতির বদলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। আমেরিকার ক্ষত মেরামত এবং ঐক্য ও সংহতির উদ্যোগে বাইডেনবিরোধী রিপাবলিকানদের একটি অংশের সমর্থন পাবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়। ক্যাপিটল হিলে হামলাকে রিপাবলিকানদের অনেকে নিন্দা জানিয়েছে। ট্রাম্পের উগ্র আচরণে বিরক্ত হয়ে রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকান ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ট্রাম্পকে সংবিধানের ২৫তম সংশোধনী ব্যবহার করে ক্ষমতাচ্যুত করতে। প্রতিনিধি পরিষদে ট্রাম্পের অভিশংসনের পক্ষে বেশ কয়েকজন রিপাবলিকান নেতা ভোট দিয়েছেন। সিনেটে অভিশংসনের অনুমোদনের সময়ও বেশ কয়েকজন রিপাবলিকান সিনেটর ট্রাম্পের অভিশংসনের পক্ষে ভোট দিবেন বলে আলোচিত হচ্ছে।

আশার পাশাপাশি হতাশারও কারণ রয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের দ্বিতীয় মেয়াদেই মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত সিরিয়ায় উগ্রপন্থা ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছিল। ওই সংকটের পেছনে প্রেসিডেন্ট ওবামার সঙ্গে বাইডেনের ভূমিকা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। বাইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিয়োগ পেয়েছেন অ্যান্টনি ব্লিংকেন। ব্লিংকেন ওবামা আমলে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সমন্বয়ক হিসেবে বাইডেন ব্রেট ম্যাকগার্কেরকে নিয়োগ দিয়েছেন। সিরিয়া ভেঙে যে তিন-চারটি নতুন রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করা হচ্ছে, তা অনেকটাই ম্যাকগার্কের চিন্তাপ্রসূত বলে মনে করা হয়। বাইডেনের পররাষ্ট্র দফতরে জন কেরি, অ্যান্টনি ব্লিংকেন, ব্রেট ম্যাকগার্ক এবং জেইক সুলিভ্যানের প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি ইয়েমেন, সিরিয়া গৃহযুদ্ধের সমাপ্তির সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। লিবিয়াকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফিলিস্তিনিদের মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করে ইসরায়েলের অবৈধ বসতি স্থাপন অব্যাহত থাকবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। সংঘর্ষ জিইয়ে রাখার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার গতানুগতিক মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতেই বাইডেন ফিরে যাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রাম্প হোয়াইট হাউজ ছেড়ে গেলেও ট্রাম্পিজমের কালো ছায়া ও বিদ্বেষের বিষে পুরো আমেরিকা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। অর্ধেকের বেশি রিপাবলিকান সিনেটর এবং প্রতিনিধিরা বলেছেন, সুযোগ থাকলে তারা আবারও ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনয়ন দেবেন। বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্য থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত সমাবেশ করেছে ট্রাম্পের সমর্থকেরা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি নগরীতে সশস্ত্র মহড়া দিয়েছে। ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে ট্রাম্প বিধ্বস্ত হলেও জনপ্রিয় ভোটে ট্রাম্প বাইডেনের সঙ্গে প্রায় সমানে তালে লড়েছেন। শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদীদের কাছে ট্রাম্প ‘ঈশ্বরতুল্য’।

ক্যাপিটল হিলে আক্রমণকারীদের কাছে বর্ণবাদী কনফেডারেট ফ্ল্যাগ দেখা গেছে। গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই এই পতাকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। অভিযোগ, এই পতাকা বর্ণবাদী। বস্তুত, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য কায়েম করতে বহু সময়েই এই পতাকা ব্যবহার করা হয়েছে। এখনও বর্ণবাদীরা এই পতাকাটিকে সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করেন। দীর্ঘদিন ধরে এই পতাকাটি বাতিলের দাবি উঠলেও ট্রাম্পপন্থীরা তা প্রদর্শন করে যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছে বৈকি। আমেরিকায় সাদা-কালো বিভাজনের পাশাপাশি সাদাদের নিজেদের মধ্যেও এলিট ও শ্রমজীবী শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন রয়েছে। জো বাইডেন এলিট ক্লাসের লোক। তিনি সংখ্যায় অধিক শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষায় এলিটদের বাধার সম্মুখীন হবেন সন্দেহ নেই। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত কালো মানুষদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা না গেলে গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দিক যতই ঝলমলে হোক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র তিমিরেই থেকে যাবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি গণতন্ত্রের দায়বদ্ধতার সৌন্দর্য কেবলই বইয়ের পাতায় সীমিত থাকবে। এছাড়াও ইহুদি লবি ও অস্ত্র ব্যবসায়ী কার্টেলের মতো শক্তিশালী স্তম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতা বাইডেন প্রশাসনের জন্য বড় সমস্যা হবে। বাইডেনের অভিবাসন নীতি সংস্কারের ঘোষণার সাথে সাথে হন্ডুরাস থেকে হাজার হাজার লোকের কাফেলা যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ছুটে আসছে। ট্রাম্প সমর্থক অভিবাসী বিরোধীরা এটিকে বাইডেনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, মুসলিম বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে ট্রাম্প ও তার সমর্থকরা বসে থাকবে না। সব মিলিয়ে একটি অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতেই কাজ করতে হবে বাইডেনকে।

ক্ষতিগ্রস্ত গণতন্ত্র মেরামত ও আমেরিকার জনগণের প্রচণ্ড বিভাজনকে হ্রাস করতে ও উগ্রবাদী ট্রাম্পিজমকে পরাহত করতে হলে কিছু সময়ের জন্য হলেও উদারবাদী গণতন্ত্রের পরিবর্তে কর্তৃত্ববাদী গণতন্ত্র চর্চা করতে হবে বাইডেনকে। বিদ্বেষের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে ট্রাম্পকে অপসারণ করতে হলে অভিশংসনে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের এক প্লাটফর্মে আসতে হবে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ‘বাইডেনিজম’ অতীতের চেয়ে অনেক মানবিক হতে হবে। অন্যথায়, মেয়াদ শেষে অতীতের মতো ‘যুদ্ধবাজ’ তকমা নিয়েই হোয়াইট হাউজ ছাড়তে হবে বাইডেনকে। ‘ট্রাম্পিজম’কে হারিয়ে ‘বাইডেনিজম’ কতটা জয়ী হবে তা জানতে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। মো. জাকির হোসেন অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

‘লাল কার্ড দেখানো’ ট্রাম্পের বিদায়

২৩ পৃষ্ঠার পর

মতো বিশ্বাস করতেন একটি মিথ্যাকে বারবার প্রচারের মধ্য দিয়ে সেটিকে সত্য বলে প্রমাণ করা যায়। ট্রাম্পের এ ফর্মুলা কিছুটা কাজও দিয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিপ মেরিল কলেজ অব জার্নালিজমের ডিন লুসি ডালগিলিস মনে করেন, ট্রাম্প গত চার বছরে প্রকাশ্যে যেভাবে গণমাধ্যমে সমালোচনা করেছেন, তাতে একক ব্যক্তি হিসেবে মিডিয়ার জন্য তিনি অপরিমিত ক্ষতি করে গেছেন। মিডিয়াকে ফেক, লায়ার, এনিমি, ডিজঅনেস্ট এমন শব্দে সম্বোধন করে তিনি গণতন্ত্রের এই সহযোগী মাধ্যমের অখণ্ডতা এবং সততাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছেন।

মার্কিন প্রেস ফ্রিডম ট্র্যাকারের তথ্যের বরাত দিয়ে প্রেস গেজেটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর পর থেকেই গত চার বছরে কেবল টুইটারের মাধ্যমেই ট্রাম্প মিডিয়ার নাম উল্লেখ করে, স্বভাবজাত বিভিন্ন কুসিত বিশেষণ ব্যবহার করে ২ হাজার ৫২০ বার টুইট করেছেন। এছাড়া মিডিয়াবিরোধী টুইটের কোনো হিসাবই নেই। বিশেষ করে দ্বিতীয়বারের নির্বাচনী ক্যাম্পেইন ও নভেল করোনাভাইরাস নিয়ে মিডিয়ার ওপর চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে অগণিত টুইট করেছেন তিনি। এসব মিডিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি টার্গেটে ছিল সিএনএন। মার্কিন গণমাধ্যমটি ট্রাম্পের টুইট আক্রমণের শিকার হয়েছেন ২৫১ বার। এর পরই রয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস। গণমাধ্যমটির বিরুদ্ধে ট্রাম্প টুইট করেছেন ২৪১ বার। এমনকি প্রকাশিত সংবাদ ও মতামতকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে সিএনএন, নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্টের মতো প্রভাবশালী গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের অলাভজনক সংস্থা কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টের অ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর কোর্টনি র‍্যাডসের মতে, একটি গণমাধ্যমকে তার বিশ্বস্ততা তৈরি করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেটিকে ধ্বংস করা যায় নিমিষেই। এটি শুধু একক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয়। বরং রাজনৈতিক নেতারাই ফেক নিউজের একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে দিচ্ছেন। অনেক দেশে সংবাদ আইনের বিভিন্ন ধারার মারপ্যাঁচে ফেলা হচ্ছে। তবে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমের জন্য যে ক্ষতি হয়ে গেল, সেটি পুনরুদ্ধারে অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে।

বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কেবল গণমাধ্যমের সমালোচনা, কুৎসা করেই ক্ষান্ত হননি। ক্ষমতার চার বছরে গণমাধ্যমের তথ্যের অবাধ প্রবাহও বন্ধ করেছেন। সাধারণত হোয়াইট হাউজের নিয়মিত ব্রিফিং গণমাধ্যমের জন্য প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানোর অন্যতম সুযোগ। কিন্তু ক্ষমতার পুরো সময়টাতে ট্রাম্প এ ব্রিফিং কমিয়ে দিয়েছেন। প্রেস ফ্রিডম ট্র্যাকারের তথ্য অনুযায়ী, ওবামা প্রশাসনের আমলে আট বছরে ১ হাজার ১০০টি প্রেস ব্রিফিং হয়েছিল। যেখানে ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে এটির সংখ্যা ছিল ৩০০টি। মূলত ২০১৮ সাল থেকে ব্রিফিংয়ের সংখ্যা কমাতে শুরু করেন ট্রাম্প। আর ২০১৯ সালে এসে এটিতে এক রকম ভাটাই পড়ে। আর ব্রিফিংয়ের সংখ্যা কমানোর কারণেই সাংবাদিকরা হোয়াইট হাউজের বিভিন্ন উৎস থেকে অফ দ্য রেকর্ডে তথ্য নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেন। যেটিকে ফেক নিউজ আখ্যা দেয়া ট্রাম্পের জন্য আরো সহজ করে তোলে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, প্রশাসনের তথ্যের প্রকাশ রোধ করার অংশ হিসেবে ট্রাম্প এ ব্রিফিং কমিয়ে আনেন।

এছাড়া গণমাধ্যমের প্রতি ট্রাম্পের এমন আগ্রাসী মনোভাব দেশটিতে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, মামলার ঘটনাও বাড়াতে উৎসাহ দিয়েছে বলে মনে করা হয়। দেশটিতে সংগঠিত হওয়া ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের সময় দেশটির ৯০০ সংবাদকর্মী হামলার সম্মুখীন হয়। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২০ সালে এসে দেশটির গণমাধ্যম কর্মীদের আগ্রাসী ঘটনার সংখ্যা ১২ গুণ বৃদ্ধি পায়। আর শারীরিকভাবে নির্যাতনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আট গুণ।

গণমাধ্যমের প্রতি ট্রাম্পের এমন আগ্রাসী মনোভাব কেবল দেশটিতে সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্লেষকরা মনে করেন, ট্রাম্পের এমন মনোভাব তুরস্ক, চীন, মিসর, ইরান, ফিলিপাইন ও রাশিয়ার মতো দেশগুলোর নেতাদেরও উৎসাহী করেছে। যার ফলাফল দেখা যায়, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা ও কারাবাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টের (সিপিজে) তথ্য বলছে, ২০২০ সালে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ২৭৪ জন সাংবাদিককে কারাবাস করতে হয়েছে। এর মধ্যে কেবল মিসরেই ৩৪ জন সাংবাদিককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসির সরকার ট্রাম্পের আদলে প্রকাশিত সংবাদকে ‘ফলস নিউজ’ আখ্যা দিয়ে এসব সাংবাদিককে কারাগারে পাঠান।

গণমাধ্যমের প্রতি ট্রাম্পের যে ক্ষোভ, সেটি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষাভাবে বিভিন্ন সময় প্রকাশও পেয়েছে। এরই অংশ হিসেবে একবার তো রসিকতার ছলে গণমাধ্যমকে রীতিমতো লাল কার্ড দেখাতেও ভোলেননি তিনি। ঘটনাটি ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের। ওই সময় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে হোয়াইট হাউজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। উদ্দেশ্য কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা। ট্রাম্পের আমন্ত্রণে সে সময় খালি হাতে যাননি ফিফা সভাপতি। সঙ্গে নিয়ে যান ট্রাম্পের জন্য জার্সি, লাল ও হলুদ কার্ড। আর সেই উপহার পেয়ে সরাসরি উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের লাল কার্ড দেখানোর সুযোগ হাতছাড়া করেননি ট্রাম্প। বিষয়টি ট্রাম্পের স্বভাবজাত মজা হলেও বাস্তবতাও কিন্তু একই। তার শাসনামলের পুরো সময়টাতে মিডিয়াকে তিনি বরাবরই জনগণ ও সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তবে গণমাধ্যমকে শত্রু ভাবা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বরাবরই প্রতিবাদ জানিয়েছে সেদেশের সংবাদমাধ্যম। ট্রাম্পের বিষোদ্গারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে দেশটির ‘দ্য বোস্টন গ্লোব’ পত্রিকা ‘হ্যাশট্যাগ এনিমিঅবনান’ ডাক দেয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, গণমাধ্যম একযোগে ট্রাম্পের এ গণমাধ্যমের বিরুদ্ধাচরণের বিপক্ষে সম্পাদকীয় লিখবে।

গণমাধ্যমের প্রতি ট্রাম্পের এমন বিদ্বেষ ও নিজের বিরুদ্ধের সংবাদকে ফেক নিউজ ট্যাগ দেয়ার কারণে ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে বোস্টন গ্লোব, ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ানসহ যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় ও জাতীয় প্রায় ৩৫০টি সংবাদমাধ্যম একযোগে বিভিন্ন শিরোনামে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। সেই ট্রাম্প পরাজয় নামের লাল কার্ড পেয়ে এখন বিশ্বের শীর্ষ ক্ষমতাধর ব্যক্তির উপাধি হারিয়ে হোয়াইট হাউজ ছাড়লেন। তবে রাজনীতিতে ট্রাম্পের আগমন এলেন, দেখলেন, জয় করলেন এমন হলেও বিদায়টা মোটেই মসৃণ হয়নি। মার্কিন ইতিহাস, রাজনীতি এবং বৈশ্বিক ভূরাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ তৈরি করেছেন তিনি। দেশে রাজনৈতিক বিভক্তির নেপথ্যে কুশীলবের ভূমিকা পালন করেছেন। নভেল করোনাভাইরাসে বিধ্বস্ত অর্থনীতি রেখে যাওয়ার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী সরকারের দৃষ্টিতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে কীভাবে রোধ করা যায়, তার পথও সম্ভবত ট্রাম্প দেখিয়ে গেলেন। বাইডেন প্রশাসনের তাই অন্যতম গুরুদায়িত্ব হবে গণমাধ্যমে ভূমিকা, স্বাধীনতাকে বাড়ানো। তবে ট্রাম্প না থাকলেও

দেশে দেশে যেভাবে ট্রাম্পের ফর্মুলা ব্যবহারকারী নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশটিতেও যেভাবে ট্রাম্পের উগ্র সমর্থক তৈরি হয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে বৈশ্বিক গণমাধ্যমের ওপর খড়গহস্ত চালানো নেতার অভাব পড়বে না। তাই ট্রাম্প জমানা শেষ হলেও ট্রাম্পিজম বা ট্রাম্পের মতবাদ, আদর্শ যে সহসাই শেষ হচ্ছে না সেটি সহজেই অনুমেয়। তবে সেসব কথা থাক। গণমাধ্যমকে লাল কার্ড দেখানো ট্রাম্প যে নিজেই জনগণের ভোট নামক ‘লাল কার্ড’ পেয়ে বিদায় নিলেন, সংবাদমাধ্যমের জন্য সেটি কিছুটা হলেও যে স্বস্তি এনেছে, এটা জেনে তো হাঁফ ছাড়াই যায়। কি যায় না? আল-আমিন হুসাইন সংবাদকর্মী

একজন আবদুল কাদের মির্জা এবং কথার লড়াই

২৫ পৃষ্ঠার পর

লোকে হারায় দিশে’ অর্থাৎ কথায় সত্যি বিষ আছে। নাম ‘মধু’ বাবু হলে কি হবে, কথার জ্বালায় সবাইকে অতিষ্ঠ করতে পারেন তিনি। কথায় কী হয়? এ কথার জবাবটা বোধহয় সহজ নয়। কথায় অনেক কিছু হয়। হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। মূল ব্যাপার হলো কোন কথা, কেমন কথা, কে বলছেন, কাকে বলছেন! ভাবুকরা বলে থাকেন, ‘কথা শতধারায় বয়’।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি কবিতা আছে ‘কেউ কথা রাখেনি’। ‘কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি’- এটা হলো কবিতার প্রথম লাইন। আর কবিতার শেষে আছে, মোক্ষম কথাটা, ‘কেউ কথা রাখে না’! কবিতাটিতে বেশ কতক কথা-না-রাখার ছোট-ছোট গল্প বলেছেন কবি। বলেছেন অসাধারণ চিত্রকল্প সহযোগে। বৈষ্ণবী, নাদের আলি, বরুণা কথা প্রত্যেকেই দিয়েছিল, কেউই কথা রাখেনি। মানুষের জীবন কি তাহলে এই রকমই কথা না-রাখার পঞ্জিকা?

তা হলে, সেই কবিতা, এমন নেতিবাচক কবিতা যুগযুগান্তর ধরে এমন প্রসিদ্ধ হয় কী করে? আসলে এ কবিতা বলতে চায়, মানুষের কথা রাখা উচিত, তাই কথা রাখার ব্যাপারে এক আশ্চর্য আকুলতা সৃষ্টি করে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এ কবিতা। কবিতাটা নেগেটিভ, নট ফর নেগেটিভ। নেগেটিভ ফর পজিটিভ।

অপর এক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন অন্য কথা। বলেছিলেন, ‘আগে কথায় কাজ হত’। কথাটার মানে হলো, আগে কথা হত, কাজও হত। আর এখন কথা হয়, কাজ হয় না। কথা শব্দটির নানান মানে। সুনীলের কবিতায় কথা মানে প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সুভাষের বাক্যে কথা মানে বাণী। বা কথা মানে সত্যকথা বা কথা মানে মানুষের সুচেতনার অভিব্যক্তি। কথার আরো নানা অর্থ হতে পারে, হয়। কথা বলতে অনেক সময় আখ্যান বা জীবন-আখ্যান বোঝায়। কথাসাহিত্য শব্দজোটে কথা বলতে গল্প বা আখ্যান বোঝায়। ফের ধর্মকথা বলতে আমরা যেমন ধর্মের কাহিনি বুঝি, ধর্মের উপদেশও বুঝি, ফের আধ্যাত্মিক আদর্শও বুঝি। কিন্তু যখন আমরা বলি মুখের কথা, তখন কখনো কখনো আমরা মুখের বাক্যকে তুচ্ছ করি।

কথা দিলে কথা রাখতে হয়, এটা মূল্যবোধ, কথায় কাজ হয়, এটাও মূল্যবোধ। দাগা খেয়েও মানুষ কথাতেই ভরসা রাখে। এর কারণ কী? কারণ কথায় বিশ্বাস না রাখলে গরিব তার আহত-মলিন জীবনটাকে সামনের দিকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে না। কথা বলতে হবে। কথা বলতে দিতে হবে। কথা যেন বিশ্বাসযোগ্য ও যৌক্তিক হয়, সেদিকটাও খেয়াল লাখতে হবে। কথা যেন মানুষের মুখশ্রী হয়, মুখোশ নয়।

পরিশেষে কবির ভাষায় নিবেদন: ‘সবাই শুধু কথা বলে/কাজ করে না কেউ/মিটিং সিটিং চারিদিকে/কথার কেবল ঢেউ।/টকশোতে হয় নানান কথা/দেয় উপদেশ হাজার/কেমন করে হাঁটতে হবে/করতে হবে বাজার/কথার মেলা, কথার খেলা/কথার কত রং/কথায় কথায় বাড়ছে শুধু/কথারুদের ঢং।/সবকিছু তাই ‘কথার কথা’/হচ্ছে বুঝি আজ/কথা ছেড়ে আসুন সবাই/করি নিজের কাজ (জাহিদ রহমান, কথার কথা)। চিররঞ্জন সরকার কলামিস্ট।

করোনাভাইরাস: বাংলাদেশের 'উদ্ভাবিত' নাকের স্প্রে এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

১৪ পৃষ্ঠার পর

বিস্তারিত মতামত দিতে পারবেন।"

বিষয়টিকে মোটেও হাল্কা করে দেখার অবকাশ নেই। আমরা যখন গবেষণাগারে ভাল কিছু পাই, তখন সেটি মাইক্রো স্কেলে কোষের ভেতর পরীক্ষা করে, তার ফল পর্যবেক্ষণ করি। কোন মাত্রায়, কত সময় ধরে প্রয়োগ করে সফল হওয়া গেল- তা নোট করতে হয়। সেটিতে সাফল্যে আসলে পরবর্তীতে ছোট বা মাঝারি আকারের প্রাণীর দেহে প্রয়োগের মাধ্যমে তার ফল নিশ্চিত করি। এরপর বড় আকারের ট্রায়ালের জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের অধীনে থাকা দপ্তরের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) এর অনুমতি ব্যতিত ২০০ মানুষের শরীরে সরাসরি ট্রায়াল শুধু ভয়ানক ব্যাপারই নয়, গবেষণার নীতি বিরোধী ও আইনত অপরাধ হওয়ার কথা।

বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) ঔষধ গবেষণায় নীতিমালার ১০ (১) ধারায় বলা হচ্ছে, For new drugs, adequate evidence derived from animal studies must be available to ensure and toxicity prior to conducting a studz on human.

এর অর্থ দাঁড়ায়, নতুন ওষুধ মানবদেহে গবেষণা করার আগেই প্রাণীদেহে পরিচালনা করার মাধ্যমে গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে নিশ্চিত হতে হবে যে তার ক্ষতিকর দিক নেই (সূত্র-৪)।

আর এ ধরনের গবেষণার ট্রায়াল তখনই করা যাবে, যখন বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের (ডিজিডিএ) মহাপরিচালক অনুমতি দেবেন। এই নীতিমালার ১০ (১) এর ১ এর উপধারায় বলা হচ্ছে, Trial of drugs without the approval of the DGDA and appropriate agencies should be dealt with according to the law of the land. অর্থাৎ কেউ যদি ওষুধের ট্রায়ালের জন্য ঔষধ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমতি গ্রহণ না করে, তাদের দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

গুড ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস (জিসিপি)-কে মূল ধরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন হারমোনাইজেশন (আইসিএইচ) দেওয়া নীতিমালা সু-স্পষ্ট অনুসরণ করে বিজ্ঞানভিত্তিক ট্রায়ালের জন্য প্রটোকল তৈরি করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

চার ধাপে ক্লিনিক্যাল ফেইজ হওয়ার কথা থাকলেও, সেটি আদৌ কোন ধাপে রয়েছে তা আমার জানার বাইরে। তবে গণমাধ্যমের খবরে জানা গেল, কেবল নাকে স্প্রেই তারা করেনি, বিভিন্ন মাত্রায় মানুষের শরীরে এ রাসায়নিক দ্রবণটি প্রয়োগ করে তারা একটি মাত্রাও ঠিক করে দিয়েছেন। যে মাত্রায় করোনাভাইরাস দূর হয়ে, পজিটিভ রোগী নেগেটিভ হয়ে গেছেন!

ওয়েট ল্যাবের গবেষণা সরাসরি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল থেকে ডেটা সংগ্রহ সত্যি বিরল বটে।

আর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঠিক কোন ডেটার উপর ভিত্তি করে ২০০ জন রোগীকে নাকের স্প্রে দেয়ার সাহস পেল তাও বোধগম্য নয়। কোলাবরেটিভ গবেষণা হলেও আমাদের গবেষণার নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত। আর সেটার ব্যত্যয় হলে, মানবদেহে ট্রায়াল কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

মালা খানদের দাবি অনুযায়ী, এটি বিশ্বে তারাই প্রথম উদ্ভাবন করেছেন। যে রাসায়নিক দ্রবণটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি নাকি দীর্ঘ সময় ধরে অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। আমি এখনো নিশ্চিত নই, তারা কোন ধরনের রাসায়নিক উপাদানের কথা বলছেন।

তবে তাদের এ গবেষণারও আগে থেকে পোভিডন-আয়োডিন (পিভিপি-১) নামক এক প্রচলিত রাসায়নিকের মিশ্রণের দ্রবণ নাকের স্প্রে হিসেবে করোনাভাইরাস ধ্বংস করার তথ্য সায়েন্টিফিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে গত বছরের সেপ্টেম্বরে (সূত্র-৫)। একই ধরনের দ্রবণ নিয়ে আরো একটি গবেষণাপত্র গত বছরের অক্টোবরে প্রকাশ হয়েছে (সূত্র-৬)। পোভিডন-আয়োডিন সার্স ও মার্স ভাইরাসে কার্যকরী ফল দেয়। তবে এ মিশ্রণটি সার্স-কভ-২ ভাইরাসকে মাত্র ১৫ সেকেন্ডে মেরে ফেললেও মানবদেহে এর দগদগে খারাপ প্রভাব রয়েছে। যার ফলে গবেষকরা পোভিডন-আয়োডিনকে করোনাভাইরাসকে ধ্বংস করার জন্য ব্যবহারের কার্যকর দিক হিসেবে এখনো বিবেচনার বাইরে রেখেছেন।

শুধু এটিই নয়, কানাডাভিত্তিক ঝধঘঙঃরুব কোম্পানি নাইট্রিক অক্সাইডকে ব্যবহার করে এক ধরনের দ্রবণ তৈরি করেছে, যা কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ৯৯ শতাংশ কার্যকর বলে দাবি করেছে। কোম্পানিটি কানাডায় ফেইজ-২ ট্রায়ালের জন্য গত বছরের ২২ এপ্রিল আবেদন করেছিল। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে ট্রায়ালের জন্য অনুমতি পেয়েছে বলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হচ্ছে (সূত্র-৭)।

গত বছরের নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Xlear, Inc কোম্পানি, কোভিড-১৯ ঠেকাতে জিলার 'Xlear nasal spray' উদ্ভাবন করেছে। আর এই সংক্রান্ত একটি গবেষণা, একটি পিয়ার রিভিউ জার্নালে Potential Role of Xylitol Plus Grapefruit Seed Extract Nasal Spray Solution in COVID-19: Case Series শিরোনামে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে জানিয়েছে। জালিটল ও আঙ্গুরের বীজের গুড়ার মিশ্রণে তৈরি করা এ দ্রবণ ব্যবহারের ফলে কোভিড আক্রান্ত রোগীর উপসর্গ উপশম হয়েছে (সূত্র-৮)। যদিও তারা মাত্র তিনটি রোগীর ক্ষেত্রে ডেটা দেখিয়েছে, তবে সেটির গবেষণা এখনো চলছে।

আমাদের দেশের গবেষকদের দাবি করা নাকের স্প্রে নিয়ে যে কৌতুহল তৈরি হয়েছে, বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে- তার জন্য গবেষকরাই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। পরিসংখ্যানগতভাবে এ গবেষণায় বিশ্লেষণ কেমন ছিল, তা যেমন জানা দরকার- তেমনি দেশের প্রচলিত গবেষণার গাইডলাইন অনুসরণ করা উচিত।

সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হলো, এ গবেষণায় জড়িত বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস (বিআরআইসিএম) ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মালা খানের এধরনের গবেষণার অভিজ্ঞতা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।

কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক করা মালা খানের রসায়নে মাত্র দেড় বছরে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন নিয়েই রয়েছে সমালোচনা। গণমাধ্যমের খবর বলছে, তার 'জালিয়াতির মাধ্যমে পিএইচডি সনদ বাগিয়ে নেওয়া', পদ-পদবীতে আসেনি কোনও বাঁধা।

জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত একজন ব্যক্তির 'নন-স্পেশালিস্ট' হিসেবে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে গবেষণার ফল নিয়ে সন্দেহ করা কখনোই অমূলক হবে না। নৈতিকভাবে ভঙ্গুর মালা খানের গবেষণায় নৈতিকতা আপাতত আমরা দেখতে পাইনি।

পেটেন্ট করতে হলেও যে প্রাথমিক গবেষণার ডেটা জমা দিতে হয়, সেটি মূল্যায়নে যে কমিটি থাকে- তা মালা খান জানেন কিনা আমার জানা নেই, তবে কোভিড উপসর্গ কমাতে নাকের স্প্রে উদ্ভাবনে আপাতত 'নৈতিকতার' প্রশ্ন আমরা দাঁড় করাচ্ছি। আমরা চাই, এ ধরনের রাষ্ট্রীয় মৌলিক গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোতে গবেষণায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আনা হোক।

আর আমাদের গণমাধ্যমের একটা সংকট আছে বিজ্ঞান সাংবাদিকতায়। কেউ কোনও সংবাদ সম্মেলন করে, যদি দাবি করে 'ক' উদ্ভাবন হয়েছে, সেটি কোন রকম যাচাই-বাছাই না করে সংবাদ পরিবেশন করে ফেলে। এটা আমাদের বড় সীমাবদ্ধতা।

আমাদের কোনও আইডিয়া এলে, সেটি জাইগোট অবস্থায় আমরা দাবি করে ফেলি বাচ্চা বের হয়েছে। 'আইডিয়া ইনকিউবেশন' এ থাকা অবস্থায় সংবাদ সম্মেলন করে পুরো দেশে হইচই ফেলে দিই। কিন্তু সেটার কী আদৌ প্রয়োজন ছিল?

আমি বরাবরই বলে আসছি, কোনও কিছু উদ্ভাবন হলে, আপনারা প্রথমে পেটেন্ট করেন, তারপর পিয়ার রিভিউ জার্নালে দেন, সারা বিশ্বকে জানান আপনাদের যুগান্তকারি উদ্ভাবনের কথা। আর সেটা না করে, সংবাদ সম্মেলন করে, হুমড়িতুমড়ি করে বড় গবেষণা বলে চালিয়ে দেওয়া, কেবল পত্রিকার পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেটাতে আপনাদের ব্যক্তিগত লাভ হলেও ক্ষতি হচ্ছে এ দেশের।

একই পথ অনুসরণ করে গত এক দশকে যতগুলো সংবাদ সম্মেলনে এ ধরনের উদ্ভাবনের খবর বের হয়েছে, তার কোনটি যে আলোর মুখ দেখেছে ঠিক মনে পড়েনা। আমি চাই না, একটি ভাল আইডিয়ার অপমৃত্যু হোক। হাস্যকর উদ্ভাবন যেন না হয়। আপনাদের গবেষণার ফল জার্নালে আনেন, অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন, যারা আপনাদের কর্মকে মূল্যায়ন করবেন। পরিচিতি বাড়বে বাংলাদেশের।

এখন তরুণদের অনেকেই দেশের ভেতর ও বাইরে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করছে। তাদের সূক্ষ্ণ বিশ্লেষণে, হয়তো আপনার ভাল একটা গবেষণার আইডিয়া অকালে ঝড়ে পড়তে পারে।

আলোচনা-সমালোচনায় ভেস্তে যেতে পারে আপনার উদ্ভাবন। তাই সংবাদ মাধ্যমে কোনও কিছু উপস্থাপন করার আগে, সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। ডেটা উপস্থাপন করা উচিত। সেটা না করলে, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে, অনেক গবেষকদের কাছে 'আপনাদের গবেষণার বিভ্রান্তি' আলোচনার খোরাক হবে।

তথ্যকণিকা

1. https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/04/08/896313
2. https://bangla.bdnews24.com/business/article1758925.bdnews
3. https://bangla.bdnews24.com/health/article1847404.bdnews
4. https://www.bmrcbd.org/application_form/EthicalGideline/mobile/index.html#p=26
5. https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2770785?fbclid=IwAR0w2v3yxcefuFCehD_-qbAmjjc9W-
6. https://journalotohns.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40463-020-00474-x
7. https://www.clinicaltrialsarena.com/,,/sanotize-trials,,/
8.https://www.cureus.com/articles/43909-potential-role-of-xylitol-plus-grapefruit-seed-extract-nasal-spray-solution-in-covid-19-case-series

নাদিম মাহমুদ; গবেষক, ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান

করোনা-পরবর্তী শারীরিক সমস্যা

১৫ পৃষ্ঠার পর

রোগীর করোনা-পরবর্তী এসব জটিলতা দেখা দেয়, যেগুলোর অধিকাংশই সাময়িক। তাই অযথা ভয় পাওয়ার বা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে সতর্ক থাকতে হবে, নিজের কিংবা অন্য কারো এই ধরনের জটিলতা দেখা দিলে, খুব দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। লেখক :মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

করোনায় যে পাঁচটি জিনিস বেশি ব্যবহার করছে মানুষ

করোনাভাইরাস মহামারি মানুষের জীবনকে যেমন বিপর্যস্ত করেছে তেমনি আচার-আচরণ পাল্টে দিয়েছে অনেক।

দেশে ২০২০ সালের মার্চের আগে মানুষ যে জিনিসগুলো নিয়মিত ব্যবহার করতো না এখন সেগুলো হয়েছে নিত্য সঙ্গী। এমন পাঁচটি জিনিস যেগুলো ছাড়া এখন মানুষ ঘরের বাইরে বের হওয়ার কথা চিন্তা করছে না।

মাস্ক

করোনাভাইরাস সংক্রমণের পর থেকে বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রথম যে জিনিসটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে সেটা হল মাস্ক। দেশের বড় শহরগুলো বিশেষ করে ঢাকায় প্রায়ই বায়ু দূষণের মাত্রা চরমে পৌঁছালেও আগে মানুষকে মাস্ক পরতে দেখা যায়নি। কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারি ঘোষণা করার পর মানুষ মাস্ক পরা শুরু করে। ফলে এর বিক্রি যায় বেড়ে। যেসব দোকানে কখনোই মাস্ক পণ্য হিসেবে রাখা হত না সেসব দোকান তো বটেই, এমনকি ওষুধের দোকান, সুপার শপ এমনকি রাস্তার হকাররা এখন মাস্ক বিক্রি করেছে।

চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে দাম বেড়েছে। গুলশান এবং খিলগাঁও এর ফার্মেসিগুলো বলছে করোনার আগে মাস্ক তাদের দোকানে নিয়মিত রাখা হত না। সার্জিকাল মাস্ক রাখা হত, যেগুলো শুধুমাত্র মেডিকেলে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে থাকতো। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে যখন এর চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়ে যায় তখন চাহিদার যোগান দিতে তাদেরকে হিমশিম খেতে হয়।

একজন ক্রেতা হাসিবুল হাসান বলছিলেন সার্জিকাল মাস্ক আগে ৫ টাকায় কিনেছি কিন্তু করোনাভাইরাস সংক্রমণের পর প্রথম কয়েক মাস ৫০ টাকা দিয়ে কিনেছি প্রতি পিস। বাসার সবার জন্য কিনতে কয়েকশ টাকা খরচ হয়েছে। এর এক পর্যায়ে, সচরাচর যেসব দোকান থেকে মাস্ক কিনি, সেখানেও পাওয়া যায়নি। তবে মাস্কের দাম এখন অনেকটা আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। মানুষের জীবনে মাস্কের ব্যবহার এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার

কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ যেটা হাতে মাখলে হাত জীবাণুমুক্ত হয় এই ধারণাটা হয়ত সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছিল না। করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে বার বার হাত ধুতে হবে এই স্বাস্থ্য বিধি মানতে মানুষ সাবান দিয়ে যেমন হাত ধুয়েছে তেমনি এই তরল পদার্থ বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার এখন মানুষের হ্যান্ডব্যাগে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মত স্থান করে নিয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ মুখে তো বটেই অনেকে নিজের ব্যাগেই রাখছেন হ্যান্ড স্যানিটাইজারের একটি ছোট বোতল।

পিপিই

পিপিই বা পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট এই শব্দগুলোই ছিল মানুষের কাছে একেবারে অপরিচিত। করোনাভাইরাসের সময় স্বাস্থ্য বিধি মানার জন্য ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্য সেবা-দান কর্মীদের এই পিপিই বা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার এখন বাধ্যতামূলক।

এর বাইরেও অনেকেই বিশেষ ভাবে তৈরি করা এই পোশাক পরছেন নিজেদের সুরক্ষার জন্য। যেমন দেখা যায় দৈনন্দিন কাজের সূত্রে সাধারণ মানুষের মুখোমুখি যাদের হতে হচ্ছে, যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা গার্ড, বা বড় বড় দোকানে ক্রেতাদের মুখোমুখি হচ্ছেন যেসব সেলস্ কর্মীরা, তারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য পিপিই পরছেন।

করোনাভাইরাসের জীবাণু যাতে করে কোনভাবেই শরীরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য এই বিশেষ ধরণের পোশাক পরা এখন অনেকেই আবশ্যক মনে করছেন। প্রথম দিকে দেখতে কিছুটা অদ্ভুত দেখালেও এখন অনেকের কাছে পরিচিত এই পোশাক।

শরীরে তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র

এতদিন জ্বর হলে তবেই বাসায় রাখা ছোট থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মাপতে অভ্যস্ত ছিল মানুষ। এছাড়া হাসপাতালে থার্মোমিটার ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এখন বাড়ির বাইরে বের হয়ে যেখানেই যাবেন সেখানেই প্রবেশ মুখে দাঁড়াতে হবে আপনার এই তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রের সামনে।

তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আসলে আপনাকে বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। চিকিৎসকরা বলছেন শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৬। এর চেয়ে বেশি হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বড় অ্যাপার্টমেন্ট, ব্যাংক, দোকান, মার্কেট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এখন পিপিই পরে তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র হাতে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সেই যন্ত্র কপালের কাছাকাছি নিলে শরীরে তাপমাত্রা পরিমাপ করাকে মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছে। এতে করে সে নিজেও জানতে পারছে তার শরীরের তাপমাত্রা ঠিক ঐ মুহূর্তে কত।

পালস অক্সিমিটার

পালস অক্সিমিটার, হৃৎস্পন্দন ও শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা মাপার যন্ত্র। ছোট এই যন্ত্রটি ব্যবহার করতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। হাতের আঙ্গুলে রাখলে যন্ত্রটির উপর ভেসে ওঠে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা এবং হৃৎস্পন্দন কত। করোনাকালে কারো শ্বাস-কষ্ট হলে এই যন্ত্র ব্যবহার করে নিজেরাই সহজে মেপে নেয়া যায় শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা।

বাংলাদেশ বক্ষ-ব্যাধি ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক ডা. কাজী সাইফুদ্দিন বেনুনুর বলছিলেন, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ৯৪ শতাংশের নিচে নেমে গেলে তাকে অক্সিজেন দিতে হবে। অক্সিমিটার দিয়ে মেপে যদি ৯৪ এর নিচে আসে তাহলে তাকে বাসায় অক্সিজেন দিয়ে পালস বাড়াতে হবে। যদি না বাড়ে সে ক্ষেত্রে হাসপাতালে নিতে হবে। শরীরের অক্সিজেনের মাত্রা এর চেয়ে কমে গেলে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে বলেন তিনি।

বাসায় বা ব্যাগে ছোট এই যন্ত্রটি থাকলে মানুষ নিজেই বুঝতে পারবে কখন অক্সিজেন দিতে হবে, কখন হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে বা কার আরো নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের দরকার হবে। সূত্র: বিবিসি

একজন আরজ আলী মাতুব্বর ও আমাদের সমাজ

২৬ পৃষ্ঠার পর

ধর্মীয় জ্ঞান, দার্শনিক জ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের জন্য এত বেশি পড়াশোনা করেছেন যে, তখনকার সময়ে বলা হতো বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির এমন কোনো বই নেই যা আরজ আলী পড়েননি। তার রচিত ও প্রকাশিত দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ- 'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি রহস্য'। এ দুটি বই পড়লে বোঝা যায় একজন মানুষ কী পরিমাণ পড়াশোনা করলে এবং কতটুকু কুসংস্কারমুক্ত ও মুক্তচিন্তার অধিকারী এবং যুক্তিবাদী হলে এমন বই লিখতে পারেন। তিনি যে কেবল একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তাই নয়, তিনি যে কতবড় সমাজসেবী ছিলেন তার একটু বর্ণনা দিই।

চরম অভাব অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করলেও জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণের ব্রত থেকে কখনও তিনি পিছু হটেননি। তার প্রকাশিত গ্রন্থ বিক্রির রয়্যালিটি কিংবা অন্যভাবে অর্জিত অর্থ জমা করে তিনি তার গ্রাম লামচরিতে গড়ে তোলেন একটি লাইব্রেরি। তিনি তার ষাট বছর বয়সে ঘোষণা করেন, আমার বাকি জীবনে যা উপার্জন করব তার সবই মানব কল্যাণে দান করব। সে মোতাবেক তার বাকি জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তিনি একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন, গরিব অথচ মেধাবীদের জন্য বৃত্তি প্রদান ও বৃত্তি ফান্ড গঠন করেন।

মানব কল্যাণ বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করে যান। তার সবচেয়ে বড় দান তার দুটি চোখ এবং তার দেহ। তার দুটি চোখ দিয়ে নিশ্চয়ই কেউ পৃথিবীর আলো দেখছে আর মহামূল্যবান দেহখানি দিয়ে বরিশাল মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা গবেষণা করে।

এছাড়া তার আরও দুটি মহামূল্যবান চোখ রয়েছে যা সমগ্র মানব জাতিকে আলোর পথ দেখাতে পারে। দুটির একটি হচ্ছে তার 'সত্যের সন্ধান' আর অন্যটি হচ্ছে 'সৃষ্টি রহস্য'। তার মতো একজন যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক ও সত্যপ্রেমী, একজন মানবতাবাদী দার্শনিকের বড়ই প্রয়োজন বর্তমান সময়ে। গত ১৭ ডিসেম্বর ছিল তার ১২০তম জন্মবার্ষিকী। তাকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাচ্ছি। তার প্রথম দিকের একটি কবিতা- 'বংশের মঙ্গল হেতু কড়ি কর দান/গ্রামের মঙ্গল হেতু দাও যশঃ মান/সর্বস্ব করিবে ত্যাগ দেশের কারণ/জগতের জন্য কর মৃত্যুকে বরণ।'

দেবাশীষ দেবনাথ,অধ্যাপক; বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ।

আমেরিকান গণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট

২৪ পৃষ্ঠার পর

বিরামহীন প্রচারণাও চালিয়ে গেছেন। কট্টর আমেরিকান জাতীয়তাবাদী বলয় ও ইভানজেলিক্যাল রক্ষণশীলরা যথারীতি পাশে দাঁড়ান ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

আর নির্বাচনের ফলাফল। সেটিও এক বিবেচনায় বিস্ময়কর। ট্রাম্প এবার যে পরিমাণ পপুলার ভোট পেয়েছেন অতীতের কোনো বিজিত প্রেসিডেন্ট এত ভোট পাননি। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে যারা ভোট দিয়েছেন তাদের ভোট হিসাব করা হলে ট্রাম্প আবারো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। এ কারণে তিনি বারবার অগ্রিম ভোট ও ডাকযোগে দেয়া ভোট হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে এসেছেন এবং এ নিয়ে মামলা করে বারবার হেরে গিয়ে অবশেষে সমর্থকদের একধরনের 'অভ্যুত্থান' ঘটানোর জন্য উসকে দিয়েছেন।

এ কথা ঠিক যে, আমেরিকান গণতন্ত্রের গভীর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ট্রাম্পের অস্বাভাবিক সব পদক্ষেপকে সফল হতে দেয়নি। তবে আমেরিকা রাষ্ট্রের দুর্বল সমাজ ভিত্তিসম্পন্ন সাম্প্রতিক সময়ের অভিবাসী ভোটারদের, যারা বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে গিয়ে ভোট দেয়ার অবকাশ পেতেন না, অগ্রিম ও ডাক ভোটের সুযোগ দেয়ায় ব্যাপকভাবে ভোট দিতে পেরেছেন। তারা গতবার ভোটকেন্দ্রে কম যাওয়ার কারণে হিলারি ক্লিনটন হেরে গিয়েছিলেন। বাইডেনের প্রচার কৌশলবিদরা এবার এর একটি বিহিত করার ব্যবস্থা আগে থেকে করেছিলেন।

এর ফলে প্রত্যক্ষ ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে ট্রাম্প যখন ২৮৫টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়ে জয়ী হওয়ার আভাস দেয়া হচ্ছিল, তখনো জো বাইডেন জয়ের ব্যাপারে দৃঢ় মনোবলেই ছিলেন। তিনি বলছিলেন, ভোটের ফলাফলের সব কিছু ঠিকঠাকভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাইডেন জয়ী হয়েছেন। লড়াইয়ের রাজ্যগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফা ভোট গণনার পরও বাইডেনের জয়ের ব্যবধান বড় হয়েছে। প্রতিনিধি সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর বেশ খানিকটা পিছিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত জর্জিয়ার সিনেটের দুই আসনে রেকর্ড সৃষ্টিকারী জয়ের পর সিনেটের নিয়ন্ত্রণও ডেমোক্র্যাটদের হাতে চলে গেছে। এরপর কী হবে? আমেরিকার চার পাশের উপকূলীয় ও অভিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যগুলো ছাড়া মধ্য আমেরিকায় রিপাবলিকানদের জয়-জয়কারে আগের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। তদুপরি অনেক রাজ্যে রিপাবলিকানদের জয়ের ব্যবধান বেড়েছে। শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী, ইভানজেলিক্যাল ধর্ম প্রচারক গোষ্ঠী, কট্টর জাতীয়তাবাদীরা এবং অভিবাসীদের জন্য দ্বাররুদ্ধ করার পক্ষপাতী কট্টরপন্থী আর বৃহৎ পুঁজির মালিক ধনপতিদের বড় অংশ এবারো ট্রাম্পকে জেতানোর জন্য একপায়ে খাড়া ছিলেন। ৪ শতাংশ বৈশ্বিক জনসংখ্যার দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের হযবরল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কারণে বিস্তার করোনাভাইরাস মৃত্যুর ১৯ শতাংশ ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। এটি ট্রাম্প সমর্থক ভোটারদের সংশয়ে ফেলতে পারেনি। এর ফলে ৪৮ শতাংশের বেশি প্রদত্ত ভোট ট্রাম্পের প্রতীক হাতির পক্ষে পড়েছে।

আমেরিকান নির্বাচনে আধাআধি ভোট পেয়ে জিত এবং হার নতুন কোনো ঘটনা নয়। নতুন বিষয়টি হলো, অর্ধেকের বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ীদের মেনে না নিয়ে সশস্ত্র বিক্ষোভ বা অভ্যুত্থানের হুঙ্কার দেয়া। এই হুঙ্কারদাতারা ক্যাপিটল হিলে জোর করে ঢুকে পড়ে স্পিকারের আসনে লম্বা হয়ে শুয়ে পোজ দিয়ে অন্য কোনো বার্তাই কি দিতে চেয়েছেন? ডেমোক্র্যাট বিরোধী রাজ্যগুলো নিয়ে আলাদা আমেরিকা বানানোর যে আওয়াজ উঠেছে তা যতই ক্ষীণ শোনা যাক না কেন, এক কথায় ভয়ঙ্কর তাৎপর্যপূর্ণ এটি।

এ কারণেই হয়তো বলা হচ্ছে, আমেরিকানদের শিগগিরই একজন নতুন প্রেসিডেন্ট হবেন, তবে তাদের নতুন দেশ হবে না। প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত জো বাইডেন যেভাবে এগিয়ে যেতে আগ্রহী হন না কেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চার বছরের পর বিশ্বজুড়ে আমেরিকা নিয়ে নতুন করেই লেখা হবে, মূল্যায়ন চলবে নতুনভাবে। এটি নিশ্চিতভাবেই নতুন প্রশাসনের বৈদেশিক নীতির দু'টি মূল অগ্রাধিকারকে প্রভাবিত করবে; যার একটি হলো উদারনীতিবাদী গণতন্ত্রের দেশগুলোর কার্যকর জোট গঠনের আশা এবং চীনের উত্থান ও তার কর্তৃত্ববাদী মানসিকতার বিপরীতে একটি সাধারণ আমেরিকান-ইউরোপীয় প্রচেষ্টা ও জোট বানানো।

জো বাইডেন তার মেয়াদের প্রথম দিকে 'গণতন্ত্রের শীর্ষ সম্মেলন' ডাকার পরিকল্পনা করেছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তার নিজস্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন নড়বড়ে অবস্থায়, তখন নতুন প্রশাসন কি আমেরিকাকে বৈধভাবে মুক্ত বিশ্বের নেতা হিসেবে তার ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে পারবে? তুরস্কের রজব তাইয়্যেব এরদোগান এবং ব্রাজিলের জাইর বলসোনারোর মতো রাজনৈতিক নেতাদের এই শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তাদের আমন্ত্রণ জানানো হলে তা কি তাদের গণতান্ত্রিক বৈধতা হিসাবে গণ্য হবে? আর যদি ওয়াশিংটন এই জাতীয় সরকারগুলোকে গণতান্ত্রিক ক্লাব থেকে দূরে রাখে, তবে রাশিয়া এবং চীনের মতো উদীয়মান শক্তির দেশগুলোকে উপহার হিসাবে কি দেয়া হবে না যারা তাদের নিজস্ব একটি বলয় গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

আমেরিকান নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ পরে এবং বাইডেনের ক্ষমতা গ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার দিন ইউরোপীয় কাউন্সিলের ফরেন রিলেশনস কমিশন এক জরিপ প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ ইউরোপীয় সন্দেহ করছেন, নতুন প্রেসিডেন্ট আমেরিকাকে বিশ্ব নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনতে পারবেন কি না। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশের বেশির ভাগ নাগরিক নিশ্চিত যে, আগামী ১০ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে শীর্ষ বৈশ্বিক শক্তি হবে চীন। আরো তাৎপর্যপূর্ণ হলো, বেশির ভাগ জার্মান বিশ্বাস করেন যে, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নির্বাচিত করার পরে আমেরিকানদের আর সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে আস্থা রাখা যায় না। বলা হচ্ছে, কংগ্রেসে ট্রাম্পপন্থী দাঙ্গাকারীদের আক্রমণ ছিল আসলে আমেরিকান জোটের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর হামলা।

একসময় বিল ক্লিনটন ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আমেরিকানদের মূল কাজটি হলো আমরা এমন একটি পৃথিবী তৈরি করতে চাই, যখন আমরা বিশ্বের আর একমাত্র পরাশক্তি থাকব না তখনো এটি আমেরিকানদের মর্যাদার সাথে বসবাস নিশ্চিত করবে।'

নিউ ইয়র্ক টাইমসে কয়েক দিন আগে প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে ইভান ক্রাস্টেভ লিখেছেন, 'জো বাইডেন হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করার সাথে সাথে দেখবেন, যুক্তরাষ্ট্র আর একমাত্র কার্যকর পরাশক্তি নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে, যে পৃথিবীতে তিনি শাসন করবেন, স্বৈরাচারী শক্তিগুলোর উত্থান এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ ও বৈষম্যের বিস্তার সেখানে এমন হবে, যেখানে বসবাস করা আমেরিকান বা ইউরোপীয়দের জন্য কাঙ্ক্ষিত হওয়ার মতো নয়'।

ক্রাস্টেভ আরো মন্তব্য করেছেন, 'গত শতাব্দীকাল ধরে আমেরিকার শক্তি গণতন্ত্রের শক্তিকেও প্রতিনিধিত্ব করেছে। ক্যাপিটলের ঝড়ের পরের দিনগুলোতে ইউরোপের গণতান্ত্রিক নেতারা আমেরিকান গণতন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা গ্রহণ করতে আর পারবেন না অথবা আমেরিকার বিশ্বব্যাপী স্থায়ী প্রভাবের শক্তির ওপর তারা আর ভরসা করতে পারবেন না।'

আমেরিকানদের মধ্যে বিশ্বাস চেতনা ও রাজনীতির এমন এক দেয়াল এখন তৈরি হচ্ছে যা ডিঙ্গানো কতটা বাইডেনের পক্ষে সম্ভব হবে বলা কঠিন। বাইডেন প্রশাসনের সময় নিম্নবিত্ত আমেরিকান ও সাম্প্রতিক অভিবাসীরা বেঁচে থাকার জন্য আরো কিছু বাড়তি সুবিধা পাবেন। প্রক্রিয়াধীন অভিবাসীদের অনেকে নাগরিকত্বও পেতে পারেন। এর মধ্যে অভিবাসীদের নাগরিকত্ব লাভের জন্য ৮ বছরের একটি প্রক্রিয়ার কথা বাইডেন ঘোষণা করেছেন। 'ওবামাকেয়ার' পুনর্বহাল হলে গরিব আমেরিকানরা বাড়তি স্বাস্থ্যসুবিধা পাবেন, চীনের সাথে বোঝাপড়ার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে গরিবদের জন্য কম দামে পণ্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত হবে।

তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উগ্র শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী চেতনা যেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে তাতে ট্রাম্পের মতো মানুষের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বাড়তেও পারে। এই ট্রাম্প গেলেও আরেক ট্রাম্প হয়তো আসতে পারে। মনে রাখতে হবে, আমেরিকান জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই এখন শ্বেতাঙ্গ। তাদের মধ্যে উগ্র চেতনার বিস্তার ঘটা মানে বিভক্তি ছাড়াই আমেরিকার কর্তৃত্ব তাদের হাতে চলে যাওয়া। সেই আশঙ্কা অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে।

ডাচ সরকারের পদত্যাগ এবং আকড়ে থাকার রাজনীতি

২৬ পৃষ্ঠার পর

ডাচ সরকারের পদত্যাগের কথা। বিশ্বের সুখী দেশের তালিকার শীর্ষে থাকা ৭টি দেশের মধ্যে রয়েছে নেদারল্যান্ড। কেনো রয়েছে, এমন প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, তারা মানুষের মৌলিক চাহিদার সবকটিই নিশ্চিত করেছে। সেখানে একটি সন্তান জন্ম নেবার পরই তার মাথায় করের বোঝা চাপে না। সন্তানের বাবা-মায়ের ভাবতে হয় না সন্তানের শিক্ষা-চিকিৎসার কথা। ভাবতে হয় না কাজের কথা। সব নিশ্চিত করেছে সরকার। মূলত এটাই উন্নতি, উন্নয়ন। কংক্রিটের জঙ্গল কোনো জ্ঞানেই উন্নয়নের মাপকাঠি হতে পারে না। উন্নয়ন হলো, মানুষের জীবনযাত্রা সরকার কতটা নিরাপদ করতে পেরেছে। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক নিরাপত্তা কতটুকু। আপনার বিশাল হাসপাতাল রয়েছে, কিন্তু সেখানে চিকিৎসা দেয়ার মানুষ ও সরঞ্জাম রয়েছে কিনা। পুলিশ রয়েছে, পুলিশিং রয়েছি কিনা। আপনি মন খুলে আপনার না পাওয়ার কথা বলতে পারছেন কিনা। আর সেসব গ্রাহ্য হচ্ছে কিনা। এসব মিলে হলো উন্নতি। এসব নিশ্চিত করাই হলো উন্নয়ন।

এমন দেশের সরকার কাজ করে মানুষের জন্য। মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য। সে উন্নয়নের বিঘ্ন ঘটলে তো পদত্যাগ স্বাভাবিক। সেবার মানসিকতা এখানেই। সরকার প্রধান কোনো চাকরি নয়। সুখী দেশগুলোতে যারা সেবা করতে চান তারাই সরকারে যান। তারা যান ত্যাগ করতে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন আগে যে বেতন পেতেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেব তার চেয়ে কম সম্মানী পান। অর্থাৎ তিনি বেতনের জীবন ত্যাগ করে সম্মানী'র জীবন বেছে নিয়েছেন। এমন ত্যাগীদের জন্যই পদত্যাগ সহজ বিষয়। ভোগীদের ক্ষেত্রে উল্টো।

ডাচ সরকারের পদত্যাগ সেই সেবা ও ত্যাগের উজ্জ্বল উদাহরণ। গেলো বছর জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে নিজের স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করেছেন। কারণ তিনি মনে করেছেন, অসুস্থ অবস্থায় দেশ ও জনগণের জন্য সময় দেয়া এবং তাদের সেবা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তার মেয়াদকাল পূরণের অপারগতায়। চিন্তা করা যায়! আমাদের চিন্তায় না ধরলেও এমন উদাহরণ অনেক রয়েছে। ক্ষমতা কামড়ে থাকার বিপরীতে ত্যাগের উদাহরণ একেবারেই কম নয়। আর সে কারণেই ট্রাম্প ও তার প্রোটো-টাইপ নেতারা থাকার পরও পৃথিবীটা টিকে আছে।

কাকন রেজা সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

ক্যাপিটল হিলে সন্ত্রাস এবং বৈশ্বিক হুমকি

২৪ পৃষ্ঠার পর

সেক্ষেত্রে ট্রাম্পকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধী বলা যায় না। এখানেই সম্ভবত তাদের রাজনৈতিক তত্ত্বে চরম বিপর্যয় লক্ষ করা যাচ্ছে।

আমরা সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম থেকে যেভাবে লক্ষ করে আসছি, বিশ্ব মিডিয়া সেভাবে প্রচার করছেও। সব থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার গোষ্ঠী, তার পার্টির স্বার্থরক্ষার জন্য, যা কিছু করা দরকার সবকিছু তিনি করছেন। সেখানে নীতির সাধুতা অসাধুতাএসব প্রশ্ন কোথায়? কারণ পাশ্চাত্যের যে ঐতিহাসিক শিক্ষা, সেই শিক্ষা থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক চুলও সম্ভবত বিচ্যুত হননি। বরং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সারা পৃথিবীকে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক কাঠামো এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কী তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সবশেষে যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছিল তখন তিনি দাবি করে আসছেন এই নির্বাচনে তারই জয় হয়েছে এবং হুমকিও দিয়েছিলেন এই নির্বাচনে যদি হেরে যায়, তাহলে কোনোভাবেই মানবেন না। আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন রাজ্য জনগণ যে রায় দিয়েছে ট্রাম্প সেটা মানতে নারাজ। মেকিয়াভেলি বলেছেন যে, রাজাকে টিকে থাকতে হবে, টিকে থাকার জন্য যা করা দরকার তাকে তা-ই করতে হবে। মেকিয়াভেলির নীতি ছিল যে লক্ষ্যে রাজাকে কাজ করতে হবে, সে লক্ষ্যে যা করা দরকার তা-ই করতে হবে এবং এই নীতি পাশ্চাত্য রাজনীতির বাস্তবতা সিদ্ধতা দিয়েছে এবং জায়েজ করে দিয়েছে। গত তিন-চার দিনের ঘটনা দেখলে আমরা এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। রিপাবলিকান পার্টির বড় বড় নেতা, যাদের ভদ্রতা, পোশাক, শালীনতা আমরা এত দিন দেখেছি এরা প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে ক্যাপিটল হিলে ঢুকেছে এবং সেখানে তারা বন্দুক তাক করেছে এবং ভাঙচুর করেছে। তারা কেপিটল হিল বিশ্বের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে তথা বিশ্বের মানবাধিকারের সূতিকাগার সেই ক্যাপিটল হিলে তারা যখন এমনভাবে বন্দুক তাক করেছে মনে হলো তখনই গুলি করবে এবং গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেবে। অনেক আহত হয়েছে। চার-পাঁচ জন মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো ঐ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পেছনের গোপন পথে পালিয়ে গেছে। আমার কাছে যা মনে হয়েছে তা হলো, সামগ্রিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক তত্ত্বের তাত্ত্বিক বিপর্যয় প্রতিপন্ন করেছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ববাসীর শিক্ষা হলো, যারা এত দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মানবাধিকারের সূতিকাগার মনে করতেন, যারা মার্কিনিদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, যারা বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্রের কথা বলতেন, যারা গণতন্ত্র শিখতে চাইতেনতারা সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে কী না করেছে! আমরা দেখেছি, ১৫/২০ বছর তারা যেসব কাজ করেছে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কতটুকুই না ভয়ংকর? ইরাকে তারা আগ্রাসন চালিয়েছে, আফগানিস্তানের জনগণের ওপর তারা যুদ্ধ চাপিয়েছে। তালেবানের শাসনকে তছনছ করে দিয়েছে, আফগানকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম জাতিকে তারা পথে বসিয়েছে। সিরিয়ার অবস্থাও তাই, তুরস্ককে তারা হুমকি দিচ্ছে, ইরানের মতো একটা গণতান্ত্রিক দেশকেযেখানে একটি নির্বাচিত সরকার, যেখানে নির্বাচন হয় স্বচ্ছভাবে, যেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় ওপেন ব্লকে এবং শুক্রবারের জুমার নামাজের পর, যেখানে কোনো লুকোচুরি নেই, এরকম একটা নজিরবিহীন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যেখানে নির্বাচন হয়, যেখানে তারা গত পাঁচ-সাত বছর ধরে পারমাণবিক চুক্তিকে কেন্দ্র করে কি না করছে। ইরানে যখন একনায়কতন্ত্র ছিল তখন তো তারা অস্ত্র দিয়েছে, সাহায্য করেছে কিন্তু যখনই গণতন্ত্র উদয় হলো, ছাত্ররা বিপ্লব করল তখন মার্কিনিরা কিন্তু তাদের সমর্থন দিতে চায়নি।

এভাবে তারা ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের রাষ্ট্রের স্বার্থেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ব্যবহার করেছে। এটাই তাদের রাজনৈতিক বাস্তবতা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই রাজনৈতিক বাস্তবতার নীতির ওপর দাঁড়িয়েই দাবা খেলে যাচ্ছেন। আমরা জানি না, সামনে কী হতে যাচ্ছে। বাইডেনের ক্ষমতায় আসার কথা ২০ তারিখে কিন্তু ট্রাম্প কি সে সুযোগ দেবে? ইতিমধ্যেই বিশ্ব মিডিয়ায় খবর বেরিয়েছে যে, ট্রাম্পের সমর্থকরা সশস্ত্র বিক্ষোভের ছক এঁকেছে। বিষয়টিকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবেট্রাম্প ধনীদের একজন, ট্রাম্প দমে যাওয়ার পাত্র নন, ট্রাম্পের সঙ্গে রয়েছে বিশাল একটি শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠী এবং শ্বেতাঙ্গরাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সেখানে বাইডেন কতটুকু নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবেনএই মুহূর্তে বলা মুশকিল। আমরা জানি, যেভাবে ঘটনাগুলো এগোচ্ছে বাইডেন ২০ তারিখ ক্ষমতায় বসা ততটা কুসুমাস্তীর্ণ হবে না। সে পথে ট্রাম্প ফোবিয়া সব সময়ই ঝামেলা বাধিয়ে রাখবে। বাইডেনের সামনে পথগুলো বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। কাজেই এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ববাসীর উচিত বৈশ্বিক নিরাপত্তা নতুন পর্যালোচনা করা এবং রাষ্ট্র, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য নতুন তত্ত্বের অন্বেষণ করা।

প্রফেসর মোহা. রুহুল আমীন, চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ট্রাম্পের বিদায়ে সত্য যাচাইয়ের ইতি নয়

২৫ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানেও মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়নি এবং সেখানকার অনুষ্ঠানসহ তাঁর সব অনুষ্ঠানকেই বিশেষজ্ঞরা মহাসংক্রামক আয়োজন (সুপারস্প্রেডার ইভেন্ট) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সংবাদমাধ্যমও সেভাবেই তা তুলে ধরেছে। আপাতদৃশ্যে একটা অরাজনৈতিক জনস্বার্থবিষয়ক প্রচারাভিযানের রাজনৈতিক বার্তা যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিপক্ষে কাজ করেছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ট্রাম্পের মতবাদ বা ট্রাম্প-ইজম নিয়ে এখন বিস্তর আলোচনা চলছে এবং তা আরও অনেক দিন চলবে বলেই মনে হয়। হেরে গেলেও তাঁর ভোট বেড়েছে এবং তিনি হলেন দেশটির ইতিহাসে পুনর্নির্বাচনে সর্বাধিকসংখ্যক ভোট পাওয়া পরাজিত প্রেসিডেন্ট। পণ্ডিতদের একটি বড় অংশের ধারণা, তাঁর সমর্থকদের অনেকেই সহজে দমবার পাত্র নন। রিপাবলিকান পার্টিকে তিনি যেভাবে কবজা করে ফেলেছিলেন, তাতে দলটি সহজে তাঁর প্রভাবমুক্ত হতে পারবে না। এতে করে তাঁর উগ্রবাদী সমর্থকেরা আরও বেশি করে সংগঠিত হতে পারেন এবং তাঁর মিথ্যাচার একইভাবে দেশটিতে বিভাজন তীব্রতর করতে পারে।

আরেকটি দল অবশ্য মনে করে, প্রেসিডেন্ট পদে থাকার কারণে তিনি এত দিন আইন-আদালত থেকে নিজেকে যেভাবে বাঁচাতে পেরেছেন, এখন তা আর সম্ভব হবে না। ফলে, আইনি লড়াইতেই তাঁর পুরো মনোযোগ ও সম্পদ নিয়োগ করতে হবে। তাঁর বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যও যে প্রতিকূলতার মুখে পড়বে, তাতে সম্ভাব্য দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি সামলানোও তাঁর জন্য কঠিন হবে। মিথ্যা এবং বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক উত্থান ঘটলেও শেষ সময়ে তাঁকে কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আদালতে অন্তত ৬০ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে একটি নির্বাচনে তাঁকে সব মিলিয়ে ৬১ বার পরাজয়ের স্বাদ নিতে হয়েছে।

ট্রাম্পবাদের বিপদ যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের জন্য কতটা ঝুঁকি তৈরি করবে, সেই আলোচনা এই নিবন্ধের বিষয় নয়। এখানে শুধু সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, তা তিনি যত ক্ষমতাবানই হোন না কেন, তাঁর কাছে জবাবদিহি চাইতে পারাই হচ্ছে সাংবাদিকতার মৌলিক দায়িত্ব। আর সেই কাজে সত্য-মিথ্যার ফারাক করতে না পারা, কিংবা না চাওয়াদুটোই ক্ষতিকর এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সেই কাজে সফল। তবে, হোয়াইট হাউস থেকে ট্রাম্পের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই কি সেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে? সিএনএনের সত্য যাচাইকারী ড্যানিয়েল ডেন বলছেন, জো বাইডেনের কথাগুলোও যাচাই করতে হবে। যেকোনো রাজনীতিকের কথাই যাচাইয়ের দাবি রাখে। তবে, যাঁরা কম কথা বলেন, তাঁরা তো কম যাচাইয়ের মুখেই পড়বেন।

বিশ্বের নানা প্রান্তে অনেক জনতুষ্টিবাদী নেতাই যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অনুকরণ করে রাজনীতিতে সাফল্য পেয়েছেন, সে কথা তো অস্বীকার করা যাবে না। তাঁরা ক্রমেই তাঁদের ক্ষমতা সংহত করে চলেছেন। সেসব দেশে বিভ্রান্তি বা মিথ্যাচারকে চ্যালেঞ্জ করা তো দূরের কথা, তাঁদের দাপটের মুখে ভিন্নমত প্রকাশ করাই কঠিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলোও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বেলায় যা করেছিল, এসব কর্তৃত্ববাদীর ক্ষেত্রে সেই একই রকম নীতি অনুসরণ করছে। অর্থাৎ, ক্ষমতায় থাকাকালে তাঁরা যত মিথ্যাচারই করুন, বিদ্বেষ-বিভাজন তৈরি করুন, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো তাতে বাধা দেবে না। ওই সব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের মতো মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতার সাংবিধানিক গ্যারান্টি (ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট) নেই। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের জন্য সেখানে সত্য যাচাইয়ের চ্যালেঞ্জটি তাই বহুগুণে কঠিন। বলে রাখা ভালো, ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট কিন্তু নাগরিকদের মতপ্রকাশে শুধু রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপই নিষিদ্ধ করেছে। কামাল আহমেদ সাংবাদিক (প্রথম প্রকাশ দৈনিক প্রথম আলো)

ভারতের মসজিদ ও পাকিস্তানের মন্দির

২৫ পৃষ্ঠার পর

একটি হিন্দু মন্দিরে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে উগ্রপন্থীরা। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ারও সাহস করেনি। কিন্তু সে দেশের প্রধান বিচারপতি এই দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে যে ভূমিকা রেখেছেন, তা নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ। স্বপ্রণোদিত হয়ে তিনি সুয়োমোটো জারি করেন। ৪ জানুয়ারির মধ্যে পাখতুনের চিফ সেক্রেটারি ও আইজিপিকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন। ৪ জানুয়ারি শুনানির দিন পুলিশ প্রশাসন নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে। পুলিশ সুপারসহ সেখানে কর্তব্যরত ৯২ জন পুলিশকে বরখাস্ত করা হয়। মন্দির ভাঙার কাজে উসকানি দেওয়ার জন্য জনৈক মাওলানা শরিফ ও তাঁর অনুসারীদের দায়ী করে তাঁদেরই মন্দির সংস্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়। মন্দির ভাঙার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করার নির্দেশও দেন আদালত।

উপমহাদেশজুড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষের ঘটনাবলির তুলনায় এই দু-একটা ঘটনা হয়তো সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু এই উদার মানবতাবাদই তো শেষ পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখে আশার আলো।

বিশ্বজিৎ চৌধুরী প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক, কবি ও সাহিত্যিক

ভারতের উপহার হিসেবে টিকা পেয়ে ঢাকায় স্বস্তি

৫ পৃষ্ঠার পর

বিমানবন্দর থেকে দুটি ফ্রিজার ভ্যানে করে টিকার বাক্স নিয়ে রাখা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তেজগাঁওয়ের টিকাদান কর্মসূচির কোল্ড চেইনে। কর্মসূচির কর্মকর্তারা জানান, মোট ১৬৭টি কার্টনে ২০ লাখ ৪ হাজার ডোজ টিকা এসেছে ভারত থেকে। প্রতি বক্সে আছে ১ হাজার ২০০ ভায়াল ভ্যাকসিন। এক ভায়ালে ১০ জনকে টিকা দেওয়া যাবে। এই কোল্ড চেইনের তাপমাত্রা মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে, যা অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা রাখার উপযুক্ত পরিবেশ।

করোনার টিকা উপহার পাঠানোয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবছর পূর্তির অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধনের সময় তিনি এ ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইতিমধ্যে করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন, যেটা আমরা পেয়েছি ভারত থেকে উপহারস্বরূপ, সেটা এসে পৌঁছে গেছে। এজন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা যেটা টাকা দিয়ে কিনেছি, সেটা ২৫ বা ২৬ তারিখ এসে পৌঁছবে। এ ভ্যাকসিন কীভাবে দেওয়া হবে, সব বিষয়ে পরিকল্পনা আমরা নিয়ে রেখে দিয়েছি।' করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবিলায় সরকার সব ধরনের পদক্ষেপই নিয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর এক টুইটার বার্তায় ভ্যাকসিন মৈত্রীর মাধ্যমে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সর্বাধিক অগ্রাধিকার পুনর্ব্যক্ত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন। গতকাল টুইটে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারতের ভ্যাকসিন ঢাকায় পৌঁছেছে। বাংলাদেশকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয় ভারত।

ভারতের এ টিকা দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রথম করোনার টিকা পেল। এর আগে গত বুধবার একই টিকা ভারত ভুটান ও মালদ্বীপেও পাঠিয়েছে। গতকাল বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপালেও টিকা গেছে বলে ভারতের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে। সে হিসেবে ভারতই প্রথম দেশ যারা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে করোনা টিকা পাঠাল। এরপর ধাপে ধাপে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও মরিশাসে টিকা পাঠাবে ভারত। সেসব দেশে এখনো এ টিকার আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র পায়নি।

গতকাল রাজধানীর অতিথি ভবন পদ্মায় টিকা হস্তান্তর অনুষ্ঠানের সময় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে টিকা হস্তান্তরের দিনটিকে 'ঐতিহাসিক দিন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষ থেকে এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও মজবুত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

ভারতের উপহারের টিকা পাওয়ায় সরকারের পাশাপাশি দেশের মানুষ স্বস্তিতে। গত কয়েক দিন ধরেই এ টিকা পাওয়া নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা ছিল দেশে। গত বুধবার টিকা আসার কথা থাকলেও ফ্লাইট শিডিউলের কারণে তা এক দিন পিছিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার টিকা এসে পৌঁছায়। এর ফলে টিকা আসা নিয়ে উদ্বেগ দূর হলো। এখন অপেক্ষা ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশের বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির তিন কোটি এসে পৌঁছানোর। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মাসে ৫০ লাখ করে ছয় মাসে এ টিকা দেশে আসার কথা। ইতিমধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে ২৫ জানুয়ারি চুক্তির প্রথম চালান হিসেবে ৫০ লাখ অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা দেশে এসে পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে। সরকার আশা করছে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশে টিকা দেওয়া শুরু করতে পারবে। এজন্য জাতীয় টিকা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। অগ্রাধিকার তালিকা তৈরির কাজ চলছে। টিকা নিতে নিবন্ধনের জন্য 'সুরক্ষা' নামে একটি অ্যাপ করছে সরকার। টিকা নিতে হলে সবাইকে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধনের বাইরে কেউ টিকা পাবে না বলেও জানানো হয়েছে।

পদ্মায় টিকা হস্তান্তর অনুষ্ঠান : টিকা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেন, আমরা সৌভাগ্যবান যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আমাদের উপহারস্বরূপ ২০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন দিয়েছে। আরও যে তিন কোটি টিকার চুক্তি হয়েছে সেগুলোও পর্যায়ক্রমে আসবে। আমরা এজন্য ভারত সরকার ও ভারতের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধের সময় দুর্দিনে দেশটি (ভারত) আমাদের পাশে ছিল, করোনার সময় পাশে দাঁড়িয়েছে। অনেক উন্নত দেশ এখনো ভ্যাকসিন পায়নি, প্রয়োগও শুরু করতে পারেনি। মাত্র কয়েকটি উন্নত দেশ ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করেছে। আমরা সেই কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি যারা ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু করব। আমরা সৌভাগ্যবান যে ভারত আমাদের উপহারস্বরূপ ভ্যাকসিন দিয়েছে। আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তা এর মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হলো।

অনুষ্ঠানে ভারতের সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, ভারতে যেমন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করছিল, এ মহামারীতে ২০ লাখ ভ্যাকসিন দিয়ে তেমনি আমাদের সহযোগিতা করেছে। করোনার টিকা উপহার দিয়ে ভারত আবার বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বন্ধুত্ব এবং দুই রাষ্ট্রের জনগণের যে বন্ধুত্ব তারই প্রমাণ রাখল এ ভ্যাকসিন। যেকোনো দুর্যোগ আমরা একসঙ্গে মোকাবিলা করব।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি মাসে আরও ৫০ লাখ ভ্যাকসিন ভারত থেকে বাংলাদেশে আসবে। তখন মোট ৭০ লাখ ভ্যাকসিন আমাদের হাতে থাকবে। এরপর ৩৫ লাখ মানুষকে একসঙ্গে ভ্যাকসিন দিতে পারব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ ভ্যাকসিন কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন।

অনুষ্ঠানে ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী বলেন, করোনার টিকা আমদানি নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে ২০ লাখ টিকা উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ উপহার দিতে পেরে ভারত আনন্দিত। এর ফলে দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও মজবুত হবে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, ভারত সরকারের যে প্রতিবেশী প্রথম নীতি, সেটা গত এক বছর ধরে মহামারীর সময়ে আমরা দেখেছি। এখন ভ্যাকসিন আসার মাধ্যমে তাদের সে নীতি আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার 'সাফল্য অর্জন করেছে' উল্লেখ করে এই প্রতিমন্ত্রী বলেন, ব্লুমবার্গের হিসাবে দক্ষিণ এশিয়াতে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বাংলাদেশ এক নম্বরে এবং বিশ্বের মধ্যে ২০ নম্বরে রয়েছে। আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তৃণমূলের সব স্বাস্থ্যকর্মীকে ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ টিকা বিতরণ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন।

আগে ট্রায়াল, পরে সবাইকে টিকা : উপহারের টিকা দিয়ে আগে ট্রায়াল ও পরে দেশের মানুষকে টিকা দেওয়া হবে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। গতকালের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বাণিজ্যিক চুক্তি অনুযায়ী এ মাসের শেষে ৫০ লাখ টিকা আসার কথা এবং সে অনুযায়ী টিকা আসবে। ফ্লাইট শিডিউল হাতে পেলে জানিয়ে দেব কবে থেকে টিকা পাচ্ছি। এখনো ফ্লাইট শিডিউল পাইনি। এরপর প্রতি মাসে ৫০ লাখ করে টিকা আসার কথা রয়েছে। টিকা আসার একটি শিডিউল আছে। যদি এদিক-সেদিক হয়, সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা আজ (গতকাল) টিকা গ্রহণ করেছি। এ নিয়ে আমরা পরিকল্পনা করছি। পরিকল্পনা শতভাগ তৈরি হয়ে গেছে তা কিন্তু নয়। আগামী ছয়-সাত দিনের মধ্যে টিকার একটি ট্রায়াল রান করার চিন্তাভাবনা আছে। তারিখ চূড়ান্ত হয়নি। চূড়ান্ত দিনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি। কারণ ভিডিও কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে টিকার ট্রায়ালে যুক্ত হতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে কোনো গুজব না ছড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভ্যাকসিন মানুষের জীবন রক্ষাকারী ওষুধ। যারা মানুষের জীবন নিয়ে ষড়যন্ত্র, রাজনীতি করে তারা সঠিক লোক নয়। আমরা করোনা মোকাবিলায় আছি, জীবন রক্ষায় আছি। এ মোকাবিলায় ভ্যাকসিন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এজন্য কেউ যাতে জাতিকে বিভ্রান্ত না করে সেজন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।

এর আগে গত বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপহারের ২০ লাখসহ চুক্তির তিন কোটি টিকার বিতরণ ব্যবস্থাপনা চিত্র তুলে ধরা হয়। সেখানে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আবদুল মান্নান বলেন, টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল এবং কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালকে নির্বাচন করা হয়েছে। সেখানে ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে টিকা দেওয়া হবে। তারপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রটোকল অনুযায়ী, এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব। আমরা দেখব টিকা নেওয়ার পর তাদের মধ্যে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে কি না।

সচিব আরও বলেন, প্রথম দিন চিকিৎসক, নার্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, পুলিশ, সেনাবাহিনী, প্রশাসন, সাংবাদিকদের একজন করে প্রতিনিধিকে টিকা দেওয়া হবে। আমরা প্রথম দিন এরকম ২০ থেকে ২৫ জনকে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। আমরা কাজ করছি এই ২০-২৫ জন কারা হবেন। টিকা প্রয়োগ শুরুর দিনক্ষণের বিষয়ে সচিব বলেন, আমাদের একটা সম্ভাব্য দিন ঠিক করা আছে ২৭ অথবা ২৮ জানুয়ারি। তবে এটা চূড়ান্ত নয়।

সম্মেলনে আরও বলা হয়, টিকা বিতরণের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই করে ফেলা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষে সারা দেশে টিকা বিতরণ শুরু হবে। সরকারের কেনা টিকা জেলা পর্যায়ে পৌঁছে দেবে বেক্সিমকো। আর ভারত সরকারের উপহার হিসেবে আসা টিকা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় জেলা পর্যায়ে পৌঁছানো হবে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি জেলা-উপজেলা এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে টিকা দেওয়া হবে।

৫৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশী পাসপোর্টে সৌদি আরব গিয়েছে-সৌদি রাষ্ট্রদূত

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি করে বিষয়টি দেখছে।

প্রতিদিন ঢাকায় কত বাংলাদেশীকে ভিসা দেয়া হচ্ছে জানতে চাইলে সৌদি রাষ্ট্রদূত জানান, ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে দেড় হাজার ভিসা দেয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ ছয় হাজার পর্যন্ত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, বাংলাদেশী নাগরিক যদি ওইখানে (সৌদি আরব) রোহিঙ্গা হিসেবে গিয়ে থাকে, তাদের পাসপোর্ট না থাকলে আমরা তা অবশ্যই দেব। তিনি আরো বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা নতুন নয়। ৫০-৬০ বছর আগেও রোহিঙ্গারা এসেছে। আর সৌদি আরব এতটাই উদার যে সেই সময় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছিল। সৌদি আরবের একটা এলাকায় রোহিঙ্গারা থাকে। আমরা সব সময় বলছি, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশী নয়, এরা মিয়ানমারের অধিবাসী। আমরা আমাদের লোকজনকে পাসপোর্ট দিলে তা অবশ্যই নবায়ন করব। কিন্তু মিয়ানমারের অধিবাসী হলে তারা বাংলাদেশী নয়।

সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফর স্থগিত

অনিবার্য কারণে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফায়সাল বিন ফারহানের প্রস্তাবিত বাংলাদেশ সফর স্থগিত করা হয়েছে। ২৪-২৬ জানুয়ারি দ্বিপক্ষীয় সফরে তার ঢাকায় আসার কথা ছিল। এ প্রসঙ্গে ঢাকাস্থ সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন, সৌদি আরবের নতুন পরিস্থিতি আর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজস্ব ব্যস্ততার কারণে তার ঢাকা সফরটি স্থগিত হয়েছে। তবে নতুন শিডিউলে সফরটি শিগগিরই হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বাংলাদেশে টিকার ট্রায়াল চালাতে চায় ভারত বায়োটেক

৫ পৃষ্ঠার পর

জাহান রয়টার্সকে জানিয়েছেন, ভারত বায়োটেকের কাছ থেকে এরকম একটি প্রস্তাব তারা পেয়েছেন। কাউন্সিলের এথিকস কমিটি এই আবেদন বিবেচনা করে মতামত দেবে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে তিনি অস্বীকৃতি জানান।

ঢাকা ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়ারিয়াল ডিজিজ (আইসিডিডিআরবি) ভারত বায়োটেকের তরফ থেকে এই টিকার ট্রায়াল চালানোর জন্য আবেদন করেছে বলে একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে রয়টার্স।

বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের এথিকস কমিটির প্রধান এবং জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন এরকম একটি ট্রায়াল চালানোর আবেদন জমা পড়ার কথা স্বীকার করেছেন। টিকা নিয়ে ট্রায়াল চালানোর অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করা হয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারা মূলত এ ধরনের গবেষণার নৈতিক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখেন।

কত সংখ্যাক মানুষের ওপর এবং কীভাবে এই ট্রায়াল চালানো হবে, টিকার কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে তার প্রতিকার কী হবে, সেগুলো সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা কী আছে- এরকম নানা বিষয় তারা বিবেচনা করবেন।

এর আগে চীনের একটি কোম্পানির কাছ থেকেও একটি টিকা নিয়ে পরীক্ষার প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব আর অগ্রসর হয়নি বলে স্বীকার করেন তিনি।

সিনোভ্যাক বায়োটেকের টিকার ট্রায়ালের প্রস্তাব কেন অনুমোদন করা যায়নি- সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এটি তার ভালো করে জানা নেই। তবে তিনি বলেন, হয়তো এই ট্রায়ালে যৌথভাবে তহবিল জোগানোর প্রস্তাব বাংলাদেশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

বাইডেনকে বিশ্বনেতাদের বার্তা

৭ পৃষ্ঠার পর ৭ পৃষ্ঠার পর

ভেঙে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কর্মী, গভর্নর, বিচারবিভাগ, কংগ্রেস তাদের শক্তি কতটা, তা দেখিয়ে দিয়েছে।"

জার্মানির বিদেশমন্ত্রী হাইকো মাসের আশা, "ট্রাম্পের আমলে নেয়া বিদেশনীতির বদল করবেন বাইডেন। গত চার বছরে দেখা গেছে 'অ্যামেরিকা ফার্স্ট' নীতি মানে কোনো সহযোগিতা নয়, কোনো আলোচনা নয়।"

যুক্তরাজ্য, স্পেন, ডেনমার্ক ও ইটালির নেতারাও বাইডেনকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বাইডেনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত

প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার নিয়েই বাইডেন নির্দেশ দিয়েছেন, অ্যামেরিকা আবার প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে যোগ দেবে। ইউরোপীয় কমিশন তাঁর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। টুইট করে তারা জানিয়েছে, "আমরা একসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করব।" ফরাসি প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ টুইট করে বলেছেন," প্যারিস চুক্তিতে অ্যামেরিকাকে স্বাগত।"

ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানিয়েছেন, "জলবায়ু পরিবর্তন ও করোনার বিরুদ্ধে আমরা একযোগে লড়াই করব।"

বল অ্যামেরিকার কোর্টে: ইরান

ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তিতে যোগ দেয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তোলার সিদ্ধান্ত এখন বাইডেনকে নিতে হবে। বল এখন অ্যামেরিকার কোর্টে। তিনি বলেছেন, "ওয়াশিংটন যদি চুক্তিতে যোগ দেয়, তাহলে আমরাও আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করব।"

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন পাসকি তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, "ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তিতে আবার যোগ দেয়ার বিষয়টি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে বাইডেন মিত্র দেশগুলির সঙ্গে কথা বলবেন।"

ল্যাটিন অ্যামেরিকার আশা

ল্যাটিন অ্যামেরিকার নেতারা আশা করছেন, বাইডেন এবার নিষেধাজ্ঞা তুলবেন। অভিবাসন নীতিতে সংস্কার করবেন। ট্রাম্প ল্যাটিন অ্যামেবিকার কিছু দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি নিয়ে চলেছিলেন, আবার কিছু দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডোরের অনুরোধ, বাইডেন যেন উন্নয়নের নিরিখে মার্কিন-মেক্সিকোর সম্পর্ককে দেখেন, নিরাপত্তা ও সামরিক দৃষ্টিতে নয়। ট্রাম্পের বন্ধু ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বলসোনারো বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, সেই ভিশন নিয়ে তিনি বাইডেনকে চিঠি পাঠাবেন।

পুতিনকে সীমিত পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি ৫ বছরের জন্যে বৃদ্ধির কথা বললেন বাইডেন

দুই দেশের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি অনুসারে ১৫৫০টি ওয়ারহেড ও ৭শ মিসাইল মোতায়েনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারিতে এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও তা সম্প্রসারণে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাজি হননি। এখন নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনকে তা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। ডেইলি মেইল

এধরনের অন্যান্য পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে। পুতিন ও বাইডেন প্রশাসণ এসব বিষয় নিয়ে গোপনেই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে একমত হবার পরই তা মিডিয়ার সামনে আসে।

২০১০ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ ওই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অবশ্য রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেছেন এধরনের চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে তার দেশ রাজি।

বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান রুশ রাষ্ট্রদূতের কাছে এ চুক্তি বৃদ্ধির প্রস্তাব পাঠান। এর আগে এ চুক্তিতে চীনকে অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এবং বলেছিলেন এ ধরনের চুক্তির ফলে তার দেশ অসুবিধায় পড়েছে। সূত্র : ডেইলি মেইল

'আনসিভিল ওয়ার' বন্ধের শপথ বাইডেনের

৭ পৃষ্ঠার পর

পারব। শেষ বাক্যে বাইডেন নতুন এক রূপকথার অ্যামেরিকা তৈরির শপথ নেন। ঐক্যবদ্ধ অ্যামেরিকা।

এ দিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, জর্জ বুশ, বিল ক্লিন্টনরা। কিন্তু ১৫২ বছরের মার্কিন ঐতিহ্য ভেঙে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না ডনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার সকালে তিনি হোয়াইট হাউস ছেড়ে ফ্লোরিডায় চলে যান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার প্রথা ভাঙলেও, বাইডেনের জন্য প্রথামাফিক একটি চিঠি রেখে গেছেন ট্রাম্প। বাইডেন জানিয়েছেন, সেখানে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প।

একদিকে প্যানডেমিক, অন্য দিকে ঠিক দুই সপ্তাহ আগে ক্যাপিটলে হামলা--৪৬তম মার্কিন প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠান প্রতিবারের মতো হয়নি। ক্যাপিটলের সামনে ভিড় জমাননি হাজার হাজার মানুষ। নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনিতে কার্যত দুর্গে পরিণত হয়েছিল ওয়াশিংন।

২৫ হাজার ন্যাশনাল গার্ড শহর জুড়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। সাধারণ মানুষকে বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাতেগোনা কিছু দর্শক ছাড়া বিশেষ কেউ ছিলেন না অনুষ্ঠানে। সাধারণ মানুষের বসায় জায়গায় লাগানো হয়েছিল লাখ লাখ মার্কিন পতাকা।

প্রতীক হিসেবে। তবে তারকা সমাগোরহ ছিল। জাতীয় সংগীত গেয়েছেন লেডি গাগা। জেনিফার লোপজ গেয়েছেন্ডদিস ল্যান্ড ইস ইওর ল্যান্ড। আর সব শেষে বাইডেন বলেছেন, তিনি সকলের প্রেসিডেন্ট। কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, ধর্ম বা দলের নন। রয়টার্স, এপি, এএফপি

রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি পাসপোর্টে মিয়ানমারের ‘জয়’

২৬ পৃষ্ঠার পর

রোহিঙ্গার পূর্বপুরুষ বাঙালি, সে দাবি ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা একসময় রোসাঙ্গ রাজ্যের অধীন ছিল। তখন থেকেই সেখানে বাংলার মুসলিম-অমুসলিমদের প্রবেশ ও বসবাস করতে থাকা অসম্ভব নয়। ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, ৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সুল তইঙ্গ সন্দ (উচ্চারণ চিৎ-তৌৎ-গঙ্গ অর্থাৎ যুদ্ধ করা অন্যায়) নামক এক আরাকানি প্রথম চট্টগ্রাম দখল করেন। এভাবে বাংলা ও আরাকান অঞ্চলের রাজনৈতিক সীমানা পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগে একই রাজ্যভুক্ত এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে গিয়ে বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন।

বাঙালি কবি কাজী দৌলত, আলাওল, মাগন ঠাকুরের পক্ষে সপ্তম শতকের মাঝামাঝিতে রোসাঙ্গে বসে বাঙালি সংস্কৃতির ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করা তার বড় প্রমাণ। ব্রিটিশ যুগের ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্ত’ পড়লেই যে কেউ সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন সে সময়ে বাংলা-আরাকানের নিবিড় সম্পর্কের নানা দিক। আর অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এক অঞ্চলের মানুষের অন্য অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করার ঘটনা নতুন নয়। তাই কতিপয় বাঙালির আরাকানে গিয়ে বসবাস করা এবং এই সূত্রে মূল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে তা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সব রোহিঙ্গার পূর্বপুরুষ বাঙালি। অথবা রোহিঙ্গারা বাঙালি। বরং রোহিঙ্গা ও বাঙালি দুটি স্বতন্ত্র জাতি গোষ্ঠী, এমনটিই ঐতিহাসিক সত্য।

রোহিঙ্গারা বাঙালি বা বাংলাদেশি নয়, তাদের পরিচয় তারা রোহিঙ্গা আর আরাকানি। আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের হঠাৎ করে উদয় হয়নি। তাদের বিকাশ ধারা একদিনে গড়ে ওঠেনি। আরাকানের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মতো এরাও সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। আরাকানি পরিবেশেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। আরাকানের ইতিহাস বলে, ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে বৌদ্ধ, মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টানসহ সব ধর্মাবলম্বী মানুষ সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে এসেছেন।

ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত কোনও দাঙ্গা আরাকানি ইতিহাসে সংঘটিত হয়নি। আধুনিক যুগে ধর্মের নামে আরাকানে যে দাঙ্গা ঘটছে, তা প্রকৃতপক্ষে মিয়ানমার সরকার-গৃহীত অন্যায় ও ঘৃণ্য রাজনৈতিক নীতির ফল। আর মিয়ানমারের এই রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কারণেই রোহিঙ্গা মুসলিমদের মিয়ানমারের পাসপোর্ট পাওয়ার সুযোগ না থাকায় তারা বাংলাদেশি পাসপোর্ট পাওয়ার চেষ্টা করছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসের সময় বাংলাদেশি পরিচয় দিচ্ছেন।

রোহিঙ্গাদের বিদেশে নিজেদের বাংলাদেশি পরিচয় দেওয়া এবং বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করায় মিয়ানমারের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করছে। মিয়ানমার সরকারের দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দাবি করার দাবিকে জোরালো ভিত্তি দিচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিকভাবে বাংলা ও আরাকান অঞ্চলের মধ্যে সুসম্পর্কের কারণে মিয়ানমার সরকারকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত করার ওই অপতৎপরতা চালানোর সুযোগ করে দিয়েছে সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের ভূমিকাও কম নয়।

কারণ, অবৈধভাবে বিদেশে পাড়ি জমানো রোহিঙ্গাদের অনেকেই মিয়ানমারে ফেরত না গিয়ে বাংলাদেশে ফেরত আসতে চাওয়ায় এবং নিজেদের বাংলাদেশি পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের পাসপোর্ট দাবি করায় মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বাঙালি দাবি করার ভিত্তি পাকাপোক্ত করছে। এই মুহূর্তে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিয়ানমার সরকারের দমন-নিপীড়ন থেকে বাঁচার এর চেয়ে ভালো কোনও উপায় অবশ্যই রোহিঙ্গাদের হয়তো জানা নেই। তবে এ বিষয়ে এখনই বাংলাদেশ সরকারের সতর্ক হওয়া দরকার। কারণ, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিদেশযাত্রা ভবিষ্যতে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি দাবি করার পক্ষে যাবে।

আন্তর্জাতিক ফোরামে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি বা বাঙালি দাবি করার পক্ষে মিয়ানমারকে সুবিধা করে দেবে। কূটনৈতিক কারণে সৌদি আরবের মতো প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক ধরে রাখতে বাধ্য হয়েই যদি রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি পাসপোর্ট প্রদান করতে হয়।

তবে বাংলাদেশ সরকার এক্ষেত্রে যেন বিশেষ পাসপোর্ট প্রদান করেন। ওই পাসপোর্টে অবশ্যই রোহিঙ্গারা রোহিঙ্গা এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানা মিয়ানমার অথবা বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্প উল্লেখ থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের দায়িত্বশীলরা এ বিষয়টি গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করি।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

করোনা চিকিৎসায় আইভারমেকটিনের ভূমিকা কী?

১১ পৃষ্ঠার পর

নার্ভ কন্ডাকশন প্রক্রিয়াকে তীব্রভাবে দমন করা। অমেরুদণ্ডি প্রাণীর ক্ষেত্রে (যেমন কৃমি), আইভারমেকটিন প্রথমে গুটামেট-গেটেড ক্লোরাইড চ্যানেল (glutamate-gated chloride channel)-কে সক্রিয় করে ক্লোরাইডের জন্য সেল মেমব্রেন (কোষ-ঝিল্লি)-এর ভেদ্যতা (permeability) বাড়িয়ে দেয়।

ফলে কোষে প্রচুর ক্লোরাইড প্রবেশ করে, অতিরিক্ত ক্লোরাইড আয়ন ঢোকার ফলে নেগেটিভ চার্জ বেড়ে গিয়ে নিউরো-মাসকুলার সেল (neuromuscular cell) হাইপার-পোলারাইজড হয়, ফলে নার্ভ কন্ডাকশন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শ্বাসনালী ও দৈহিক পেশিসমূহ প্যারালাইজড হয়ে মৃত্যু ঘটে।

প্রশ্ন হতে পারে, যারা আইভারমেকটিন খায়, তারা কেন প্যারালাইজড হয় না? আইভারমেকটিন এঅইঅ, এবং গুটামেট-গেটেড ক্লোরাইড চ্যানেলের মাধ্যমে কৃমিসহ অন্যান্য প্যারাসাইট ধ্বংস করে।

অমেরুদণ্ডি প্রাণীতে এঅইঅ রিসেপ্টর পেরিফেরাল নার্ভে থাকে নিউরো-মাসকুলার জাংশনে, এবং আইভারমেকটিনের প্রতি ১০০ গুণ বেশি সংবেদনশীল হয়। আর স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এঅইঅ রিসেপ্টর প্রধানত ‘সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম’ (Brain)-এ থাকে। কিন্তু ব্লাড-ব্রেন-বেরিয়ার (Blood Brain Barrier) ভেদ করে আইভারমেকটিন মস্তিষ্কে যেতে পারে না। এ কারণে ব্লাড-ব্রেন-বেরিয়ার পূর্ণ ডেভেলপড না হওয়ায় পাঁচ বছরের কম বয়সী বা ১৫ কেজির কম ওজনের শিশুদের জন্য আইভারমেকটিন নিষিদ্ধ, যদিও এখন মনে করা হয় ব্যাপারটি সেরকম না-ও হতে পারে।

অন্যদিকে, গুটামেট-গেটেড ক্লোরাইড চ্যানেল শুধুমাত্র অমেরুদণ্ডি প্রাণীতে থাকে, মেরুদণ্ডি প্রাণীতে থাকে না। ফলে আইভারমেকটিন মানুষ বা অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীকে প্যারালাইসিস করে না। আর যে ডোজে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, তা প্যারাসাইট মারার জন্য যথেষ্ট, তবে মানব কোষ ধ্বংস করে না।

তবে উচ্চমাত্রার ডোজ দিলে অন্যান্য লিজান্ড-গেটেড আয়ন চ্যানেল সক্রিয় হতে পারে, তবে সেটা ভিন্ন বিষয়।

এবার দেখা যাক, করোনায় আইভারমেকটিনের ভূমিকা কী? প্যারাসাইটের ওপর আইভারমেকটিন যে আয়ন চ্যানেল প্রক্রিয়ায় কাজ করে, সেই একই প্রক্রিয়া ভাইরাসের ওপর প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ডেঙ্গু ভাইরাস পরীক্ষায় দেখা গেছে, আইভারমেকটিন মশা (mosquito vector) থেকে ভাইরাল লোড কমিয়ে দেয়, যদিও কারণটা এখনও অজানা।

কিছু হিউম্যান স্ট্যাডিও হয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনো ভাইরাল লোড কমেনি বা আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যায়নি। যেহেতু ডেঙ্গু ভাইরাসও সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের মতো একই রকম জঘঅ ভাইরাস, হয়তো এ কারণেই আইভারমেকটিন করোনার ওষুধ হিসেবে চলে এসেছেড় কোনো মেকানিজম থাকুক আর নাই থাকুক।

মোনাশ ইউনিভার্সিটির ইন ভিট্রো গবেষণায় যে মাত্রার ডোজে আইভারমেকটিন ব্যবহৃত হয়েছে তা অনেক বেশি।

এত উচ্চ মাত্রায় ব্যবহার করা হলে অনেক ড্রাগই কোনো নির্দিষ্ট ভাইরাসকে ইন ভিট্রো দমন করতে পারে। সমমাত্রার আইভারমেকটিন রক্তপ্রবাহে পেতে হলে যে পরিমাণ ডোজ লাগবে, তা মানব দেহের জন্য নিরাপদ ভাবা সত্যিই কঠিন। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করোনাভাইরাসের জন্য আইভারমেকটিন গ্রহণ না করার জন্য জনগণকে সতর্ক করেছে।

করোনায় আইভারমেকটিন ও ডক্সিসাইক্লিন

* অষ্ট্রেলিয়ার মোনাস ভার্সিটি করোনার প্রারম্ভে যে গবেষণা করেছিল রাবৎসধপঃরহ এর ওপর, তা আমাদের কাছে প্রাকটিক্যাল বলে মনে হয়।

* পরে বাংলাদেশের ড়নংবৎাধঃরড়হ- আইভারমেকটিন (ইভেরা,প্যারাকিল) এবং ডক্সিসাইক্লিন নিয়ে আরও করোনাকে সহজ ভাবে মোকাবেলা করতে পেরেছি ।

* প্রথম ৩-৪ দিনের মধ্যে আরও করোনা সিম্পটমের রোগীকে আইভারমেকটিন ও ডক্সিসাইক্লিন দিয়ে দেখা গেছে তারা অতিসত্বর করোনার অতি রোগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

* প্রথম সপ্তাহে যদি আইভেরা ও ডক্সিসাইক্লিন দেয়া যায়, তাহলে অতি সত্বর তা নেগেটিভ হয়ে যায়।

* সুতরাং আমরা প্রথমে -

Tab ivera 6 mg 0+0 +2 on 1st day, 0+0+2 on 3 rd day,
Cap Doxin 100 mg 1+0+1 for 7 days,
Tab Napa 2+2+2 if fever
Tab Rivarox 10 mg for 1 month
দিয়ে দেব।

ডাঃ এ টি এম রফিক উজ্জ্বল, হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল
ফোন: ৮৮০-১৭১-৫২৮-৫৫৫৯

ওবায়দুল কাদেরকে ‘রাজাকার পরিবারের সন্তান’ বললেন সাংসদ একরামুল

৫ পৃষ্ঠার পর

বক্তব্যটি ভাইরাল হয়ে যায়।

এ বিষয়ে কথা বলতে একরামুল করিম চৌধুরী এমপি'র ব্যক্তিগত সেল ফোনে ৫টা ২০ মিনিটে কল করলে তিনি রিসিভ করেননি। তবে তিনি শুক্রবার (২২ জানুয়ারী) গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমি তো ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। আমি বলেছি মির্জা কাদেরের পরিবার স্বাধীনতাবিরোধী। আর কাদের ভাই হলো বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। রাজাকার বংশের কাদের মির্জা গত এক মাস ধরে দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, এর কোনো বিচার হয় না।’

একরামুল করিম চৌধুরী বলেন, ‘মির্জা কাদেরের চাচা রাজাকার কমান্ডার ছিলেন। তাকে কাদের ভাইয়ের বাহিনী গুলি করে মেরেছে। তার বাবা ছিলেন মুসলিম লীগার। মির্জা কাদেরের নানা ছিলেন শান্তি বাহিনীর কমান্ডার। মামা ছিলেন রাজাকার। তাদের পুরো বংশই ছিল রাজাকার। একটা রাজাকার বংশের লোক নিয়মিত ৩০০ সাংসদের বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা নেই দলের ভেতর’।

ভিডিওতে ওবায়দুল কাদেরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে একরামুল করিম চৌধুরী গণমাধ্যমকে আরো বলেন, ‘আমি আসলে কাদের ভাইকে নিয়ে কিছু বলিনি। গত এক মাস ধরে ধৈর্য ধরেছি। আমি মির্জা কাদেরকে উদ্দেশ করেই কথাগুলো বলেছি।’

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং করোনা

৭ পৃষ্ঠার পর

নাগরিকরা অ্যামেরিকায় আসতে পারবেন না। ট্রাম্পের বক্তব্য ছিল, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যই তাঁর এই পদক্ষেপ। বাইডেন জানিয়েছেন, ওই নিয়ম বন্ধ করার অর্ডারে তিনি সই করেছেন। অভিবাসন নীতি ট্রাম্পপূর্ব সময়ে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। বস্তুত, ট্রাম্পের পদক্ষেপ দেশের ভিতরে এবং বাইরে চূড়ান্ত বিতর্ক শেষ করেছিল। নির্বাচনী প্রচারে বাইডেন জানিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে তিনি বিতর্কের অবসান ঘটাবেন।

মেক্সিকোর দেওয়াল: মেক্সিকোর সীমান্তে দেওয়াল তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের অন্যতম স্বপ্নের প্রকল্প ছিল সীমান্তে দেওয়াল। সে জন্য এমার্জেন্সি ডিক্লেরেশন দিয়েছিলেন ট্রাম্প। যাতে পাঁচিল তোলার বাজেট আটকে না থাকে। বাইডেন সেই ডিক্লেরেশন বাতিল করেছেন। সীমান্তে পাঁচিলের প্রকল্প বাইডেনের আমলে আদৌ কার্যকরী হয় কি না, সেটাও দেখার। রয়টার্স, এপি, এএফপি

বাইডেনের কণ্ঠে ঐক্যের বার্তা, বিরোধিতায় রিপাবলিকানরা অনড়

৭ পৃষ্ঠার পর

কম করেছেন। কম বিধিনিষেধ চাপিয়েছেন। অ্যামেরিকার মানুষকে কাজ ফিরিয়ে দিয়েছেন, দক্ষিণের সীমান্ত সুরক্ষিত করে অনুপ্রবেশ থামিয়েছেন। বাইডেন যতটা পারবেন, এই সব নীতির পরিবর্তন করবেন। তাতে মার্কিন নাগরিকদের কষ্ট বাড়বে।

ঐক্যে জোর: ট্রাম্প ও বাইডেনের কথার সুরেই প্রচুর প্রভেদ। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পলিটিক্সের রাজনৈতিক বিশ্লেষক জে মাইলস কোলম্যান ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ‘বাইডেন জানিয়েছেন, তিনি সব মার্কিন নাগরিকের প্রেসিডেন্ট। এরকম কথা আমরা গত চার বছরে শুনিনি। প্রোসিডেন্ট হওয়ার পর প্রথম ভাষণে বাইডেন ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। এটা হলো তাঁর দীর্ঘ যাত্রার পথে প্রথম পদক্ষেপ। তবে তাঁর হাতে কোনো যাদুদণ্ড নেই। তাই তিনি বলামাত্রই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এমন নয়। কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বার্তা, যা ট্রাম্প দেননি।’

এদিকে ট্রাম্পের সাবেক সিনিয়র উপদেষ্টা পিটার নাভারো বলেছেন, সিনেটে ট্রাম্পের ইমপিচমেন্ট ট্রায়াল বন্ধ না করলে ডেমক্রেটদের সাথে ঐক্যের প্রশ্নই উঠেনা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার ও আদিকথা

২০ পৃষ্ঠার পর

তার মতো করেই লিখবেন। গুণগত মান নির্ণয় করবে মহাকাল। অতীতে কী ছিল, আর ভবিষ্যতে কী হবে, তা বলা কঠিন। এরপরও আমাদের আশাবাদ সাহিত্য মানুষের জন্য পুষ্পবর্ষণ করে যাবে পথে পথে।

এসব কথা এজন্য লিখলাম, যুক্তরাষ্ট্রে এখন গড়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি বড় কাফেলা। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলা অ্যাকাডেমি কি সেই খবর রাখছে না? যদি রাখতো, তাহলে বাংলা অ্যাকাডেমি আয়োজিত একটি বইমেলাও যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত হয়নি কেন? পর-পর সাত বছর ইংল্যান্ডে তা আয়োজিত হয়েছে।

এই বিষয়ে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই এক নিবন্ধে লিখিতভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলাম। মন্তব্য জানতে চেয়েছিলাম অনেকের কাছে। বিশিষ্ট লেখক-সাহিত্যিক হাসান ফেরদৌসের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে বাংলা অ্যাকাডেমি লন্ডনে বার্ষিক বাংলা বইমেলা আয়োজনের যে উদ্যোগ নিয়েছে, আমি তাকে স্বাগত জানাই। লন্ডনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষীর বসবাস, এই বইমেলা তাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাম্প্রতিক সেরা কাজ গুলির সঙ্গে পরিচিত করাতে সহায়ক হবে। কিন্তু শুধু লন্ডন নয়, এই মেলা বিশ্বের অন্যান্য শহরে, যেখানে বড় সংখ্যায় বাংলা ভাষাভাষীদের বসবাস, সেখানেই এই মেলা বসুক, সেটাই আমরা চাই। যেমন, নিউইয়র্ক শহরে ও তার আশেপাশে তিন লক্ষ বা তার চেয়ে বেশি বাঙালির বাস। বাংলা অ্যাকাডেমি যদি এখানেও তাদের বইমেলা নিয়ে আসে, আমরা সবাই তাকে স্বাগত জানাবো। হয়তো একাধিক শহরে প্রতি বছর এই মেলার আয়োজন বাংলা অ্যাকাডেমির পক্ষে সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের প্রধান শহরগুলোতে এই মেলা আবর্তিত হতে পারে।’

হাসান ফেরদৌস যোগ করেন, ‘এক বছর লন্ডন তো পরের বছর নিউইয়র্ক বা প্যারিস। বাংলা অ্যাকাডেমি একা এই মেলা সফলভাবে আয়োজনে সক্ষম হবে না, এজন্য প্রয়োজন পড়বে স্থানীয় আয়োজকদের। এই অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেই লন্ডনের মেলাটি গত কয়েক বছর ধরে আয়োজিত হচ্ছে। নিউইয়র্কে গত ২৫ বছর ধরে একটি বইমেলা আয়োজিত হচ্ছে, ফলে সফল মেলা আয়োজনের ব্যাপারে এই শহরের সাহিত্যামোদিদের বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। বাংলা অ্যাকাডেমি এই রকম একটি বইমেলা আয়োজনে আগ্রহী হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে তা সফল করতে সব রকম সম্ভাব্য সহযোগিতার আগাম আশ্বাস দিচ্ছি।’

না। যে-কোনো অজ্ঞাত কারণেই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা অ্যাকাডেমি কোনো বইমেলা করেনি। এরমাঝে বিশ্বে করোনা মহামারী শুরু হয়েছে। ২০২০ সালে নিউইয়র্কে মুক্তধারা অয়োজিত বইমেলা ভার্চুয়ালি আয়োজিত হয়েছে খুব হযবরল অবস্থার মধ্য দিয়ে। যার কোনো আর্কাইভই যথার্থভাবে সংরক্ষিত হয়নি। এরমাঝেও বিশ্ব থেমে নেই। জীবন চলছে। সেই নিরিখেই বাংলা অ্যাকাডেমি ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার-২০২০’ ঘোষণা করেছে। যেটি পেয়েছেন হাসান ফেরদৌস।

এখানে যে কথাটি না বললেই নয়, তা হলো, হাসান ফেরদৌস প্রতিষ্ঠিত লেখক। প্রায় পাঁচ দশকের কাছাকাছি সময় ধরে লেখালেখি করেন। তিনি নিউইয়র্কে বসবাস করলেও মূলত তার সব শব্দ আয়োজন বাংলাদেশকে ঘিরে। বাঙালি জাতিসত্তা ঘিরে। অনেকের মতো আমিও মনে করি, প্রবন্ধে বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কারটি হাসান ফেরদৌস পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু এখনো পাননি। কেন পাননি, পান না; এর কারণ অজানা।

বলে রাখা দরকার ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার’ এর আগে অনেক অযোগ্য লোকের হাতে উঠেছে। অনেকে বাগিয়েও নিয়েছেন। আবার একজন অভিবাসী কবি তা নিতে অস্বীকারও করেছেন। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ,যে দেশে রাজাকারের পাণ্ডারাও স্বাধীনতা পুরস্কার পায়। ‘জিয়া’ কে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করা ‘স্তাবক’ও কবিতায় বাংলা অ্যাকাডেমি পায়। আবার বিদেশে থেকে বাংলাদেশের পতাকার রঙ বিক্রি করে পলিটিক্যাল এসাইলাম নেওয়া লেখকও বাংলা অ্যাকাডেমি পায়। চোরাকারবারিকে পার করে দেওয়া কাস্টমস কর্মকর্তাও বাংলা অ্যাকাডেমি পায়! একই দেশে, আবিদ আজাদ, আবু কায়সার, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ড. সফি উদ্দিন আহমদরা বাংলা অ্যাকাডেমি পান না। এর চেয়ে অবিবেচনা, নির্মমতা আর কী হতে পারে! এই ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার’কে ‘সান্ত্বনা পুরস্কার’ বা ‘বি ক্যাটাগরি পুরস্কার’ বলতে শুনেছি অনেকের কাছে। পরে তাদের অনেকেই এই পুরস্কার পেয়ে উল্লাসও করেছেন।

সম্মান সব সময় আনন্দের। হাসান ফেরদৌসের আনন্দে আমরাও আনন্দিত। উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কোনো লেখক এই সম্মান পেলেন। যদিও এর আগে মার্কিন মুলুকেরই কেউ কেউ একুশে পদক, বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার অযোগ্য হয়েও বাগিয়ে নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল।

হাসান ফেরদৌসের এই পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসী আরেকজন লেখক, চিন্তক আবেদীন কাদের একটি দরকারি স্ট্যাটাস দিয়েছেন ফেসবুকে। খুবই প্রাসঙ্গিক বিধায় এই স্ট্যাটাসটি এখানে যুক্ত করতে চাই। তিনি লিখেছেন,

‘‘আজ আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম বন্ধু হাসান ফেরদৌসকে ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার’-এ ভূষিত করেছে বাংলা অ্যাকাডেমি। এজন্য হাসান ভাইকে অভিনন্দন! হাসান ভাইয়ের বয়স কিছুদিনের মধ্যেই সত্তর বছর হবে। আজ পঞ্চাশ বছর যাবৎ সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখছেন এবং গবেষণা করছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি একাধিক গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কাজ বলে অনেকে মনে করেন। অনুবাদ করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে বই লিখেছেন। প্যালেসটাইন সমস্যা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন যা বাংলা অ্যাকাডেমি প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের ছাত্রজীবনে মেধা তালিকায় গোড়ার দিকে থেকে তিনি ছাত্র হিসেবে উজ্জ্বল মেধার পরিচয় দিয়েছেন একাধিক বার। বাংলা অ্যাকাডেমি সাহিত্য ছাড়া অন্য বিষয়েও তার প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। সেদিক থেকে তিনি অনেকদিন ধরেই প্রবন্ধ সাহিত্যে বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নিঃসন্দেহে। তা লিখিতভাবে লিখেছেনও একাধিক লেখক। বাংলা অ্যাকাডেমি সাহিত্যে একাধিক পুরস্কার দিয়ে থাকে, ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার তার মধ্যে একটি। কিন্তু বাংলা অ্যাকাডেমি কখনো জাতিকে জানায়নি, এসব পুরস্কারের মধ্যে পার্থক্য কী? কোন মানদণ্ড ধরে একেকজনকে একেক পুরস্কার দেওয়া হয়, তা মনে হয় আমাদের সাহিত্যের পাঠকরা জানেন না। বাংলা অ্যাকাডেমির একজন মহাপরিচালকের নিজস্ব উদ্যোগে এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে বলে শোনা যায়, আগে কোনোদিনই এ ধরনের পুরস্কার ছিল না। তাহলে এর হঠাৎ কেন প্রয়োজন হলো, তার ব্যাখ্যাও অ্যাকাডেমি দেয়নি। এতে নাকি যে মহাপরিচালকের মস্তিষ্ক থেকে এই পুরস্কার জন্ম নিয়েছে, তার নিজস্ব কিছু ‘পরিকল্পনা’ ছিল। সবই শোনা কথা, সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু কেন বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য পুরস্কার, তার ব্যাখ্যা দেওয়া বাংলা অ্যাকাডেমির জন্য জরুরি। কারণ সাহিত্য কোনো শ্রেণী-বৈষম্য বা বর্ণবাদের স্থান নয়, বিষয়ও নয়। কোনো লেখক বাংলা অ্যাকাডেমির কাছে ব্রাহ্মণ, কেউ নমশূদ্র, এটা কি অমানবিক নয়? কেউ যদি ন্যূন বা গৌণ লেখক হন, তাকে তো পুরস্কার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পুরস্কার পাবেন যোগ্য লেখকরা। তাহলে এই বিচার কেন করছেন আমাদের সাহিত্যের মোড়লরা?

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার যাদের দেওয়া হয়েছে তারা অনেকেই প্রবাসী। ঢাকায় এদের বলা হয় ‘প্রবাসী লেখক’। আর ঢাকায় যারা বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখক, তাদের কেউ কেউ বাংলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালকও হয়েছেন। এদের প্রবন্ধের মান সত্যিকার অর্থে কেমন? সব লেখা বিচারই তুলনামূলক, অন্য ভালো লেখার সঙ্গে তুলনা দিয়েই বিচার করা হয়। এই সব মহাপরিচালকদের লেখা বাংলা সাহিত্যে বড় প্রবন্ধকারদের সঙ্গে তুলনা করলে কোথায় দাঁড়ায়! দুই বঙ্গের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচারে এদের মান কেমন কেউ কি তা লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন পাঠকদের? যদিও এরা শুধু বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার নয়, একুশে বা স্বাধীনতা পুরস্কার ধরনের অনেক পুরস্কারই বাগিয়ে নিয়েছেন রাজনীতিকদের তোষামোদ করে। আমাদের সাহিত্যের বিচার এত বেশি দুর্নীতিপরায়ণ কবে থেকে হলো এবং এর সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক কারণ কী, তা আমাদের লেখকদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

এর আগে, কবি ওমর শামস ও কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালকে এই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তারা দুজনেই নিজেদের আত্মমর্যাদায় আঘাত মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে কাগজে এসেছে। আসলে ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কারটি প্রবাসে বসবাসরত লেখকদের সান্ত্বনা হিসেবে দিয়ে সাহিত্যের মোড়লদের লন্ডন, নিউইয়র্ক বা টরোনটোতে ভ্রমণের পথ সুগম করে কারও কারও বাড়িতে মুরগির ঝোলের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত শোনা বা সাহিত্যসভা আয়োজকদের কল্যাণে দুয়েক সন্ধ্যা আটলান্টিক সিটিতে বিনোদন নিশ্চিত করার প্রতারণাপূর্ণ বাহানা নয়তো? কারণ ঢাকার সাহিত্যের মোড়লরা নিউইয়র্ক লন্ডনে সাহিত্য অনুষ্ঠানের পাটাতনে দাপাদাপি করতে আবার খুব ভালোবাসেন। তাই সাহিত্যের যে মূল কাজ রুচি নির্মাণ, মানুষের মনকে সংস্কৃত করা, সেটা এইসব মোড়লের একটু মনে রাখা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় এই মর্যাদাপূর্ণ বাংলা অ্যাকাডেমি যেন এমন কিছু না করে, যাতে সাহিত্যের পাঠকদের মনে অ্যাকাডেমির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়!’’

আরেকটি জরুরি কথা এখানে যুক্ত করতে চাই। বাংলাদেশকে যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল চারণভূমি বিবেচনা করা হয়, তাহলে সেই বাংলাদেশে প্রতি সপ্তাহে তিন-চারটি মানসম্মত লেখা ছাপা হয়; এমন লেখকও বিদেশে থাকেন। আজকাল বিদেশে থেকে দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা খুব কষ্টকর কিছু নয়। কারণ দেশের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কাঠখড় পুড়িয়ে ঢাকায় আসতে যদি ১৬/১৭ ঘণ্টা লাগে, তাহলে লন্ডন থেকে নয় ঘণ্টায় আর নিউইয়র্ক থেকে ১৯ ঘণ্টায় কেউ পৌঁছে যেতে পারেন ঢাকায়! অতএব ‘প্রবাসী’ বিভাজনটা খুবই ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে না?

না, ‘প্রবাসী লেখক’ আগেও ছিলেন না, এখনো নেই। সবাই বাংলা ভাষার লেখক। তাই এই দেয়াল সরিয়ে ফেলা উচিত। ‘শুধু প্রবাসীরাই পাবেন’ বলে দ্বিবার্ষিক এই সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেলা হোক। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক চর্চার সুযোগ দিয়ে দেশি-প্রবাসী সব লেখককে তা পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। একইসঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যারা মেধা, মনন, প্রজ্ঞা ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে শিকড়মুখী কাজ করছেন, তাদের সেই আলোকেই বাংলা অ্যাকাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হোক।

নাগিব মাহফুজ বলছেন, ‘আমি ডাক দিয়ে যাচ্ছি। কোথা থেকে ডাক দিচ্ছি, সেটা বিষয় নয়। তুমি যদি সৃজনের পথে আমার সারথী হও, তবে হাত বাড়িয়ে দাও।’

হ্যাঁ। একজন লেখক কোথায় থাকেন, সেটা এখন আর বিষয় নয়। আগেও ছিল না। এই বিবেচনাবোধ উজ্জ্বল না হলে প্রকৃত মেধাবীরা আঁধারেই থেকে যাবেন।

নিউইয়র্ক

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার!

২০ পৃষ্ঠার পর

স্টার ও প্রথম আলোতে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো হল ‘বন্ধুর মুখ শত্রুর ছায়া, মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত বন্ধুরা, একাত্তর, যেখান থেকে শুরু,রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি ও দুই হ্যারিয়েট, দৃশ্যকাব্য, যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ, নৈতিকতা ও সাহিত্য, বৃষ্টিকে নিয়ে রূপকথা, পিকাসোর তিন রমণী ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আজ থেকে এক যুগ আগেই বাংলা একাডেমি পদক পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তাঁকে প্রাবসী কোটায় সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ পদকে ভুষিত করা মানে তাকে অবমূল্যায়ন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ব্যার্থতার দায় আমাদের। হাসান ফেরদৌসের নয়।

নিউইয়র্ক

অভিদ্যোতনা নয়, প্রতীতি টানে

২১ পৃষ্ঠার পর

দেখে তিনি নিজের গদ্যের সিনট্যাক্স নির্মাণ করেছিলেন। ইম্প্রেশনিস্টদের মতো একটি দৃশ্যের, একটি চরিত্রের, একটি মেজাজের সংবেদনশীল প্রভাবকে উদ্দিপ্ত করেছিলেন।

সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কারটি আর্নেস্ট হেমিংওয়েকে দেওয়া হয়েছিল তাঁর কাহিনী রচনায় গদ্যশৈলী ও দক্ষতা অর্জনের জন্য, যা তিনি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থে দেখিয়েছেন। তার গদ্যশৈলী সমসাময়িক লেখকদের লেখায় প্রভাব ফেলেছিল।সেটা সাহিত্যের ইতিহাসে হেমিংওয়ে ফেনোমেনন।

দুই ॥

তোমার ফটোশপিং করা একটা ছবি দেখেছি। আরেকটি ছবি দেখেছি, কুয়াশার নীলাভ স্কার্ফে ঢাকা টেমসের ওপারে দাঁড়ানো নারীর মতো ইম্প্রেশানিস্টিক ছবি। পিকচার পারফেক্ট ছবিতে অঙ্গের অভিদ্যোতনা স্ফূরিত। সেটা যতোটা টানে তারচে বেশি দিদৃক্ষা জাগায়, ইম্প্রশনিস্টিক ছবির অবসকিউরিটি। চোখ ছাপিয়ে বোধের কেন্দ্রে ছবিটার ইম্প্রশান অনুক্ষণ ঘুরতে থাকে। ছবির সঙ্গে অন্তর্গত মনোলগ করে আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে।

ছবির ছাপমায়া, ছবিপ্রতীতি এতো দুর্নিবার কেন?

এটা কি অবসেশান?

ফেনোটাইপ আর অবসেশানের সম্পর্ক কি তৈরি করে ডিজঅর্ডার?

জানি নে, দূরতমা!

ও মেয়ে, তোমার চোখে ছড়ানো গদ্যের ঊষরদ্যুতি। গদ্যের দেয়াল ঘেরা তোমার চোখ। তুমি কি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গদ্য? হাসান আজিজুল হক যাকে বলেন, ইলিয়াসের চোখের কোথাও নেই একবিন্দু জল, সে আছে মমতাহীন নিষ্ঠুর গদ্য!

তুমি কি তাই? কিন্তু তোমার চোখের গহন ঘুরে দেখতে পাই, কটাক্ষের কোণে কবিতার অলঙ্কার। জীবনানন্দ বলেন, কবিতা, নৃত্যশিল্পীর কটাক্ষের কোণে অনুবাদ-দুরূহ সিম্যান্টিক্স। সেটা তোমার আবছা ছবির কটাক্ষে দেখেছি প্রচ্ছন্ন। আমি যখন তোমার ছবির চোখে চোখ রাখি, যখন তোমাকে দেখি মগ্নদৃক, তোমার চোখে দেখি, বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের মতো কবিতাশ্রয়ী গদ্য। তোমার সাদাকালো চোখ লেখে হলুদ কুসুম আলো। লেখে ইয়েটস আর পাজ এর মতো অসহজ কবিতা। সেই কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ কবিতা। দুরূহ কবিতা বোঝা যায়। আমি সেই কবিতার তর্জমা করিবারে চাই। মানুষ তো কঠিনেরেই ভালোবাসে। ভালোবেসে ছুটে যায় অগমপারে।

তোমার ছবির ভিতর থেকে উঠে আসে একজোড়া চোখের ঝড়। আবার সেখানেই নামে তিনপহরের মৌন জ্যোৎস্না, নামে পূর্ণিমার প্লাবনালো। সেখানেই দেখি, নর্ডিক আকাশের আলোর নাচ। তুমি কি অরোরা বরিয়ালিছ আলো!

তোমাকে পাইনি স্পর্শের সীমানায়।

পডিয়মে মুখোমুখি তোমার চশমার ওপারে একজোড়া এক্স-রে চোখের ভিতর রাখিনি চোখ। তবু চিরপ্রিয়, চিরচেনা লাগে। শুনেছি, চোখে চোখ রাখলে চোখ যদি ৪৫ শতাংশ বিস্তৃত হয়, পালক তুলে তাকায়, তাহলে সে চোখে মমতা জাগে। সেটা ছবির চোখেও ঘটে। তোমার ছবির চোখে চোখ রাখলেই তোমার চোখ ডাগর আঁখি মেলে তাকায়।

তোমার চোখে পাহাড়ি ঝর্ণা নেই। তোমার চোখে আছে বনজ দেয়াল ঘেরা নীল লাগুনের জলধি, আছে পাখির আঁখির মতো হ্রদ। সেখানেই না হয় ডুবে থাকি উপলের মতো চিরমরুজ।

হোসে সারামাগো ওঁর ব্লাইন্ডনেছ এর এপিগ্রাফে লিখেছিল,

If you can see, look
If you can look, observe. [Book of Exhortations]

তোমার ছবির চোখ আমাকে দিয়েছে অবলোকনের চোখ। শিখেছি, দেখা ও অবলোকনের পার্থক্য।

টাইরেসিয়াস নির্জন লাগুনের জলে এথেনার নগ্নস্নান দেখেছিল। সেই অবলোকনের অপরাধে এথেনা টাইরেসিয়াসের চোখ চিরতরে কেড়ে নিয়েছিল। টাইরেসিয়াসকে দৃষ্টিহীন করলেও ত্রিকালজ্ঞ ঋষি হওয়ার বর দিয়েছিল। আমাকে যদি চাও দৃষ্টিহীন করে দিও। দিও ক্ষমতা তোমাকে জয় করিবার।

দূরতমা, যদি বারণ করো তবে চাহিব না।

নিউইয়র্ক

‘ভ্যাকসিন ডিভাইড’

১৩ পৃষ্ঠার পর

এ টিকার কার্যকারিতা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কোনো একটি টিকা বেশি কার্যকর, কোনোটি কম। আবার টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথাও সামনে এসেছে। পাশ্চাত্যের একটি দেশে ফাইজারের টিকার প্রয়োগের পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায়। সেখানে ২১ জন মানুষ মারা গেছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন টিকার প্রয়োগের পর নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত ধনী দেশগুলো সব টিকার নিরাপদ কার্যকারিতা দেখবে। যে টিকাটি সবচেয়ে কার্যকর এবং নিরাপদ সেটি নিজেদের দেশের মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করবে। এ কারণেই প্রতিটি বিকল্প উৎস থেকে প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক গুণ টিকা তারা সংগ্রহ করে রাখছেন।

অক্সফাম জানিয়েছে, টিকা উৎপাদনকারী পাঁচটি ওষুধ কোম্পানির সামর্থ্য নেই যে, তারা বিশ্বের সব মানুষের জন্য একটি করে টিকা দিতে পারবেন। সংস্থাটি হিসাব করে দেখেছে, এ পাঁচটি কোম্পানির ৫৯৪ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন করার সক্ষমতা রয়েছে, যা দিয়ে ২৯৭ কোটি মানুষ টিকা পেতে পারেন। এগুলো যদি প্রয়োজনের নিরিখে সমভাবে বণ্টিত হতো তা হলে, তাদের মতে, পুরো বিশ্ব নিরাপদ হয়ে যেত। বাস্তবে পাঁচটি কোম্পানি ৫৩০ কোটি ডোজ টিকা সরবরাহে চুক্তি করেছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, হংকং, জাপান, সুইজারল্যান্ড, ইসরাইল ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিনে নিয়েছে ২৭২ কোটি ৮০ লাখ টিকা যা মোট উৎপাদনের ৫১ শতাংশ। অথচ এসব দেশে মাত্র ১৩ শতাংশ মানুষ বসবাস করে। অক্সফাম সতর্ক করেছে, ধনীদের এই টিকা উন্মাদনার জন্য বিশ্বের ৬১ শতাংশ মানুষই ২০২২ সাল পর্যন্ত কোনো টিকা পেতে সক্ষম হবে না।

টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত অর্থ কামানোর মোহ পরিত্যাগ করলে তারা সারা বিশ্বের সব মানুষের জন্য করোনার টিকার ব্যবস্থা করে দিতে সহজে সক্ষম হতেন। তবে এ জন্য মানুষকে তাদের নিছক ক্রেতা (কাস্টমার) হিসেবে বিবেচনার হীন মানসিকতা পরিবর্তন করতে হতো। তারা যদি টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান কুক্ষিগত করে না রেখে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে ব্যাপকভাবে টিকার উৎপাদনের জন্য অনুমতি দিয়ে দেন তা হলে সবার কাছে সহজে স্বল্পসময়ে টিকা পৌঁছানো সম্ভব। সারা বিশ্বের সব মানুষের কাছে টিকাটি পৌঁছে দেয়ার জন্য অনেকে কাজ করছেন। তারা বলছেন, ওষুধ কোম্পানিগুলো উদারতা দেখালে এটি সহজে সম্ভব। কিন্তু ওষুধ কোম্পানিগুলো উল্টো টিকার দরদাম করছে। অনেকটা দরদাম করে যেখানে যত দামে পারছেন, তারা বিক্রি করছেন। একচেটিয়া বাজারের কারণে তাদের এখন সবচেয়ে রমরমা অবস্থা। অন্য দিকে টিকার বিনিময়ে রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করার অভিযোগ উঠেছে চীনের বিরুদ্ধে। এ পর্যন্ত বিশ্বে ২০ লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। আরো কত মানুষ এতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দেবেন তা নিশ্চিত করে কেউ জানেন না। এর মধ্যেই টিকা নিয়ে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পুরোদমে চলছে।

ধনী দেশগুলোকে টিকা উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর চেয়ে কিছুটা বেশি মানবিক দেখা যাচ্ছে। তবে এই মানবিকতা খণ্ডিত। তারা কেবল নিজেদের দেশের মানুষকে বাঁচাতে তৎপর। এমনকি নিজেদের দেশের বৃদ্ধ রোগাক্রান্ত মানুষের প্রতি তাদের বাড়তি দরদও পরিলক্ষিত হচ্ছে। টিকা সংগ্রহে তাদের আগ্রাসী তৎপরতার কেন্দ্রে রয়েছে তাদের জনগণ। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অভিনন্দন পেতে পারে। তবে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সঙ্কীর্ণ মানসিকতা। তার পরও অনেক কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচারীর চেয়ে এসব ধনী দেশের সরকারকে ‘ভালো’ বলতে হবে। কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো নিজেদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার কাজে টিকাকে ব্যবহার করেছে। টিকা সংগ্রহ অভিযানকেও তারা কাজে লাগিয়েছে নিজেদের এবং নিজেদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের অর্থ কামানোর একটা হাতিয়ার হিসেবে।

বিশ্ব মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রক্ষেপিত হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০২০ সালের জুন থেকে পরবর্তী এক বছরে কোভিড-১৯ এর জন্য বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষতি হচ্ছে ১২ ট্রিলিয়ন ডলার। অক্সফাম হিসাব করে দেখেছে একটি টিকা সংগ্রহ করে একজন মানুষের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত কত খরচ হয়। তাদের হিসাবে মাত্র ৭০০ কোটি ডলার খরচে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে করোনার টিকা পৌঁছে দেয়া সম্ভব। এ খরচটি কোভিড-১৯ দ্বারা ক্ষতি হওয়া বিশ্ব অর্থনীতির ওই এক বছরের চেয়ে মাত্র দশমিক ৫৯ শতাংশ; অর্থাৎ মহামারীর ক্ষতির চেয়ে এই খরচ ১ শতাংশও নয়। অক্সফামের মতে, এই পরিমাণ অর্থ খরচ করে তারা বিশ্ব মানবতাকে নিরাপদ করতে পারতেন। যার মাধ্যমে তাদের অর্থনীতিও বাঁচতে পারত। তার পরও সে ধরনের কিছু করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি। মানুষের স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার চূড়ান্ত নজির প্রদর্শিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মানুষ চেনার এক আজব ভাইরাস।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তারের পর দেখা গেল, ধনী ও গরিবের মধ্যে বিস্তর ফারাক হয়ে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি যতই পৃথিবীকে গ্রাস করে নিচ্ছে এ ফারাক ততই বাড়ছে। এ ধরনের একটি প্রেক্ষাপটে বিশেষজ্ঞরা এ বৈষম্যের নাম দিলেন ‘ডিজিটাল ডিভাইড’। এ নিয়ে অনেক গবেষণা আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় ধনীদের একচেটিয়া বেঁচে থাকার চেষ্টায় অতিরিক্ত যোগ্যতা অর্জন এবং অন্য দিকে গরিবদের পিছিয়ে পড়ে দুস্থ হয়ে যাওয়াকে কেউ এখনো ‘ভ্যাকসিন ডিভাইড’ নামে চিহ্নিত করছেন না।

বাংলাদেশের ভরসা ভারত

করোনার টিকা নিয়ে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের মতো আমরা ভারতের ওপর নির্ভর করেছি। কারণ ভারত আমাদের ‘জোরালো আশ্বাস’ দিয়েছে। যেমন তারা আমাদের প্রায় সময়ে অত্যন্ত জোরালো আশ্বাস দিয়ে থাকেন। ওই সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতের প্রতি আস্থা রাখার মর্যদা বা সুফল এখনো আমরা পাইনি। তার পরও আমাদের সরকার তাদের ওপর আস্থা রেখেছে। এ ধরনের আস্থা রাখার বহুমাত্রিক নেতিবাচক প্রভাব এ দেশের শাসকরা ভেবে দেখতে চান না।

অর্থ ও ক্ষমতার জোরে ধনী দেশগুলোর অল্প কিছু মানুষ অর্ধেকের বেশি টিকা অগ্রিম কিনে নিয়েছেন। যে পিরিয়ডে সবাই মূল উৎস থেকে টিকা কেনার তৎপরতা চালিয়েছে, তখন আমরা সেকেন্ডারি সোর্সসহ ভারত থেকে টিকা পাওয়ার আশ্বাসে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থেকেছি। কারণ তারা বলেছেন, আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্ব এতটাই বেশি যে, আমরা একসাথে টিকা নেবো। এক ভাই পেলে অন্য ভাইও টিকা পাবে। ভারতের করোনা পরিস্থিতি ও তাদের সামর্থ্যরে ব্যাপারটা আমরা মূল্যায়ন করতে পারলাম না। দেশটি করোনার আক্রান্তের ক্ষেত্রে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক দুস্থ দেশ। এই উপমহাদেশের দেশগুলোর চেয়ে ভারত করোনা ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। করোনা ব্যবস্থাপনায় প্রতিবেশী পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চেয়েও তারা পিছিয়ে। দেশটিতে এ পর্যন্ত করোনায় দেড় লাখের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গরিব দেশটির ১৪০ কোটি মানুষ কখন টিকা পাবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। টিকা পাওয়া নিয়ে ভারত সরকার নিজ দেশে নানা রাজনীতি করেছে। বিজেপি সরকার এটিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টায় রয়েছে। এ ধরনের একটি দেশের কাছ থেকে আমরা পর্যাপ্ত টিকা পাবো এমন হাওয়াই প্রতিশ্রুতির ওপর আশ্বস্ত থাকা বোকামি ছিল, না আমরা ভারতের প্রতি আমাদের ‘আলগা’ বন্ধুত্বের ভাব দেখাচ্ছি, সেটি বিশেষজ্ঞরা ভেবে দেখতে পারেন। ১৬ জানুয়ারি পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ভারতে টিকা কর্মসূচি সূচনা করেছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাংলাদেশের প্রতি মোদি সরকারের প্রতিশ্রুতি যে ছিল অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মতোই ভিত্তিহীন, তা আর উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না। ভারতে তিন হাজার ছয়টি কেন্দ্রে একযোগে টিকা দান শুরু হয়েছে। প্রথম ধাপে স্বাস্থ্যকর্মী ও বিভিন্ন জরুরি পরিষেবার সাথে জড়িত তিন কোটি মানুষ বিনামূল্যে টিকা পাবেন। এর পরের ধাপে ২৭ কোটি মানুষ টিকা পাবেন। উন্নত দেশগুলো যেভাবে টিকার বিলিবণ্টনের নিয়ম স্থির করেছে দরিদ্র ভারতও সেটা অনুসরণ করছে। ওই সব দেশের মতো ভারত সরকারও তার জনগণের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করছে।

করোনার একেবারে শুরুর দিকে মোদি প্রতিবেশীদের নিয়ে করোনা প্রতিরোধে ডিজিটাল সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। তখন থেকে তিনি তার ‘প্রতিবেশী প্রথম’ নীতির আলোকে আশপাশের দেশগুলোকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ জন্য একটি তহবিল গড়ার কথা বলেছিলেন। ওই তহবিলের শেষ পর্যন্ত কী হলো, জানা যায়নি। তবে প্রতিবেশীদের মধ্যে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কটির ব্যাপারে মোদি সবসময় আলাদাভাবে উল্লেখ করেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের এ নিদর্শনটিকে সারা বিশ্বের জন্য ‘অনুকরণীয়’ বলেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চান। কাজের ক্ষেত্রে যখন এমন প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন দেখা যায় না, তখনো ১৪০ কোটি মানুষের দেশ ভারতের মর্যাদাহানি হয়, সেটি উপলব্ধি করার চেষ্টা ভারতের শাসকশ্রেণী করে না। তাদের ভাষায় ‘ভাই’ হয়েও ভারতের সাথে একসাথে কেন টিকা পায়নি বাংলাদেশ?

বাংলাদেশে ভ্যাকসিন দেয়া শুরু হচ্ছে

১৩ পৃষ্ঠার পর

অ্যাপটি এখনো প্রস্তুত নয়। তাই মাত্র কয়েকদিন আগে রেজিস্ট্রেশন শুরু করলে কীভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা করে ভ্যাকসিন দেয়া হবে সেটা বোঝা বেশ কঠিন। আর আগে একটি মহড়া বা ট্রায়াল হওয়া দরকার। তার প্রস্তাব- উপহারে ২০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিনের একটি অংশ ফ্রন্ট লাইনার স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি অংশকে আগে দিয়ে দেখা যেতে পারে। আর ভ্যাকসিন দেয়ায় যেন স্বাস্থ্যকর্মী, বিশেষ করে ইপিআইর কর্মীদের প্রাধান্য থাকে। প্রশাসন আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি দেখবে।

প্রসঙ্গত, চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের তিন কোটি ডোজ ভ্যাকসিন পেতে ৬ মাস লাগবে। ডয়চে ভেলে

যেভাবে বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ করোনাভাইরাস টিকার আওতায় আসবে

সরকারের খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের প্রায় ১৪ কোটি মানুষ করোনাভাইরাস টিকার আওতায় আসবে। তিন পর্যায়ের পাঁচটি ধাপে ১৩ কোটি ৮২ লাখ ৪৭ হাজার মানুষকে টিকার আওতায় আনা হবে। প্রথম পর্যায়ের প্রথম ধাপে মোট জনগোষ্ঠীর ৩ শতাংশ বা ৫১ লাখ ৮৪ হাজার ২৮২ জনকে টিকা দেওয়া হবে। এই তিন শতাংশের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, নার্স এবং মিডওয়াইফারি পেশায় নিয়োজিত কর্মী, মেডিকেল ও প্যাথলজি ল্যাব কর্মী, পেশাদার স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নকর্মী, সাইকোথেরাপির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা, মেডিসিন পারসনেল, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স চালক মিলে তিন লাখ ৩২ হাজার জন।

সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কর্মী যারা স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন ধাপে কাজ করলেও সরাসরি কভিড-১৯ মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত নন যেমন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী, বাণিজ্য কর্মী, ক্লারিক, লন্ড্রিকর্মী, অ্যাম্বুলেন্সের পাশাপাশি অন্যান্য গাড়ি চালক- এমন এক লাখ ২০ হাজার জনকে টিকা দেওয়া হবে।

এছাড়া ২ লাখ ১০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা, ৫ লাখ ৪৬ হাজারের বেশি ফ্রন্ট লাইনে কাজ করা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, আনসার, ভিডিপিসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, কোস্ট গার্ড ও প্রেসিডেন্ট গার্ডের তিন লাখ ৬০ হাজার সদস্য, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ৫০ হাজার কর্মকর্তা, ফ্রন্ট লাইনে কাজ করা সাংবাদিক, মিডিয়াকর্মী ৫০ হাজার জনকে টিকার আওতায় আনা হবে।

এর বাইরে এই ধাপে জনপ্রতিনিধি, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার কর্মী, ধর্মীয় নেতা, দাফন ও সৎকারে নিয়োজিত কর্মী, ওয়াসা, ডেসা, তিতাস ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মী, স্থল, সমুদ্র ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, প্রবাসী শ্রমিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মী, ব্যাংক কর্মী, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম এমন রোগী, রোহিঙ্গা, বাফার, জরুরি ও মহামারি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীরা টিকার আওতায় আসবেন।

প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে টিকা দেওয়া হবে ৬০ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়স্ক নাগরিকদের। এই ধাপে ৭ শতাংশ বা এক কোটি ২০ লাখ ৯৬ হাজার ৬৫৭ জন টিকা পাবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি ধাপে ১১ থেকে ২০ শতাংশ বা এক কোটি ৭২ লাখ ৮০ হাজার মানুষ টিকা পাবেন। এই পর্যায়ে ৫৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী নাগরিক, বয়স্ক এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকা মানুষ, শিক্ষক, সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মী, প্রথম পর্যায়ে বাদ পড়া গণমাধ্যমকর্মী, দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী মানুষ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্য, গণপরিবহন কর্মী, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ওষুধের দোকানের কর্মী, গার্মেন্টস শ্রমিক, যৌনকর্মী ও তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যরা টিকার আওতায় আসবেন।

তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায়ে মোট দুটি ধাপে টিকা দেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ২১ থেকে ৪০ শতাংশ বা ৩ কোটি ৪৫ লাখ ৬১ হাজার এবং দ্বিতীয় ধাপে ৪১ থেকে ৫০ শতাংশ বা ৬ কোটি ৯১ লাখ ২৩ হাজার মানুষকে টিকা দেওয়া হবে।

তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম ধাপে দেওয়া হবে দ্বিতীয় ধাপে যারা টিকা পাননি এমন শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, প্রসূতি, অন্যান্য সরকারি কর্মচারী, অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী কর্মী, অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, রপ্তানি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মী, বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বন্দরকর্মী, কয়েদি ও জেলকর্মী, শহরের বস্তিবাসী বা ভাসমান জনগোষ্ঠী, কৃষি ও খাদ্য সরবরাহের কাজে নিয়োজিত কর্মী, ডরমিটরির বাসিন্দা, গৃহহীন জনগোষ্ঠী, অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মী, বাদপড়া গণপরিবহন কর্মী, বাদপড়া ৫০ থেকে ৫৪ বছর বয়সী নাগরিক, জরুরি ও মহামারি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীরা।

তৃতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ সর্বশেষ ধাপে টিকা পাবেন বাদপড়া যুব জনগোষ্ঠী, শিশু ও স্কুলগামী শিক্ষার্থী এবং আগের বাদপড়া সব জনগোষ্ঠী।

ভ্যাকসিন: পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আলাপ কতটা সত্য?

১৪ পৃষ্ঠার পর

নেবেনা। ভ্যাকসিনের সেইফটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্তে কোন প্রকার ত্রুটি পেলে সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাকসিনেশন বন্ধ করে দিবে। মানুষের জীবন নিয়ে ঝুঁকি নিলে ভ্যাকসিন উৎপাদক কোম্পানিগুলো বড় ধরনের ঝামেলায় পড়বে।

৩. জানুয়ারির ২০ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় চার কোটি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইউকে, কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রে সেইফটি নিয়ে প্রমাণিত কোন জটিলতা দেখা যায়নি। হেলথ কানাডা এখন পর্যন্ত ভ্যাকসিনের সেফটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু পায়নি।

৪. ভারতে ৪-৫ লাখ মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে যাতে ৬০০ এর মত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ আর কর্নাটকে দুই জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, তদন্তে অন্য কারণ শনাক্ত হয়েছে, ভ্যাকসিনের কোন লিঙ্ক পাওয়া যায়নি।

৫. টিকা নিলে শরীরে কিছু সাময়িক প্রতিক্রিয়া হয় যা যুগ যুগ ধরে ডাক্তার, নার্স আর টিকা উৎপাদনকারী, টিকা গ্রহণকারীদের অর্জিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত। পাক-ভারত উপমহাদেশের মানুষজন এ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় অভ্যস্ত। ভ্যাকসিন টেম্পারিং করে বা নিয়মনীতি না মেনে ভ্যাকসিনেশনে সৃষ্ট সমস্যার দায় বৈধ ভ্যাকসিনের হতে পারেনা।

৬. পাক-ভারত উপমহাদেশে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে সবসময়ই নানাধরনের মিথ, গুজব আর ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রযুক্তি হস্তান্তরে যারা মাঠে কাজ করেন তারা ভাল করেই জানেন প্রযুক্তির সুবিধেবোঝাতে কতোটা কষ্ট করতে হয়। জোর করে ভ্যাকসিন দেবার কিছু নেই। তবে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে, প্রেরণা দিতে এবং ভ্যাকসিন যারা নেবে না তাদের জীবনযাত্রায় কিছু অসুবিধে হবার পরিবেশ তৈরি করে যতটুকু সম্ভব জনগণকে ভ্যাকসিনের আওতায় নিয়ে আসা খুবই জরুরি। কোভিড সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সবাইকে নিয়ে এগুতে হবে। সংক্রমিত হয়ে বা ভ্যাকসিন দিয়ে জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ এর ইমিউনিটি হচ্ছে হার্ড ইমিউনিটি বা স্থায়ী সুরক্ষা অর্জনে মাইলস্টোন।

৭. অনুমোদিত কোন ভ্যাকসিনের সেইফটি নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউএসএফডিএ, সিডিসি, হেলথ কানাডা, ইউরোপিয়ান রেগুলেটরি এজেন্সি আর বিভিন্ন দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন প্রকার সতর্কবার্তা না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে ভ্যাকসিন নেবার মাধ্যমেই আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে নিজের, পরিবারের, সমাজের আর রাষ্ট্রের প্রতি আপনার দায়টুকু শোধ করতে পারেন। সেইফটি সমস্যা হলে সরকারই ভ্যাকসিন দেওয়া বন্ধ করে দেবে।

ভ্যাকসিনের ক্রমাগত আত্মপ্রকাশ আর টিকা দেওয়ার মাধ্যমে কোভিড লড়াইয়ে শক্তিশালী অবস্থা তৈরি হলে কোভিড-১৯ এবছরে এসে ক্ষয়ে যাবার পথেই এগোবে আর আমরা ধীরে ধীরে ফিরে যাব স্বাভাবিক অবস্থায়- এ প্রত্যাশা তো করা যেতেই পারে।

বর্তমানে প্রাপ্ত ভ্যাকসিনের দুইটি ডোজ, একটি নিয়ে দ্বিতীয়টি ভুলে যাওয়া চলবে না, দ্বিতীয়টি নিতে হবে সময়মত।

ভ্যাকসিন নিয়ে ফুরফুরে মেজাজে আবার মাস্ক পরা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, দূরত্ব মানার মত জরুরি বিষয়গুলো ফাঁকি দেওয়া চলবে না। প্রথম ডোজের কার্যকারিতা ৭০ শতাংশ হলে ৩০ শতাংশ ঝুঁকি ফ্যাক্টর থেকেই যাচ্ছে। ভ্যাকসিন আপনাকে কোভিডাক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করলেও আপনি সংক্রমণ ছড়ানোর কারণ হবেন না এখন পর্যন্ত এই বিষয়টি নিশ্চিত নয়। অতএব, কোভিডমুক্ত এক সকালের প্রত্যাশায় ভ্যাকসিন গ্রহণের সাথে সাথে সরকারের পরবর্তী নির্দেশনা পর্যন্ত মাস্ক, সাবান আর দূরত্ব বজায় রাখার অভ্যাস চালিয়ে যাবার বিকল্প নেই।

শোয়েব সাঈদ কলামিস্ট এবং মাইক্রোবিয়াল বায়োটেক বিষয়ে মন্ট্রিয়লে বহুজাতিক কর্পোরেটে ডিরেক্টর পদে কর্মরত

করোনা চিকিৎসায় আইভারমেকটিনের কার্যকারিতা ‘আশাব্যঞ্জক’

১২ পৃষ্ঠার পর

থেকেই বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল এ বিষয়ে কাজ করা শুরু করে। আইভারমেকটিন খুব পুরনো এবং সস্তা একটি ওষুধ। আমাদের মতো দেশে এ ধরনের ওষুধ যদি আসলেই কাজে আসে তাহলে খুব উপকার হবে। সবাই এখন পর্যন্ত ভালো ফলাফলের কথা জানিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই গবেষণা চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।’

তিনি বলেন, ‘আইভারমেকটিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সহায়তা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এটি কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যয় সাশ্রয়ী সমাধান খুঁজে বের করার একটি প্রয়াস। এই গবেষণার সম্ভাবনাময় ফলাফলে আমরা আনন্দিত এবং এটি সত্যিকার অর্থেই কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও বেশি শক্তি যোগাবে এবং অনেক অকালমৃত্যু এড়াতে সাহায্য করবে।’

অনুষ্ঠানে আইসিডিডিআর,বি’র ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও নিউট্রিশন অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের সিনিয়র ডিরেক্টর ড. তাহমিদ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের মতো নিম্ন ও মাঝারি আয়ের দেশগুলোতে এই মহামারী মোকাবিলায় একটি সাশ্রয়ী ও সহজে ব্যবহারযোগ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা খুঁজে বের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে শুধু আইভারমেকটিন ব্যবহার করে আরও বড় মাপের একটি ট্রায়াল করার জন্য আমরা সহায়তা সন্ধান করছি।’

এই গবেষণায় সহায়তা করায় বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, স্বাস্থ্য অধিদফতর, ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর, বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এবং গবেষণায় অংশ নেওয়া হাসপাতালগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ড. তাহমিদ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডা. তারেক আলম, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ড. এম এ হাসনাত এবং মুগদা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক ডা. রশিদা ইয়াসমিন, ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের পরিচালক আইয়ুব হোসেন, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রাব্বুর রেজা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

‘ট্রাম্পিজম’কে হারিয়ে ‘বাইডেনিজম’ জয়ী হবে!

৪৫ পৃষ্ঠার পর

ধূলিসাৎ করেছেন। চার দশকের মধ্যে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সবচেয়ে খারাপ হয়েছে। তাইপের ওপর থেকে সব বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে চীনকে আরও উসকানি দিয়ে রেখে গেছেন ট্রাম্প। ব্রেক্সিট সমস্যা থেকে শুরু করে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ট্রাম্প একলা চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ইউরোপীয় মিত্ররাও। ইয়েমেনে হুতিদের সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন, যা নিয়ে জাতিসংঘ এবং ত্রাণ সংস্থাগুলো গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। জাতিসংঘ ত্রাণ সংস্থার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তে ইয়েমেনে মানবিক দুর্যোগ ভয়াবহ রূপ নেবে। কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করতে জো বাইডেন বিশেষভাবে ইচ্ছুক, সেই কিউবাকে হঠাৎ করে সন্ত্রাসে মদতদাতা রাষ্ট্রের তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। ইরানে এখন আল কায়দা তাদের প্রধান ঘাঁটি তৈরি করেছে এই অভিযোগ তুলে কিছু সিনিয়র ইরানি নেতা এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছেন। এমনকি আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির নিয়ন্ত্রিত কিছু প্রতিষ্ঠানকেও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। আছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও শরণার্থী সংকট। সর্বোপরি রয়েছে ভয়ানক করোনা মহামারি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও ট্রাম্পের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে করোনায় সর্বোচ্চ মৃত্যু ও আক্রান্তের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্মরণকালের ভয়াবহ অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রে। সর্বোপরি বৈশ্বিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ রয়েছে সামনে। ইতিহাসের এমন এক প্রতিকূল সময়ে জো বাইডেন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ট্রাম্পবাদকে পরাহত করে বাইডেনবাদ কতটুকু জয়ী হবে তা সময়ই বলে দিবে। তবে আশাবাদী হওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে পোড়খাওয়া মানুষ বাইডেন একজন ভালো প্রশাসক ও সংগঠক। ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মাত্র ২৯ বছর বয়সে সিনেটের নির্বাচিত হওয়ায় মার্কিন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। জয়ের পর পরই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছিলেন, ‘সামনে আমাদের কঠিন পথ, কিন্তু আমি অঙ্গীকার করছি: আমি আমেরিকার সব মানুষের প্রেসিডেন্ট হবো। কে আমাকে ভোট দিয়েছে আর কে দেয়নি, সেটা বড় কথা নয়। আপনারা আমার ওপর যে আস্থা রেখেছেন, আমি সেই ভরসার প্রতিদান দেবো।’ বাইডেন বলেছেন, ‘বিদ্বেষের বদলে ভালোবাসা, বিভাজনের বদলে ঐক্য এবং কল্পনার বদলে বিজ্ঞান- এ বোধ হোক আমাদের এগোনোর পথ।’ বাইডেন আরও বলেছেন, ‘আমেরিকার আত্মাকে ফেরাতে আমি এ নেতৃত্ব দিতে চেয়েছি। জাতির মেরুদণ্ড মধ্যবিত্তরা যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, এ জন্য আমি প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছি। আমি এ দায়িত্ব পেতে চেয়েছি যেন দেশের ভেতর নিজেদের মধ্যে ঐক্য ফেরাতে পারি, এবং একই সঙ্গে বিশ্বদরবারে আমেরিকাকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারি।’ ট্রাম্পের কাছ থেকে যে আমেরিকাকে বাইডেন পাচ্ছেন, সে আমেরিকা করোনা মহামারিতে পর্যুদস্ত, অর্থনীতি ভঙ্গুর, বেকারত্ব চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে, আর বহির্বিশ্বে প্রায় বন্ধুহীন ভয়ংকর বিরূপ ইমেজের মধ্যে আমেরিকা। জো বাইডেন তার প্রাথমিক কাজও নির্ধারণ করে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম কাজ হচ্ছে করোনা মহামারির কবল থেকে আমেরিকাকে মুক্ত করা। তার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য করোনা সংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করা। সে জন্য প্রথমেই একটি টাস্কফোর্স তৈরি করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তার দ্বিতীয় কাজ, তার মতে, ট্রাম্পের আমল ছিল আমেরিকার অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকার যুগ থেকে আমেরিকাকে আলোয় ফেরানো। আমেরিকার অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে তিনি ১০০ দিনের কর্মসূচি প্রণয়ন করেছেন। বাইডেন তার প্রতিশ্রুতি পূরণ ও সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনই প্রায় ডজনখানেক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করবেন। ট্রাম্পের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব নীতি বদলে ফেলা হয়েছিল, সেগুলো আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এসব নির্বাহী আদেশ। এরমধ্যে রয়েছে জলবায়ু চুক্তিতে ফেরা, সাত মুসলিম দেশের যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, নতুন অভিবাসন নীতির খসড়াও ঘোষণা, যা লাখো অনিবন্ধিত অভিবাসীর বৈধতা পাওয়ার পথ খুলবে ইত্যাদি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করছেন, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র দুই নীতির ক্ষেত্রেই বাইডেন হয়তো ওবামা নীতিতে ফিরে যাবেন। চীনের সঙ্গে শত্রুতার পরিবর্তে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রাধান্য দেবেন। অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে না পারলে ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে আমেরিকার নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। এমন লোকজনকে বাইডেন তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছেন যারা ‘একলা-চলা’ নীতির বদলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। আমেরিকার ক্ষত মেরামত এবং ঐক্য ও সংহতির উদ্যোগে বাইডেনবিরোধী রিপাবলিকানদের একটি অংশের সমর্থন পাবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়।

নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার
বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম
নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)

ইউনাইটেড এস্টোরিয়া হালাল লাইভ পোল্ট্রি

আমেরিকায় সর্ব প্রথম হালাল লাইভ পোল্ট্রি
একমাত্র অর্গানিক চিকেন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সবার শীর্ষে

নিউইয়র্ক সিটিতে প্রথম বাংলাদেশী মালিকানাধীন
ইউনাইটেড এস্টোরিয়া হালাল লাইভ পোল্ট্রিতে চিকেনের পাশাপাশি
জীবন্ত গরু-ছাগল-ভেড়ার গোশ্‌ত বিক্রির জাকজমকপূর্ণ প্রতিষ্ঠান

RED, GRAY or BLACK CHICKEN
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি অথবা ৩টা লেয়ার হার্ড চিকেন

এখানে সরাসরি দেখে নিজের পছন্দ মতো জীবন্ত পশু পুরো কিংবা আংশিক কেনার সুব্যবস্থা আছে
উত্তম মান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক ওজনের ১০০% নিশ্চয়তা

WE ACCEPT
FREE DELIVERY

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
(আমাদের Temporary সময়সূচী সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এ পোল্ট্রি N, Q ট্রেনের ৩৬ এভিনিউ স্টেশন এর ঠিক নীচে

36-21 31ST ST. ASTORIA, NY 11106
718-729-1445, 718-433-2160, 347-658-3986

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার!

২০ পৃষ্ঠার পর

ব্যাখ্যা দেয়া বাংলা একাডেমীর জন্য জরুরি। কারণ সাহিত্য কোন শ্রেণী বৈষম্য বা বর্ণবাদের স্থান নয়, বিষয়ও নয়। কোন লেখক বাংলা একাডেমীর কাছে ব্রাহ্মণ, কেউ নমশূদ্র, এটা কি অমানবিক নয়? কেউ যদি নূন বা গৌণ লেখক হন তাকে তো পুরস্কার দেয়ার প্রয়োজন নেই। পুরস্কার পাবেন যোগ্য লেখকরা। তাহলে এই বিচার কেন করছে আমাদের সাহিত্যের মোড়লরা?

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার যাদের দেয়া হয়েছে তারা অনেকেই প্রবাসী। ঢাকায় এদের বলা হয় 'প্রবাসী লেখক'। আর ঢাকায় যারা বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখক, তাদের কেউ কেউ বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকও হয়েছেন। এদের প্রবন্ধের মান সত্যিকার অর্থে কেমন? সব লেখা বিচারই তুলনামূলক, অন্য ভাল লেখার সঙ্গে তুলনা দিয়েই বিচার করা হয়। এই সব মহাপরিচালকদের লেখা বাংলা সাহিত্যে বড় প্রবন্ধকারদের সঙ্গে তুলনা করলে কোথায় দাঁড়ায়! দুই বঙ্গের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচারে এদের মান কেমন কেউ কি তা লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন পাঠকদের? যদিও এরা শুধু বাংলা একাডেমী পুরস্কার নয়, একুশে বা স্বাধীনতা পুরস্কার ধরনের অনেক পুরস্কারই বাগিয়ে নিয়েছেন রাজনীতিকদের তোষামোদ করে। আমাদের সাহিত্যের বিচার এতো বেশি দুর্নীতিপরায়ণ কবে থেকে হল এবং এর সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক কারণ কী তা আমাদের লেখকদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

এর আগে কবি ওমর শামস এবং কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালকে এই পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তাঁরা দুজনেই নিজেদের আত্মমর্যাদায় আঘাত মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে কাগজে এসেছে। আসলে ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কারটি প্রবাসে বসবাসরত লেখকদের সান্ত্বনা হিশেবে দিয়ে সাহিত্যের মোড়লদের লন্ডন, নিউইয়র্ক বা টরোনটোতে ভ্রমণের পথ সুগম করে কারো কারো বাড়িতে মুরগীর ঝোলের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা বা সাহিত্যসভা আয়োজকদের কল্যাণে দুয়েক সন্ধ্যা আটলান্টিক সিটিতে বিনোদন নিশ্চিত করার প্রতারণাপূর্ণ বাহানা নয়তো? কারণ ঢাকার সাহিত্যের মোড়লরা নিউইয়র্ক লন্ডনে সাহিত্য অনুষ্ঠানের পাটাতনে দাপাদাপি করতে আবার খুব ভালবাসেন। তাই সাহিত্যের যে মূল কাজ রুচি নির্মাণ, মানুষের মনকে সংস্কৃত করা, সেটা এইসব মোড়লদের একটু মনে রাখা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় এই মর্যাদাপূর্ণ বাংলা একাডেমী যেন এমন কিছু না করে, যাতে সাহিত্যের পাঠকদের মনে একাডেমীর প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়! নিউইয়র্ক

বাংলাদেশ এলো ভারতের টিকা, যা বলেছিলেন বিশিষ্টজনেরা

৫ পৃষ্ঠার পর

পরবর্তীতে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে তিনি লেখেন, আমাদের যে কোনো দেশে টিকা রপ্তানির অনুমোদন রয়েছে।

টিকা নিয়ে তারপরও চলে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা। আলোচনায় বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় কলাম লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ডা. আসিফ নজরুল তার ফেসবুকে প্রায় ৭ লাখ ২৬ হাজার অনুসারীকে লেখেন,ও বিবিসির আজকের রিপোর্ট অনুসারে ভারতের বায়োটেকের উৎপাদিত টিকা অনুমোদিত হয়েছে পিয়ার রিভিউ (ফেজ ১ ও ২) ছাড়া এবং অসম্পূর্ণ ফেস থ্রি ট্রায়ালের ভিত্তিতে। এটা তো উদ্বেগজনক! মনে হচ্ছে অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন না দিয়ে শেষে বায়োটেকের ভ্যাকসিন ভারত আমাদেরকে গছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। সরকার কি তখন শক্ত থাকবে?

যদিও তার এমন বক্তব্যের সঠিক কোন ভিত্তি ছিলো না এবং তা মিথ্যা প্রমাণ করে শেষ পর্যন্ত বায়োটেকের টিকা নয়, বরং অক্সফোর্ডের টিকাই পৌছালো বাংলাদেশে। জাতীয় দৈনিক দ্য নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবীর তার ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ভারত থেকে টিকা সময়মত নাও আসতে পারে এমন ইঙ্গিত দিয়ে লেখেন,ও ভারত আমাদের এত ভালো বন্ধু যে যখন আমাদের নদী বন্যায় প্লাবিত হয় তখন পানি পাঠায়, আর যখন আমাদের কৃষকরা পেয়াজ উৎপাদন করে তখন পেঁয়াজ পাঠায়। আর তারা আমাদের তখন করোনার ভ্যাকসিন সরবরাহে অস্বীকৃতি জানায় যখন আমরা অন্য কোন ব্যবস্থাই রাখিনি। আমাদের এমন অসাধারণ বন্ধুত্ব অচিরেই ত্যাগ করা উচিত।'

বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের কিছু অংশকে পুঁজি করে খুব দ্রুততম সময়ে ধারণা প্রসূত এমন ফেসবুক পোস্ট দিলেও ভারত থেকে অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন দেশে পৌছানোর পরও বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি এই বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও লেখক। এদিকে করোনার টিকা নিয়ে কম টিপ্পনী খেতে হয়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। গত কয়েক মাসে অনেকেই দাবি করেছেন বাংলাদেশে টিকা আনার জন্য কোনও কাজ করছেন না স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

এ বিষয়ে সাংবাদিক ও লেখক সৈয়দ বোরহান কবীর টিকা এবং টিপ্পনী শিরোনামের এক কলামে লেখেন, 'টিকা নিয়ে আসলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কী করেছেন যাতে তিনি নিশ্চিত যে ফেব্রুয়ারির শুরুতে আমরা টিকা পাব? এ মুহূর্তে সারা বিশ্বের ১০৭টি দেশে করোনার টিকা প্রদানের কার্যক্রম চলছে। এখানে একটি কথা বলে রাখি, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়নি। (জ্যোতিষীদের সব ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে কে বলেছে? দু-একটা সত্য হলেই তার পসার জমে যায়)। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বিশ্বে করোনার টিকা আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ পাবে।' কিন্তু বাংলাদেশ পাবে বলে 'আকাশের ঠিকানায় চিঠি' লিখলে তো আর করোনার টিকা বৃষ্টির অঝোর ধারার মতো ঝরবে না।'

'করোনার ভ্যাকসিন সঠিক সময়ে বাংলাদেশে পৌছাবে না' অথবা 'ভ্যাকসিন আনার বিষয়ে বর্তমান সরকার কোনও উদ্যোগই নিচ্ছে না' বলে এমন ধারণা প্রসূত মন্তব্য দেশের সুশীল সমাজের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত বলে মনে করা হচ্ছে। এ ধরনের কথা দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্ত করে বলে এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

বিদায় ভাষণে ট্রাম্প বললেন যা করার জন্য এসেছিলাম, করেছি

৮ পৃষ্ঠার পর

অনুমোদিত হয়েছে। এ বার তা সেনেটে গেছে। ট্রাম্প দায়িত্ব ছাড়ার পর সেনেট সেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবে ও ভোটাভুটি হবে। সেনেটে প্রস্তাব অনুমোদিত হলে তিনি আর কখনো প্রেসিডেন্ট পদে লড়তে পারবেন না।তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি করোনা নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেননি। তাঁর আমলে অর্থনীতি বেহাল হয়েছে। কর্মহীনদের সংখ্যা বেড়েছে। মাত্র ৩৪ শতাংশ অ্যাপ্রুভাল রেটিং নিয়ে তিনি হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিচ্ছেন। ট্রাম্প অবশ্য বলেছেন,' আমাদের কর্মসূচি দক্ষিণ বা বামপন্থী ছিল না, রিপাবলিকান অথবা ডেমোক্র্যাটও নয়, এটা ছিল দেশের ভালো করার নীতি, পুরো দেশের ভালো করা।' এপি,রয়টার্স, এএফপি

চীনকে মোকাবেলায় ট্রাম্পকে অনুসরণ করবেন বাইডেন?

৬ পৃষ্ঠার পর

আনার ব্যাপারে কোনো ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেননি বাইডেন।

বাইডেন যা ইঙ্গিত দিয়েছেন তা চীনকে মোকাবেলায় আরো বেশি বৈশ্বিক পদ্ধতি। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, বাণিজ্য, সাইবার অপরাধ, তথ্যের গোপনীয়তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে বৈশ্বিক নিয়ম বিকশিত করতে সহযোগী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সঙ্গে কাজ করবেন। তবে এটা সত্যি, একই সময়ে তিনি নিজ দলের সদস্যদের কাছ থেকে চাপের মুখে পড়বেন বেইজিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করার জন্য। এর আগে ২০১১ সালে বাইডেন ও শি জিনপিং দুজনই যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট তখন একে অপরের সঙ্গে অনেকবার বৈঠক করেছিলেন। দুটি দেশের ভালো সম্পর্কের জন্য কয়েক দশক ধরে বাইডেন কথা বলে আসছিলেন। কিন্তু গত দশকে ওয়াশিংটন ডিসির অন্যান্য নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে তার অবস্থানও কঠোর হয়েছে।

এটা এখনো স্পষ্ট না যে ট্রাম্পের নীতিগুলোর কোনটি বাইডেন বদলে দিতে যাচ্ছেন। পাশাপাশি বাইডেন এও জানেন যে যদি তিনি কোনোটি পরিবর্তন করেন, তবে তার বিরুদ্ধে চীন নিয়ে নমনীয় হওয়ার অভিযোগ আসতে পারে।

বাণিজ্য ছাড়াও বাইডেনকে অন্য যেসব সমস্যায় পড়তে হবে তাতে তাইওয়ান ইস্যুও রয়েছে। এর আগে তাইওয়ান বিষয়ে ট্রাম্পের অবস্থান বেইজিংকে ক্ষুব্ধ করেছিল, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির কাছে অস্ত্র বিক্রি বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং ৪০ বছরের মাঝে তাইপেতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে বাইডেন এখন নিজস্ব চীন নীতি পরিকল্পনা করা শুরু করেছেন। এখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনি চীনকে মোকাবেলায় ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান ধরে রাখবেন কিনা। নাকি এমন কাঠামো তৈরি করবেন যেখানে কিছু ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সহযোগিতামূলক মনোভাবও বজায় থাকবে।

বাংলাদেশের পোশাক খাতে করোনার দ্বিতীয় ধাক্কা

১০ পৃষ্ঠার পর

গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ''পোশাক খাত নতুন বাজার পাচ্ছে। নতুন ধরনের সক্ষমতাও অর্জন করেছে। তবে ভ্যাকসিনেশন কতটা সফল হয় তার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে।'' তার মতে, পোশাকের জন্য এখন অনলাইন বাজার গড়ে উঠেছে। নতুন বাজারও তৈরি হচ্ছে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় ঢেউ তেমন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে এই বিষয়ে ততটা আশ্বস্ত নন আরশাদ জামাল দিপু। এই উদ্যোক্তার মতে, ''ভ্যাকসিনেশন সফল হলে পরিস্থিতি অন্য রকম হতে পারে। কিন্তু ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ডে এটা নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। আর ভ্যাকসিনের সাইকেল আছে। ফলে পুরো কনফিডেন্স ফিরে আসতে আরো কমপক্ষে দুই মাস লেগে যাবে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে।'' দিপু জানান, তারা গত সপ্তাহে করোনা সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের প্রধান মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি জানিয়েছেন। নতুন করে প্রণোদনা চেয়েছেন। তবে সরকার নতুন প্যাকেজে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে প্রাধান্য দিচ্ছে। রবিবার সরকার কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য দুই হাজার ৭০০ কোটি টাকার নতুন দুইটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের উচ্চপদস্থদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চীনের

৬ পৃষ্ঠার পর

চীনের এই পদক্ষেপ ট্রাম্পের শাসনামলে ওয়াশিংটন এবং বেইজিংয়ের মধ্যকার বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রায়শই বৈরী সম্পর্ককেই নির্দেশ করে। বেইজিংয়ের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় সাবেক বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারোও রয়েছেন। আরো রয়েছেন সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রবার্ট ও'ব্রায়েন এবং তার সাবেক ডেপুটি ম্যাট পটিংগার; সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আলেক্স অ্যাজার এবং জাতিসংঘে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেলি ক্রাফট। ট্রাম্পের সাবেক প্রধান সহচর স্টিভ ব্যানন এবং সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টনও এই তালিকায় রয়েছেন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুযায়ী, এই ২৮ জন সাবেক কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের চীনের মূল ভূখণ্ড, হংকং এবং ম্যাকাওতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে। এছাড়া, এই ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোও চীনের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে না। আজকের এই বিবৃতি আসার আগে ট্রাম্প প্রশাসন চীনকে লক্ষ্য করে একাধিক চূড়ান্ত পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছিল। চীনা কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেষ দিনে চীনের বিরুদ্ধে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী উইঘুর মুসলিমদের গণহত্যার অভিযোগ আনেন ট্রাম্প। সূত্র: সিএনএন

বিস্কুট রপ্তানির সাফল্যে বাংলাদেশ

১০ পৃষ্ঠার পর

পারটেক্স স্টার গ্রুপের মালিকানাধীন ড্যানিশ বিস্কুটের রপ্তানি বিভাগের প্রধান দেবাশীষ সিংহ জানান, সংক্রমণের ভয়ে রেস্তোরার খাবারে মানুষের অনীহার কারণে রপ্তানিকারকরা মহামারির সময় বিশ্ব বাজারে বেশ কিছু জায়গা দখল করতে পেরেছে। তিনি বলেন, 'এই মহামারি বাংলাদেশের ড্রাই ফুড রপ্তানিকারকদের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করেছে।' সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ভারত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, নেপাল, ওমান, কাতার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিস্কুটের প্রধান ক্রেতা। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ড্রাই ফুডের ওপর মানুষের আস্থা তৈরি হওয়ায় দেশে ও বিদেশে এর চাহিদা বেড়েছে। বাংলাদেশ অটো বিস্কুট অ্যান্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় চার লাখ ৭৫ হাজার টন বিস্কুট উৎপাদন করে। সুত্রদৈনিক বণিকবার্তা

এপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ১ অথবা ২ জনের জন্য এক বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: Roy, 917-834-6648

বাসা ভাড়া হবে

ব্রুকলিনের (46 Schenck Ave, Brooklyn NY—11207) শ্যাঙ্ক এভিনিউতে আগামী জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১ম তলায় এক বেড, লিভিং, কিচেন ও বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। ভাড়া মাসিক ১৪০০ ডলার। সাথে ইউটিলিটি বিল হিসেবে থাকবে বিদ্যুৎ বিল। ২ ব্লকের ভিতর J ট্রে এবং ১ ব্লকের ভিতর Q56 বাস।
যোগাযোগ: ৯১৭-২৯২-০১০৯
৩৪৭-৯৮১-৭৬৩৬

রুম ভাড়া

ফ্লাশিং 7 train এর নিকটে। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর দুই রুম একসাথে অথবা আলাদাভাবে ভাড়া দেওয়া হবে। pre furnished Room (only family or two girl contact only)
যোগাযোগ : 1(917) 226-4141

বাড়ী ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্ষ্ট এলাকায় একটি ডুপ্লেক্স বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ করুন: 646-327-2004

বাড়ী বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে খুবই ভালো লোকেশনে ৩০-০৭, ৯৪ স্ট্রীটে সম্পুর্ণ রিনোভেট করা ২ ফ্যামিলি বাড়ী মালিক কর্তৃক বিক্রয় করা হবে। সম্পুর্ণ বেসমেন্ট এবং ড্রাইভওয়ে রয়েছে।
যোগাযোগ: 718-902-3194

লোক আবশ্যক

ম্যানহাটানে একটি রেষ্টুরেন্টে কাজের লোক আবশ্যক। যোগাযোগ : 929-242-4759

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ ভাড়া হবে। অধুমপায়ী ছাত্র অগ্রাধিকার। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: 347-858-4290

নির্বাচনে দিলীপ নাথের প্রতি বাংলাদেশীদের সমর্থন

৫২ পৃষ্ঠার পর

ডিস্ট্রিক ২৪ এলাকার বিভিন্ন স্থানে দীলিপ নাথের পোষ্টার, লিপলেট এবং তার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের প্রচার পত্র বিতরণ চলছে। ডিস্ট্রিক ২৪ থেকে ৪ জন বাংলাদেশী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরা হলেন সোমা সাইদ, মুজিবুর রহমান, মৌমিতা এবং দিলীপ নাথ।

দীলিপ নাথ প্রসঙ্গে প্রবীন রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক জ্যামাইকা এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ব্রোকার শরাফ সরকার বলেন, দীলিপ অত্যান্ত শিক্ষিত, পরিশ্রমী এবং আদর্শবান মানুষ। তার প্রতি বাংলাদেশীদের যথেষ্ট বিশ্বাস ও সমর্থন রয়েছে। তবে প্রেসমেডোর দিকে স্প্যানিশ, সাদা এবং কৃষ্ণাঙ্গরা ভোট দিলে দিলীপ নির্বাচিত হবে বলা যায়।

অপর সমাজসেবক মোঃ জহির বলেন, এখানে বাংলাদেশী একাধিক প্রার্থী থাকলেও আমরা দিলীপকে সমর্থন দেব। কারণ দীলিপ অত্যান্ত মেধাবী। তার কারণে পিএস ১৩১ স্কুলটি স্পেশাল স্কুলের মর্যাদা পেয়েছে।

এলাকার বাসিন্দা ও ভোটার আফরোজা বেগম বলেন, দিলীপ ৩ বার কমিউনিটি শিক্ষা কাউন্সিলের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নির্বাচিত হলে জ্যামাইকা মুসলিম সিনিয়র সেন্টারের পূর্ণাঙ্গ রুপ দেবেন। এ ছাড়া স্বাস্থ্য খাতকে আরো উন্নত করবেন। ফলে আমরা তাকেই ভোট দেব।

ডেমোক্র্যাট নেতা ও এক্টিভিষ্ট দিলীপ নাথ ১৬ বছর বয়সে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। রিক ২৪ এর সাবেক কাউন্সিলম্যান রবি ল্যান্সম্যান (ডি-ফ্রেশ ম্যাডোস) গভর্নর অফিসে রেটপেয়ার সুরক্ষায় বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে নতুন কাজে যোগ দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করায় আসনটি শূন্য হয়। শুন্যস্থান পুরণে দিলীপ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। এই আসনের আসন্ন বিশেষ নির্বাচনে যিনি বিজয়ী হবেন, তিনি আগামী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্বাচনে এটি দিলীপ নাথের ২য় লড়াই। এর আগে ২০০৫ সালে প্রথম নির্বাচনে তিনি জেমস গেনারোর কাছে হেরেছিলেন। দুজন আবার মুখোমুখি হচ্ছেন এবার।

আসনটি পেতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবহনড়এই তিনটি মূল বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন দিলীপ। ডিস্ট্রিক্ট ২৬ কমিউনিটি এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য ও পিটিএর সাবেক সভাপতি দিলীপ বলেন, দিনের শেষে শিশুদের শিক্ষিত করা আমার প্রথম অগ্রাধিকার।

ইউনাইটেড ফেডারেশন অফ টিচার্সের চ্যান্সেলর রিচার্ড ক্যারেঞ্জা ধারাবাহিকভাবে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেননি বলে সমালোচনা করে দিলীপ বলেন, 'চ্যান্সেলর ১.১ মিলিয়ন শিশুকে শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।' তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক পরিবর্তন বাবামায়ের জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগ তৈরি করছে। ভয়ানক এই সময়ে নতুন শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুদের সফল করতে প্রয়োজনীয় সব প্রযুক্তি দিয়ে শিক্ষার্থীদের সজ্জিত করা উচিত। দিলীপ নাথ পুরো নগরের বিশেষ করে কুইন্সে আরও বেশি বিশেষায়িত উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে তুলতে কাজ করতে চান। তিনি মনে করেন, বরোগুলোতে অতিরিক্ত বিশেষায়িত স্কুল তৈরি করলে পুরো নগরের শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি হবে।

কুইন্সে পরিবহন যানজট নিয়ে এই বাংলাদেশি মার্কিন বলেন, কুইন্সে বাস ও পাতাল রেল সীমিত। তাই যাত্রীদের গাড়ির ওপর বেশি নির্ভর করতে হয় যা যানজটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এতে দূষণও বাড়ছে। এর সমাধানে তিনি সব পাবলিক পরিবহন বিনা মূল্যে করতে চান। যানজট এড়াতে কুইন্সের বেশ কিছু অংশে বাড়তি রুটের প্রয়োজন। সুরক্ষিত বাইক লেনগুলো প্রসারিত করাও দরকার বলে তিনি মনে করেন। দিলীপ নাথ পুরো ক্যারিয়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যয় করেছেন। তিনি বলেন, 'মহামারি সময়কাল ছাড়াও আমরা স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে যথেষ্ট পরিমাণে সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ব্যবহার করছি না।'

বিলম্বিত চিকিৎসা সেবার কারণে কিংবা চিকিৎসাহীন কোভিড-১৯ রোগীদের ভাইরাসের পাশাপাশি নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই লোকজন যেন সঠিক সময়ে দ্রুত চিকিৎসা সেবা পান, সে ক্ষেত্রে তিনি টেলিহেলথ ক্লিনিকগুলোর সংখ্যা বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

স্বাস্থ্যসেবায় প্রবীণ নাগরিকদের যত্ন নেওয়াকে দিলীপ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'অনেক সিনিয়র নাগরিক একা মারা গেছেন এবং পরিবার তাদের সঙ্গে থাকতে পারেননি।'

হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের বাইরের পরিবারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য সিনিয়রদের প্রযুক্তি সরবরাহের পাশাপাশি অবসর নেওয়ার পর প্রত্যেকের জন্য এস্টেট প্ল্যানিং পরিষেবাগুলোতে অ্যাকসেস দেবেন বলে জানান নাথ। তিনি বলেন, 'আমাদের নেতৃত্বের খুব দরকার। আমাদের এমন এক নেতাকে দরকার যিনি বিষয়গুলোকে সামনে এগিয়ে নেবেন।'

এ দিকে দিলীপ নাথ কে সমর্থন দিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির একাধিক ডেমোক্রেটিক লিডার ও কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট। এরা হলেন, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর রোস্কানী ফ্রিসুউড, কমিউনিটি লিডার ও সাবেক সিটি কাউন্সিলম্যান প্রার্থী ডেবিট রিচ, প্রমিনেন্ট কুইন্স সিভিক এন্ড কমিউনিটি এডভোকেট আশোক রামসারান, এডভোকেট ফর সিনিয়রস এন্ড সাবেক সিটি কাউন্সিল পদপ্রার্থী ফ্লোরেন্স ফিসার, কুইন্সের প্রভাশালী এ্যাসেম্বম্যান ক্যাথরিন নোলেন, নারী নেত্রী এলিজাবেদ ক্রাউলিসহ একাধিক গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে দিলীপ নাথের সংসার। ১৬ বছর বয়সে আমেরিকায় এসে এখানে এমবিএ করেন। পিএইচডি করেছেন। প্রথমে এসে কষ্টের কাজ করলেও ২৫ বছর ধরে পাবলিক সেক্টরে কাজ করছেন। বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

উল্লেখ্য দিলীপ নাথ চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার ওয়াহেদ পুর ইউনিয়নে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন।

ডিস্ট্রিক ২৪ থেকে বিশেষ নির্বাচনে কাউন্সিলম্যান প্রার্থী দীলিপ নাথ। নির্বাচনে মাঠে একাধিক ডেমোক্রেট নেতার সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন।

তবে সর্বশেষ তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ইউএস কংগ্রেসম্যান টম সুউজি। তার এই সমর্থনকে অত্যান্ত ইতিবাচক হিসাবে দেখছেন দিলীপ নাথ। প্রচারণা সেল এর প্রেসবিজ্ঞপ্তি

ট্রাম্প উদার চিঠি রেখে গেছেন জানালেন বাইডেন

৫২ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান, বিদায়ী প্রেসিডেন্টরা অভিষেকের দিনেই তার পূর্বসূরিদের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে আসছেন। এসব চিঠিতে সাধারণত শুভেচ্ছা বার্তা এবং পরামর্শ লেখা থাকে। সাধারণত এসব চিঠি রাখা থাকে হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসের ডেস্কে, যাতে নতুন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করেই সেই চিঠিটা হাতে পান।

দায়িত্ব নিয়ে ওভাল অফিসে প্রবেশ করে ডেস্কে ট্রাম্পের লেখা চিঠি পেয়েছেন বলে সাংবাদিকদের জানান জো বাইডেন। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট [ট্রাম্প] খুবই উদার একটি চিঠি লিখেছেন। তবে ব্যক্তিগত হওয়ায় যতক্ষণ এ নিয়ে তার সঙ্গে কথা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি নিয়ে কোনও কিছু জানাতে পারছি না, কিন্তু এটা খুবই উদার চিঠি।'

তবে ট্রাম্পের সিনিয়র এক সহকারী সিএনএনকে জানিয়েছেন, বাইডেনকে লেখা ব্যক্তিগত নোটে দেশ এবং নতুন প্রশাসনের জন্য সফলতা কামনা করা হয়েছে। তিনি জানান, হোয়াইট হাউজে কাটানো শেষ রাতে ট্রাম্প যেসব কাজ করেছেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বাইডেনের জন্য চিঠি লেখাও রয়েছে।

উল্লেখ্য, বারাক ওবামার কাছ থেকে একই রকম চিঠি পেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই চিঠিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন ওবামা। তিনি লিখেছিলেন, প্রাত্যহিক রাজনীতির টানাপড়েনের পরও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী রাখার দায়িত্ব আমাদের, অন্তত যেমনটা পেয়েছিলাম তেমনটা রেখে যাওয়াটা জরুরি।'

বিল ক্লিনটনকেও চিঠি দিয়ে গিয়েছিলেন জর্জ এইচ.ডব্লিউ. বুশ। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনার মঙ্গল কামনা করি। আপনার পরিবারের মঙ্গল কামনা করি। আপনার সফলতা এখন আমাদের দেশের সফলতা। আপনার ভিত্তি মজবুত রাখার জোরালো চেষ্টা করেছি আমি।'

নিউইয়র্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভ্যাকসিন নিচ্ছেন অনেকে !

ও নিউইয়র্ক সিটিতে সাময়িক ভ্যাকসিন সঙ্কট দেখা দিলেও আগামী সপ্তাহের শুরুতে তা স্বাভাবিক হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন গভর্নর কুওমো ও মেয়র ব্লাজিও। নিউইয়র্ক হেলথ ডিপার্টম্যান্ট থেকে তিন পৃষ্ঠার যে 'কোয়ালিফাই পেপার' ওয়েবসাইটে দেয়া আছে- তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কারা ভ্যাকসিন পেতে পারেন।এটাও বলা আছে, সিটির পেনাল কোড মেনে আপনি যদি কোয়ালিফাইড হন-তাহলে প্রসিড করুন।

কিন্তু কেউ কেউ বিধিমালার তোয়াক্কা না করে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে ভ্যাকসিনের এপয়েন্টেমন্ট নিচ্ছেন যা মূলত: আইনি অপরাধ। এ বিষয়ে ভ্যাকসিন গ্রহিতা একজনকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি জানান- যে কেন্দ্র ভ্যাকসিন আমাদের দিয়েছে তাদের দোষ! কারণ তারা যাচাই বাছাই করে নাই কেন? বিষয়টি কিন্তু সেরকম নয়। এই বিষয়ে একজন আইনজীবি বলেন, সিটির ফরমে সবকিছু স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আপনি তা মেনেই রেজিস্ট্রেশন 'ফার্দার প্রসিড' করেছেন। বাই দ্যা ল' আপনি শপথ করে বলছেন, আপনি মিথ্যা বলছেন না।

কিন্তু আসলে আপনি মিথ্যা বলছেন। এই অপরাধ আপনি করছেন। সিটি আপনার কথা বিশ্বাস করেছে। আপনি মিথ্যা বলবেন কেন? এই প্যানডেমিক কালে লাখ লাখ রেজিস্ট্রেশন যাচাই করার সময় কোথায় সিটির?

ভুক্তভোগী অনেকেই বলছেন, আনকোয়ালিফাইড অনেকে ভ্যাকসিন নেয়ার কারণে অনেক যোগ্য সিনিয়ররা ভ্যাকসিন পাননি। এখন সিটিতে ভ্যাকসিন সংকট দেখা দিয়েছে। যা খুবই অনৈতিক ও গর্হিত কাজ। এদিকে নতুন প্রশাসন খুব দ্রুত এই ভ্যাকসিন সমস্যা সমাধানে কাজ করছে বলে জানিয়েছে। আগামী দুসপ্তাহের মধ্যেই নিউইয়র্কে ভ্যাকসিন সংকট কাটিয়ে উঠাযাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

"No City Council candidate has done more for our communities than...

Dilip Nath

FROM STRENGTHENING SCHOOLS

TO DELIVERING COVID RELIEF

Dilip doesn't just know what Queens families need—he knows how to get it from City Hall."

– Elizabeth Crowley
Former Councilmember | Lifetime Queens Resident

Pragmatic Leadership
Community Perspective

OUR COMMUNITY'S ELECTED LEADERS
ENDORSE DILIP NATH:

CONGRESSMAN
Tom Suozzi

STATE SENATOR
Roxanne Persaud

ASSEMBLYWOMAN
Cathy Nolan

FORMER COUNCILMEMBER
Elizabeth Crowley

AS OUR CITY COUNCILMEMBER, DILIP WILL WORK TO:

- Fully fund public schools, invest in classroom technology, and advocate for the construction of a new specialized high school in Queens
- Reduce the tax burden on Queens families and businesses
- Make housing more affordable for our seniors and working families
- Invest in 21st-century healthcare, build new hospitals, and provide better access to services
- Rebuild our infrastructure by paving roads and rethinking traffic patterns
- Keep our streets safe, fund our local precincts, and prioritize training officers to deescalate violence

21st-Century Leadership for Queens
VOTE DILIP NATH
for City Council by TUESDAY, FEBRUARY 2
EARLY VOTING: JANUARY 23-31

YOUR VOICE MATTERS

Paid for by Nath For New York

হাসান ফেরদৌস বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার-২০২০' এর জন্য মনোনীত

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের বিশিষ্ট কলামিষ্ট, লেখক, প্রাবন্ধিক, সুবক্তা ও আলোচক হাসান ফেরদৌস ঢাকাস্থ বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত দ্বি-বার্ষিক 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার-২০২০' এর জন্য মনোনীত হয়েছেন। বাংলা একাডেমির পরিচালক (জনসংযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ বিভাগ) অপরেশ কুমার ব্যানার্জী প্রেরীত মঙ্গলবার (১৯ জানুয়ারী) সকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা-২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার লেখকের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

লেখক হাসান ফেরদৌস ১৯৮৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা, বসবাস নিউইয়র্ক। কাজ করছেন জাতিসংঘের সদর দপ্তরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়েছেন, স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ইউক্রেনের কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ঢাকায় সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন দৈনিক সংবাদ, ঢাকা কুরিয়ার ও সচিত্র সন্ধানী পত্রিকায়। কলাম লিখেছেন বাংলাদেশ টাইমস, বাংলাদেশ টুডে, সানডে স্টার, ভোরের কাগজ ও প্রথম আলো পত্রিকায়। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত ইংরেজি মাসিক ভয়েস অব বাংলাদেশ সম্পাদনা করেছেন কয়েক বছর।

নিউইয়র্ক প্রবাসী মননশীল লেখক হাসান ফেরদৌস দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। তিনি ঢাকার জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি এবং কলামিস্ট। তার লেখা বইগুলোর মধ্যে রয়েছে- নান্দনিক নৈতিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৭১: বন্ধুর মুখ শত্রুর ছায়া, যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ, নক্ষত্র পুত্র, ছয় জাদুকর, নিউইয়র্কের খেরোখাতা, 'রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি ও দুই হ্যারিয়েট', একাত্তর, যেখান থেকে শুরু, দৃশ্য কাব্য, অনেক কথা অল্পকথায়, 'নাগরিক সময় ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা', অন্য সময় অন্য পৃথিবী, মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত বন্ধুরা, 'পিকাসোর তিন রমণী: গার্টরুর্ড স্টাইল, মারি-তেরেস ও জেনেভিয়েভ', বৃষ্টি প্রভৃতি। এছাড়াও বিদেশি কবিতার অনুবাদ-সংকলন বৃষ্টিকে নিয়ে রূপকথা এবং ছোটদের জন্য অনুবাদগ্রন্থ নক্ষত্র-পুত্র।

লেখক হাসান ফেরদৌস বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার-২০২০' এর জন্য মনোনীত প্রবাসের বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন মহল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিভন্দন জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে রয়েছেন: সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সিনিয়র সাংবাদিক হাবিবুর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক ড. সিদ্দিকুর রহমান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল প্রমুখ। এছাড়াও হককথা'র পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখক হাসান ফেরদৌস-এর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন সম্পাদক সালাহউদ্দিন আহমেদ ।

করোনার টিকা নিতে পেরে বিশ্বব্যাপী বাঙালিরা খুশি

৫২ পৃষ্ঠার পর

অন্যরকম একটি খবর জানালেন, লন্ডনে বয়স্কদের কেউ কেউ টিকা দিতে রাজি না হওয়ায় সে মহামূল্যবান টিকাগুলোকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে সেখানকার আগ্রহী বাঙালি শিক্ষার্থীদের শরীরে পুশ করা হয়েছে।

টিকা মাইনাস ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা মাইনাস ১১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রাখতে হয়। সেভাবে রাখা হলেও নাকি ভ্যাকসিন পাঁচদিনের মতো কার্যকর থাকে।

কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে মহামূল্যবান ভ্যাকসিন নষ্ট করা কি ঠিক? আমি বলব প্রবীণদের ফিরিয়ে দেওয়া টিকা যে কয়েকজন শিক্ষার্থী পেয়েছে তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। আসলে কিছুদিন আগে কেউ একজন আমাকে একটি ছোট্ট মজার ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছিল, তাতে অল্প বয়সি এক ছেলের ভ্যাকসিন পেতে নাকি প্রায় সাড়ে তিন বছর সময় লেগে যাবে! একারণে অবশ্যই ওই শিক্ষার্থীরা মহাভাগ্যবান! ফিরে যাই আবার অ্যামেরিকায়, ডালাসের বাসিন্দা ৬৭ বয়সি জাহেদ হোসেন। টিকা নেওয়ার তিন দিন পরে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সাথে জ্বর, ডায়রিয়া এবং বমি। তবে টিকার সাথে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়নি।

অ্যামেরিকায় টিকা নেওয়ার পরে করোনায় আক্রান্ত হওয়া জাহেদ হোসেনের মতো একটি ঘটনা লন্ডনেও ঘটেছে বলে জানান, ডাক্তার পিয়ালও। লন্ডনে তারই পরিচিত একজন বাঙালি ভ্যাকসিন নেওয়ার ঠিক ১০ দিন পরই কোভিডে আক্রান্ত হন। ডাক্তাদের মতে, করোনার জীবাণু তার শরীরে আগে থেকেই ছিলো বলেই নাকি পরে তা বেরিয়ে এসেছে ।

এদিকে বন শহরের বাসিন্দা বন্যা ফেরদৌস তার টিকা নেওয়ার ছবি শেয়ার করেছেন ফেসবুকে। জার্মানিতেডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়া ৮০ এর বেশি বয়সিদের টিকা দেওয়া হচ্ছে, বন্যা অবশ্যই এর ব্যতিক্রম। একটি নার্সিং হোমে কাজ করার সুবাদেই টিকা নেওয়ার সুযোগটি তিনি পেয়েছেন। আমার জানা মতে আশির ওপরে বয়স এমন বাঙালি এখনও জার্মানিতে তেমন নেই বললেই চলে। আমার পরিচিত দক্ষিণ জার্মানির এরলাঙ্গেন শহরের সিমেন্স কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত ইনিজনিয়ার ৮৫ বছর বয়সি আবদুল ওয়াহেদ টিকা নেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। অনেকের মতো তাঁর নাম ওয়েটিং লিস্টে রয়েছে, যে কোনো সময় ডাক আসতে পারে বলে তিনি জানালেন টেলিফোনে।

তবে টিকা নেওয়ার ব্যাপারে বাঙালিদের মধ্যে যতটা উচ্ছ্বাস আর আগ্রহ দেখা যায় এদেশিদের মধ্যে কিন্তু তেমনটা লক্ষ্য করিনা বরং এর উল্টোটাই মনে হয়। সুত্র ডয়চে ভেলে

নিউইয়র্কের কুইন্স বরো হলে ডনোভান রিচার্ডস: নতুন পথের পাথেয়!

শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ): মার্কিন লুথার কিং পৃথিবী থেকে দাস প্রথা, সাদা আর কালো বর্ণ বৈষম্যের সংগ্রাম করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম দাস ব্যবসায়ীগণ আজো তাদের শিকড় রেখে গিয়েছেন। কিন্তু ডঃ মার্টিন লুথার কিং গণ জন্ম নিয়েছেন অনেক ঘরে। ১৯২৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী জর্জিয়ার আটলানটায় জন্ম নিয়েছিলেন এই জ্যোতিময় সিংহ পুরুষ। যার হৃদয়ে ছিল ভালবাসা, সাম্য, সমতা, একতা ও মানবতার কথা, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন আকাশের উদারতার দীপ্তীময় স্ফুলতা যে মহাকাশের উদারতায় পৃথিবী উদীয়মান হয় যে আকাশের উদারতা লইয়া পৃথিবী ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে ফুলের সুগন্ধ ছড়ায় মানব কুল হয় যুতিময়। সে আকাশের পানে চেয়ে তার গান ছিল এসো বর্ণ বৈষম্যের হিংস্রতাকে বাদ দিয়ে শান্তির পথে এসো। কালো আর ধলা বাহিরে কেবল ভিতরে সবারই সমান বাঙ্গা। তিনি হলেন আগামীদের সমস্ত পৃথিবীর শিশুদের মধ্যে থাকবে সমান অধিকার, জর্জিয়া হতে নিউইয়র্ক তথা সমস্ত পৃথিবী। ১৯৬৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি দুজনই আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হন। আমরা আজো বর্ণবৈষম্য ও দাস প্রথার স্বীকার, সাম্প্রতিক আমেরিকান গণতন্ত্র ও ক্যাপিট্যাল হিলের ন্যাঙ্কর জনক ঘটনা তার নিকৃষ্ট উদাহারন।

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক, নিউইয়র্কের কুইন্স বরো হলের মধ্যে কোন এশিয়ান আমেরিকান আমলা আছে বলে আমার জানা নেই। আর যদিও থেকে থাকে বা এখন আমলা তন্ত্রের শিকড়ে বাধা যখনই ভোটের সময় হয় তখন দেখা যায় ফান্ড রাইজিং ডিনার এবং ফটোসেশন, ক্ষমতায় থেকে আজ পর্যন্ত কোন বাঙালীকে বরো চাকুরী দেয়া হয়নি। এমনকি কম্যুনিটি বোর্ডের মেম্বার করতে গিয়ে সেখানেও দেখা গেছে বর্ণ বৈষম্য। জনাব ডনোভ্যান রিচার্ড এই প্রথম বর্ণ বৈষম্য দূর করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করার সুযোগ করে দিলেন, মনে হয় আরেক মার্টিন লুথার কিং এর উদয় হলো। ধন্যবাদ জনাব, ডনোভান রিচার্ডস আপনার কর্মের দীপ্তী নতুন পথের পাথেয় হয়ে থাকুক। আমরা চাই সকল জাতীয় সংমিশ্রনে কুইন্স বরো হল আলোকিত হউক দূর হয়ে যাক আমলাতন্ত্র এবং বণ্য বৈষম্য। মূল্যায়িত হউক সকল প্রতিভা এবং মানবাধিকার।

করোনায় প্রাণ হারালেন ডা. মেসের আহমেদ

নিউইয়র্ক: কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক এবং বাংলাদেশ ডেন্টাল এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সভাপতি ডা. মেসের আহমেদ (ডিডিএস, পিএইচডি) আর নেই। সোমবার (১৮ জানুয়ারী) রাতে নর্থশোর হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনি এই হাসপাতালেই চকিৎসাধীন ছিলেন। তার বয়স হয়েছিলো ৬৪ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র এবং দুই কন্যা সহ বহু আত্নীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, বরিশাল জেলার মেহেনদীগঞ্জ উপজেলার চানপুর গ্রামের সন্তান ডা. মেসের আহমেদ ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে ডিগ্রী নেয়ার পর রাশিয়ার থার্ড ডেন্টাল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচপি ডিগ্রী নেন। রাশিয়ায় লেখাপড়া শেষ করে আশির দশকের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্র আগমন করেন। তিনি নিউইয়র্কে বসবাস করতেন এবং জ্যাকসন হাইটসের ৭৫ স্ট্রিটে প্রাকটিস শুরু করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ডা. মেসের আহমেদ সংস্কৃতিমনা ছিলেন। তার গানের সিডিও প্রকাশিত হয়েছে। নিউইয়র্কের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন সুর ও ছন্দ সহ বিভিন্ন সংগঠনের পৃষ্টপোষকও ছিলেন। তিনি নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া ও জ্যাকসন হাইটসে বসবাস করার পর লং আইল্যান্ডে বাড়ী ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

"পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশের রয়েছে পূর্ণ ও অটল প্রতিশ্রুতি" -রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

নিউইয়র্ক:পারমানবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি কার্যকরের ঐতিহাসিক মুহূর্তে জাতিসংঘের বেশকিছু সদস্যরাষ্ট্র আয়োজিত উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশের পূর্ণ ও অটল প্রতিশ্রুতি পূর্ণব্যক্ত করলেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (টিপিএনডব্লিউ) কার্যকর হওয়ার ঐতিহাসিক মূহুর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে ২২জানুয়ারি নিউইয়র্ক, জেনেভা এবং ভিয়েনায় একযোগে আয়োজিত ভার্চুয়াল ইভেন্টে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিল বাংলাদেশ। জাতিসংঘে আয়োজিত স্মরণীয় এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। বিশ্বকে পারমাণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করার জন্য ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, প্রদত্ত বক্তব্য তা উদ্ধৃত করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রতি অবিচল থাকা বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি যারফলে এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রথম ৫০টি দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ের অন্যতম একজন প্রবক্তা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অব্যাহত আহ্বানকে ধারণ করে বাংলাদেশ ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশন চলাকালীন ২০১৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর চুক্তিটি অনুসমর্থন করে বাংলাদেশ।

পারমাণবিক অস্ত্রের অমানবিক ও বিধ্বংসী পরিণতির কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা যেসকল রাষ্ট্র এখনও এই চুক্তি স্বাক্ষর করেননি তাদের স্বাক্ষর করার আহ্বান জানান যাতে এর সার্বজনীন প্রয়োগের বাস্তবায়ন অর্জন করা সম্ভব হয়। পারমাণবিক প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার' বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানকে উদ্বৃত করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, পারমানবিক প্রযুক্তির গবেষণায় আরও বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। তিনি শান্তিপূর্ণ ও পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত বিশ্বের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে অব্যাহতভাবে বৈশ্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ারও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বৈশ্বিক এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সর্বদাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

পারমানবিক অস্ত্রের মানবিক প্রভাব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অবদান সৃষ্টিকারী জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির পারমানবিক বোমার আঘাত নিয়ে বেঁচে থাকা ব্যক্তিবর্গ (হিবাকুশাস) সহ যে সকল কর্মী সুদীর্ঘ এই সময় ধরে পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তার শিকার এবং এর ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকা সকল মানুষের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তি (টিপিএনডব্লিউ) স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর জন্য পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার, বিকাশ, পরীক্ষা, উৎপাদন, মজুদকরণ, কেন্দ্র স্থাপন, স্থানান্তর, এবং হুমকি প্রদান নিষিদ্ধ করতে এটিই হচ্ছে প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি। চুক্তিটি এ পর্যন্ত ৮৬টি দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং ৫১টি দেশ অনুসমর্থন করেছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে ২০২০ সালের ২৪ অক্টোবর ৫০তম অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে হন্ডুরাসের দলিলাদি জমা দেওয়ার ৯০ দিন পর আজ ২২ জানুয়ারি ২০২১ থেকে চুক্তিটি কার্যকর হল।

আজকের এই অনুষ্ঠানটি অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল, কোস্টারিকা, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা ও থাইল্যান্ড এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যের মধ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন টু অ্যবলিস নিউক্লিয়াস উইপন এর প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন। জাতিসংঘ মহাসচির অনুষ্ঠানটি উপলক্ষে একটি ভিডিও বক্তব্য প্রদান করেন। প্রেস রিলিজ

গত ১৯ শে জানুয়ারী২০২১ নিউইয়র্কে "মিট প্রকৌশলী ইসরাক হোসেন অনুষ্ঠানে সাদেক হোসেন খোকা স্মৃতি সংসদ যুক্তরাষ্ট্র এর পক্ষ থেকে প্রকৌশলী ইসরাককে লীডারশিপ এওয়ার্ড এর ক্রেস্ট দিয়ে বরন করা হয়

নিউইয়র্কে প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন সম্বর্ধিত

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)র কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য, তরুণ এবং উদীয়মান রাজনীতিবিদ, ঢাকা দক্ষিনের জনতার মেয়র খ্যাত জননেতা, অবিভক্ত ঢাকার সাবেক মেয়র মরহুম সাদেক হোসেন খোকার সুযোগ্য সন্তান প্রকৌশলী ইসরাক হোসেন এর যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষ্যে সাদেক হোসেন খোকা স্মৃতি সংসদ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে ১৯শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭ টায় নিউইয়র্কে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

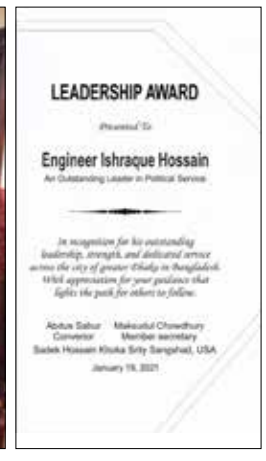

আয়োজক সংগঠনের আহবায়ক, সাবেক ছাত্রনেতা ও যুক্তরাষ্ট্র বি এন পি নেতা আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সদস্য সচীব, যুক্তরাষ্ট্র সেচ্ছাসেবক দলের সাধারন সম্পাদক ও সাবেক ছাত্র নেতা মাকসুদুল হক চৌধুরীর সন্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষন প্রকৌশলী ইসরাক হোসেন ছাড়াও আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারফ হোসেন সবুজ কানাডা বিএনপির সভাপতি ফয়সাল চৌধুরী, জর্জিয়া বিএনপির সভাপতি নাহিদুল খান, মিশিগান বিএনপির দেওয়ান আকমল চৌধুরী, শিকাগো বিএনপির সভাপতি শাহ মোজাম্মেল, প্যানসেলভেনিয়া বিএনপির সভাপতি শাহ ফরিদ, নিউজার্সী (নর্থ) বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী, ফ্লোরিডা বিএনপির আহবায়ক এমরানুল হক চাকলাদার, কানেক্টিকাট বিএনপির আহবায়ক তাওফিকুল আম্বিয়া টিপু, নিউ ইংল্যান্ড বিএনপির প্রধান উপদেস্টা নুরুজ্জামান, মিশিগান বিএনপির সাধারন সম্পাদক সেলিম আহমেদ, যুক্তরাস্ট্র বিএনপি নেতা ওমর ফারুক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোশারফ হোসেন সবুজ, সাদেক হোসেন খোকার জামাতা ও সাবেক ছাত্রনেতা ড. ইফতেখার আহমেদ বিজয়, যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক এম এ বাতিন, যুক্তরাজ্য সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন, যুক্তরাষ্ট্র যুবদল সহ সভাপতি আতিকুল হক আহাদ, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস সভাপতি আবু তাহের ও সাধারন সম্পাদক কাউসার আহমেদ, আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা তারিক চৌধুরী দিপু ও যুগ্ম সচীব বদিউল আলম, যুক্তরাজ্য বি এন পি নেতা সফিকুল আলম রিবলু, যুবনেতা আহসান উল্লাহ মামুন, জর্জিয়া বিএনপি নেতা মাহবুব আহমেদ, নিউইয়র্ক সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আহমেদ সালেহ রুমেল, সাধারন সম্পাদক মো নাসিরউদ্দীন, জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউ এসএ এর সভাপতি নাসিম আহমেদ, সাধারন সম্পাদক মোতাহের হোসেন, নিউইয়র্ক স্টেট সেচ্ছা সেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক বাদল মির্জা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী ইশরাক হোসেনকে ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মাননা জানান আয়োজক সংগঠনের যুগ্ম সচীব মো বদিউল আলম ও নিউইয়র্ক সেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক বাদল মির্জা।

সভাপতির বক্তব্য জনাব আবদুস সবুর সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে সাদেক হোসেন খোকা স্মৃতি সংসদ , ইউএসএ এর সাথে সবাইকে থাকার আহবান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নতুন নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত: ডঃ আবু এম জাফরউল্লাহ- প্রেসিডেন্ট, মোহাম্মদ এ. হাকিম - সেক্রেটারী

৫২ পৃষ্ঠার পর

কার্যকলাপ লুকানোর জন্য গত বিশ বছরে কোনদিন ট্যাক্স ফাইল করেনি, এমনকি অন্যদেরকেও করতে দেয়নি। গত বিশ বছরে কোনদিন অডিট করেনি, এমনকি অন্যদেরকেও করতে দেয়নি। নিজের কার্যকলাপ লুকানো ও চুরি কার্যক্রম চালু রাখার জন্য মসজিদের নামে ভূয়া ব্যাংক একাউন্ট ও ভূয়া ওয়েবসাইট চালু করে। মসজিদের জন্য নতুন প্রপার্টি ক্রয় করতে গিয়ে ভুয়া এপ্রেইজালের মাধ্যমে বাড়ির দাম পাঁচ লক্ষ ডলার বেশি দেখিয়েও অর্থ অর্থ আত্মসাৎ করে। আবার মসজিদের জন্য লোন করানোর ফাঁদ পেতে দেড় লক্ষ ডলার হাতিয়ে নেয়। এসব মুখোশধারী লোকজনদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সোসাইটির অর্ধশিক্ষিত ও অর্বাচীন ধরণের দু'জন কর্মকর্তা, মুসলিম উম্মাহর কিছু অনুসারী এবং সাথে রয়েছে কমিউনিটির আরো কিছু লোকজন যারা মসজিদের চুরি করা অর্থ খরচ করে হজ্জ করতেও গিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

উপরোক্ত দুর্নীতি বন্ধ করার লক্ষ্যে গত আগস্ট ২০২০ সালে ড: আবু জাফরউল্লাহ ও মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, উক্ত দুই কর্মকর্তা আইনের আশ্রয় নেয়। তাদেরকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে মুখোশধারীরা সুপ্রিম কোর্টে ভূয়া মামলা রুজু করে; তিন তিনবার অর্ডার টু শো-কজ ফাইল করে। কিন্তু প্রতিবারেই তাদের উদ্দেশ্যেকে প্রতিহত করা হয়। আইনী পন্থায় এসব মুখোশধারীদেরকে বরখাস্ত সহ তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

ড: জাফরউল্লাহ ফেডারেল ও স্টেট আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পুরানো সংবিধানটিকে আইনানুগ ও একই মসজিদের একাধিক কর্পোরেশনগুলোকে একত্রীকরণের লক্ষ্যে কম্যুনিটির সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান লিগ্যাল নেটওয়ার্কের স্মরনাপন্ন হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল জেকব মিল্টনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নতুন সংবিধান প্রনয়ন সহ সকল আইনী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে বিশ বছরের পুরানো এই মসজিদটির ইতিহাসে প্রথমবারের মত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচজন নির্বাচন কমিশনারের তত্তাবধানে প্রত্যক্ষ ভোটে নিম্নোক্ত নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়:

১. প্রেসিডেন্ট: ডঃ আবু এম জাফরউল্লাহ, ২. ভাইস প্রেসিডেন্টঃ আবু এম জামান ৩. সেক্রেটারী: মোহাম্মদ এ হাকিম, ৪. অর্গানাইজিং সেক্রেটারী: মোহাম্মদ এ মান্নান ৫. ট্রেজারার: নজরুল ইসলাম ৬. সহ: ট্রেজারার: সৈয়দ ফরমাণুর রেজা ৭. নির্বাহী সদস্য: আত্তার এম. মির্জা, মোহাম্মদ কুদরত উল্লাহ, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, হেলাল উদ্দিন ভূইয়াঁ, এম. ইব্রাহীম কে. উল্লাহ। ভবিষ্যতে সহ: সেক্রেটারি এবং একজন নির্বাহী সদস্যের নাম প্রকাশ করা হবে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

অভিনন্দন বাইডেন - হ্যারিস সরকার

৫২ পৃষ্ঠার পর

জন্য এই গুরু দায়িত্বগ্রহণ করলেন ৭৮ বছর বয়সী জো বাইডেন। এর আগে ওবামার উপ রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২০০৮-২০১৬ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। কিন্তু এবার চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। কোভিডের লড়াই তো আছেই, সামলাতে হবে দুর্বল হয়ে পড়া অর্থনীতিকে। আমি বিশ্বাস করি, তিনি (বাইডেন) যুক্তরাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং কার্যকরী দিক নির্দেশনা দেবেন।' ট্রাম্প আমলে কলেবরে বেড়েছে বিশ্বে চিনের শক্তি। একই সঙ্গে আছে রাশিয়ার রক্তচক্ষু। এছাড়াও ট্রাম্পের জমানায় সারা বিশ্বেই কমেছে মার্কিন প্রভাব। একের পর এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমেরিকাকে হাসির খোরাক করে তুলেছিলেন ট্রাম্প। এই সবকে সামলে এগোতে হবে জো-কে।

এদিকে প্রথমবার কোনও ভারতীয় ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত উপরাষ্ট্রপতি হলেন। এই প্রথমবার কোনও নারী হলেন উপ রাষ্ট্রপতি। ফলে দুই হাত উপুড় করে মহিলারা, কৃষ্ণাঙ্গরা ও এশিয়ানরা ভোট দিয়েছেন ডেমোক্র্যাটদের। আজ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তেও তাঁরমা-র কথা স্মরণ করেছেন কমলা। সব ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে যেদিন তামিলনাড়ু থেকে আমেরিকা যান শ্যামলা গোপালন, সেদিন তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তাঁর মেয়ে একদিন ইতিহাস গড়বে। সেই জন্যই হয়তো ল্যান্ড অফ ড্রিমস বলা হয় আমেরিকাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন শপথ গ্রহণ করার আগেই মুসলমানদের জন্য স্বস্তির

খবর আসতে শুরু করেছে। ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসে 'নো ব্যান অ্যাক্ট' নামের আইন প্রস্তাব পাস হয়েছে। মুসলমান প্রধান ১৩টি দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে জো বাইডেনের ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই, বিলটি আইনে পরিণত হলে ধর্মীয় কারণেকোনো ভবিষ্যৎ মার্কিন প্রেসিডেন্টও অভিবাসন নিয়ে বৈষম্য করতে পারবেন না বলে বলা হচ্ছে।

আমেরিকার ইতিহাসে আজ তাই স্মরনীয় একটি দিন! বাইডেন-হ্যারিসের সরকার অভিবাসন, স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই আশার আলো জ্বালাবেন এবং সে আলোয় আরো সুসংহত হবে এদেশে বাংলাদেশী - আমেরিকা মুসলিম কমিউনিটি, সেপ্রত্যাশা রইলো আসেফ বারী, সিইও, বারী হোম কেয়ার

আমি বাংলাদেশী ভাইবোনদের সাহায্য চাই - দীপ্তি শর্মা

৫২ পৃষ্ঠার পর

কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়ে এলাকাবাসীর উন্নয়নে সদা নিয়োজিত থাকতে চাই। মুলত: জ্যামাইকা এলাকার নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ এর কাউন্সিলম্যান রবি ল্যান্সম্যান অন্য চাকুরী পেয়ে পদত্যাগ করায় আসনটি শুন্য হয়ে যায়। সেই আসনের বাকি মেয়াদ (২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) পুর্ন করার নিমিত্ত বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। উক্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দীপ্তি শর্মা। ভারতীয় বাবা-মা-র আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ৩৪ বছর বয়সী দীপ্তি বড় হয়েছেন কুইন্সে। স্কুল জীবন থেকেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামুলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত দীপ্তি খুব সহজেই মিশে যেতে পারেন সবাইর সাথে। গত ১০ মাস ধরে দীপ্তি ব্যস্ত থেকেছেন ত্রাণ বিশেষ করে এলাকায় খাবার সরবরাহের সেবামূলক কাজে। জেনেছেন অনেকের কষ্টের কথা, জীবন সংগ্রামের কথা যাদের বেশীরভাগই ইমিগ্র্যান্ট কম্যুনিটির মানুষ। সম্পুর্ন অচেনা, অজানা একটি পরিবেশে এসে জীবন সচল রাখার সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন খুব নিকট থেকে। অনেক সুযোগ সুবিধার কথা জানা নেই অনেকের। দীপ্তি মনে করেন তথ্য অর্থাৎ ইনফরমেশন আমাদের পাওয়ারফুল করে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সেবার ধরন ও মাত্রা আরো বাড়ানো যায়। নির্বাচিত হলে দীপ্তি সেই কাজগুলি করতে চান সবকিছুর আগে। এলাকার ব্যবসার উন্নয়নে আরো অধিক ক্ষুদ্র লোন, সহজ ক্রেডিট এবং সর্বোপরি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করার যে পেপারওয়ার্ক জটিলতার শিকার হয়ে অনেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবসা করার আগ্রহই হারিয়ে ফেলেন, তার অবসান ঘটাতে সর্বশক্তি নিয়োগের প্রত্যয় ব্যক্ত করে দীপ্তি বলেন, আমি বাংলাদশী কম্যুনিটর শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ভালোভাবে জানি। তারা অত্যন্ত রিসোর্সফুল একিট কম্যুনিটি, জ্যামাইকা তথা নিউইয়র্ক সিটির উন্নয়নে তারা গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখছে। আমিও তাদের অংশ হতে চাই, সহযাত্রী হতে চাই, আবেগঘন কণ্ঠে বলছিলেন দীপ্তি শর্মা।

করোনাভাইরাসে মৃত্যুবরণকারীদের স্মরণে বাংলাদেশী-আমেরিকান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক সোসাইটি ইউএসএর বিশেষ প্রার্থনা

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী-আমেরিকান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক সোসাইটি ইউএসএ ইনক-ব্যান্ডস করোনাভাইরাসে মৃত্যুবরণকারীদের স্মরণে ও নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেননের অভিষেক উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছে। এ উপলক্ষে ব্রঙ্কসের স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় গত ১৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে সংগঠনটি।

ব্যান্ডস-এর সভাপতি সোলায়মান আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. শামীম মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রেট এলায়েন্স ডেমোক্রেটিক সোসাইটির সভাপতি ৮৬ ডিস্টিক লিডার, সিটি কাউন্সিল মেম্বার প্রার্থী ইউডেক্কা টাপিয়া। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্যান্ডস-এর সহ সভাপতি রফিকুল ইসলাম, শেখ আল মামুন, কফিল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোঃ শামীম আহমেদ, সিটি কাউন্সিল মেম্বার পদপ্রার্থী মির্জা মামুন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মোঃ বক্কর মিয়া ও গিয়াস উদ্দিন আহমেদ। দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া।

উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট জো-বাইডেনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগের দিন ১৯শে জানুয়ারি কিকেল সাড়ে ৫টায় কোভিড-১৯ এ মৃত্যুবরণকারীদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল পার্কে বিশেষ লাইটিং ও মোমবাতি জ্বালিয়ে চার্চে ঘন্টা ধ্বনি বাজানোর মাধ্যমে স্মরণীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় মূলধারার সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক সোসাইটি ইউএসএ ইনক্ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।-ইউএসএনিউজ

বাংলাদেশী'স ফর বাইডেন-হ্যারিস ইন ব্রঙ্কস'এর আয়োজনে আনন্দ সমাবেশ

নিউইয়র্ক:নজীরবিহীন নানা নাটকীয়তার পর জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে গত ২০ জানুয়ারী বুধবার শপথগ্রহণ করলেন ৭৮ বছর বয়সী জো বাইডেন।

তার সঙ্গে শপথ নিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। প্রথম নারী, প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী এবং দক্ষিণ এশীয় হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তিনি। মিথ্যাকে রীতিমতো শিল্পে পরিণত করে বিরল নজির স্থাপন করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মিথ্যা দিয়ে তিনি তাঁর প্রেসিডেন্সি শুরু করেছিলেন। এর ধারাবাহিকতা টানা চার বছর বজায় রেখে যথারীতি মিথ্যা দিয়েই ক্ষমতা ছাড়লেন তিনি আজ।

দিনটা ছিলো ইতিহাসে স্মরনীয়।স্মরণীয় এই দিনটাকে আরো স্মরনীয় করে রাখতে-"বাংলাদেশী'স ফর বাইডেন-হ্যারিস ইন ব্রঙ্কস"এর উদ্যোগে আজ ২০ জানুয়ারী সন্ধ্যায় সীমিত পরিসরে,সোস্যাল ডিসট্যান্স বজায় রেখে আয়োজন করা হয়েছিলো এক আনন্দ সমাবেশ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে প্রেসিডন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সুস্বাস্হ এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেন।জাতিগত বিভেদ, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া করোনা পরিস্থিতি, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, নজিরবিহীন বেকারত্ব আর বিশ্বরাজনীতি থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এক যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে আগামী চার বছর পথ চলতে হবে বাইডেনকে। তার সে পথ চলা যেন সহজ হয় ,নতুন নেতৃত্ব দেশে শান্তি, সংহতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সম্প্রীতি ফিরিয়ে আসুক এজন্য প্রার্থনা জানান তারা।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মাঝে উপস্হিত ছিলেন মো:খলিলুর রহমান,কামরুজ্জামান বাবু,এ,ইসলাম মামুন,মো:মামুনুর রশীদ,সাংবাদিক হাবিব রহমান,সাংবাদিক শাহেদ আলম,সাংবাদিক দিদার চৌধুরি ,সাংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম,বিল্লাল ইসলাম,স্বপন তালুকদার,জাফর চৌধুরী,সুমন চৌধুরি,মতিন সরকার,মো:আজাদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে হাবিব রহমানের সৌজন্যে আনা কেক কাটা হয়।খলিল বিরিয়ানীর স্বত্বাধিকারী মো:খলিলুর রহমানের সৌজন্যে সবাইকে ডিনারে আপ্যায়িত করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জিয়াউর রহমানের ৮৫ তম জন্মবাষীকিতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: গত ১৯ শে জানুয়ারী মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গনতন্ত্রের প্রবক্তা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিস্টাতা চেয়ারম্যান, সার্কের সপ্ন দ্রস্টা, দক্ষিন পুর্ব এশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় রাস্ট্রনায়ক, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের অংশ বিশেষ।

যুক্তরাষ্ট্র বি এন পির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টনের সভাপতিত্বে এবং সাবেক ছাত্রনেতা আবদুস সবুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্হিত ছিলেন, তরুন উদীয়মান রাজনীতিবিদ, ঢাকা দক্ষিনের জনতার মেয়র খ্যাত জননেতা ইন্জিনিয়ার ইসরাক হোসেন এবং বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে ফ্লোরিডা বিএনপির আহবায়ক সাবেক শ্রমিক নেতা এমরানুল হক চাকলাদার, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারফ হোসেন সবুজ , যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ওমর ফারুক মাশুক , চট্রগ্রাম জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি তারিক চৌধুরী দিপু, যুক্তরাষ্ট্র সেচ্ছাসেবক দলের সাধারন সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সহসভাপতি আতিকুল হক আহাদ, যুক্তরাষ্ট্রযুবদল নেতা মো বদিউল আলম, সাবেক ছাত্রনেতা আহসান উল্লাহ মামুন, নিউইয়র্ক স্টেট সেচ্ছাসেবক দলের

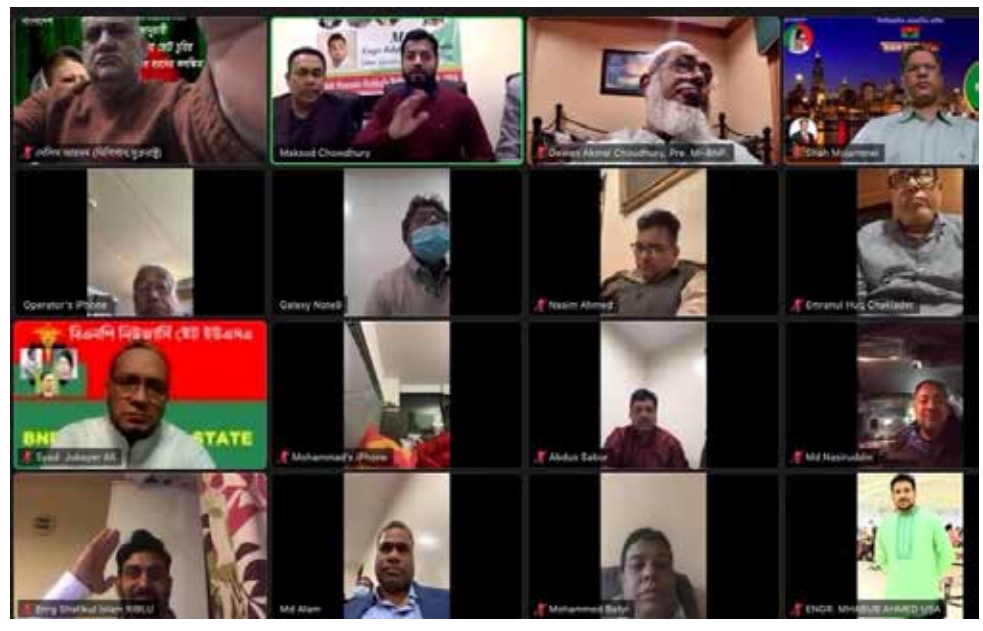

সভাপতি আহমেদ সালেহ রুমেল, সাধারন সম্পাদক ময়মনসিংহ বিএনপির সাবেক নেতা মো নাসিরউদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক বাদল মির্জা বিএনপি নেতা আক্তার হোসেন প্রমুখ।

জ্যাকসন হাইটস জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবদুস সাদেকের পরিচালনায় দোয়া মাহফিলে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফেরাত কামনা করার পাশাপাশি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, তারুন্যের অহংকার জনাব তারেক রহমান সহ দেশ বিদেশে অসুস্থ সকল মানুষের সুস্থতা কামনা করে এবং সারা পৃথিবীতে যারা মৃর্তু বরন করেছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

আরো দোয়া করা হয় সদ্য প্রয়াত বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকনের বাবা ও বিএনপি গুলশান অফিসের ইমাম হাফেজ জয়নাল আবেদীনের রুহের মাগফেরাত কামনায় !

সভাপতির বক্তব্য মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন বলেন মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একজন দেশ প্রেমিক রাস্ট্রনায়ক ছিলেন, যা বর্তমান পৃথিবীতে সত্যিই বিরল। অত্যন্ত সল্প সময়ের নোটিশে এই অনুষ্ঠানে যারা যোগ দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

CDPAP Service

HHA/ PCA Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

বাইডেনের ইমিগ্রেশ্যান পরিকল্পনায় বাধা দেবে রিপাবলিকানরা জানালেন সিনেটর রুবিও

ওয়াশিংটন ডিসি: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সদ্য প্রস্তাবিত উদারনৈতিক ইমিগ্রেশ্যান পরিকল্পনায় বাধা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন রিপাবলিকানরা। ক্ষমতা গ্রহণ করেই নতুন ইমিগ্রেশ্যান নীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন বাইডেন, যার আওতায় কয়েক ধাপে আট বছর পর নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করে প্রথমে স্থায়ী বাসিন্দা ও পরে যুক্তরাষ্ট্রেরনাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন ইমিগ্রেশ্যান সুবিধা প্রত্যাশী অবৈধ অভিবাসীরা।

২০১৩ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামার আমলে রিপাবলিকানদের বিরোধিতার মুখে একটি ইমিগ্রেশ্যান বিল হাউজ অব রিপ্রেজেনটিটিভে পাশ হলেও সিনেটে আটকে যায়। এবারো এই প্রস্তাবে বাধা দেয়ার কথা জানিয়েছেন সিনেটর মার্কো রুবিও, লিন্ডসে গ্রাহামের মত প্রভাবশালী রিপাবলিকান নেতারা। সিনেটে প্রস্তাবটি পাশ করতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ৬০ ভোট পেতে হবে ডেমোক্র্যাটদের। যাতে রিপাবলিকানদের অন্তত ১০টি ভোট লাগবে।

আমেরিকার ইতিহাসে নতুন সূর্যোদয়! অভিনন্দন বাইডেন - হ্যারিস সরকার

আসেফ বারী, নিউইয়র্ক:

আমেরিকার ৪৬তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন জোসেফ রবিনেট বাইডেন জুনিয়র। তাঁর সঙ্গে উপ রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্বভার নিলেন কমলা দেবী হ্যারিস। কোভিড বিধি নিষেধ মেনে ছিমছাম অনুষ্ঠানে আগামী চার বছরের *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

করোনার টিকা নিতে পেরে বিশ্বব্যাপী বাঙালিরা খুশি

নুরুননাহার সাত্তার: অনেক জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে করোনা টিকাদান শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দেশে থাকা অনেক বাঙালিও এরই মধ্যে টিকা নিয়েছেন। তাদেরই কয়েকজনের কথা নিয়ে এই লেখা।

ইউরোপের অনেক দেশের মত জার্মনিতে করোনার টিকাদান শুরু হয়েছে গত ডিসেম্বরের একেবারে শেষ দিকে। এদেশে প্রথম টিকা নিয়েছেন ১০১ বছর বয়সী একজন নারী। অনেক দেশের মত জার্মানিতেও ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াব টিকা দেওয়া প্রথম শুরু হয়েছে বয়স যাদের ৮০ ওপরে তাদের।

তবে অ্যামেরিকায় করোনার প্রকোপের হার যেসব রাজ্যে বেশি সেখানে ৫০, ৫৫ বছর বয়সিদেরও করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। তাদেরই একজন ডালাসের বাসিন্দা নিশাত নাজনীন চকোরী। তিন চারদিন আগে ভ্যাকসিন নেয়ার ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন তিনি । চকোরীর মা ৭৫ বয়সি হাসিনা বেগম টিকা নিয়েছেন তিন চার সপ্তাহ আগেই। ওনার এমনিতে একটু ঠান্ডা লাগার ভাব থাকলেও টিকা নেওয়ার পরে তিনি তেমন কিছু ফিল করেন নি।

এদিকে লন্ডনে ডাক্তারি করেন ইফ্‌ফাত আযিম পিয়াল, তিনি দুটো ভ্যাকসিনই নিয়েছেন। তার ডাক্তার স্বামীও নিয়েছেন দুটোই। কর্মরত ডাক্তার বলে টিকা নিতে হয়েছে তাদের। তিনি বললেন বাঙালি ডাক্তার বন্ধুবান্ধব বা সহকর্মী যারা টিকা নিয়েছেন তারা সবাই খুব ভাল আছেন এবং তাদের কারো শরীরেই কোনোরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি।

অবশ্য ৫৫ বছর বয়সি ডাক্তার পিয়াল *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

জ্যামাইকায় সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২৪ নির্বাচনে দিলীপ নাথের প্রতি বাংলাদেশীদের সমর্থন

নিউইয়র্ক: সিটি কাউন্সিলে ডিস্ট্রিক ২৪ বিশেষ নির্বাচনে বেশীর ভাগ বাংলাদেশীরা ক্যাউন্সিলম্যান হিসাবে দেখতে চান দীলিপ নাথকে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী তার জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই তার পক্ষে গণসংযোগ শুরু করে দিয়েছেন। *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প উদার চিঠি রেখে গেছেন জানালেন বাইডেন

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউজ ছেড়ে যাওয়ার আগে তার জন্য খুবই উদার একটি চিঠি রেখে গেছেন। তবে ট্রাম্পের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তিনি চিঠিটির বিষয়বস্তু তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করবেন না বলেও জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক ইতিহাসের এই প্রথায় যা ১৯৮৯ তে শুরু করেছিলেন প্রয়াত সাবেক *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

কোভিড চিকিৎসায় যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তারগণ আইভারম্যাকটিন সেবন করতে পারবেন - ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ

পরিচয় রিপোর্ট: অবশেষে কোভিড ১৯ এর নিরাময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তারগণ বহুল আলোচিত ওষধ আইভারম্যাকটিন প্রেসক্রাইব করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

তিনি বলেন, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেলথ (এনআইএইচ) কোভিড-৯ রোগীদের আইভারম্যাকটিন এর পরীক্ষামুলক ব্যবহারে অনাপত্তি জানানোর পর ডাক্তারদের পক্ষে রোগীদের প্রেসক্রাইব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের সুপ্রীম কোর্ট বাফেলো শহরের এক মুমুর্ষ রোগীর সন্তানদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রোগীকে আইভারম্যাকটিন সেবনের নির্দেশ প্রদান করে। খুবই স্বল্পমুল্যের (বিশেষ করে বাংলাদেশে) আইভারম্যাকটিন পৃথিবীর কয়েকটি দেশে কোভিড ১৯ সংক্রমন ঠেকানো এবং আক্রান্তদের চিকিৎসা উভয়ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছ।

যদিও আইভারম্যাকটিনের কোন পাশ্বপ্রিতিক্রয়া নেই তবু সেবনের মাত্রার ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজ। যাদের হাঁপানি অথবা ডায়ালেসিস করান, তাঁদের জন্য নয় আইভারম্যাকটিন, জানিয়েছেন একাধিক চিকিৎসক। কম্যুনিটির পরিচিতমুখ ডা, মাসুদুল হাসান জানিয়েছেন, নিউইয়র্ক সিটির একাধিক পাবলিক হাসপাতালে আইভারম্যাকটিন সেবন শুরু হয়েছে।

২রা ফেব্রুয়ারীর জ্যামাইকার সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে আমি বাংলাদেশী ভাইবোনদের সাহায্য চাই - দীপ্তি শর্মা

পরিচয় রিপোর্ট: আমি এলাকাবাসীর সমস্যার কথা জানি, আমি এদের সাথেই বড় হয়েছি, তাই নিউইয়র্ক সিটি *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভ্যাকসিন নিচ্ছেন অনেকে !

নিউইয়র্ক: ভ্যাকসিন গ্রহণে উপযুক্ত না হয়েও মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন অনেকে, এমন অভিযোগ এখন অনেকের মুখে। তবে বেশিরভাগ মানুষই নিউইয়র্কে সিটি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ভ্যাকসিন পেতে যে গাইডলাইন দেয়া হয়েছে, তা মেনেই প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন নিয়ে ২য় ডোজের অপেক্ষায় আছেন । বর্তমানে নিউইয়র্ক ষ্টেট *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

জ্যাকসন হাইটস্ ইসলামিক সেন্টার এন্ড মস্ক (মসজিদ) নতুন নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত: ডঃ আবু এম জাফরউল্লাহ- প্রেসিডেন্ট, মোহাম্মদ এ. হাকিম - সেক্রেটারী

নিউইয়র্ক: অনেক বাঁধা বিপত্তি অতিক্রমের পর অবশেষে জ্যাকসন হাইটস্ ইসলামিক সেন্টার এন্ড মস্ক এর নতুন নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। মুসলীম নামধারী কিছু ব্যক্তি গত বিশ বছরের পুরানো এই মসজিদটিকে চোরের আখড়ায় রূপান্তর করেছিল। মসজিদের দানের টাকা আত্মসাৎ থেকে শুরু করে মিলাদের খাবার চুরি ছিল এই মসজিদের অতীতের নির্বাহী কমিটির কতিপয় ব্যক্তির দৈনন্দিন কার্যকলাপ। এসব ব্যক্তিরা তাদের *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

খলিল বিরিয়ানীতে আসুন
"বাইডেন বিরিয়ানী" এর স্বাদ নিন
KHALIL BIRYANI & HALAL CHINESE
2062 McGraw Ave. Bronx
NY 10462. Ph: 347-621-2884
KHALIL BIRYANI HOUSE
1445 Olmstead Ave. Bronx
NY 10462 Ph: 718-483-8906
www.khalilsfood.com
HALAL

MTR Electric
Murad Hussain
Electric Services
Install, Maintain & Repair Electrical Control, Wiring and Lighting System, Projection & Sound System Installation,
Other Services
Security Camera Installation. House Renovation (Tiles, Shitrock, Flooring, Door, Window etc.
347-251-7335 muradhussain0907@gmail.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury President
■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

ইউনাইটেড এষ্টোরিয়া হালাল লাইভ পোলট্রি
একমাত্র অর্গানিক চিকেন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান
আমেরিকার সর্বপ্রথম হালাল লাইভ পোলট্রি
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সবার শীর্ষে
১০টি কালার (রেড/গ্রে) চিকেন কিনলে ফ্রি
৬টি কালার (রেড/গ্রে) চিকেন কিনলে ফ্রি
জীবন্ত ছাগল ও ভেড়া বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
FREE DELIVERY
• We Accept EBT, Master Cards, Visa, Discover, Amex etc.
• Open 7 days a week. • 10 AM - 8:00 PM • We take order over phone
36-21 31st Street, Astoria, NY 11106
Ph: 718-729-1445 • 917-396-4011 • 718-433-2160

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৮ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY / WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING / MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
FAHAD R SOLAIMAN PRESIDENT/CEO
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯